গোপীচন্দ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

গোপীচন্দ্রের গান

উত্তর-বঙ্গে সংগৃহীত

২য় ভাগ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
(গান সঙ্কলয়িতা)
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
এবং
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত
১৯২৪

বিষয়-সূচী

মুখবন্ধ

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন সাহেব সর্ব্ব প্রথম "ময়নামতীর" এক পালা গান সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির জারনেলে প্রকাশিত করেন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে আমি এই গানের কতকটা উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আজ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় রংপুর নীলফামারির সবডিভিসনাল আফিসরের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া "ময়নামতীর গানের" আর একটি পাঠ সংগ্রহ করেন ;—১৩১৫ বাং সনের "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়" উহার পরিচয় প্রকাশিত হয়। ভবানী দাস নামক কবি "গোপীচাঁদের পাঁচালী" নামে ময়নামতীর গানেরই বিষয় লইয়া অনুমান দুই শত বৎসর পূর্ব্বে একখানি কাব্য রচনা করেন। চারিখানি প্রাচান পুথির পাঠ মিলাইয়া শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেব চাটগাঁ হইতে এই ভবানী দাস বিরচিত "গোপীচাঁদের গানের" একখানি খসড়া তৈরী করিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংস্করণে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় মুন্সী সাহেবের পাঠ হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্ল্লভমল্লিক নামক জনৈক কবি ময়নামতী সম্বন্ধে সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দিতে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রায় দুইশত বৎসর হইল সিন্দুর-কুসুমীগ্রামনিবাসী সুকুর মামুদ নামক আর এক কবি "যোগীর পুথি" নামে এই ময়নামতী-গোপীচন্দ্র সংক্রান্ত আর একটি সুবিস্তৃত গান রচনা করেন। মদ্‌রচিত "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে" এই সকল পুস্তকের কোন কোনটি হইতে রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল ময়নামতীর প্রাচীন গানের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসে "ময়নামতীর গান" পাঠ্য হওয়াতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই গান গুলির প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে।

হিন্দু এবং মুসলমান কবি ও শ্রোতারা প্রায় সাত শত বৎসর যাবৎ এই গোপীচন্দ্রের গান বাঙ্গলা দেশে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই গানের প্রভাব এক সময় এত বেশী ছিল যে আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত এই মহা-প্রদেশের লোকবৃন্দ বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস কাহিনী শুনিয়া করুণ রসে বিগলিত হইতেন। ভাগলপুর, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে এখনও গোপীচন্দ্রের গান শোনা যায়;—এখনও মহারাষ্ট্র রঙ্গমঞ্চে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অভিনিত হয়,—এখনও উষ্ণীশধারী, গোপীযন্ত্র হস্তে শত শত উত্তর পশ্চিমের গায়ক "গোপীচন্দ্রের গান" গাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। সেদিনও রাজ-চিত্রকর রবিবর্ম্মা "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের" চিত্র আঁকিয়া বঙ্গাধিপকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুনরায় সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে ময়নামতী গানের বিস্তৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র সামান্য লোক ছিলেন না, যদিও গ্রাম্য কবিরা তাঁহাদের সংকীর্ণ ও অমার্জ্জিত কল্পনা দ্বারা ইঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য আয়ত্ব করিতে না পারিয়া ইঁহাকে কেহ বা "ষোল দণ্ডের" রাজা করিয়াছেন, কেহবা ইঁহার পৈত্রিক "সরুয়া নলের বেড়ার" প্রশংসা করিয়াছেন তথাপি ঐতিহাসিক গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপীচন্দ্র যে ভারতবর্ষের একজন নৃপতি-শিরোমণি ছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা লেখক রাজা-ধন্য-মাণিক্যের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় গৌড়াধিপ হুসেন সাহা বহুবার তাঁহার পাঠান সেনানায়কগণকে ত্রিপুর বিজয়ের অভিযানে পাঠাইয়াও ঐ রাজ্য দখল করিতে পারেন নাই, বারংবার পাঠানেরা ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি চয়চাগের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন, এমন কি এক জন প্রধান পাঠান সেনাপতিকে চয়চাগ কালী মন্দিরে বলি দিয়া গৌরেশ্বরকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ছিলেন। কিন্তু ছুটি খাঁ নামক পাঠান সেনাপতির স্তাবক-কবি শ্রীকরণ নন্দী তাহার মুরব্বির সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥"

সর্ব্ব দেশের ইতিহাসেই জয়-পরাজয় লইয়া দুই পক্ষের এইরূপ সত্য-বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ হইতে সুদূরে যাইয়া গোবিন্দ

চোল স্বদেশে নিজ খ্যাতি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় সভাকবির দ্বারা যদি বঙ্গজয় ঘোষণা করাইয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সুতরাং তিরুমলয়ের লিপিকারের উক্তি সম্বন্ধে আমরা আস্থাবান্ হইতে পারিতেছি না। বিশ্বেশ্বর বাবু, আমি এবং বসন্ত বাবু তিনজনে মিলিয়া গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি—তাহার ফলাফল বিশ্বেশ্বর বাবু নিরপেক্ষ ভাবে তৎরচিত ভূমিকায় লিখিয়াছেন—নানারূপ গ্রাম্য সংস্কার, বিরুদ্ধ পাঠ ও ভ্রমপ্রমাদের মধ্য হইতে আমরা যে দুই একটি তথ্যকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমটি এই যে তিরুমলয়ের গোবিন্দচন্দ্র এবং আমাদের এই গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র খুব সম্ভব এক ব্যক্তি। দ্বিতীয় কথাটি এই যে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ধাড়িচন্দ্রকে টানিয়া বুনিয়া চন্দ্রবংশের জনৈক নৃপতির নামের সঙ্গে মিলাইবার জন্য উৎকট চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সেই সিদ্ধান্তের উপর আমরা কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্র গীতে "ত্রৈলোক্যচন্দ্র" ও দুর্ল্লভ মল্লিকের গানে "সুবর্ণচন্দ্র"—তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্রবংশের চারিজন রাজার মধ্যে এই দুই জনের নামের ঐক্য পাইয়া আমরা গোপীচন্দ্রকে বিক্রমপুরের শ্রীচন্দ্রদেবের বংশীয় বলিয়াই মনে করিতেছি। এই কথা ভট্টশালী মহাশয়ই প্রথম বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। বংশলতাসম্বন্ধে গ্রাম্য গীতে গোলমাল থাকা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এমন কি সেদিনকার নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলীতে তাঁহার পিতামহের নামের পূর্ব্বে যে সকল নাম তিনটি ভিন্ন স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের কোনটিতে মিল নাই। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অতি বিরুদ্ধ উপকরণের মধ্যেও চারিটি রাজার নামের মধ্যে যখন দুইজনের নামের মিল পাইতেছি, তখন আমরা গোপীচন্দ্রকে উক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজা বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষপাতী। নবদ্বীপের সুবর্ণ বিহার এই বংশের সুবর্ণচন্দ্র রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভবপর। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় সুবর্ণবিহারে একটা খোদিত ইষ্টক লিপির যে তারিখ পাইয়াছিলেন তাহাও এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল। চারিজনের মধ্যে এই যে দুই রাজার নামের মিল

পাওয়া গেল, তাহাতে আমরা অনুমান করিতে পারি বহু দূরসময়াগত প্রাচীন সংস্কারকে নানা আবর্জ্জনা ও কল্পনা বিকৃত করিয়া দিলেও দেশবাসিগণ প্রাচীন স্মৃতির থেই একবারে হারাইয়া ফেলেন নাই। বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার ভূমিকায় এটিও প্রমাণ করিয়াছেন যে গোপীচন্দ্রের অনেক কীর্ত্তি উত্তর বঙ্গে থাকিলেও ত্রিপুরা-মেহেরকুলেই তাহার রাজধানী ছিল।

এই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা লেখা দরকার। যদবধি গোবিন্দ চন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তদবধি এই গান চলিয়া আসিতেছে। কোন করুণ ঘটনার প্রথমোচ্ছ্বাসেই শোক সংগীত রচিত হইয়া থাকে। আজগবী কল্পনা অনেক সময় প্রথম হইতে সুরু হইয়া থাকে। এখনও বাঙ্গালী কয়েকজন সাধু ও মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাঁহাদের জীবিতকালে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সকল জীবনী রচিত হইয়াছে, তাহাতে আজগবি কথার অন্ত নাই। সুতরাং আজগবী কথা সমসাময়িক হইতে পারে না, তাহা অনেক পরে লিখিত হয়—আমরা এ যুক্তির পক্ষপাতী নহি। রাজার জন্য প্রথম যে বেদনা গাথার আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই বেদনাজাত কাব্য কথা এপর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। ইহা শুধু কাব্য নহে—ইহা গান, ইহা লেখা নহে—বাচনিক আবৃত্তি, সুতরাং ইহা যে গায়কের কণ্ঠে যুগে যুগে নূতন ভাষা পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা যে অতি প্রাচীন গানের অপেক্ষাকৃত নব সংস্করণ তাহাতে ভুল নাই। অনেক স্থলে প্রাচীন ভাষা পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে, আর প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাতে প্রাচীন সমাজ ও রীতিনীতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। দেব-বিগ্রহ যুগে যুগে নবকলেবর গ্রহণ করিলেও তাহাতে প্রাচীন আদর্শ অনেক সময় বজায় থাকে। এই গানও তদ্রূপ।

কি কারণে তাহা বলা যায় না, খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীময় তন্ত্র, মন্ত্র, পৈশাচিকী ক্ষমতা ও পুরোহিতগণের অদ্ভুত, অলৌকিক শক্তির প্রতি জনসাধারণের মধ্যে একটা অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। গালদিগের ইতিহাসে ড্রুইড-পুরোহিতদের অদ্ভুৎ ক্ষমতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। ড্রুইড-পুরোহিতগণ মন্ত্রবলে সমুদ্রের তিমি-তিমিঙ্গলকে ডাকিয়া ডাঙ্গায় আনিতে পারিতেন, তাঁহাদের আদেশে পর্ব্বতের মাথা হেঁট হইয়া

যাইত, তাঁহারা অলৌকিক বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া অন্নকুট উদরস্থ করিয়া দুগ্ধের সরোবর পান করিতেন। এই সব গ্যালিক উপাখ্যানের সঙ্গে প্রায় তৎসময়ে বিরচিত "ময়নামতীর গান" পড়িলে উভয়ের সাদৃশ্য আশ্চর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়। হাড়িসিদ্ধার আদেশে ফলবন্ত বৃক্ষের শাখা নত হইয়া ফলের ডালি উপহার দিতেছে, হাড়ি সোণার খড়ম পায় দিয়া দরিয়া পার হইতেছেন, তাহার মুখের কথায় নদী-স্রোত বন্ধ হইয়া যাইতেছে, স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতেছেন *। ইহা ছাড়া আরও কত শত অদ্ভুত কাজ সে করিতেছে। গ্যালিক উপাখ্যানের গুইণবাচের পলায়নের চেষ্টা ও ময়নামতির হস্ত হইতে গোদা যমের উদ্ধারপ্রয়াস একরূপ। সেই উপাখ্যানে টুরিএন পুত্রগণেরও উক্তরূপ চেষ্টা বর্ণিত আছে। এই সাদৃশ্য এত স্পষ্ট—যে মনে হয় যেন পৃথিবীর দুই ভিন্ন প্রান্ত হইতে একই ভাবের গল্পরচকদ্বয় ডাকা ডাকি করিয়া কথা শুনাইতেছেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" আমি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি †। গ্যালিক উপাখ্যানের পুরোহিতগণ "হাড়ে মাংসে জোড়া লাগুক"—বলিয়া মন্ত্র পড়িলে, খণ্ডখণ্ডকৃত মৃতদেহ জোড়া লাগিয়া পুনর্জীবিত হইত। আমাদের "ময়নামতী গানের" ন্যায় অনেক বাঙ্গলা কথাসাহিত্যে মন্ত্রের এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় আছে। "গোপীচাঁদের পাঁচালীতে" এইরূপ মৃত দেহে জীবন সঞ্চারের কথা আছে (৩৭৪ পৃঃ) ‡। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর লৌকিক সাহিত্যে ডাইনী, পুরোহিত ও সিদ্ধাগণের এই অলৌকিক শক্তির কথা পৃথিবীর অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়।

"ময়নামতীর গান" যখন প্রথম বিরচিত হয়, তখন বঙ্গভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ পড়ে নাই। যদি কেহ মনে করেন, নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর লোক যাহা রচনা করিয়াছে তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব থাকিবে কিরূপে? শুধু এই যুক্তি বলে "ময়নামতীর গানের" প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ সমীচিন নহে।

* গোপীচন্দ্রের গান, বুঝান খণ্ড ৬১পৃঃ।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, ৬৩ পৃঃ

‡ "এক হুঙ্কার হাড়ি দিলেন ছাড়িয়া।
স্কন্ধপরে মুণ্ডগোটা পড়ে লম্ফ দিয়া।"

কিন্তু এই গান যে সংস্কৃত-প্রভাব চিহ্নিত যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা অন্য প্রমাণাভাবে শুধু ভাষার প্রমাণেই স্থির করিতে পারা যাইত। সংস্কৃত যুগের নাপিত, ধোপা, মুচি, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর বহু কবির রচনা পাওয়া গিয়াছে—তাহাদের লেখা সংস্কৃতের প্রভাব এড়ায় নাই। নিরক্ষর মুর্খ চাষার রচিত গান পড়ুন—তাহার প্রমাণ পাইবেন। খুব উদ্ভট রকমের হইলেও সংস্কৃত উৎপ্রেক্ষা, উপমা ও যমক অলঙ্কারের বাহুল্য চাষাদের কাব্যেও পাওয়া যায়। সংস্কৃত যুগে লিখিত বঙ্গভাষাকে এতটা সংস্কৃতের অনুযায়ী গড়ন দিয়া তৈরী করা হইয়াছিল যে অশিক্ষিত কবিগণও সেই সংস্কৃত বহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছে। তিলফুলের সঙ্গে নাকের, গজগতির সঙ্গে পাদক্ষেপের, পক্ক বিম্বের সহিত অধরের উপমা চাষারাও দিতে ছাড়ে নাই। কেষ্টামুচির গানেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ও উপমার নৈপুণ্য দেখা যায়। "ময়নামতার গান" পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সংস্কৃত-যুগের বাঙ্গলা হইতে এই বাঙ্গলা ভিন্ন,—ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রাকৃত-প্রধান বাঙ্গলা। এই ময়নামতার গানের সঙ্গে গোরক্ষ-বিজয়, শূন্যপুরাণ, কতকগুলি প্রাচীন ব্রত-কথা, লক্ষ্মী ও যমের ছড়া, ডাক ও খনার বচন, ভাষা ও ভাব হিসাবে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য। এই রচনাগুলিকে শুধু সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে বিচার করা যুক্তি-যুক্ত নহে। ফয়জুল্লা কিম্বা সুকুর মামুদের রচনা হয়ত দুই তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। কিন্তু তথাপি তাহাদের রচনা সংস্কৃত পূর্ব্বযুগের অনুবর্ত্তী; তাহাদের ভাব, ভাষা ও গড়ণ সংস্কৃত যুগের নহে,—তৎপূর্ব্ব যুগের। এখনও যেরূপ পাড়াগেঁয়ে কবি গণেশ-বন্দনা মুখপাত করিয়া প্রহ্লাদ চরিত্র রচনা করিতে বসিয়া যায়—বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রতিভান্বিত বাঙ্গলার সে কোন ধার ধারে না, কাশীদাসের যুগই তাহার আদর্শ রহিয়াছে- যে পরিবর্ত্তন এই কয়েক শতাব্দী যাবৎ বাঙ্গলা ভাষার উপর খেলিয়া গিয়াছে, সেই গ্রাম্য কবি তাহার কোন খবরই রাখে না,—সেইরূপ এই ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান রচকগণের অনেকেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মিলেও তাহারা সেই প্রাচীন যুগের ভাব ও ভাষার আদর্শটা ধরিয়া বসিয়া আছে, সংস্কৃতের প্রভাব তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে —পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মকে তাহারা গ্রহণ করে নাই, অথবা হিন্দু ধর্ম্মের নব উত্থান তাহাদের দোর পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।

সম্প্রতি যে ময়মনসিংহ গীতিকা গুলি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার আদর্শ ও সেই প্রাচীন যুগের। যদিও এই গীতিকাগুলি ৩।৪ শত বৎসরের উর্দ্ধকালের নহে, তথাপি ইহাদের ভাব ও ভাষা—সংস্কৃত-পূর্ব্ব যুগের।—ইহাদের রচনাকালে বঙ্গের নানা প্রদেশে ভাষার যুগ উল্‌টিয়া গিয়াছিল, "মুখ-রুচি কত শুচি", "অগ্নি অংশু যেন প্রাংশু", "বিলোলিত পতি অতিরসভাষে"—প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের দীপ্তিতে যখন বঙ্গসাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও পূর্ব্ব যুগের প্রভাব স্বীকার করিয়া এই গীতিকা লেখকগণ

"গাঁয়ের পাছে আন্ধ্যাপুকুর ঝড়ে জঙ্গলে ঘেরা।
চাইর দিকে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া"॥

প্রভৃতি ভাষায় কবিতা লিখিতেছিলেন। ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যের "পটো",—এপর্য্যন্ত আর্টস্কুলের পুড়ুয়াগণ পটোকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি অবনীবাবুর চিত্রশালার নূতন চিত্রকরগণ যেমন "পটো" দিগকে খুঁজিতেছেন, আমরাও ভাষা-ক্ষেত্রে তেমনই এই হেলে চাষাদিগকে খুজিতেছি। বঙ্গভাষার এই সংস্কৃত পূর্ব্ব-যুগ, হেলে চাষা ও কামার কুমারের যুগ। আমরা কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-যুগ অপেক্ষা এই হেলে চাষার যুগের বেশী পক্ষপাতী।

এই যুগে সাহিত্যের কয়েকটা লক্ষণ আছে, সেই পরীক্ষায় ফেলিয়া ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের সর্ব্বত্র এক ঘটনার পরে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করিতে গেলে "কোন্ কাম করিল" এই ছত্রটি থাকা চাই:—এই যুগের সমস্ত কাব্যে এই মুদ্রা-দোষটি আছে। রূপবর্ণনা করিতে গেলে উপমা না দিয়া প্রায়ই জিনিষটা কেমন তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আছে, "মেঘের বরণ কন্যার পায়েতে লুটায়" (মলুয়া)—মানে দীঘ চুল। এই সাহিত্যের অন্যতম শাখা গোপীচন্দ্রের গানে আছে—

"যেমন রূপ আছে রাজার পায়ের উপর।
তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর"॥

রূপ-কথার একটিতে আছে,—

"অঝুরে ঘুমায় কন্যা আলু থালু বেশ।
সারাটি পালঙ্ক জুড়ি আছে কন্যার দীঘল মাথার কেশ॥"

সংস্কৃত-যুগে এই চুলের সমৃদ্ধি বুঝাইতে কালসর্প, "কলঙ্ক চাঁদার" প্রভৃতি কত উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি পড়িত। তারপর,—কথা বলিবার একটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী এই সকল কবিতায় পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা ইহাদের আদর্শের একত্ব প্রতিপাদিত হয়। কি গোরক্ষ বিজয়, কি ময়নামতীর গান, কি রূপ-কথা,—সর্ব্বত্র, "প্রদীপ নিবিলে তৈল দিয়া কি হইবে ? জল চলিয়া গেলে আইল বাঁধিলে কি হইবে ?—ইত্যাদি ধরণের আক্ষেপোক্তি আছে—অবশ্য সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা খুঁজিলে "নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং" প্রভৃতি কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতা হইতে এইরূপ সংস্কৃত উদ্ভট সৃষ্ট হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ কোথায় গোপীচন্দ্রের গান আর কোথায় ময়মনসিংহ গীতিকা ?—কিন্তু ইহারা দুই ভিন্ন জগতের কথা হইলে অনেক কথা ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়—ময়মনসিংহ গীতিকার মলুয়ায় ৮০ পৃঃ (২১-২৬) পংক্তি ও আমাদের এই গোপীচন্দ্রের ৯৭ পৃঃ ৬৭৫-৭৬ পংক্তি মিলাইয়া পড়ুন। গোপীচন্দ্রের গানের সন্ন্যাস খণ্ডে ৫৫ পৃষ্ঠার সঙ্গে মনসার ভাসানে (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়) ২৮৮ পৃষ্ঠার বর্ণনারও সেইরূপ। বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। * তাহা

---

* "বান্দি বান্দি বলি তখন ডাকে ঘন ঘন
কি কর বান্দির বিটি কার পানে চাও।
বাপ কালিয়া কাপড়ের ঝাপা আনিয়া দেখাও,
আনিল প্যাটারা বান্দি খুচালে ঢাকনি।
দুই নগুলে বাহির কৈল বাঙ্গাল গাইয়া ভনি,
ঐ সাড়ি পরি নটা উপ নেহালায়।
মনত না খাইল সাড়ি বান্দিকে বিলায়॥
আর এক না সাড়ি পরে নিযর মেলানি।"

গোপীচন্দ্র, সন্ন্যাস খণ্ড ৫৫ পৃঃ

"কাপড়ের পেটারি বালি আনে টান দিয়া,
খান কত বস্ত্র তোলে নিচিয়া বাছিয়া॥
প্রথমে পরেন সাড়ী নাম দাতা সিদ।
নাটুয়ায় নাট করে গায়েনা গায় গীত॥
সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়।
মনে না লয়ে কাপড় পেটরায় পরায়॥"

বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ২৮৮ পৃঃ।

ছাড়া এই যুগের প্রধান চিহ্ন ও যুগলক্ষণ এই যে এই কবিতা গুলির কোনটিই সংস্কৃত টোলের ধার ধারে না, ইহারা সহর বা নগরের সভ্যতাকে আমল দেয় নাই, ইহারা ভাষা-পল্লব দিয়া ভাবকে লুকাইবার ফন্দি জানেনা, যে কথার কাণাকড়ির মূল্য নাই তাহা গিল্টি করিয়া সাজাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করে না—সাহিত্যের সভ্যতা-ভব্যতার ইহারা বড় ধার ধারে না,—জননী ও জন্মভূমি ইহাদিগকে যে ভাষা শিখাইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া পুঁথি লিখিবার সময় অভিধানের বুলি আওড়ায় নাই—ইহারা যে ছবি আঁকে তাহা অতি স্পষ্ট, তাহা বাঙ্গলামায়ের ঘোম্‌টা খুলিয়া তাঁহার স্নেহার্দ্র মুখ খানি দেখাইয়া প্রাণ জুড়াইয়া দেয়, পয়ার ও লাচাড়ি ছাড়া ইহারা আর কোন ছন্দের বড় খবর রাখে না। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত কবিতা গুলির শিরোভূষণ ময়মনসিংহের গীতিকা—জঙ্গলে ঢুকিয়া কাঠুরিয়া যেরূপ মাণিক পাইয়াছিল, আমার প্রাচীন সাহিত্যের জঙ্গলের মধ্যে তেমনই এই অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছি। বাঙ্গালার কুড়ে ঘরের যে কত দাম,—জগতের কোন রাজ-প্রাসাদের কাছে যে তাহা খাট নহে—এই গীত গুলি তাহা প্রমাণ করিবে।

গোপীচন্দ্রের গানগুলি তত্টা মার্জ্জিত ও সুন্দর না হইলেও তাহা বঙ্গীয় কুটীর গুলির নিখুঁত ছবি আঁকিয়া দেখাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই—অন্ততঃ এই সকল গানের কথা মাঝে মাঝে এত স্পষ্ট, এত অন্তর-ছোঁয়া, যে আধুনিক কবিরা এত সংক্ষেপে ও এত জোর দিয়া একটা কথা বুঝাইতে পারেন কি না সন্দেহ, আমরা তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি—

১। রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁহার ভাই খেতুয়া যে এক মায়ের দুগ্ধ খাইয়া বড় হইয়াছে,—খেতুয়া হীন কাজ করে বলিয়া যে সে অশ্রদ্ধেয় নহে—রাজা তাহা রাণীকে বুঝাইতে যাইয়া বলিতেছেন,—

"এক ঝোবের বাঁশ রাণী নছিবেতে ল্যাখা।
কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝ্যাটা॥"

এক ঝাঁড়ের বাঁশ, তথাপি অদৃষ্ট গুণে কোনটাতে ফুলের সাজি তৈরী হয়, কোনটা দিয়া বা হাড়ি ঝাঁটা প্রস্তুত করে।

২

২। খেতুয়ার গর্ব্ব দেখিয়া এক নাপিত-প্রজা বলিতেছে,—

"ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিসই পায়।
টেড়িয়া করি পাগড়ি বাঁধে ছেঞ্জার দিকে চায়॥"
"বাঁশের পাতার ন্যাকান ফ্যারফিরিয়া ব্যাড়ায়।"

ছোটলোকের ছেলে যদি হঠাৎ বড় বিষয়-সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তবে পাগড়িটা তির্য্যক ভাবে রচনা করিয়া নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দেখে কেমন দেখায়, এবং বংশ-পত্রের মতন ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায়।

এইরূপ নানাবিধ গ্রাম্য কথায় বক্তব্য বিষয় গুলি এরূপ চোখা ও স্পষ্ট করিয়া বলা হয়াছে--যে আধুনিক ভাষাবিৎ তাহার সমস্ত শব্দ সম্পদ লইয়া ও তদপেক্ষা তীব্র ভাবে বক্তব্যটি পরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ।

এই সকল গাথায় প্রাচীন অনেক রীতি পদ্ধতির কথা জানা যায়। হিন্দুরাজত্বে যে প্রায়ই নরবলি দেওয়া হইত, তাহা শুধু গোপীচন্দ্রের গানে নহে, বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য স্থানেও দৃষ্ট হয়। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত রাজমালা নামক ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রায়ই এই নরবলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধন্য মাণিক্যের প্রধান সেনাপতি চয়চাগ যে হুসন সাহার জনৈক পাঠান সেনাপতিকে ত্রিপুরেশ্বরীর নিকট বলি দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মাণিকচন্দ্র রাজার মৃত্যু যে সকল অভিচার ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, রাজমালার কোন কোন স্থলে সেইরূপ অভিচার প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রাহ্মণের দরবারের বেশ ভূষার একটা চিত্র এই গানে আছে, তাহার এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ব্রাহ্মণ নানারূপ ধুতি পরিতেন, সেগুলির নাম—শালকিরাণি, চটক ও মটক। অবশ্য "মটক"টা আধুনিক "মটকা"র নামান্তর, এগুলি গরদের ধুতিরই প্রকার-ভেদ হইবে। "শালবন পেটুকা"---কোমর বন্ধ, এবং "চল্লিশ পাগড়ি" অর্থ চল্লিশবার পাক দিয়া যে পাগড়া বাঁধা হয়। তাঁহার এক হস্তে অঙ্গদ ও অপর হস্তে বলয় (কোড়া = কড়া) এবং কণ্ঠে স্বর্ণমালা। তিনি যাত্রাকালে জোড়া জোড়া পৈতা গলায় পরিতেন এবং কক্ষতলে একরাশ পাঁজিপুঁথি লইয়া চলিতেন।

এ চিত্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হইলেও ইহা খোট্টার দেশের ব্রহ্মণ পণ্ডিতকেই বেশী মনে করাইয়া দেয়। হিন্দু-রাজত্বকালে রাজ-সভার পদ্ধতি রীতিনীতি ও বেশভূষা অনেকটা খোট্টার দেশের মতই ছিল, তবে ৪০টা বেড় দিয়া যে পাগড়ী তৈরী করিতে হয় তাহা এই উষ্ণদেশের লোকের মাথায় বেশী দিন টেঁকে নাই, প্রচুর ঘৃত-নবনী ও দুগ্ধপান করিয়া উদরে অতটা আঁটাআঁটি করিয়া কোমর বন্ধটা রাখাও সুবিধাজনক হয় নাই। পশ্চিমে বড় লোকের বামুনেরাও কোমরবন্ধটা ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু চল্লিশবেড় পাগড়িটি ছাড়েন নাই, তাঁহাদের স্বর্ণ বলয় ও অঙ্গদাদি পরিবার রীতিটা এখনও আছে। কেবল পৈতাটা দরবারী গোছের না হইয়া এখন অপরিহার্য্যরূপ অঙ্গীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েদের চুলের সৌষ্ঠবের কথা এই যুগের অনেক কাব্যেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশে ও উত্তরের পাহাড়ে দেশ যথা নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে মেয়েদের চুল খুব ঘটা করিয়া বাঁধা হইত। এই কেশ-বন্ধন এককালে একটা উৎকৃষ্ট শিল্প ছিল। আজকালকার বঙ্গীয় চিত্রকরেরা মেয়েদের চুল-বাঁধাটার অনেক ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া সংবাদপত্রে ছাপাইয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গলা দেশ—এই চুল বাঁধার যে শিল্পটা হারাইয়াছে, তাহা এদেশের একটা বড় গৌরবের বিষয় ছিল। গোপীচন্দ্রের গানে চুল বাঁধিবার সেই শিল্পের প্রতি ইঙ্গিত আছে। গ্রাম্য কল্পনা এই শিল্পের বর্ণনা দিতে যাইয়া হয়ত অনেকখানি বর্ব্বর কবিত্ব ঢুকাইয়া দিয়াছে; কিন্তু বাদ সাদ দিয়াও আমরা যে আভাষ পাই, তাহাতে মেয়েদের এই শিল্প যে একটা দর্শনীয় পদার্থ ছিল এবং ইহাতে অঙ্গনাদের কতটা ধৈর্য্যশীল মনোযোগ ও নিপুণতা প্রদর্শিত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সন্ন্যাস খণ্ডে ২৫৩।৫৪ পৃষ্ঠাতে এই চুল বাঁধিবার কথা আছে। হীরা নটী প্রথমত চিরুণী দিয়া চুল খুব ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া লইল; কপাল তটে—সিঁথির গোড়ায় সে সারি সারি মুক্তা পংক্তি পরিল—সেই মুক্তার সারের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়টি তিলক রচনা করিল, তারপর—

প্রথমতঃ "হাটে ট্যাংরা" নামক খোঁপা বাঁধিল, এই খোপার ভিতর যেন ছয় বুড়ি ছোট ছোট ছেলে খেলিতেছে—চুল বাঁধার কায়দায় এইরূপ দৃশ্য দেখা দিল; কিন্তু এ খোঁপা তাহার মনোনীত হইল না—আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে খোঁপা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং দ্বিতীয়বারে—

"চ্যাং আর ব্যাং" নামক খোঁপা বাঁধিল। এই খোঁপা চুলের কায়দায় ঠিক ষোলখানি ঠ্যাং অর্থাৎ পা যেন (নায়কের দিকে) বাড়াইয়া দিল, কেহ কি জন্মিয়া এরূপ চুলের ঠ্যাং দেখিয়াছেন ? কিন্তু আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হীরার এ খোঁপাও পছন্দ হইল না, সে "চ্যাংব্যাং" খোঁপা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৃতীয়বারে—

"নাটি আর নটি" খোঁপা বাঁধিল, চুলের কায়দায় যেন ছয় বুড়ি পদাতিক সৈন্যের লাঠি খেলার দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু এই লাঠিয়ালী খোঁপাও আয়নার দিকে চাহিয়া হীরা পছন্দ করিল না, সে তাহা এলাইয়া দিয়া চতুর্থবারে—

"ভ্রমর গুঞ্জর" নামক এক অপূর্ব্ব খোঁপা বাঁধিল, এই খোঁপার তিনটি দ্বার, এক দ্বারে গায়ক গান করিতেছে, আর এক দ্বারে ব্রাহ্মণ তপস্যা করিতেছে এবং শেষ দ্বারে নর্ত্তক নাচিতেছে. প্রতিদ্বার নানা সুগন্ধি ফুলে সাজানো, —সন্ধ্যাকালে ভ্রমরের কলরবে একটা সুদৃশ্য প্রীতি-মুখরিত পুরীর মত ইহা দেখাইতে লাগিল, এবার আয়নায় খোঁপা দেখিয়া হীরা খুসী হইল।

বস্ত্রবয়ন কুশলতার নানারূপ কথা আছে। "বাঙ্গাল গাইয়া ভনি" নামক একরূপ বস্ত্রের উল্লেখ আছে (২৫৫ পৃঃ), ইহা খুব ভাল হইলেও এই সাড়ী হীরার পছন্দ হয় নাই, সে বান্দীকে ইহা বিলাইয়া দিয়াছিল—দ্বিতীয় শাড়ীর নাম "নিয়ব মেলানি" ইহার বয়ন এরূপ সূক্ষ্ম সূত্রের যে নিকটে মেলা (প্রসারিত) থাকিলেও রাতের বেলা এই শাড়ী দেখা যাইত না, কিন্তু দিনের বেলায় ইহার কারুকার্য্য ও দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিত। এই শাড়ী যখন হারানটি পরিধান করিল, তখন "শাড়ি আর নটি গেইল মিলিয়া" অর্থাৎ নটি যে শাড়ী পরিয়াছে এরূপ বোঝা গেল না, উহা এত সূক্ষ্ম যে গায়ে মিলাইয়া গেল,—সুন্দরী বিবসনাবৎ প্রতীয়মান হইল। হায় সেই সূক্ষ্ম বয়নের দেশের কারিগরের সন্ততিরা খদ্দর দিয়া দেহের ভার দ্বিগুণ বাড়াইয়া "বাহবা" লইতেছেন!

রাজ্য-শাসনে যে প্রজাদের কতকটা হাত ছিল, তাহা এই গানে এবং ময়মনসিংহ গীতিকায় পাওয়া যায়। রাজা যখন অত্যাচারী, তখন প্রজারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহে নাই। মোড়লকে লইয়া পরামর্শ করিয়া তাহারা রাজাকে অভিচার দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। যখন রাজা গোবিন্দচন্দ্র

"খেতু"র উপর শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বনে যাইতে চাহিলেন, তখন খেতু ভয় পাইয়া রাজাকে বলিলেন, আপনি সহরে ঢেঁড়া দিয়া আমার প্রতিনিধিত্বের কথা প্রজাদিগকে জানাইয়া দিন—নতুবা তাহারা আমাকে মানিবে না, তদনুসারে ঢেঁড়া দেওয়া হইল, কিন্তু প্রজারা রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করিল। "বন্দরিয়া রাইয়তের" মাথায় এই আদেশে "বজ্জর ভাঙ্গিয়া পৈল।" তাহারা একবাক্যে বলিল "ওরে খেতুআ তোর আজাই মানি না"—(রে খেতু, তোর রাজত্ব আমরা স্বীকার করি না) "আমরা এই বার বৎসরের খাজনা মজুত রাখিব, রাজা ফিরিয়া আসিলে তাঁকে দিব, কিছুতেই তোমার শাসন মানিব না।" যখন খেতুয়া এই উক্তি শ্রবণ করিল, তখন···

"ষোল সের ছিল খেতু এক পোয়া হৈল।"

(খেতুর ওজন ষোল সের ছিল—সে এক পোয়া হইয়া গেল, অর্থাৎ সে এত বড়টা ছিল, এখন গৌরব হারাইয়া এতটুকু খানি হইয়া গেল।

ময়মনসিংহ গীতিকাতেও প্রজাদের এই রূপ রাজ-শক্তির সঙ্গে বিরোধ মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ত্রিপুরার রাজমালা পাঠ করিলে এই প্রজা-শক্তি হিন্দু শাসন সময়ে যে কত বড় ছিল, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। সেদেশে প্রজারা মাঝে মাঝে অত্যাচারী রাজার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিয়াছে ও নূতন রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাজমালা একখানি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস। কিন্তু যদিও গ্রাম্য কবিদের কল্পনাবিজড়িত হইয়া এই গানগুলি ইতিহাসের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি সামাজিক ও রাজনৈতিক যে সকল আলেখ্য ইহাতে আছে—তাহাতে প্রাচীনকালের একটা প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। প্রজাশক্তি যে হিন্দুরাজত্বে নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না, বারংবার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে আমরা তাহার নিদর্শন পাইতেছি।

এই যুগে যে সকল নারী চরিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের কেহ কেহ মহিলাগণের আদর্শ। রমণীরা যে ব্রাহ্মণ্য যুগের সতীত্বের আদর্শ মানিয়া চলিতেন, এমন বোধ হয় না। ময়মনসিংহ গীতিকায় দেখা যায় তাঁহারা প্রায়ই নিজের পতি নির্ব্বাচন করিতেন, সকল সময়েই যে তাহাদের বিবাহ হইত, তাহা

নহে। কঙ্কের ভালবাসার জন্য লীলা প্রাণ দিয়াছিল, অথচ তাহাদের পরিণয় হয় নাই। সখিনা ও ভেলুয়া সুন্দরী পিতামাতার বিরুদ্ধে নিজের মনোনয়নকে প্রধান্য দিয়া অপূর্ব্ব প্রেমের তপস্যা দেখাইয়াছে। শোনাই ও কমলা নিজেরা নিজের বর পছন্দ করিয়া লইয়াছিল,—তাহারা বিবাহ বাসরে মন্ত্রপূতঃ মিলনের প্রতীক্ষা রাখে নাই। রাজবাড়ার প্রথা অনুসারে অদুনা অনায়াসে খেতুকে স্বামীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারিত। ইহাদের সমাজে বিবাহ প্রথা একান্ত শিথিল ছিল। বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, রাজারা পর্য্যন্ত কন্যাদিগকে সময় সময় যৌতুক দিতেন, এবং দেবরেরা রাজ-বিয়োগে কি তাঁহার অনুপস্থিতিতে অনায়াসে রাণীদিগের কক্ষে যাতায়াত করিতেন। এই শিথিল সামাজিক প্রথার মধ্যে যে সকল মহিয়সী মহিলা একনিষ্ঠ প্রেমের দেবব্রত পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি বলিব? যাহাকে সমাজ কড়াকড়ি করিয়া বিবাহ পীঠে বাঁধে নাই, তাঁহারা একি অপূর্ব্ব বন্ধন স্বীকার করিয়া আত্মবলি দিয়াছেন; ইঁহারা দেখাইয়াছেন প্রেমের মত ধর্ম্ম নারীর আর নাই। স্বাধীনতা, মৈত্রী, আত্ম-নির্ভর প্রভৃতি যে কোন বড় বড় নীতি দেখাইয়া রমণীকে পুরুষ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে চাও, তাহার কোনটিই রমণীকে সে গৌরব দিতে পারিবে না, যাহা প্রেম-সাধনা দ্বারা তিনি লাভ করিবেন। মলুয়া, মহুয়া কমলা, শোনাই, মদিনা—আর তার পার্শ্বে এই অদুনা, ইঁহাদের প্রত্যেকে নারীকুলকে ধন্য করিয়াছেন। অবশ্য গোপীচন্দ্রের আর একশত স্ত্রী ছিলেন—তাঁহারা দেবর লইয়া ঘর করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা ও মৈত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আপনারা সাধন করুন, কিন্তু অদুনা যেখানে আছেন তাঁহাকে সেইখানে থাকিতে দিন। এই সংসার সমুদ্রের দিশাহারা পান্থ,—পথভ্রষ্ট নাবিক যদি কোন আলোকস্তম্ভের উপর নির্ভর করিয়া পথ দেখিতে চায়, তবে অদুনা ও তাঁহার শ্রেণীরা সেইপথ দেখাইবেন। এই আলোকস্তম্ভ ভাঙ্গিলে দিশাহারা নাবিক অনির্দ্দিষ্ট সমাজের অধ্রুব আদর্শের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেতলোকে পৌঁছিবে। দশটা লোক কুঠার লইয়া যাইয়া তাজমহলটি ভাঙ্গিয়া আসিতে পারে, কিন্তু আর একটি গড়া সহজ নহে। এই নিরক্ষর কৃষকদের জড়িত ভাষা, প্রাকৃত শব্দ বহুল বাঙ্গলাকাব্য গুলিতে,—এই সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার বর্জ্জিত ছন্দোবন্ধ হীন

অকুশলী রচনার মধ্যে আমরা অদুনার যে আলেখ্য পাইতেছি, তাহা এত দিন পরেও মলিন হয় নাই। সেকালের বাঁকমল ও মেঘ ডুম্বর শাড়ী পরিয়াছেন বলিয়া তিনি কোন অংশে বুট-পরিহিতা, গাউন বিলাসিনীদের কাছে মাথা হেঁট করিবেন না। তাঁহাকে আমরা ভগবতীর মন্দিরে তাঁহারই পাশে স্থান দিয়া পূজার অর্ঘ্য দিব। উনিশ বৎসরে রাজার মৃত্যু হইবে শুনিয়া অদুনা বলিতেছেন, তিনি যমকে পূজা করিয়া স্বামীর আয়ু বাড়াইয়া লইবেন, যমকে যে উপায়ে তিনি বশীভূত করিতে চাহিতেছেন তাহা সাবিত্রীর তপস্যা হইতেও বড় তপস্যা—

"নানা উপহারে আমরা যমকে পূজা দিব।
মস্তকের চুল কাটিয়া চামর ঢুলাইব।
জিহ্বা কাটিয়া আমরা সলতে পাকাইব।
পৃষ্ঠের চর্ম্মকাটি আমরা চাঁদোয়া টাঙ্গাইব।
দশ নখ কাটিয়া মোরা দশ বাতি দিব॥
পায়ের মালই কাটিয়া মোরা প্রদীপ জ্বালাব।
নানান পুষ্পজলে যমের সেবায় মানাব
সেবায় মানিয়া আমরা স্বামী বর লিব।

ভারতবর্ষে রমণীর প্রেম কখনই উপন্যাসী আমোদ-প্রমোদ নহে—ইহা চিরকালই তপস্যা, আত্মোৎসর্গ ও সাধনা।

উপসংহারে আমি অন্যতম সম্পাদকদ্বয় -বিশ্বেশ্বর বাবু ও বসন্ত বাবু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। মুন্সী আবদুল করিমের টীকা টিপন্নী সহিত প্রদত্ত গানটি যে আমাদের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বর বাবু গোপীচন্দ্রের গানের যে পাঠটি রংপুর নীলফামারি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত ও মূল্যবান। তিনি আজ ষোল সতের বৎসর যাবৎ একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে এই গানের জন্য খাটিয়াছেন—কোন পুরস্কারের আশা করেন নাই। তাঁহার এই মহার্ঘ-বহু-পরিশ্রমের ফল তিনি কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়াছেন। যে কল্পতরুমূলে বঙ্গভাষার সাধনা চলিতেছে সেই মহামান্য স্যার আশুতোষের পরিচালিত বিদ্যা-

পীঠে তিনি তাঁহার জীবনের এক তৃতীয় ভাগের যত্ন ও শ্রমের ফল অর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার এই মহাদানের জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বসন্ত রঞ্জন রায় মহাশয় আমাদের ঘরের লোক; তিনি এই গানের ভাষাতত্ত্ব লইয়া যতটা খাটিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাপ্য হইলেও আমরা তাঁহার প্রাণান্ত পরিশ্রমের গৌরব স্বীকার করিতে বাধ্য। আমি বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের একটা শব্দসূচী দিয়াছি, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিকঙ্কণের শব্দসূচী সঙ্কলন করিতেছেন, আমরা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহায্যকারী পণ্ডিত নিযুক্ত করাইয়া পরিশ্রমের ভার লাঘব করিয়া লইয়াছি; কিন্তু বসন্ত বাবু এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ভাষাতত্ত্বের যে গুরুতর আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার যে বিরাট-শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা সমস্তই একক করিয়াছেন, তিনি পরিশ্রমী এবং লাজুক প্রকৃতির লোক সুতরাং প্রাণান্ত শ্রম স্বীকার করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন পণ্ডিতের সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই; অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাস পড়াইবার জন্য তাঁহার দ্বারা ইহার পূর্ব্বেই শব্দার্থের একটা সূচি প্রস্তুত ছিল, তাহা না হইলে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা কাজ দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু শত শ্রম করিলেও প্রথম সংস্করণ সকল বিষয়ে নিখুঁৎ হইতে পারে না। এই অক্লান্ত শ্রমের নিদর্শন শব্দ সূচীটিও যে একেবারে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, গোপীচন্দ্রের ১৭৮ পৃষ্ঠায় যে "ভিতি" শব্দটি আছে, তাহা বসন্ত বাবুর শব্দসূচী হইতে বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু এসকল অতি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণতা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

শুকুর মামুদ প্রণীত যোগীর পুঁথি নামক এই গানের যে পাঠ মুদ্রিত হইল, তাহা রংপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছেন; যদিও মাত্র বাঙ্গলা ১৩১৯ সালে এই পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি এখন ইহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। শুকুর মামুদ রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় মাইল উত্তর পূর্ব্বে স্থিত সিন্দুর কুসুমা গ্রামের অধিবাসী। এই পুঁথির প্রকাশক শ্রীযুক্ত মুন্সী গোলাম রছুল খোনকার। ঢাকা মিউজিয়াম হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়

এই দুর্ল্লভ পুঁথি প্রকাশ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে লোভ দেখাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি না ছাপাইলে যে এই পুঁথি আর লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইবে তাহা হয়তঃ অনেকেরই মনে ছিল না, কিন্তু স্যর আশুতোষের আশীর্ব্বাদ ও কল্যাণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য-ভার লঘু করিয়া দিলেন। আশা করি ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া বরঞ্চ আমাদের কার্য্যে প্রীতি প্রদর্শন করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১২ই মে, ১৯২৪।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ভূমিকা

গানের বিশেষত্ব

গোপীচন্দ্রের গান স্মরণাতীত কাল হইতে রংপুর জেলায় প্রচলিত। গ্রীয়ার্সন সাহেব রাজকার্য্যোপলক্ষে রংপুরে অবস্থান-কালে উহা সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। ইংরাজী জার্ণালে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত প্রাদেশিক গান সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণয়ন কালে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন উহা সাধারণের গোচরীভূত করেন এবং ইহার মৌলিকত্ব ও বিশেষত্বের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দীনেশবাবু বলেন "এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য ধর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।... মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিল-বিন্দুর ন্যায় প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায় নাই, সলিলে তৈলবিন্দুর ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেই পক্কবিম্ব, দাড়িম্ব, কদম্ব, পদ্মপলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই। গ্রাম্যগীতগুলিও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে,......। কিন্তু মাণিকচাঁদের গীতের রূপবর্ণনায় বৃদ্ধ ব্যাস, বাল্মীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কৃত প্রভাব শূন্য; এবং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।...... স্থলে স্থলে দু' এককথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথচ দাড়িম্ব-কদম্বাত্মক রূপবর্ণনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন।... ... স্ত্রীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে উত্তপ্ত ৮০ মণ তৈলপূর্ণ সুবৃহৎ লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহ সংস্থাপিত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়,—ইহা হিন্দু জগতের বলিয়া বোধ হয় না।" পুনশ্চ—"এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহা আমরা আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় পাঠ করিয়াছি। অনুবাদ-গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে ভারতের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা ভিন্নরূপ। সেগুলির পশ্চাতে দেবশক্তি, তাই সেগুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাতে শুধু মন্ত্রশক্তি......। বৌদ্ধ জগতের এই সঙ্গীত বোধ হয় এতদিনে লুপ্ত হইয়া যাইত,

কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে ঐ গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ।" গানটি বোধ হয় কোন কালেই সম্পূর্ণ বৌদ্ধজগতের ছিলনা, ইহা বহুকাল হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধত্বের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সম্প্রদায়-বিশেষের উপজীবিকা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং ইহাই বোধ হয় গানটির পরমায়ু বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যে সমাজে ইহা প্রচলিত সে সমাজ এখনও সংস্কৃত ও হিন্দুত্বের গণ্ডিদ্বারা আপনাকে প্রাচীনতর সমাজ হইতে সম্যক্‌রূপে স্বতন্ত্র করিতে পারে নাই।

গাথা সংগ্রহ

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত গান রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত। রংপুর জেলায় গোপীচন্দ্রের প্রাচীন গান কোথাও পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। "যোগী" বা "জুগী" জাতীয় লোক মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময় গোপীযন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উহাদ্বারা শ্রোতার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার চেষ্টা করে। লৌহ, বংশখণ্ড ও অলাবু দ্বারা এই গোপীযন্ত্র প্রস্তুত হয়। ভগিনী নিবেদিতা দীনেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, এই গোপীচন্দ্রের নাম হইতেই সম্ভবতঃ 'গোপীযন্ত্রে'র নামকরণ হইয়াছে। বৃহৎ গানের সকল অংশ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং গায়কের সামর্থ্য, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালার সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও বা গানের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছেদ মাত্র গীত হয়, কোথাও বা শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করিয়া মূল কাণ্ডটি স্থির রাখিয়া যথাসম্ভব একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের সংগৃহীত গানটি শেষোক্ত শ্রেণীর, ইহা গোপীচন্দ্রের গানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বাবু শিবচন্দ্র শীল যে দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এই গানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। শিব বাবু চুঁচুড়াতে কোন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে উহার পুঁথি প্রাপ্ত হন। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র ও "যোগী" বা "জুগী" দিগের "গোপীচন্দ্র" অভিন্ন ব্যক্তি। এরূপ হইতে পারে যে, নামটি বাস্তবিক গোপীচন্দ্র, গোবাচাঁদ, গোবাচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র সকল রকমেই উচ্চারিত হইত।

দুর্লভ মল্লিকের গান পুরাতন উপকরণের সাহায্যে নূতন ভাষায় রচিত, ইহাতে উপাখ্যান ভাগও কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত গান, প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে, বাস্তবিকই প্রাচীন ভিত্তির উপর গ্রথিত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক মূল প্রাচীন গান কিরূপ ছিল, তাহা স্থির করা এখন বড়ই কঠিন। মুখে মুখে পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসায় গানের ভাষা অনেকস্থলেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং মূল গান যে অনেক স্থলে গ্রাম্য কবির হস্তযোজিত শাখাপল্লবে আবৃত হইয়া পুষ্ট কলেবরে পল্লীগ্রামের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ।

যোগিসম্প্রদায়ের লোক প্রায়ই নিরক্ষর। সম্পূর্ণ গাথা আবৃত্তি করিতে পারে এমন "যোগী" এখন দুর্লভ। রংপুর জেলার ভিন্ন স্থানীয় দুইটি বৃদ্ধ যোগীর আবৃত্তি অনুসারে দুইটি সুবিস্তৃত পাঠ এবং অপর এক যোগীর নিকট হইতে একটি আংশিক পাঠ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে সংগ্রহ করা হয়, এবং ১৩১৫ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উহার পরিচয় প্রকাশিত হয়। * তাহার পর বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থান হইতে গোপীচন্দ্রের গানের হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় সংগৃহীত ভবানীদাস-বিরচিত পুঁথি এবং উত্তর বঙ্গে সংগৃহীত মুসলমান কবি সুকুর মামুদের লিখিত পুস্তক বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভবানীদাসের পুঁথি গোপীচন্দ্রের পাঁচালী নামে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইল। চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আবদুল করিম চারিখানি পুঁথির সাহায্যে এই পাঁচালীর একটি পাঠ স্থির করিয়া পাঠান। উহার সঙ্গে উল্লিখিত পুঁথির একখানিও ছিল; ঐ পুঁথিকে আদর্শ করিয়া এবং মুন্সী সাহেব কৃত পাঠের সহিত মিলাইয়া অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক বর্ত্তমান পাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্পাদকগণ এই অবসরে মুন্সী সাহেবকে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। মূলের নীচে আদর্শের বর্ণবিন্যাস ও পাঠান্তরাদি প্রদত্ত হইয়াছে। আদর্শ পুঁথি তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা: আকার ১৬×৫॥ ইঞ্চ্; আদ্যন্ত খণ্ডিত, পত্র সংখ্যা ২-২৪, প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি; লিপিকর 'শ্রীছৈঅদ ওারিশ মির' বা 'মের' (পৃঃ ৬, ৮।২, ১১।২, ২১।২, ২৪।২): "হোক মালিক মন গাজী সাং পাণ্ডানগর" (পৃঃ ১২।২, ২৪।২)। ক পুঁথির মালিক "শ্রীহালাল গাজী ও তিতা গাজি পরগণে খামার কুলতলি মৌজে কমলাপুর"; সম্ভবতঃ ১২৪২ বা ১২৪৪ সালের হস্তলিপি। খ পুঁথির লিপিকাল জানা যায় নাই। গ পুঁথি ১০।১২ বৎসরের প্রতিলিপি। শেষ তিন খানি পুঁথির লেখকও মুসলমান। চারি খানি পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

তৃতীয় খণ্ডে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস নামে যে সুকুর মামুদ প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হইল, উহার এক মুদ্রিত সংস্করণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অন্যতম সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

কাহিনীর ভারতময় ব্যাপ্তি

মাতা ময়নামতীর চেষ্টা ও উদ্যোগে হাড়িপা বা জলন্ধরি গুরুর শিষ্যত্বে নবীন নৃপতি গোপীচন্দ্রের যোগী বা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগই এই সকল গাথার বর্ণনীয় বিষয়। গোপীচন্দ্র বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার কাহিনী প্রচলিত। ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন "ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র প্রাচীন কাল

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চদশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

হইতে গোপীচাঁদ নামক এক রাজার বিবরণ লিখিত ও কথিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রদেশ, রাজপুতানা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বহুস্থানে রাজা গোপীচাঁদের কথা শুনিতে পাওয়া যায় .....অথচ বঙ্গদেশে এই রাজার নাম কেহ শুনে নাই” ইত্যাদি। মহাভারতী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বহু আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গালী আজ উল্লিখিত কলঙ্ক হইতে অনেকটা মুক্ত।

বংশ বিবরণে অনৈক্য

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গোপীচাঁদের গান প্রচলিত থাকিলেও তিনি যে বাঙ্গালাদেশের রাজা ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। উপাখ্যানাংশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গাথায় অনেক স্থলে পার্থক্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালাদেশে যত গুলি গাথা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকল গুলিরই মতে গোপীচন্দ্র মাণিকচন্দ্র রাজার ও ময়নামতীর পুত্র, ময়নামতী তিলকচাঁদের কন্যা, হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজা গোপীচন্দ্রের শ্বশুর। হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা ও পদুনা গোপীচাদের প্রধানা মহিষী; ইহা ছাড়া অন্য স্ত্রীরও অভাব ছিল না।

মহারাষ্ট্রদেশীয় গাথায় গোপীচন্দ্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও মৈনাবতীর পুত্র, তিনি গৌড়-বঙ্গের রাজধানী কাঞ্চননগরে রাজত্ব করিতেন। জলন্দর গুরুর শিষ্যত্ব, তাঁহার সহিত ভারতের নানা দেশ ভ্রমণ, পরে সহস্র বৎসর রাজ্যশাসন ইত্যাদি বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

হিন্দী উপাখ্যানমতে ভর্ত্তৃহরির ভগিনী মৈনাবতার পুত্র গোপীচন্দ্র ও কন্যা চন্দ্রাবলী; এবং এই “চন্দ্রাবলীকা বিবাহ সিংহল দ্বীপকা রাজা উগ্রসেন সে হুআথা”। এই মতে ভর্ত্তৃহরি ও মৈনাবতী উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য।

লক্ষ্মণদাস বিরচিত হিন্দী গাথার মতে ধারনগরের রাজা গন্ধর্ব্বসেনের কন্যা মৈনাবতী তিলকচন্দ্রের পত্নী এবং গোপীচন্দ্র ও চম্পা দেবীর মাতা।

৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে গোপীচাঁদের বংশে পরিচয় নিম্নরূপ :—

গোপীচন্দ্র এই মতানুসারে বালপাদ বা হাড়িসিদ্ধার শিষ্য এবং তাঁহার রাজ্যপাট চাটিগ্রামে ছিল। *

* J. A. S. B., Vol. LXVII, Part I, No. 1, pp. 21-24.

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, (ত্রিপুরা জেলার) লালমাই-ময়নামতী পর্ব্বতে গোপীচাঁদ রাজা বাস করিতেন। প্রবাদানুসারে ময়নামতী তাঁহার পত্নী, লালমাই তাঁহার কন্যা ছিলেন।

উড়িষ্যায় প্রাপ্ত গাথা অনুসারে বংশ তালিকা নিম্নরূপ :—

এই গাথার মতে গোবিন্দচন্দ্রের মাতার নাম মুক্তাদেবী, গুরু হাড়িপা, প্রধানা পত্নী রোহ্নমা ও পোদ্নমা। *

দুর্লভ মল্লিক প্রণীত গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পাওয়া যায়,—

"সুবর্ন্নচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ পিতা।
তার পুত্র মানিকচন্দ শুন তার কথা॥"

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে যে সুকুর মামুদ প্রণীত গাথা মুদ্রিত হইল, তদনুসারে বংশতালিকা এইরূপ,—

* ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড।

গানের ঐতিহাসিকতা

দেখা যাইতেছে গোপীচন্দ্রের পিতার নাম সম্বন্ধে বঙ্গের গাথা গুলি এক মত হইলেও বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন মত প্রচলিত। আবার তাঁহার পিতার পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কোন দুই গাথাই একমত নহে। গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং হাড়িপা গুরুর শিষ্যত্ব সম্বন্ধে কোন মত-ভেদ নাই। তিনি বাঙ্গলাদেশের রাজা এবং অদুনা পদুনার স্বামী ইহাও একরূপ স্বীকৃত। তাঁহার কাহিনী যেরূপ ভাবে বিস্তৃত তাহাতে তাঁহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেও আমরা বাধ্য। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নাম ও আনুষঙ্গিক ঘটনা সম্বন্ধে উপাখ্যানের বিভিন্নতা এতই অধিক, সত্যের উপর কুহেলিকার আবরণ এতই গাঢ় যে, তাঁহাকে বহুপ্রাচীন কালের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত ও এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে প্রকাশিত গাথায় মাণিকচন্দ্র রাজার পূর্ব্বপুরুষের কোনও পরিচয় নাই। গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের সংগৃহীত গাথায় এবং ভবানী দাসের পুঁথিতেও নাই। রংপুরের উপাখ্যান সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—

রংপুরের উপাখ্যান

বঙ্গে মাণিকচন্দ্র নামে এক "সত্য" বা ধাম্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচাঁদের কন্যা জ্ঞানসিদ্ধা ময়নামতী তাঁহার অন্যতমা ভার্য্যা। অন্দরমহলে "নও বুড়ী" রাণী সত্ত্বেও মাণিকচাঁদ আরও বিবাহ করিলেন এবং গৃহদ্বন্দ্ব হইতে নিস্তার পাইবার আশায় বর্ষীয়সী ময়নামতীকে পৃথক্ করিয়া ফেরুসা নগরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

মাণিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজার সুখের ইয়ত্তা ছিল না। প্রজা প্রত্যেক হালে দেড় বুড়ী মাত্র খাজনা দিত এবং বিপুল সমৃদ্ধির মধ্যে দিন কাটাইত। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন টিকিল না। দক্ষিণ হইতে এক বাঙ্গাল আসিয়া রাজার দেওয়ান হইল এবং খাজনা দেড় বুড়ী স্থলে পোনর গণ্ডা করিল। ইহাতে প্রজার দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। চাষা খাজনার জন্য হাল গরু বিক্রয় করিল, সওদাগর নৌকা বিক্রয় করিল, ফকিরকে ঝোলা কাঁথা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল। "নাঙ্গল", "জোঙ্গাল", "ফাল", "দুধের ছোআল" পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতে লাগিল। তখন প্রজারা পরামর্শ করিয়া মহৎ বা প্রধানের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং নদীতীরে ধর্ম্মপূজা করিয়া রাজাকে অভিশাপ দেওয়া স্থির হইল। কোন মতে প্রধান স্বয়ংই এই পরামর্শ দিলেন, কোন মতে মহাদেবের নিকট হইতে পরামর্শটী গৃহীত হইল। পরামর্শানুযায়ী কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে রাজার ১৮ বৎসরের পরমায়ু ৬ মাসে পরিণত হইল, "চিত্র গোবিন্দ" দপ্তর খুলিল। বিধাতা তলবচিঠি লিখিয়া গোদাযমকে রাজার প্রাণ আনিতে নিযুক্ত করিলেন। ময়নামতী সংবাদ পাইলেন এবং এই বিপদের সময় স্বামীকে রক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি রাজাকে জ্ঞান দিয়া অমর করিতে চাহিলেন, কিন্তু মাণিকচাঁদ স্ত্রীর নিকট জ্ঞান গ্রহণ করিতে একেবারে অসম্মত। অগত্যা ময়নামতী যমদিগকে নানা প্রকারে নিবারণ করিতে লাগিলেন,—কখন উপঢৌকন দ্বারা, কখন তাড়নাদ্বারা। কিন্তু বিধাতার

হুকুম এইরূপে পণ্ড হইতে পারে না। যমেরা কৌশল করিয়া রাজার দীপ নিবাইয়া দিল, তাঁহার স্ফটিকপাত্রের জল ঢালিয়া ফেলিল এবং তাঁহার বিষম তৃষ্ণা লাগাইয়া দিল। রাজা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল জল করিতে লাগিলেন এবং যমবিশেষের পরামর্শে ময়নামতী ভিন্ন অপর কাহারও হস্তে জল খাইবেন না সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। সুতরাং ময়নামতীকে জল আনিতে যাইতে হইল, রাজার জীবনও সেই অবকাশে অপহৃত হইল। ময়নামতী গঙ্গাদেবীর নিকট অবস্থা জানিতে পারিয়া (কোনও মতে ছদ্মবেশে) একেবারে যমপুরীতে হাজির। তাঁহার হস্তে যমেরা অশেষ নির্যাতন ভোগ করিল। কাজেই বিধাতার রাজত্ব ঠিক রাখিবার জন্য ময়নামতীর গুরু গোরক্ষনাথ আপোষের প্রস্তাব করিলেন, নারদের দ্বারা আশীর্ব্বাদলিপি লেখাইয়া ময়নামতীকে পুত্রবর দিলেন। ময়নামতী দেখিলেন আশীর্ব্বাদানুসারে পুত্রের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। তিনি ছানি হুকুম চাহিয়া বসিলেন। তাহা আর হইল না, কিন্তু বন্দোবস্ত হইল যে, হাড়িসিদ্ধার চরণ ভজনা করিলে ময়নামতীর পুত্র অমর হইবে। ময়নামতীর গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব হইলে মাণিকচন্দ্রের শব ভস্মীভূত হইল। ময়নামতী শবের পার্শ্বে অনলে শয়ন করিলেন, কিন্তু অনল তাঁহার কেশও পোড়াইতে পারিল না। তিনি সুস্থ শরীরে পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের পর এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই গোপীচাঁদ। পুত্রকে গৃহে আনিবার সময় রাস্তায় আর একটি শিশু যুটিল, তাহাকেও কুড়াইয়া আনিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন; ইহার নাম হইল খেতুয়া। রাজকুমারের বিদ্যাশিক্ষা হইল; তাহার পর ৯ বৎসর (মতান্তরে ১২ বৎসর) বয়সে তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইল। হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনা রাজার অঙ্কলক্ষ্মী হইলেন।

> রদুনাক বিবাও কৈল্লে পদুনাক পাইল দানে।
> এক শত বান্দি পাইল ব্যাবারের কারণে॥ (পৃঃ ৫৩)

রাজকুমার ক্রমে রাজপাটে বসিলেন। তখন ময়নামতী ফেরুসা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সিদ্ধা হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিলেন। রাজা চমকিয়া উঠিলেন, হাড়ির প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, হাড়ির প্রসঙ্গে জননীর প্রতি কলঙ্ক পর্য্যন্ত আরোপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। ময়নামতী ক্রোধে গুরু গোরক্ষনাথকে স্মরণ করিলেন। গুরু আসিয়া গোপীচাঁদের সন্ন্যাসাবস্থায় নানারূপ ক্লেশ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ময়নামতী সেদিনকার মত ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুনরায় আসিয়া পুত্রকে নানারূপ উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ

নারীচরিত্র বর্ণনা করতঃ স্বীয় প্রেমের অসারতা প্রদর্শন করিলেন এবং পুত্রের নানাবিধ জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান করিলেন। রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু অন্দরমহলে আসিলেই অদুনা ও পদুনা রাণী অনুরূপ মন্ত্রণা দিল, ময়নামতীর জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার প্রস্তাব করিল। পরদিন রাজদরবারে রাজার প্রশ্নের উত্তরে ময়নামতী স্বীয় অনল প্রবেশের কথা বলা মাত্রই রাজা তাঁহার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। সুবৃহৎ লৌহ কটাহ আশী মণ তৈলে পূর্ণ করিয়া "সাত দিন নও রাত" অগ্নির উপর রাখা হইল। খেতুয়া ফেরুসা হইতে ময়নামতীকে আনিতে গেল, তিনি আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাঁহাকে গামছা দিয়া বান্ধিয়া ফেলিল। ময়নামতী পলায়ন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া স্নানে নামিলেন ও গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হইল। ছয় দিন উত্তপ্ত তৈলের উপর থাকার পর তিনি সর্ষপরূপ ধারণ করতঃ তৈলে ভাসিতে লাগিলেন। রাজার ও খেতুয়ার তখন ভয় হইল যে, মাতা আর ইহজগতে নাই। লোহার কড়াই তেপথিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। রাজবধূগণের নিকট মৃত্যুসংবাদ প্রেরিত হইলে তাঁহারা আনন্দে অধীর হইলেন। কিন্তু ময়নামতী মরেন নাই, বধূগণও ক্রমে অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। ফলে এ পরীক্ষাও যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। তুলাদণ্ড দ্বারা ময়নামতীকে ওজন করা হইল। পোস্তের দানা ও তৎপরে তুলসাপত্রের সহিত ওজনে ময়নামতী পাতলা হইয়া পড়িলেন, তুষের নৌকায় বৈতরণী পার হইলেন। গোপীচাঁদকে এবার সন্ন্যাস গ্রহণ স্বীকার করিতে হইল। তখন শুভদিন দেখিবার জন্য পণ্ডিতের তলব হইল। রাণীরা দাসীর হস্তে ৫০০৲ টাকা উৎকোচস্বরূপ পণ্ডিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিত উৎকোচ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পণ্ডিতানীর যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া অবশেষে গ্রহণ করিলেন এবং রাজদরবারে আসিয়া এযাত্রা সন্ন্যাসে কুশল নাই বলিলেন। গোপীচন্দ্র স্বয়ং গণনায় বসিয়া উৎকোচের ব্যাপার ধরিয়া ফেলিলেন। তখন খেতুয়ার প্রতি আজ্ঞা হইল "চণ্ডীর দ্বারে লইয়া ব্রাহ্মণকে বলি দাও"। আদেশ পালিত হইবার উপক্রম হইলে ব্রাহ্মণ কাতর কণ্ঠে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চণ্ডী মাতার করুণা ভিক্ষা করিলেন। চণ্ডীদেবী হৃদয়ে "মুনিমন্ত্র" জপ করিয়া শ্বেত মক্ষিকার রূপ ধরিয়া ব্রাহ্মণের কর্ণে উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ "কাতরায়" থাকিয়া রাজার দোহাই দিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহার নাবালক পুত্র পঞ্জিকাখানিকে অশুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, তিনি স্নান করিয়া ঠিক গণিয়া দিবেন। পণ্ডিত এখন রাজদরবারে সমস্তই কুশল গণনা করিয়া দিলেন, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার দিন ক্ষণ বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইয়া গৃহে

ফিরিলেন। তাহার পরই নাপিত আনিবার আয়োজন। রাণীদিগের বাধা ও উৎকোচ সত্ত্বেও নাপিতকে ক্ষুর লইয়া হাজির হইতে হইল। তাহার পর ময়নামতীর তত্ত্বাবধানে দেব ও সিদ্ধাগণের সমক্ষে রাজাকে যোগী করা হইল। তাঁহার কর্ণচ্ছেদ হইল, ডোর, কৌপীন ইত্যাদি সাজ হইল; তিনি ময়নামতী কর্ত্তৃক গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপার হস্তে সমর্পিত হইলেন। হাড়ীর আদেশে রাজা জননীর মহলে ভিক্ষা করিতে গিয়া "কদুর পাতায়" খাইয়া আসিলেন। ময়নামতী তাঁহার ঝুলিতে বার কাহন কড়ি দিলেন। অতঃপর হাড়ি রাজাকে রাণীদের মহলে গিয়া ভিক্ষা আনিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে নির্ব্বাপিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অদুনা ও পদুনা রাণী অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, সঙ্গে যাইবার জন্য অস্থির হইলেন এবং বিদেশে তাঁহারা যেরূপ সেবা করিবেন, তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। রাজা এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি পথে নানা বিপদের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাণীরা তাহাও উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা ডোর কৌপীন পরিয়া, সম্মুখের দুইটি করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাজার পশ্চাতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, হাড়িসিদ্ধার ভীষণ কাঁথার ভয়ও তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। রাজা কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। রাণীদ্বয় একটি পুত্র চাহিলেন। রাজা বনে যাইতেছেন, পুত্র পাইবেন কোথায়? স্বয়ং পুত্র হইবার প্রস্তাব করিলেন। রাণীরা তখন ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন। রাজার মিনতিতে হাড়িসিদ্ধা ধূলাপড়া দিয়া রাণীদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন। কোন কোন গায়কের মতে তিনি এই সময়ে একটু রসিকতা করিয়া অদুনার মুণ্ড পদুনার স্কন্ধে, এবং পদুনার মুণ্ড অদুনার স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন।* রাণীরা এই অলৌকিক ঘটনার পর স্বামীকে হাড়ির হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। নবীন রাজার বৈরাগ্যে রাজ্যময় সকলে কান্দিতে লাগিল। রাজার অনুপস্থিতি-কালে রাজপুরীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বার জায়গায় চৌকী, ও তের জায়গায় থানা বসান হইল, "রামজাল" ও "ব্রহ্মজালে" পুরী বেষ্টিত হইল। বার বৎসর পর্য্যন্ত কোনও পুরুষ পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এই আদেশ প্রচারিত হইল। সত্যের অন্ন, সত্যের পাশা এবং দামামা গৃহে লম্বিত রাখিয়া গোপীচন্দ্র হাড়িগুরুর সহিত সন্ন্যাসে চলিলেন। খেতুয়া রাজপ্রতিনিধি হইল এবং বাজে রাণীগুলিকে (অদুনা ও পদুনা ব্যতীত) হস্তগত করিল। হাড়ি গুরু রাজাকে রাস্তায় বিস্তর লাঞ্ছনা দিলেন। তাঁহার ঝুলির ভার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, বৃহৎ অরণ্য সৃষ্টি করিয়া রাজার পথশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। কণ্টকে রাজার শরীর বিদীর্ণ হইল, রাজা কাতর কণ্ঠে সূর্য্যদেবের মুখ দেখিতে চাহিলেন।

* মুখের বিষয় উভয়েই এক পতির সম্পত্তি, সুতরাং বেতালের প্রশ্ন করিবার অবসর ঘটিল না।

হাড়িসিদ্ধা জঙ্গল উড়াইয়া দিয়া এক বালুকাময় প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন এবং সূর্য্য ও ব্রহ্মাকে বালুকা উত্তপ্ত করিয়া দিতে বলিলেন। বালুকার ভীষণ উত্তাপে গোপীচাঁদ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন এবং গুরুর নিকট বৃক্ষচ্ছায়া প্রার্থনা করিলেন। হাড়ি এক বৃক্ষের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু রাজা যেমন হাড়িকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃক্ষাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন বৃক্ষও অগ্রসর হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল এবং অবশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। রাজা আবার কান্দিতে লাগিলেন, আবার নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি হইল; গুরু শিষ্য তাহার তলায় বসিলেন। রাজা ক্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। হাড়ির আদেশে যমের মা পালঙ্ক ও পাখা লইয়া আসিলেন। নিদ্রিত রাজাকে পালঙ্কে শয়ন করান হইল, যমের মা বাতাস করিতে লাগিলেন। হাড়ি বিশ্বকর্ম্মা ও "গাড়া অস্থা" দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করাইলেন, যমগণ দ্বারা দারাইপুর সহর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন, "কচ্ছপ মুনি" দ্বারা রাস্তা সমতল করিয়া লইলেন। হাড়িয়ানী রাস্তা লেপিয়া দিল, মালিনী গোলাপ ও চন্দন বর্ষণ করিয়া দিয়া গেল। লঙ্কা হইতে হনুমান ও বানরগণ আহূত হইয়া ফুলের গাছ ও পাথর আনিয়া দিল। গোদা ও আবাল যম হাড়ির আদেশে পাষাণ দিয়া দীঘির ঘাট বান্ধিল এবং ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া দিল। হনুমানেরা রামের চর, তাহারা হাড়ির সহিত বল পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার হাত খানাও নাড়িতে পারিল না এবং "মুখপোড়া" হইয়া থাকিবার অভিশাপ লাভ করিল। রাজা এই বিচিত্র পথ দিয়া চলিবার সময় হাড়ির নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাণীদিগের জন্য গোটাকয়েক ফুল তুলিয়া লইতে তিনি ইচ্ছুক। হাড়ি মনে মনে কুপিত হইলেন এবং এই ধৃষ্টতার জন্য রাজাকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইয়া চলিতে চলিতে গাঁজা সেবনের জন্য রাজার কাছে বার কড়া কড়ি চাহিলেন। রাজা গাঁজার নাম শুনিয়াই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং সগর্ব্বে বলিলেন "বার কড়া কেন, বার কাহনও দিতে পারি"। হাড়ি মন্ত্রবলে রাজার ঝুলি হইতে কড়িগুলি উড়াইয়া দিলেন এবং কড়ির জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজা ঝুলিতে হাত দিয়া অপ্রস্তুত হইলেন এবং কড়ির জন্য নিজে বন্ধক থাকার প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। হাড়ি বসুমতীকে সাক্ষী রাখিয়া রাজাকে লইয়া বন্দরে চলিলেন। বহু স্ত্রীলোক বন্দরে পসার সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাহারা রাজার রূপ দেখিয়া তাঁহাকে একেবারে কিনিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল এবং অনেকে রাজাকে ধরিয়া এমন টানাটানি আরম্ভ করিল যে, তাঁহার কোমর রক্ষা করা দায়। তখন হাড়ির আদেশে ইন্দ্রদেব শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন, "কালাইবেচাকে" নাছোড়বান্দা দেখিয়া এক প্রকাণ্ড পাথরে তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার পর রাজাকে লইয়া হাড়িসিদ্ধা হীরা নটীর বাড়ী গেলেন এবং দামামায় ভীষণ ঘা মারিয়া আগমন

বার্ত্তা জানাইলেন। হীরা নটীর নিকট বার কড়া কড়ি লইয়া, রাজাকে তাহার নিকট বান্ধা রাখিয়া সিদ্ধা হাড়ি পাতালে প্রবেশ করিলেন, এবং "চৌদ্দ তাল" জলের তলে যোগাসনে বসিলেন। হীরা রাজাকে বিশেষ যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইল। রাজার জন্য বিচিত্র শয্যা রচিত হইল। হীরা বিচিত্র বেশভূষা করিয়া রাজার প্রেমের জন্য লালায়িত হইয়া নিকটে আসিল। কিন্তু তাহার বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হইল। রাজা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাহার রূপে ভুলিলেন না। হীরার প্রেম ঘৃণায় পরিণত হইল, রাজার উপর অশেষ নির্যাতনের ব্যবস্থা হইল, ছিন্ন বস্ত্র তাঁহার পরিধেয় হইল, ছাগলের কক্ষ তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল, তাঁহাকে জঘন্য খাদ্য দেওয়া হইল। তিনি প্রত্যহ করতোয়া নদী হইতে ১২ ভার অর্থাৎ ২৪ কলসী জল আনিতে আদিষ্ট হইলেন। জলের পরিমাণ কম হইলে প্রহারের ব্যবস্থা হইল। রাজার বক্ষের উপর হীরা নটীর কাষ্ঠপাদুকা সমেত গাত্রধাবন কার্য্য চলিতে লাগিল। "পাপের বিছানা" তোলা ও পাপের কড়ি গণা রাজার নিত্য কর্ম্ম হইল। হীরার অত্যাচারে রাজা মৃতকল্প হইলেন। তখন অদুনা ও পদুনা রাণীর নিষেধ বাক্য মনে পড়িল। তাঁহাদের নাম স্মরণ পথে আসায় রাজপুরীস্থ সত্যের পাশা "আউলাইয়া পড়িল", রাণীদ্বয় ব্যাকুল হইলেন। রাণীদিগের রোদনে গৃহপালিত সারিশুক পাখী বিকল হইল এবং রাজার অন্বেষণে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহারা নানাদেশে রাজাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত অদ্ভুত দেশই তাহাদের নয়নে পড়িল—এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ, কাণ ফাড়ার দেশ, মশা রাজার দেশ, মেচপাড়ার দেশ, ত্রিপাটনের দেশ ইত্যাদি। এই সকল দেশে এবং গয়া, গঙ্গা, কাশী, বৃন্দাবন, কোথাও রাজাকে না পাইয়া পক্ষিদ্বয় নদীতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল; কারণ গঙ্গাদেবী রাঘববোয়াল দিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইহারা ময়নামতীর নাতি, ইহাদিগকে উদরস্থ করিলে আর নিস্তার নাই। শেষে সারিশুক গোপীচন্দ্রকে অন্য ঘাটে জল তুলিবার সময় দেখিতে পাইল এবং ক্রমশঃ পরিচিত হইল। রাজা স্বীয় রক্ত দ্বারা দুইখানি পত্র লিখিয়া পক্ষিদ্বয়ের হস্তে দিলেন। একখানি অদুনা রাণীর নিকট, সেখানি ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ; অপর খানি ময়নামতীর নিকট, তাহা করুণ বিলাপোক্তি পূর্ণ। পক্ষিদ্বয় যথাস্থানে পত্র প্রদান করিল। ময়নামতী ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যানে বসিলেন ও হাড়িকে মন্ত্রবলে বজ্রচাপড় মারিলেন। হাড়িসিদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন ও অনুতপ্ত হৃদয়ে রাজাকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। গোপীচন্দ্রকে নদীর ঘাটে পাইয়া হাড়ি তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া ঝোলার মধ্যে রাখিলেন এবং হীরা নটীর বাড়ী গিয়া শিষ্যকে ফেরত চাহিলেন। হীরা রাজাকে না পাইয়া অনেক রকম মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল। হাড়ি সবশেষে রাজাকে ঝোলা হইতে বাহির করিলেন ও হীরাকে তাহার কড়ি

প্রত্যর্পণ করিলেন। হীরা নটীকে শাস্তি দেওয়া হইল। তাহাকে শাপ দিয়া "যোড় বগহুল" করিয়া ও তাহার ধন খাপড়ায় পরিণত করিয়া হাড়িসিদ্ধা চলিয়া আসিলেন।

এইবার গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে প্রত্যাগমন। পথে রাজার গুরুর নিকট জ্ঞান শিক্ষা হইল। জ্ঞানের পরীক্ষাও হইল। রাজা অনেক করিয়া জিজ্ঞাসাবাদের পর ছদ্মবেশে বাড়ীতে ফিরিলেন। তাঁহার উপর কুকুর লেলাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কুকুরেরা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। বান্দীগণ ভিক্ষা দিতে আসিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হস্তে ভিক্ষা লইলেন না। অদুনা ও পদুনা ভিক্ষা দিতে আসিলেন, কিন্তু রাজা স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইবেন না, তাহাদের "মাথার ছত্তর" অর্থাৎ স্বামীকে চাই। অবশেষে ছদ্মবেশী রাজা স্বীয় মৃত্যুকাহিনী প্রচার করিলে রাণীরা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পরিচয় হইল। রাজা আবার ফেরুসা নগরে সোনার ভোমরা রূপে গিয়া মাতার চরকা উড়াইয়া দিয়া নিজের "জ্ঞান" দেখাইলেন। মাতাপুত্রে মিলন হইল। গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল, হস্তী রাজাকে সিংহাসনে বসাইল, ময়নার হুঙ্কারে দেবগণ পর্য্যন্ত আসিয়া উৎসবে যোগ দিলেন। প্রজার খাজনা আবার দেড় বুড়ী হইল, তাহাদের সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিল।

উপাখ্যানে পার্থক্য

রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত এই উপাখ্যানের সহিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত উপাখ্যানের মূল বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও আনুষঙ্গিক বিবরণগত পার্থক্য অনেক। গোপীচন্দ্রের জন্মে মাণিকচন্দ্রের কর্তৃত্বের অভাব সুকুর মামুদের গ্রন্থেও আছে। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্রের গর্ভে অবস্থান কেবল এই রংপুরের গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। শুকুর মামুদের মতে মাণিকচন্দ্রই গোপীচন্দ্রকে বিবাহ করাইলেন ও রাজপাটে বসাইলেন, ময়নামতী বা "মনী" তখন ধ্যানে। রংপুরের গাথায় গোপীচন্দ্রের রাণীদিগের মধ্যে কেবল হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনারই নামোল্লেখ আছে। ভবানীদাস অদুনা, পদুনা, রতনমালা ও কাঞ্চনমালা রাণীর নাম করিয়াছেন। সুকুর মামুদ পূর্ব্বদেশের মহেশচন্দ্র রাজার কন্যা চন্দনা, উত্তর দেশের নেহালচন্দ্র রাজার কন্যা ফন্দনা এবং পশ্চিমদেশের হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনার সহিত রাজার বিবাহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভবানীদাসের গানেও মাণিকচন্দ্র রাজার সময় প্রজার সমৃদ্ধির বিবরণ দেখিতে পাই। তাঁহার মতে প্রজার করবৃদ্ধি মাণিকচন্দ্রের সময়ে নয়, গোপীচন্দ্রের প্রথম রাজত্বকালে। রংপুরের গানে ময়নামতীর পরীক্ষার পালা ও সন্ন্যাস গমনকালে পথিমধ্যে রাজার লাঞ্ছনা খুব বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুকুর মামুদের গ্রন্থে পরীক্ষার কথা আদপেই নাই; হাড়িফাকে বিষপ্রয়োগের কথা আছে। ভবানীদাস জতুগৃহে অগ্নিপরীক্ষা, সমুদ্র মধ্যে ছালায় বান্ধিয়া নিক্ষেপ ও ক্ষুরের ধারনির উপর ময়নামতীর হাঁটার কথা বলিয়াছেন।

অধিকন্তু রাণীদিগের হস্তে ময়নামতীকে বিষ খাওয়াইয়া ও ঘোড়ার আস্তাবলে প্রোথিত করিয়া আরও দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বিদায়কালীন রাণীদিগের করুণ-রসাত্মক পালা সকল গ্রন্থেই আছে। কিন্তু ময়নামতীর প্রতি নৃশংস ব্যবহার বোধ হয় ভবানীদাসের গ্রন্থেই অধিক। রংপুরের গানে ও মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে রাজার সন্ন্যাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পুনঃ রাজত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই। সুকুর মামুদের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। ভবানীদাসের গ্রন্থে তাহার আভাষ মাত্র আছে। দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে পাই, দ্বাদশবৎসর অন্তে রাজার দেশান্তর হইতে ফিরিবার পর হাড়িপা ও অন্যান্য যোগীদিগের উপর অত্যাচার এবং তৎপরে কানুপার সহিত সম্মিলন ও হাড়িপার মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উঠিবার পর পুনরায় সন্ন্যাস।

রংপুরের গানে ও ভবানীদাসের গ্রন্থে মূল বিষয়ে অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ভাবেরও এত মিল যে, হয় একটী হইতে অপরটীর ভাব গৃহীত হইয়াছে অথবা উভয়েই কোন সাধারণ প্রাচীন গাথার নিকট ঋণী। ভাষায় ও যে মিলের সম্পূর্ণ অভাব একথা বলা যায় না। হাড়িসিদ্ধাকে গোপীচন্দ্রের মাটীর তলে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা তিব্বতীয় গ্রন্থে, মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদে, দুর্লভ মল্লিকের গীতে ও সুকুর মামুদের গাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। রংপুরের গাথায় ও ভবানীদাসের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। হাড়িপার অদ্ভুত কর্ম্ম অবশ্য সকল গাথাতেই লিপিবদ্ধ; কোথাও বিস্তৃত ভাবে, কোথাও সংক্ষেপে। কোন কোন স্থানে এ বিষয়ে এক গাথার সহিত অন্য গাথার মিল আছে, কোথাও বা নাই। রাজার পারিষদবর্গের নামেও স্থানে স্থানে ঐক্য, স্থানে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রধান পার্থক্য ঘটনাবলীর ভৌগোলিক সংস্থানে। রংপুরের জুগী কবিগণ ঘটনাগুলি নিজ নিজ বাড়ীর নিকট নির্দ্দেশ করেন। ত্রিপুরা জেলার কবি ভবানীদাসের মতে প্রধান ঘটনা গুলি সবই ত্রিপুরা অঞ্চলে। সুকুর মামুদের যে মুদ্রিত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে কবির বাসস্থানের কোন পরিচয় নাই; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের যে হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকা মিউজিয়মের কিওরেটর বাবু নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট আছে তদনুসারে কবির বাসস্থান সিন্দুরকুসুমী গ্রামে। এই পুঁথি দিনাজপুর জেলায় সংগৃহীত। সিন্দুর কুসুমী গ্রাম রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে বা উত্তর-পূর্ব্বে। ইহাতেও কিন্তু ঘটনা-স্থান প্রধানতঃ ত্রিপুরা জেলায়।

গানে জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩১৫ সনে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) রংপুরে সংগৃহীত গান সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "ইহা প্রহসন নহে; রামায়ণ ও মহাভারত খাঁটি হিন্দুর নিকট যতদূর সত্য, ময়নামতীর গাথাও যোগীদিগের এবং তাহাদের বহুসংখ্যক শ্রোতার নিকট ততদূর সত্য। বঙ্গভাষার সেবকের নিকট ইহাতে বিবিধ আবর্জ্জনার

মধ্যে পুরাবৃত্ত আছে, রাজনৈতিক ইতিহাস আছে, ধর্ম্মজগতের একটী বিশাল প্রবাহের প্রতিবিম্ব আছে, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার নূতন উপাদান আছে। ময়নামতীর গাথা মার্জ্জিত কবির পাণ্ডিত্য-শূন্য হইলেও একেবারে কবিত্ব-শূন্য নহে। ইহাতে প্রসাদগুণ আছে, শ্লেষ আছে, অনেক স্থলেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত আলেখ্য আছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনার অতিরিক্ত সমাবেশ সত্ত্বেও কবিতা দেবীর অঙ্গ-সৌরভ দূরীকৃত হয় নাই।" এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গের অন্য স্থান হইতে যে অন্যান্য গাথা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এই সকল তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত বই সঙ্কুচিত হয় নাই। অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া ঐতিহাসিককে অধিকতর সতর্ক করিয়া দিয়াছে, কিন্তু গবেষণার উপাদান অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

গোরক্ষনাথের সময়

এখন দেখা যাউক যাঁহারা এই গাথা গুলির নায়ক তাঁহারা কোন্ সময়ের লোক। গাথার প্রমাণানুসারে সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্য, গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য ছিলেন। ময়নামতী, গোপীচন্দ্র, গোরক্ষনাথ ও হাড়িপা কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত বা অবলম্বিত নাথধর্ম্মই বা কত দিনের? শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নাথপন্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নাথপন্থ খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে, তারপর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করে।* নাথদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রতিপত্তি খুব অধিক, কিন্তু তাঁহার সময় সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মত প্রচলিত যে, তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করা যার-পর-নাই কঠিন। খুব সম্ভবতঃ একাধিক গোরক্ষনাথ বিদ্যমান ছিলেন। নেপালের ইতিহাস প্রণেতা রাইট্ সাহেব স্থানীয় উপকরণ হইতে বলেন যে, নেপালরাজ বরদেবের সময়ে গোরক্ষনাথ নেপালে আগমন করেন। কথিত আছে কলির ৩৪০০ বৎসর গত হইলে বীরদেব নেপালের রাজমুকুট ধারণ করেন। বীরদেব হইতে চতুর্থ পুরুষে বরদেব। এই হিসাবে খৃঃ ৫ম শতকের প্রথম ভাগে গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব। আবার সিলভ্যাঁ লেভি তাঁহার Le Nepal গ্রন্থে বলেন যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা নরেন্দ্রনাথের সময়ে গোরক্ষনাথ বিদ্যমান ছিলেন। কচ্ছ প্রদেশের ধারণানুসারে গোরক্ষনাথ ধরমনাথ নামক সাধু পুরুষের সতীর্থ ছিলেন। ধরমনাথের শিষ্য দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে জাটদিগকে দূরীভূত করিয়া রায়ধনকে বরার রাজসিংহাসনে স্থাপিত করেন। এই হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে দলপতরাম প্রাণজীবন খক্কর তাঁহার

* প্রবাসী, ১৩২৮।

প্রকাশিত প্রবন্ধে একটি উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে শিষ্য-পরম্পরা নিম্নলিখিত রূপ :—

ভিখারীনাথের সময় ১৫৪৫ সংবৎ এবং প্রভাতনাথের সময় ১৬৬৫ সংবৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই হিসাবে গোরক্ষনাথ খৃঃ চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতকের লোক হইয়া পড়েন। ১৫ শতকে বর্ত্তমান কবীরের সহিত গোরক্ষনাথের তর্কযুদ্ধের বিবরণ উত্তর ভারতে প্রচলিত আছে। ইহা সম্ভবতঃ কাল্পনিক। মহারাষ্ট্র-ভাষায় রচিত জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থে যে শিষ্য-পরম্পরার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে সাধারণ নিয়ম অনুসারে হিসাব করিতে গেলে গোরক্ষনাথকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হইবে। শুনা যায় তিব্বতীয় গ্রন্থ নাড়াচাড়া করিলে গোরক্ষনাথকে দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করাও সম্ভব হইয়া পড়ে।* শিষ্য-পরম্পরার হিসাব মুদ্রিত গ্রন্থে বা উৎকীর্ণ লিপিতে থাকিলেও নিরাপদ নহে। দলপতরাম প্রাণজীবন খক্কর প্রকাশিত প্রবন্ধেই এক শিষ্যের সময় ১৫৪৫ সংবৎ ও তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যের সময় ১৬৬৫ সংবৎ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধাগণ যদি এতই দীর্ঘজীবী হন তাহা হইলে হিসাবের কাজটা বড়ই শক্ত হইয়া পড়ে। জ্ঞানেশ্বরীর প্রমাণে এরূপ হিসাব গোরক্ষনাথকে নবম শতাব্দীতে আনিয়া ফেলে। পালবংশীয় রাজা দেবপালের সময়ে গোরক্ষনাথের আবির্ভাব এরূপ মতও প্রচারিত হইয়াছে। † এদিকে আবার গোরক্ষনাথকে অত্যন্ত প্রাচীন করিবার প্রবাদ এত অধিক যে, তাহা আলোচনা করিতে গিয়া ইতিহাস হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। গ্রীয়ার্সন এক নেপালীয় প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন; তদনুসারে পঞ্চ পাণ্ডবের মহা প্রস্থানকালে ভীমসেন ব্যতীত আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন গোরক্ষনাথ ভীমসেনকে নেপালের রাজা করিয়া দিলেন। পশ্চিম ভারতের প্রবাদানুসারে গোরক্ষ-নাথ সত্যযুগে পাঞ্জাবে, ত্রেতায় গোরখপুরে, দ্বাপরে হরমুজে এবং কলিতে কাঠিয়াগড়ে অবস্থিত। রসরত্নসমুচ্চয় নামক কবিরাজী রাসায়নিক গ্রন্থে নিত্যনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের প্রণেতা আপনাকে বাগ্‌ভট বলিয়া পরিচয়

* Indian Antiquary, Vol. VII, p. 40.

† Baesler—Archivo (1916).

প্রদান করিয়াছেন এবং তদনুসারে গ্রন্থের রচনাকাল খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। * কিন্তু আচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় নানারূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ কখন অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রণেতা বাগ্‌ভটের লেখনী-প্রসূত হইতে পারে না, ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ। †

হাড়িপা

প্রচলিত মত অনুসারে হাড়িপা এই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। হাড়িপা সম্বন্ধেও নানা অদ্ভুত কাহিনী নানা দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। ৺বাবু শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহার যে বিবরণ ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

বৌদ্ধ সিদ্ধা বালপাদ সিন্ধুদেশে নগরথটে কোন ধনবান্ শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং উদয়ন প্রদেশে (বর্ত্তমান স্বাত ও চিত্রল) গমন করতঃ যোগাভ্যাস করেন। সেখান হইতে জলন্দরে গিয়া বাস করেন, ইহাতে তাঁহার জলন্দরী আখ্যা হয়। তাহার পর নেপাল ও সেখান হইতে অবন্তী প্রদেশে গমন করেন। অবন্তীতে তাঁহার অনেক শিষ্য হয়, কৃষ্ণাচার্য্য তাহাদের অন্যতম। অবন্তী হইতে বালপাদ বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। বিমলচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র তখন বাঙ্গালার রাজা, চাটিগ্রাম তাঁহার রাজধানী। গোপীচন্দ্র সৌখীন পুরুষ ছিলেন এবং অনেক সময়ে দর্পণে নিজ মুখ নিরীক্ষণ করিতেন। ‡ উদ্যানে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সিদ্ধা নারিকেল-জল পান করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, নারিকেল আপনি তাঁহার মুখের নিকট আসিল ও জলদান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজমাতা ইহা দেখিতে পাইয়া হাড়িবেশী সিদ্ধপুরুষকে আহ্বান করিতে রাজাকে অনুজ্ঞা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ডাকিলেন, তিনিও রাজার কর্ণে মন্ত্র দিলেন। সিদ্ধা শূন্যবাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রাজা তাঁহাকে প্রতারক মনে করিয়া জীবিতাবস্থায় ভূপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। হস্তী ও অশ্বের বিষ্ঠা সেই স্থানের উপরিভাগে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার উপরে কণ্টকপূর্ণ উদ্ভিদ জন্মিতে লাগিল। ইহার পর বার বৎসর পরে কৃষ্ণাচার্য্য কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে হাড়ি

* Study of the Medical Science in Ancient India by Gananath Sen Vidyanidhi, B A., L.M.S.

† History of Hindu Chemistry, Vol. I, 2nd Edition, p. LXXXIX.

‡ উড়িয়া হইতে সংগৃহীত গানেও এই দর্পণে মুখ দেখার উল্লেখ আছে, যথা—

এতে বোলি মেনা দর্পণকু ঘেণিকর।
আপন দেখই রাজা মুখ যে কমল॥ ইত্যাদি

—বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড।

সিদ্ধার অন্য যে কথাই থাকুক, তাঁহার সময় নিরূপণের উপযোগী কোন উপকরণই পাওয়া যাইতেছে না।

দেখা যাইতেছে গোরক্ষনাথ ও হাড়িপার সময় নিরূপণ করতঃ তাহা হইতে গোপীচন্দ্রের সময় নিরূপণের চেষ্টা আমাদের বর্ত্তমান উপকরণের সাহায্যে সফল হইবার আশা নাই। অগত্যা আমাদিগকে অন্য স্থান হইতে সেই উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি

দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র চোল দেবের তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপির মর্ম্ম অনেকেই জানেন।* এই লিপির মতে তিনি দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বাঙ্গলার রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ে মহীপালকে পরাস্ত করেন। আমাদের গোপীচন্দ্রকে অনেক স্থলে গোবিন্দচন্দ্র বলা হইয়াছে, দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে ও উড়িষ্যার গাথায় তিনি একেবারে গোবিন্দচন্দ্র। ১৩১৫ সালে আমি লিখিয়াছিলাম "তিরুমলয়ের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যে গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় সে গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর পুত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া কতকটা দুঃসাহসের কাজ"।+ গোপীচন্দ্র রংপুরের প্রাদেশিক রাজা বলিয়াই তখন ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। ভবানীদাস কবির ও সুকুর মামুদের গ্রন্থ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ত্রিপুরার ময়নামতী পাহাড়ে যে গোপীচন্দ্রের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান তাহাও তখন সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। এখন ইহা বলা যাইতে পারে যে, গোপীচন্দ্র নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না, বা রংপুরের অংশবিশেষে মাত্র তাঁহার শাসনদণ্ডের প্রভাব আবদ্ধ ছিল না। তিনি বঙ্গের রাজা ছিলেন, একথা অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার রাজধানী খাঁটি বঙ্গের মধ্যে থাকুক আর নাই থাকুক আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানে তাঁহাকে বঙ্গেশ্বর বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শিলা-লিপির গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্নতা ও বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, স্বীকার করিয়া লইলে বোধ হয় ইতিহাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে না। রাজেন্দ্র চোলের রাজত্ব কাল খৃঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রায় এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রউপাধিধারী এক বংশের রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশীয় শ্রীচন্দ্রদেবের তিন খানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে।‡ উহাতে সন তারিখ না থাকিলেও অক্ষরদৃষ্টে বিশেষজ্ঞেরা উহা দশম কি একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়া মনে করেন। ইহার দুইখানি ফরিদপুর

বঙ্গে চন্দ্রবংশ

* Dr. Hultzsch's S. I. Inscriptions.

\+ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চদশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

‡ Epigr. Indica vol XII P. 136. Dacca Review 1912, 1919 etc

জেলায় আবিষ্কৃত, অপর খানির প্রাপ্তিস্থান ঢাকা জেলার প্রাচীন রামপাল নগর শিলালিপিতে শ্রীচন্দ্রদেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম এইরূপ পাওয়া যায়—

পূর্ণচন্দ্র
|
সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র

মহারাষ্ট্রীয় মতে গোপীচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দুর্লভ মল্লিকের গানে মাণিকচন্দ্রের পিতা ও পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র ও ধাড়িচন্দ্র। দুইটী নামের মিল দেখিয়াই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত তাম্রফলকে উক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলা প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য নহে। কিন্তু এই সকল তাম্রফলকের প্রমাণে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সময়ে রাজেন্দ্রচোল তিরুমলয়ে বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করার গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন তাহারই নিকটবর্ত্তী সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রউপাধিধারী আরও রাজার অভাব ছিল না। ইহাতে গিরিলিপির গোবিন্দচন্দ্র যে তাম্রলিপির শ্রীচন্দ্রের জ্ঞাতি, এই অনুমানই স্বাভাবিক। পরম্পরাগত প্রবাদ দীর্ঘকাল পরে অনেক সময়েই সম্বন্ধ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়, কিন্তু বঙ্গের ভিতরের ও বাহিরের গাথার কোন কোন নাম যে তাম্রপট্টের কোন কোন নামের সহিত ঠিক মিলিয়া যাইতেছে, ইহাও গোপীচন্দ্রের এই বংশ-সম্ভূত হওয়ার অনুকূল প্রমাণ বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত তাম্রলিপিতে গোপচন্দ্র নামে আর একটী রাজার পরিচয় পাওয়া যায়।* কিন্তু তাঁহার সময় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। ডাঃ হর্ণলি এই গোপচন্দ্র ও আমাদের গোপীচন্দ্র অভিন্ন অনুমান করেন; কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় প্রবাদ গোপীচন্দ্রের সময় যতই তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখুক, তিনি যে এত প্রাচীন কালের লোক এরূপ মনে করা কঠিন। অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস গাঢ় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে আবিষ্কৃত দেবমূর্ত্তির পাদলিপি হইতে জানা যায়, দশম শতাব্দীর শেষভাগে মহীপাল দেবের রাজত্ব সমতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।† তৎপূর্ব্বে শূরবংশ বা পালবংশের

* Indian Ant : 1910

† Vide J. A. S B 1915. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন ১৩২১।

প্রভাব নিম্নবঙ্গে কতদূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না। এই অন্ধকার যুগের কোন সময়ে মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের বঙ্গদেশে রাজত্ব করা অসম্ভব নহে, তবে তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে রাজেন্দ্র চোলের অভিযানকালে যে ঝড়বৃষ্টিপূর্ণ 'বঙ্গাল' দেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তক-তালিকায় (Catalogue no 2739 m.m. 1381c) এক গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শব্দপ্রদীপ-রচয়িতা সুরেশ্বর স্বীয় পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি ভীমপাল নৃপতির রাজবৈদ্য, তাঁহার পিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপালের প্রধান চিকিৎসক এবং ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় "বৈদ্যগণাগ্রণী" ছিলেন। শব্দপ্রদীপের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও রাজেন্দ্রচোলের গোবিন্দচন্দ্র সম্ভবতঃ অভিন্ন। এই হিসাবে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের আবির্ভাব ধরিয়া লইতে পারা যায়। তিনি আরও প্রাচীন কালের লোক হইতে পারেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালের লোক হওয়া সম্ভব নহে।

গোপীচন্দ্রের আনুমানিক সময়

গোপীচন্দ্রের শ্বশুর হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজা কোন্ স্থানের লোক ছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। দুর্লভ মল্লিক ইঁহার বাসস্থান কাঞ্চনানগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অদুনার মুখ হইতে নগরের গড় ও স্বর্ণহীরকাদি ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা বাহির করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে (বা পাঠককে) চমৎকৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় গাথায় কিন্তু গোপীচন্দ্রের নিজের রাজধানী কাঞ্চননগর। হয়ত কাঞ্চননগর বা কাঞ্চনা নগরের উল্লেখ প্রাচীন সুবিখ্যাত কর্ণসুবর্ণের স্মৃতির পরিচয় মাত্র। ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। রংপুর জেলায় ময়নামতীর কোটের অদূরে (ধর্ম্মপাল হইতে ৭।৮ মাইল ব্যবধানে) হরিশ্চন্দ্র পাট বিদ্যমান। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুইটী বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ এখনও পার্শ্ববর্ত্তী লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। একটীর মধ্যে রাজার সমাধি ছিল বলিয়া ডাঃ গ্রীয়ার্সন উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্তূপ এখন বিপর্য্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত, কিন্তু এক সুবৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড এখনও বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থান জনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে। এই গ্রামে গোপীচন্দ্রের সহিত অদুনা ও পদুনার প্রথম-প্রণয় সম্মিলন হইয়াছিল কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে হরিশ্চন্দ্র নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রের যে সংস্কৃত লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সময়ের সহিত গোপীচন্দ্রের সময়ের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হইয়া পড়ে *।

হরিশ্চন্দ্র, অদুনা ও পদুনা

* Dacca Review, Sep. and October 1920. মহেন্দ্রের লিপির সময় মীনাঙ্কাদ্রি লিখিত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের যে বংশপরিচয় আছে তাহাতে তাঁহাকে গন্ধবণিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

অদুনা ও পদুনা ব্যতীত ভবানীদাস ও শুকুরমামুদ যে অন্য রাণীদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অন্য কোন গাথায় তাহার কোন সমর্থক প্রমাণ নাই। এই নামগুলি কতদূর ঐতিহাসিক তাহা সন্দেহের বিষয়। ভবানীদাসের গাথোয় গোপীচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটী ছত্র বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য—

গীতোক্ত অন্যান্য ব্যক্তি

আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মাঁইয়া॥
দস দিন লড়াই কৈল উড়য়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বুড়ি মনুষ্য কাটিলাম এক দিনে॥
চৌদ্দপন মনুষ্য কাটি সাতশত লস্কর।
হস্তী ঘোড়া কাটিলাম তেসট্টি হাজার॥
যুদ্ধেত হারিয়া নৃপ গেল পলাইয়া।
তার বেটী বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া।

—(১১১-১১২ পৃঃ)

এই "উরয়া" বা উড়িয়া রাজা রাজেন্দ্রচোল বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। একথা ঠিক যে, তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গাভিযানের সম্পূর্ণ বিবরণ নাই। তিনি প্রথমে বিজয় লাভ করিয়া থাকিলেও শেষে মহারাজ মহীপাল কর্তৃক প্রতিহত হন, গঙ্গার অপর পারে যাইতে সমর্থ হন নাই। আর্য্য ক্ষেমীশ্বর রচিত চণ্ডকৌশিক নাটকে এই কর্ণাটক-নিপাতের উল্লেখ আছে। এই বহিঃশত্রু নিরাকরণে গোপীচন্দ্রের সহায়তা ও তৎকর্তৃক যুদ্ধ-বিজয়ের পর চোলরাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন অবশ্য অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু সমস্ত অনুমানটা এতই সূক্ষ্ম সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহার মধ্যে জোর করিয়া বলিবার কোন কথাই নাই। "খাণ্ডাই" উড়িষ্যাদেশীয় খাণ্ডাইত হইতে পারে।

রংপুরের গানের এই কয়েকটী নামও উল্লেখ যোগ্য—

খেতুয়া—ময়নামতীর পালিত পুত্র এবং গোপীচন্দ্রের প্রধান কিঙ্কর ও সহচর। অন্য দুই গানেও উল্লেখ থাকায় ইহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভাট দুগ্‌গাবর—অন্য কোন গানে উল্লেখ নাই, ভবানীদাস ভাট দামোদর লিখিয়াছেন।

হরি পুরন্দর—ইহাদের নামও অন্য কোথাও নাই।

হেমাই পাত্র—সুকুর মামুদ মনোহর পাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

চান সদাগর ও বালা লখিন্দর—ভবানীদাসের গ্রন্থেও সাউধ লক্ষীধরের নামোল্লেখ আছে। এক জাতীয় ও বিখ্যাত লোক বলিয়া এক সঙ্গে নামোল্লেখ আশ্চর্য্য নহে। গোপীচাঁদ ও চান্দসদাগর বা তাঁহার পুত্র লখিন্দর সমসাময়িক লোক মনে করিবার যথেষ্ট উপকরণ নাই।

বামন সন্থিঘর—ভবানীদাসের গ্রন্থে ব্রাহ্মণ সন্ধিহর ; লোকটী ঐতিহাসিক হইতে পারে। ভবানীদাস ইহার যে ব্রহ্মতেজের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সকল সময়ে সকল দেশেই সম্মান-যোগ্য। "ব্রাহ্মণের ধড়ে কভু মিথ্যা বাক্য নাহি", রাজার বিরুদ্ধে এমন তেজোগর্ভ বাক্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে কয়জন সাহসী হয় ?

রাজা জল্পেশ্বর—অবশ্য জলপাইগুড়ী জেলার জল্পেশ্বর শিব মন্দিরের সংস্পৃষ্ট—ইঁহাকে গোপীচাঁদের সমসাময়িক মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই।

বিরসিং ভাণ্ডারী—অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। রংপুরের গাথা ও ভবানীদাসের গ্রন্থে হীরানটীর নামোল্লেখ আছে, সুকুর মামুদের মতে ইহার নাম সুলোচনী বেশ্যা।

রংপুর ও ত্রিপুরাজেলার গোপীচন্দ্রের বাসস্থানের প্রবাদ

পূর্ব্বে রংপুর অঞ্চলের গাথা আলোচনা করিয়া আমি গোপীচন্দ্রকে রাজবংশী জাতীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম এবং তাঁহার রাজধানী রংপুর জেলার পাটকাপাড়ায় ছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। পরে যে গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তদনুসারে তিনি ত্রিপুরা জেলার মেহেরকুল পরগণার রাজা। ভবানীদাস অনেক স্থলেই তাঁহাকে মেহারকুলের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর"

উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবি সুকুর মামুদও মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রকে "মৃকুল" বা মেহেরকুলের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ অবস্থায় প্রবাদটী উড়াইয়া দেওয়ার নহে। রংপুরে সংগৃহীত গাথায় রাজার বাসস্থানের উল্লেখ নাই, তবে সেখানে "ময়নামতীর কোট," "পাটকাপাড়া," "হরিশ্চন্দ্র পাট" প্রভৃতি স্থান এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গানে তাঁহার রাজধানী "পাটিকানগর" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই পটিকানগর কোথায় তাহার বিবরণ নাই। রংপুর নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত হরিণচরা ও আটিয়াবাড়ী গ্রামে ময়নামতীর কোট।

গানে ময়নামতীকে ফেরুসা নগরে নির্ব্বাসিত করার কথা আছে। এই স্থান প্রাচীন ফেরুসা নগর কিনা তাহা বিবেচ্য। এই স্থান পরিদর্শনের পর ১৩১৩ সালের ভারতীতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, এই কোটের "চতুর্দ্দিকস্থ মৃন্ময় প্রাকার কালের নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া ক্ষীণকায় হইলেও এখনও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার আশা রাখে। প্রাকারের নিম্নস্থ পারখাও সম্পূর্ণরূপে পঙ্কভূতে বিলীন হয় নাই·········"। পাট্কা-পাড়া গ্রাম ময়নামতীর কোটের অদূরবর্ত্তী। এখানে প্রাচীন অট্টালিকার বহু ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহার সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ইষ্টকস্তূপও নিষ্ঠুর হস্তে পড়িয়া লৌহ-বর্ত্ম নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়াছে।

ময়নামতীর কোটের অদূরে হাড়িপার বাসস্থানেরও প্রবাদ আছে। *

যে স্থানে হীরা নটীর ধন খাপরায় পরিণত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থান সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পার্ব্বতীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরবর্ত্তী খোলাহাটী।

১৩২৪ সনের বৈশাখের ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন পত্রে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রংপুর সম্বন্ধে বলেন "এই জেলার পাটওয়ারী নামক স্থান গোপীচন্দ্রের পাট বলিয়া খ্যাত। তাঁহার দুই পত্নী অদিনা ও পদিনার সত্য জীবনের স্মৃতি স্বরূপ উদিনা পুদিনা নামক দুটী বিল এখানে বর্ত্তমান। রাণী ময়নামতীর স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা নানা প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এই দেশের প্রবাদ, প্রসঙ্গ ও প্রদর্শিত স্মৃতিস্থলগুলির বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।"

ত্রিপুরা ময়নামতী পাহাড়ে মূল রাজধানী থাকার প্রমাণ

এই সকল নিদর্শন হইতে রংপুরের এই অঞ্চল যে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের সহিত সংসৃষ্ট ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা জেলায় যে সকল প্রবাদ ও অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন ক্রমশঃ পাওয়া যাইতেছে, ভবানীদাস ও সুকুর মামুদ যে ভাবে মেহেরকুলের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, লালমাই পর্ব্বতের অংশ বিশেষ—যাহাকে এক্ষণে ময়নামতীর পাহাড় বলা হয়—সেইখানেই গোপীচন্দ্রের মূল রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখানে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ, অতুনামুড়া, পতুনামুড়া এবং গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর মহাপ্রস্থানের সুড়ঙ্গ এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অদূরে শালবানপুর গ্রামে হাড়িপার বাসস্থানের কিম্বদন্তী আছে। লালমাই পাহাড়ের টপ্‌কামুড়া নামক এক শৃঙ্গে বিনষ্ট ও ভূগর্ভে নিহিত এক ভগ্ন দেবালয়ে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত অতি ক্ষুদ্র একটী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই

* Grierson.

মূর্ত্তির তলদেশে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ একটী পংক্তি আছে—তাহা "যুবরাজ শ্রীজয়চন্দ্রস্ত" বলিয়া পঠিত হইয়াছে।* কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন, যে স্থানে এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা "মাণিকচন্দ্রের বিনষ্ট বাসভবনের ২০০ কি ৩০০ গজ দূরবর্ত্তী"। ময়নামতী পাহাড়ের তিন-মাইল দূরবর্ত্তী ভারেল্লা গ্রামে একটি নটেশ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাদদেশে লয়হচন্দ্র নামক অপর একটী চন্দ্র-উপাধিধারী ব্যক্তির নাম উৎকীর্ণ। বৈকুণ্ঠ বাবু ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র একটী হর-গৌরী মূর্ত্তি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ময়নামতী পাহাড়ে যে বহু দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার একটী স্তূপে ইহা পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিতে শিবের চারিটি হাত, তিনি গৌরীর চিবুকে হাত দিয়া আছেন, উভয়েই বাহনোপরি। লালমাই পর্ব্বতের নিম্নদেশে যুগী জাতীয় বহুলোকের বাস†। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই জেলার দিশানন্দ বাজপুর গ্রামের বৈরাগীবাড়ী হইতে নাথ সিদ্ধাগণের বৃত্তান্তমূলক ব্যাস নামক কোন কবির ভণিতাযুক্ত ব্রহ্মযোগ নামক হস্তলিখিত এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাইয়াছেন; ইহাতে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, বিন্দুনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই সকল বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যায় যে, এ অঞ্চলে একসময়ে যুগী জাতির বিলক্ষণ প্রভাব ছিল এবং গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর স্মৃতি-জড়িত লালমাই পাহাড়ই সেই প্রভাবের কেন্দ্রস্থল। এই পর্ব্বতে ঊনশত রাজার বাসস্থান বলিয়া প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

মেহেরকুল ও পাটিকারা ২টী পরস্পর সংলগ্ন পরগণা এখনও ত্রিপুরা জেলায় বর্ত্তমান। লালমাই পর্ব্বত এই দুই পরগণার প্রায় সন্ধিস্থলে অবস্থিত, কুমিল্লা হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চিমে। মেহেরকুলে গোপীচন্দ্রের বাসস্থান সম্বন্ধে বিবরণ ঐ অঞ্চলে সংগৃহীত অন্য প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কুমিল্লা সহর মেহেরকুল পরগণার অন্তর্গত।

* ইতিহাস ও আলোচনা—চৈত্র, বৈশাখ ১৩২৮।২৯।

† ১৩১৯ সনের ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে ময়নামতী পাহাড়ের সংলগ্ন ঘোষনগর গ্রামে ৩০০ঘর যুগীর বাস লিখিত হইয়াছে। মদীয় বন্ধু ত্রিপুরা জেলার ভূতপূর্ব্ব এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঐ গ্রামে ৯ ঘর যুগীর বাস; দত্ত মহাশয় হয়ত নিকটবর্ত্তী গ্রামের যুগীগণকেও ঘোষনগরের অন্তর্গত ধরিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হাজরা মহাশয় আরও বলেন, ভগ্ন প্রাসাদ গোপীচন্দ্রের নামেই পরিচিত, মাণিকচন্দ্রের নামের কোন প্রবাদ লক্ষিত হয় না। অদুনামুড়া ও পদুনামুড়া উভয়ই বর্ত্তমান।

অনেক গ্রন্থের মতেই সিদ্ধাদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য, হাড়িপা গোরক্ষনাথেরশিষ্য, কানুপা হাড়িপার শিষ্য। ইঁহাদের সকলের এক সময়ে জন্মও গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় কাব্যে পাই—

> বদনে জন্মিল শিব জোগিরূপ ধরি।
> সিরেত উত্তম জটা শ্রবণেত কোড়ি ॥
> নাভিতে জর্ম্মিল মীন গুরু ধনন্তরি।
> সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্ত মুরারি ॥
> হাড়িফাব জন্ম হইল হাড় হোতে।
> সর্ব্ব অঙ্গে সিদ্ধার ভেস দেখিএ সাক্ষাতে ॥ (পৃঃ ৬—৭)।

কথিত আছে একবার দুর্গাদেবী সিদ্ধাদিগের মন পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং ভুবনমোহিনী বেশে পরিবেশন করেন। তাঁহার রূপ লাবণ্যে সকলেরই (কোন মতে গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর সকলের) মন টলিল। ফলে দেবী তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে পাই—

> তবে মনে চিন্তিলেক হাড়িফা সিধাই।
> এমন সোন্দরি তবে আন্ধি যদি পাই ॥
> হাড়ি কর্ম্ম করি যদি থাকি তার পাশ।
> পাইতে সোন্দরি মোর মনে অভিলাস ॥
> হাসিয়া বোলেন দেবী পাইলে এহি বর।
> হাড়িরূপ ধরি জাও ময়নামতি ঘর ॥
> হাতে ঝাড়ু লও (তুন্ধি) কাঁধেতো কোদাল।
> চলহ আন্ধার আজ্ঞাএ বর পাইলা ভাল ॥ (পৃঃ ১৯—২০)।

পাদটীকায় পাঠান্তরে পাই—

> হাতে ঝাটা লও তুমি কান্ধেত কোদাল।
> মেহারকুলেতে চল বর পাইলা ভাল ॥

ইহার পর এক স্থানে কানুফাকে গোরক্ষ নাথ বলিতেছেন—

> তোর গুরু বন্দী হইছে মেহারকুল দেশ।
> নিশ্চয় জানিম এই তাহার উদ্দেশ ॥

মেহারকুলেত আছে জ্ঞানী এক জানি।*
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরিণী ॥
ঈশ্বরের হোতে সেই পাইল মহাজ্ঞান।
জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহর সমান ॥
বিধবা জে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফা বঞ্চয়ে তার ঘর ॥
তার পুত্রে গুরু তোর বান্ধিয়া রাখিল।
মাটীর করিয়া ঘর তাহারে থুইল ॥
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর।
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর ॥ (পৃঃ ৪৩—৪৪)।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাশালী সম্পাদিত মীনচেতন গ্রন্থে, দুর্গা দেবীর শাপ দেওয়ার পরে

তবে সিদ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িফা গেল মৈনামতির ঘরে ॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।
তথা গিয়া রহিলেক হাড়িরূপ ধরি ॥

গোর্ক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন। ইত্যাদি (পৃঃ ৪)

অন্যত্র,-

কানাইর বচনে গোর্ক্ষে আ (শ্বাস) বিশেষ।
তোমার গুরুর আমা হইতে শুনহ উদ্দেশ ॥
বন্দী হৈছে তোমার গুরু মেহারকুলেতে।
নির্ণয়ে দেখিল আমি কহিল তোমাতে ॥
মেহারকুলেত আছে বড়হি ডাকিনি।
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরিনী ॥
বিধবা রমনী সে যে পুত্র রাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফাএ বঞ্চে তার ঘর ॥

পাঠান্তর—

মেহার কুলেতে আছে ডাকিনী যোগিনী।
এবং
মেহার কুলেতে আছে জ্ঞানী যে ডাকিনী ॥

তার পুত্র গুপিচান্দে বান্ধিয়া রাখিল।
মাটির করিয়া গড় তাহাকে থুইল ॥
হস্তি সব বান্ধি থাকে তাহার উপর।
রাত্রি দিন বঞ্চে সিদ্ধা তাহার ভিতর ॥ (পৃঃ ৯)

সুকুর মামুদের গ্রন্থে মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের রাজধানী "মুকুল সহর" বলিয়া স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। এ সমস্তই ময়নামতী পাহাড়ে গোপীচাঁদের রাজধানী থাকার পক্ষে অনুকূল প্রমাণ। দুর্লভ মল্লিক দেবীর শাপের পরিবর্ত্তে "গুরু সাঁপ" এর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পাটিকা নগর কোথায় তাহার পুনরালোচনা করার সময় আসিয়াছে। পূর্ব্বে ময়নামতীর পাহাড়ের সমীপবর্ত্তী পাটিকারা পরগণার উল্লেখ করা হইয়াছে। পাটিকারা যে একটী রাজ্য ও প্রসিদ্ধ স্থান ছিল তাহা ব্রহ্মদেশের ইতিহাস ও স্থানীয় কিংবদন্তী হইতে আমরা পাই।

পাটিকারায় রাজবংশ

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন, দশম শতাব্দীতে পাটিকারা কমলাঙ্ক রাজ্যের রাজধানী ছিল। ব্রহ্মদেশে ৯৭৯ শকাব্দে ধ্যানশিশা সিংহাসনারোহণ করার পর পাটিকারার রাজকুমার তাঁহার রাজ্যে গমন করেন এবং তাঁহার ঔরসে ব্রহ্মরাজকুমারীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ পাটিকারার রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব ভাব রাখিতে যত্নবান্ ছিলেন। *

১৮০৩ খৃঃ অব্দে ময়নামতী পাহাড়ে ১১৪১ শকাব্দাঙ্কিত রণবঙ্ক মল্লের একটী তাম্রশাসন পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনে পট্টিকেরা বা পট্টিকেরা নগরের উল্লেখ আছে। † খুব সম্ভবতঃ পাটিকারা সংস্কৃতে পট্টিকেরা নগরে পরিণত হইয়াছে এবং ময়নামতী পাহাড়ের উপরেই এই রাজধানীর সংস্থান ছিল। ‡ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত পাটিকারা পরগণার সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, এক্ষণে পাটিকারা নামক কোন গ্রাম নাই, চান্দিনা গ্রামে জমিদারী কাছারীর উত্তরে এক পুষ্করিণী আছে, সম্ভবতঃ তাহার পাড়েই কমলাঙ্ক রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই সকল প্রমাণ বা অনুমান হইতে পাটিকারা নামক একটা নগর যে কোন কালে এই অঞ্চলে ছিল এবং তাহাই দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে পাটিকানগরে পরিণত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইবে না। রাজার বাসগৃহ-বর্ণনায় যে সুরঙ্গা নলের বেড়ার উল্লেখ আছে, তাহাও যেন মুলী বাঁশের দেশের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। রংপুর জেলার অন্তর্গত পাটকাপাড়া গ্রামের

সরকারী সেটলমেণ্ট রিপোর্ট

* রাজমালা।

† Colebrooke's Essays.

‡ N. K. Bhattasali's Iconography of Buddhist & Brahmanical sculptures in the Dacca museum.

পক্ষে যে দাবী আমি পূর্ব্বে উপস্থিত করিয়াছিলাম, নবাবিষ্কৃত প্রমাণে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে রোহিতাগিরি

পূর্ব্বে যে শ্রীচন্দ্রদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রদিগের "রোহিতাগি[রি]ভুজাং" বংশে পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম দেববিগ্রহের পাদমূলে, জয়স্তম্ভ প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত ছিল। সুবর্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্র, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। তিনি হরিকেল-রাজের (বঙ্গেশ্বরের) প্রধান সহায় ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র একচ্ছত্র নৃপতি হইয়া পড়েন। এই "রোহিতাগিরি" লালমাই পর্ব্বতের সংস্কৃত নাম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই যুক্তিও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের প্রথমাবস্থায় লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ে অবস্থিতির সিদ্ধান্তের পক্ষেই অনুকূল এবং গোপীচন্দ্রের প্রধানতঃ মেহেরকুলে অবস্থানেরই পোষক, তবে গোপীচন্দ্রের রাজত্ব যে ময়নামতীর পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেই আবদ্ধ ছিল, ইহা হইতে এরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। রংপুর জেলায় যে সমস্ত পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ স্থানের সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সেখানেও যে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল এই মীমাংসাই স্বাভাবিক। সর্ব্বত্রই তিনি বঙ্গের রাজা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ময়নামতীর পাহাড় তখনকার বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়, করতোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগ কোন কোন মতে ছিল। করতোয়া তখন একটী বৃহৎ নদী, ইহার প্রবাহ স্বাভাবিক সীমা নির্দ্দেশক হইবারই কথা। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ এক্ষণে সিরাজগঞ্জের নিম্নদেশ দিয়া যমুনা নামে প্রবাহিত, কিন্তু তখন এখানে কোন বড় নদীই ছিল না। ব্রহ্মপুত্র ইহার বহু পূর্ব্বদিকে ছিল। পদ্মা নদীর অস্তিত্ব তখন থাকিলেও বর্ত্তমান স্থানে বা বর্ত্তমান ভীষণ আকারে ছিল না। রংপুর হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ গোপীচন্দ্রের শাসনদণ্ড স্বীকার করিত এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে ৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে গোপীচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র তীরভুক্তি, বঙ্গ ও কামরূপের রাজা ছিলেন, এবং চাটিগ্রামে গোপীচন্দ্রের রাজপাট ছিল। রংপুরের যোগীরা তাঁহাকে ২২ দণ্ডের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। তাহারা আপনাদের ঐশ্বর্য্যের মানদণ্ড দ্বারা রাজার ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিতে গিয়া তাঁহার গৌরব খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। দুর্লভ মল্লিকের গানে তিনি "ষোলো দণ্ডের" রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভবানীদাসের মতে গোপীচন্দ্রকে চল্লিশ রাজা কর দিত। সুকুর মামুদ বলেন, তিনি ষোল বঙ্গের রাজা ছিলেন। কথাগুলির যে পরস্পর মিল আছে তাহা বলিতে পারি না, তবে ভবানীদাস ও সুকুর মামুদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, রাজাটী নিতান্ত ছোট ছিলেন না। এক রাজার বাড়ী অবশ্য একাধিক স্থানে থাকিতে

রাজ্যের পরিমাণ

পারে। করতোয়া হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধীশ্বর না হইলেও মাণিকচন্দ্র ও গোপীচাঁদের পাট ময়নামতী পাহাড় ও রংপুর জেলা উভয় স্থানেই থাকিতে পারে। ভবানীদাসের গানে পাওয়া যায়,—

বাপের মিরাশ এড়ি জাইমু গৌড়র সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি জাবে কামলাক নগর॥
তুমি মাএর জত বাড়ি কলিকা নগর।
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল শহর। (পৃঃ ৩২৫)

মেহারকুল বলিয়া বাস্তবিক কোন সহর ছিল বলিয়া মনে হয় না। কামলাক নগরকে বর্ত্তমান কুমিল্লা ধরিয়া লইলে উহা মেহেরকুলেরই অন্তর্গত। "বাপের মিরাশ" ও "দাদার মিরাশ" কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা কঠিন। যে স্থানে ময়নামতী মাণিকচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানকেই রংপুরের গানে পুনঃ পুনঃ ফেরুসা নগর বলা হইয়াছে। ফেরুসা নগর কোথায় ছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। রংপুর জেলার ময়নামতীর কোটকে বলা হইয়া থাকিতে পারে। রংপুরের প্রবাদানুসারে ময়নামতীর পিতা এই ফেরুসা নগরে রাজত্ব করিতেন। একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক গাথায় পাওয়া যায়,

ফেরুসা নগরে রাজা নামে তিলকচন।
রূপে গুণে কুলে শীলে ধর্ম্মপরায়ণ॥
পুত্র কন্যা নাই রাজার সদাই দুঃখ মনে।
হরগৌরী পূজা রাজা করে রাত্রিদিনে॥
সন্তোষ হইয়া বর দিলেন শঙ্করী।
জন্মিবে তোমার ঘরে উপের বিদ্যাধরী॥

ইহার পর ইন্দ্রের সভায় নৃত্যের সময় এক ঢুলী ও নর্ত্তকীর তাল ভঙ্গ হইল। ইন্দ্র কর্তৃক শাপ-গ্রস্ত হইয়া ঢুলী মাণিকচাঁদরূপে এবং নর্ত্তকী তিলকচাঁদের কন্যা ময়নামতী বা ময়নামন্তীরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে ময়নামতীর এক ভগিনী জন্মিল, তাহার নাম হইল সিন্দুরমতী। এই মতে ধর্ম্মপাল রাজার পুত্র মোপাল, তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র। এই গাথাটীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে এরূপ হইতে পারে যে, তিলকচাঁদ এই অঞ্চলের ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং মাণিকচন্দ্র অপুত্রক শ্বশুরের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া এই জনপদকে গোপীচন্দ্রের বাপের মিরাশে পরিণত করিয়াছিলেন। "দাদার মিরাশ" গোপীচাঁদের দাদা সম্পর্কিত কাহারও জমিদারী হইতে পারে। ভবানীদাস প্রণীত গ্রন্থে পাই, একস্থানে গোপীচন্দ্র বলিতেছেন,—

'বড় ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বরী' ইত্যাদি। (পৃঃ ৩৫৩)

যদি রংপুর অঞ্চলেই ময়নামতীর পিত্রালয় হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাসিত অবস্থায় ফেরুসা নগরে ময়নামতীর কোটে তাঁহার অবস্থান বেশ সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। সুকুর মামুদের মতে কিন্তু তিলকচাঁদের বাসস্থান সান্তনা নগরে। সান্তনা নগর কোথায় তাহা ঠিক করা যায় নাই। অবশ্য গোপীচাঁদ লালমাই পর্ব্বতে এবং ময়নামতী রংপুর জেলার ময়নামতীর কোটে অবস্থান করিলে উভয়ের দেখা শুনা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরও ময়নামতীর সর্ব্বদা নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকা অনুমান করিবার কারণ নাই। আর গমনাগমনের সময় ও স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে যোগীদিগেব গানে যাহা পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করা একেবারেই অসম্ভব।

ফা উপাধি

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে "ফা" উপাধি সম্মান-জ্ঞাপক। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অনেক প্রাচীন স্বাধীন রাজার নামের শেষভাগে "ফা" দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও হাড়িপা বা হাড়িফা গুরুর কার্য্যক্ষেত্র এই অঞ্চলে থাকার পক্ষে অনুকূল প্রমাণ।

গীতোক্ত স্থান সকল

রংপুরের গাথায় উল্লিখিত শ্রীকলার বন্দর রংপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ কাকিনা গ্রাম হইতে অনতিদূরে, স্থানটী প্রাচীন। ডারাইপুর সহর ও কলিঙ্গার বন্দর কোথায় তাহা স্থির কবা যায় নাই। কোন কোন স্থানে দারাইপুর গ্রাম বিদ্যমান আছে। ভবানীদাসের কলিকা বা কনিকা নগর শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত কোলৌঞ্জ নগর হইতে পারে।* ত্রিপুরা জেলায় নবিনগরের নিকটও এক কলিকা নগর বিদ্যমান। নএয়ানগর বা নয়ানগড় প্রভৃতি স্থানের সংস্থান নির্ণয় বড়ই দুঃসাধ্য। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার নিকট নয়ানগর নামে এক গ্রাম আছে। ভবানীদাসের গুমু বা গোমৈদ নদী এখনও গোমতী নামে পরিচিত। ক্ষীরা নামক নদী লালমাই পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পাটিকাবা ও গঙ্গামণ্ডল পরগণার মধ্য দিয়া মেঘনায় পড়িয়াছিল; এক্ষণে উহা শুষ্ক। তাঁহার সুরিপুনগর শৌণ্ডিকপল্লী হইতে পারে; কিন্তু জনৈক লেখক অনুমান করিয়াছেন, ইহা ত্রিপুরা জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত স্বরূপ নগর। †

9

রাজার জাতি

গ্রীয়ার্স‌ন সাহেবের প্রকাশিত "মাণিকচন্দ্র রাজার গানে" গোপীচন্দ্রের বেনিয়া জাতি ও ক্ষেত্রিকুল উক্ত হইয়াছ। সুকুর মামুদের গ্রন্থে মাণিকচন্দ্র রাজার পরিচয় স্থলে পাই "কুলে শীলে ছিল রাজা গন্ধের বণিক"। পূর্ব্বে আমি গোপীচন্দ্রকে রাজবংশী জাতীয় মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু উপরে লিখিত দুইটী বিভিন্ন গাথায় যখন মিল আছে এবং গোপীচন্দ্রের প্রধান রাজপাট যখন রাজবংশী জাতির প্রভাবের বহির্ভাগে পাওয়া যাইতেছে, তখন আমরা অন্য বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই

* সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে ৫১৬ সংখ্যক পুথির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

† ইতিহাস ও আলোচনা, পৌষ ১৩২৮

গ্রন্থোক্ত পরিচয় গ্রহণ করিতেই বাধ্য। চাঁদ বেনিয়ার সহিত জ্ঞাতিত্বের উল্লেখও এই সূত্রেরই পোষক।

গোপীচন্দ্রের উত্তরপুরুষ

গোপীচন্দ্রের উত্তরপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ভবানীদাস লিখিয়াছেন :—

"গুপিচান্দের বংশ নাহি ভুবন যুড়িয়া" (পৃঃ ৩৫৩)

রংপুর অঞ্চলের প্রবাদ অনুসারে কিন্তু তাঁহার পুত্রের নাম উদয়চন্দ্র বা ভবচন্দ্র। রংপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বাগদুয়ার পরগণায় ভবচন্দ্রের বাস-ভবনের ধ্বংসাবশেষ এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং ভবচন্দ্রের বা হবচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতার অনেক গল্প এখনও ঠাকুরমার ঝুলি অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক রাজার ও তৎসম্বন্ধে অলৌকিক গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রংপুরের ভবচন্দ্র ও চৌদ্দগ্রামের ভবচন্দ্র অভিন্ন। মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের ত্রিপুরা ও রংপুর জেলা উভয় অঞ্চলে রাজত্ব থাকিলে তদ্বংশীয় ভবচন্দ্রের না থাকিবার কথা কি?

গ্লেজিয়ার সাহেব তাঁহার রংপুরের বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এ জেলায় খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পায়রাবন্দ নামক স্থানে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল এবং এক বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহার একটীর উপর এক দিকে ভবচন্দ্র রাজার নাম ও অপরদিকে তাঁহার গৃহদেবী বাগীশ্বরী খোদিত দেখা গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় গোপীচন্দ্র বা ভবচন্দ্রের কোন মুদ্রা বা খোদিত লিপির পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে এই যুগের ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ঘাটনের বিশেষ সহায়তা ঘটিত।

পালরাজগণ সম্পর্কে বুকানন হ্যামিল্টন প্রভৃতির মত খণ্ডন

আমরা আপাততঃ গোপীচন্দ্রকে গন্ধবণিক্ জাতীয় এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তিনি যদি শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র না হন, তবে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ের লোক হওয়ার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে বর্ম্মবংশ ও সেনবংশের রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর ত মুসলমান-প্রভাব। গোপীচন্দ্রের যে বংশে জন্ম সেই বংশ সময়ে সময়ে রাজনৈতিক হিসাবে পালবংশের সহিত সংসৃষ্ট থাকা অসম্ভব নহে, কারণ শ্রীচন্দ্রের তাম্র শাসনে পালবংশের রাজমুদ্রা লক্ষিত হয়, কিন্তু সাহেবেরা মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতীর সহিত রাজা ধর্ম্মপালের যেরূপ সম্বন্ধের অবতারণা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন, মাণিকচাঁদ ধর্ম্মপালের ভ্রাতা, সুতরাং ধর্ম্মপাল গোপীচাঁদের পিতৃব্য ছিলেন, মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর রাজ্য

লইয়া ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীতে ঘোর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ধর্ম্মপাল নিহত হইলে গোপীচাঁদ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন এই মতের প্রবর্ত্তক; গ্রীয়ার্সন, গ্রেজিয়ার প্রভৃতি অনেকে ইহার সম্পূর্ণ বা আংশিক পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বুকানন যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীর দোহাই দিয়া এই মতের অবতারণা করিয়াছেন, গ্রীয়ার্সন কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ধর্ম্মপালকে মাণিকচাঁদের ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী বা সামন্ত নৃপতি মনে করিয়াছেন। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় যোগীদিগের মধ্যে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও আমি এইরূপ কিংবদন্তীর বিন্দুমাত্র ভিত্তি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। এই কিংবদন্তীর অভাবই বুকাননের মত প্রত্যাখ্যানের একমাত্র কারণ নহে। পূর্ব্বে মাণিকচাঁদের জন্ম সম্বন্ধে যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গাথার উল্লেখ করিয়াছি. ঐ গাথাই দেখাইয়া দিতেছে, প্রাচীন যোগীদিগের মধ্যে অন্যরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। যদি ধর্ম্মপাল রাজা মাণিকচাঁদের ভ্রাতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া যোগীদিগের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি এই গাথা-রচয়িতা ধর্ম্মপালকে মাণিকচাঁদের পিতামহরূপে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস পাইত? গোপীচাঁদের গানে মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর গোপীচাঁদের জন্ম, বিবাহ, সিংহাসনারোহণ, সন্ন্যাস প্রভৃতির বিবরণ আছে। যদি তাঁহার সিংহাসন পিতৃব্যের কঠোর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধারের কাহিনী দুণাংশেও সত্য হইত, তাহা হইলে কি ময়নামতীর বিস্তৃত গৌরব গাথার মধ্যে তাহার একটুকুও স্থান যুটিত না? ধর্ম্মপালের নামে প্রতিষ্ঠিত পরিখা-প্রাচীর-বেষ্টিত ধর্ম্মপালের গড় ময়নামতীর কোটও পাটকাপাড়া হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ২।১ মাইলের মধ্যে কি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির অস্তিত্ব সম্ভবে? যে মৌজায় এই গড়টী অবস্থিত তাহার নাম এখনও ধর্ম্মপাল। যদি ধর্ম্মপাল মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর, রাজশ্রী হস্তগত হইবা মাত্র, ময়নামতী কর্তৃক তাড়িত বা নিহত হইতেন তাহা হইলে রাজধানীর নাম তাঁহার নামানুসারে না হইয়া ময়নামতী বা গোপীচাঁদের নামানুসারে হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সিংহাসন প্রাপ্তির পরই পলায়িত বা নিহত রাজার নাম নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী আজীবন বহন করিবে কেন? মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতী কর্ত্তৃক তাড়িত বা নিহত হইলে পরিখা-প্রাচীরযুক্ত রাজধানী স্থাপনের সুযোগই বা ধর্ম্মপাল কখন পাইলেন?

আমাদের বিশ্বাস মাণিকচাঁদের সহিত ধর্ম্মপালের আত্মীয়তা কি বৈরিতাসূচক যে সমস্ত মত প্রচারিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কাল্পনিক এবং ময়নামতীর কোটের সান্নিধ্যই সেই কল্পনায় ইন্ধন যোগাইয়াছে। মাণিকচাঁদ বা গোপীচাঁদ যে পালবংশীয়

রাজা ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন উপযুক্ত কারণই নাই। আমরা আমাদের বর্ত্তমান স্থানে মাণিকচাঁদের ও গোপীচাঁদের যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি তাহাও পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা ধর্ম্মপালের বহু পরবর্ত্তী।

ময়নামতী

গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী যে অত্যন্ত প্রভাবশালিনী রমণী ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। গোপীচাঁদের বৈরাগ্য সিদ্ধার্থের বা নিমাইএর বৈরাগ্যের ন্যায় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নহে, ইহা শক্তিশালিনী মাতার ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। ময়নামতীর পিতা তিলকচাদ কোন কোন স্থানে রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজমহিষীর পিতা বলিয়া অজ্ঞ গাথা-লেখকের নিকট তিনি এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন কিনা বলা কঠিন। তিব্বতীয় বিবরণ অনুসারে ময়নামতী মালবরাজ ভর্ত্তৃহরির ভগিনী এবং তাঁহার অপর পুত্র ললিতচন্দ্র ভর্ত্তৃহরির পরে মালবের রাজসিংহাসনারোহণ করেন। হিন্দী গাথার সহিত কিছু মিল থাকিলেও বাঙ্গালার কোন গাথাতে ইহার বিন্দুমাত্র আভাষ না থাকায় আমরা এই মত গ্রহণ করিতে সাহস পাইলাম না। রংপুরের গাথায় ময়নামতীর অন্য কোন নাম ছিল বলিয়া জানা যায় না। অন্য গীতি-লেখকগণ কেহ বলেন তাঁহার বাল্যকালের নাম শিশুমতি, কেহ বলেন শুবদনী। তিনি যে অতি অল্প বয়সে গোরক্ষনাথকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন ও অশেষ শক্তিশালিনী হইয়া উঠেন, ইহা সকলেরই মত। কালে এ দেশীয় অনেক ক্ষমতাশালী লোকের অদৃষ্টে যে সম্মান ঘটে, ময়নামতীর অদৃষ্টেও তাহা ঘটিয়াছে। ত্রিপুরা জেলা তাহার নামে একটী পাহাড়কে অভিহিত করিয়াছে। রংপুর জেলা কেবল তাঁহার কোট বা পরিখা-প্রাচীর-বেষ্টিত বাসস্থানের স্মৃতি রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ময়নাবুড়ী নামে তাঁহাকে দেবতায় পরিণত করিয়া রীতিমত পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কালে নৃমুণ্ডমালিনী দেবীর সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব কল্পিত হইয়াছে। ময়নাবুড়ীর পূজা এখনও তাঁহার কোটের প্রাচীরের উপর সাদরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনি জীবিতাবস্থায় মাংসাহারিণী ছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু এখন তাঁহার তৃপ্তিবপূজার পুরোহিত জন্য ছাগ-শিশুর মস্তক অম্লান বদনে প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহার ব্রাহ্মণ নহে, রাজবংশী-জাতীয় দেওদা। পূজার মন্ত্র চণ্ডীপূজার মন্ত্রের রাজবংশী সংস্করণ। ডিমলা থানার অন্তর্গত আটিয়াবাড়ী গ্রাম-নিবাসী জাকইদাস দেওদার নিকট যে মন্ত্রটী সংগৃহীত হইয়াছিল নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। *

* মন্ত্রটী পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে।

চিয়াও,[১] চিয়াও, বুড়ি মা কল যাত্রা নিনি।
কত নিদ্রা কর মা আবালের গোপনি॥
ছাড়ব পাট এড়ব পাট এড়ব সিংহাসন।
সর্গে থ্যাকি চণ্ডি বুড়ির মা গ্রাম নড়গা আসন॥
সর্গতে থাকিলে মাতা সর্গে রাজা হব।
মঞ্চতে নামিয়া মা জল কুম্প [২] নিব॥
মোর সেবা ছাড়ি মা অন্যের সেবা যাব।
দোহাই নাগে ধর্ম্মকুর্ম্মে কাত্তিকের মুণ্ড খাব॥
ভরস না পাইয়া মা দিলাম তোমার দোহাই।
মোর সাধ্য আছে মাতা মঙ্গল চণ্ডি রাই॥
পুবে রাজা বন্দিব জানা ভালুং ভাসাং [৩] কর।
উত্তরে কালিকা বন্দম মা দক্‌খিনে সাগর॥
তিন কোন পৃথিমি বন্দম মা আকাশে চরাচর।
আকাশে কামনি বন্দম পাতালের বাস্থকি॥
জলের হস্তনি বন্দম মা থানের থানসিরি [৪]।
তাহাকে পুজিলে মা সুকে থাকে গিরি [৫]॥
ফুলের পরধান বন্দম আদ্যের তুলসি।
জারে জলে দিলে মা তেসালি [৬] দেবতা হয় তুষ্টি॥
বর্থ [৭] মধ্যে বন্দোঁ মা বর্থ একাদশি।
তের্থ মধ্যে বন্দোঁ মা গয়া বানারসি॥
থান মধ্যে বন্দোঁ মা গৌর সোল থান।
পাটে রাজা নরপতি মহামুনি মুখাপাত্র বন্দিব জানা প্রতাব নারায়নি।
ধরম কুরম বন্দোঁ বসমতি রাই।
তোমার কথা কইলে নরে দুর্গতি এড়াই॥
মগ্রবানে [৮] গঙ্গা বন্দোঁ সিঙ্গে পারবতি।
প্যাচাবানে [৯] লকৃখি বন্দোঁ কাক্রে সরস্বতি॥

১ চিয়াও—উপস্থিত হও। ২ কুম্পে—পুষ্পে। ৩ ভালুং ভাসাং—এলোমেলো।
৪ থানসিরি বা থানচিড়ি—গৃহ স্থাপনের সময় প্রোথিত বাঁশের উপরিস্থ টিপি যাহার পূজাকরা যায়।
৫ গিরি—গৃহস্থ। ৬ তেসালি—সকল। ৭ বর্থ—ব্রত।
৮ মগ্রবানে—মকর বাহনে। ৯ প্যাচাবানে—পেঁচা বাহনে।

ডাইনে লক্‌খি বন্দোঁ মা বামে সুরদাই।
বৃদকে লাগিয়া মা পাত্র গলাই ॥
টানটোকারি [১] যন্ত্রে মন্ত্রে বুড়ি তোর পূজা হচ্ছে অধে পারবতি।
আপনি মা সাক্‌খি হন নিলকৃথের [২] ভবানি ॥
রথ মধ্যে বন্দোঁ মা অথের সারথি।
পাথর কাটি সাজন করে মা ভোলা মহেশ্বর বাজা ॥
সোমবার দিনকা মা এ সঙ্গম থাকিবে।
পুবে নও দণ্ড বেলা হ'লে মা তোমাকে সেবিবে ॥
পিরে [৩] পিরে কলা দিবে ঝোকে [৪] নারিকল।
আরও ঘিত মধু দিবে রাজা আরও গঙ্গাজল ॥
মহা যত্নে সেবা করিম মা চরণে তোমার।
জদি কালে মা তুমি দেখা দিবেন মোরে।
তিন বারং ছত্রিশ বস্ত্র মা সেবা করিম তোরে ॥
কালুয়া [৫] গতে সেবা করি কালুয়া এড়িয়া।
জয়ধির সেবা করি আমাই মালিয়া [৬] ॥
বাবরি [৭] ঝড়ের সেবা করেঁা সত্যেব নিধার [৮]।
গোমা [৯] রতির সেবা করেঁা ভৈরব তাতিয়া [১০]।
কি শুনব চণ্ডি বুড়ি ভৈরবের কথা।
ভৈরবের কথা শুনলে মা অন্তরে নাগবে ব্যাথা ॥
সৎভক্ত ছিল মা ভৈরব তাতের কথা শুনেক মন দিয়া।
বুড়ির নাগাল কথা মা অদৃষ্টের নাগাল কথা।
আর টানটোকারি ব্যানা বাঁশি বুড়ির নাগাল তথা ॥
বুড়ি বলে গাইতে পান্ন শুড মোরলি [১১] আসিতে পান্ন বন।
বুড়ি বলে মস্তরি বাছা ঢেকুর [১২] কতদূর ॥
সোগল ঢেকুর মা বাগতে [১৩] ভাঙ্গিল।
ভাঙ্গা ঢেকুরখান মা কুছাই [১৪] পাতিল ॥

১ টান টোকারি—কোশা, কুশি, শঙ্খ ইত্যাদি।
২ নিলকৃথ—আকাশ।
৩ পির—কান্দি।
৪ ঝোকে—চড়ায়।
৫ রংপুর অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানে কালুয়া পূজা করে।
৬ আমিই মালিয়া অর্থাৎ মালাকার।
৭ বাবরি এক রকম ফুল, তা'র পুষ্প হয়।
৮ নিধার—সর্ব্বদা।
৯ গোমা—একরকম সাপ।
১০ ভৈরব তাতিয়া—ভৈরব তাঁতি।
১১ মোরলী—মুরলী।
১২ ঢেকুর—পূজার স্থান।
১৩ বাগতে—খেপ্রাতে।
১৪ কুছাই—কুশাসন।

আর কুম্প ছিড়া মা বনমালা গাঁথিল।
গলাতে পরিল বুড়িমা গজমতি হার।
কমরে কিঙ্কিনি পইল মা চরনে পাউটি।
দশ নেঙ্গুল পইল মা আর কানে ফুল।
নাট নটন কর মা দেখিতে মধুর।
ভক্তের হাতের জলকুম্প নিয়া মা সর্গের দেবতা সর্গে চলি জাবো॥

স্থানে স্থানে পদটীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মন্ত্রটী বোঝা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। মন্ত্রের শব্দ পবিত্র বলিয়া তাহা প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয় না, পুরোহিতের মুখে বিকৃত হয় মাত্র। এই বিকৃতিতে মন্ত্রের মাহাত্ম্য বাড়ে বই কমে না। এখানে বলা উচিত রংপুর জেলায় বুড়ীপূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত। ময়নাবুড়ী ও বুড়ী পূজার মন্ত্র অভিন্ন।

বুড়ীপূজায় কপালে যে সিন্দুর দেওয়া হয় তাহার মন্ত্রটী এইরূপ—

কপালনি চণ্ডি ভৈরো ভবানি অসুর নাশিনি।
সিঙ্গ বাহিনি আখণ্ড কপালে সেন্দুর ফোটা।
নিলকণ্ঠে চণ্ডি বুড়ি গ্রামদেবতা দেবতায় নমঃ॥

যে নাথধর্ম্মের সহিত এই গাথাগুলি জড়িত তাহা এক সময়ে এ দেশে বেশ প্রভাবশালী ছিল। বর্ত্তমান কালের যুগীদিগের ন্যায় নাথপন্থিগণ চিরকালই সামাজিক জগতের এত নিম্নস্তরে ছিল না। বঙ্গদেশ নাথধর্ম্মের একটী প্রধান স্থান ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধগান ও দোহা"য় মীননাথের রচিত বাঙ্গালা কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাচীন নাথেরা কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে, কেহ হিন্দু ধর্ম্ম হইতে আসিয়া নাথপন্থী হইয়া পড়েন; গোরক্ষনাথ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসেন। তারনাথের মতে তাঁহার পূর্ব্ব নাম অনঙ্গবজ্র, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বলেন প্রকৃত নাম রমণবজ্র। যিনি যেখান হইতেই আসুন, নাথদিগের প্রবর্ত্তিত পন্থায় সর্ব্বত্রই হঠযোগের আধিপত্য লক্ষিত হয়, তাঁহাদের ধর্ম্মমত হিন্দু এবং বৌদ্ধ মতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন; তান্ত্রিকতা ইহাতে খুবই প্রবল। এই গ্রন্থেও অনেক স্থলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে হিন্দুর দেবগণকে সিদ্ধাদিগের নীচে আসন দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে সিদ্ধাদিগের হস্তে দেবতাদিগের অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করার কথাও আছে—ময়নামতীর হস্তে শিব লাঞ্ছিত। যুগীদিগের পূর্ব্বপ্রভাব এখন কিছুই নাই। ইহারা ক্রমশঃ খাঁটি হিন্দুত্বের মধ্যে বেশী রকম আসিয়া পড়িয়াছে এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রবয়ন, চূণবিক্রয় ও অন্যান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে।

নাথধর্ম্ম

তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। সম্ভবতঃ তাহারা বিভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন একটী প্রাচীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ। এখনও রংপুরের যুগীদিগের ধর্ম্মই প্রধান উপাস্য দেবতা; গোরক্ষনাথ, ধীরনাথ, ছায়ানাথ, রঘুনাথ প্রভৃতি স্মরণীয় মহাপুরুষ। ভিক্ষাদ্বারা তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে ইহাদিগকে ধর্ম্ম পূজা করিতে হয়। এই পূজায় হংস পারাবতাদি উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু নিহত করা হয় না। যে কোন সময়ে সন্ন্যাসি-পূজা করিবার প্রথা আছে, হরিঠাকুরের পূজাও প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের কোন প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। যুগীদিগের গুরু ও পুরোহিত স্বজাতীয়। পুরোহিতদিগকে অধিকারী বলা হয়; স্ত্রীলোকেরা অধিকারী'র মধ্যস্থতা ব্যতীতই পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। জন্মের পর ক্ষৌরকার দ্বারা সন্তানের কর্ণ চিরিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তিন বৎসর বয়সে গুরুর মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা শিশুর পংক্তি-ভোজনে অধিকার জন্মে না। মৃতদেহ যোড়াসন বা যোগাসনে সমাধিস্থ করা হয়। ধর্ম্মঠাকুরকে কোন কোন স্থানে চূণ উপহার দেওয়া হয় বলিয়া শুনা যায়। চূণবিক্রয় ও ভিক্ষা রংপুরের যোগী বা যুগীদিগের প্রধান উপজীবিকা। ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় বস্ত্রবয়ন প্রধান কার্য্য। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অনুকরণে স্থানে স্থানে ক্রমশঃ সামাজিক প্রথা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সমাধির পরিবর্ত্তে মৃতদেহের অগ্নি-সংস্কারও কোন কোন স্থানে দেখা দিয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণব মত ক্রমশঃ বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই গ্রন্থে অনেক স্থলেই বৌদ্ধদিগের উপাস্য ধর্ম্মদেবের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে; সুকুর মামুদের গ্রন্থে শূন্যরাজকে ডাকার কথা আছে। রংপুরের যোগীরা আপনাদিগকে অনাদিগোত্র, শিব বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। এক শ্রেণীর যুগী শূকর ও কুক্কুট মাংস ভোজন, মদিরা সেবন ও বাদ্যকারের কার্য্য করে।*

রংপুরের যোগীদিগের মধ্যে হরপার্ব্বতী লইয়া অনেক গান প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম পূজার ২টী গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ধর্ম্মপূজার গান

(১) উঠ উঠ ধর্ম্ম মাতা ধর্ম্ম কর সার।
শিব শম্ভু দুইটা পূজা ধরম দুআর॥
চণ্ডি বলে শুন গোসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
তোমার সঙ্গে আও করিলে নাগিবে ঝগড়া॥

* নাথপন্থ ও যোগি-জাতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা ১৩১৮ ও ১৩১৯ সনের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত প্রবন্ধগুলিতে আছে। ইহা ব্যতীত ডাঃ ওয়াইজএর লিখিত বিবরণ, রিজলি সাহেবের Castes and Tribes of Bengal, বাঙ্গালা দেশের আদমসুমারি রিপোর্ট ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

চা'র ছেইলার মাও হৈলাম তোর ভাবের ঘরে ।
দয়া করি চার খান শাখা নাই পিন্ধাইস মোরে ॥
ভাসুর আইসে শশুর আইসে অন্ন আন্ধি দ্যাওঁ তারে।
আমার হাত মুড়া গোসাই তা নজ্জা নাগে তোকে ॥
শিব বলে শুন চণ্ডি দক্ষ রাজার বেটি ।
শাখা দিবার না পাইম আমি জাক বাপের বাড়ি ॥
একথা শুনিয়া চণ্ডি আনন্দিত মন ।
নাইওর নাগিয়া চণ্ডি করিল গমন ॥
কাত্তিক গনেশ নিল ডাইনে বায়ে সাজাইয়া ।
অগ্নিপাটা সারি নিল পরিধান করিয়া ॥
নাইওরক নাগিয়া চণ্ডি জায়তো চলিয়া ।
পালঙ্গেতে বুড়া শিব আছে শুতিয়া ॥
নারদ মুনি ডাকে তাকে মামা মামা বলিয়া ।
ওহে মামা ওহে মামা তুমি বড় অসিয়া ।
পাকা দ্যাড় পহর ব্যালা আছ পালঙ্গে শুতিয়া ॥
ঝগড়া নাগাইয়া চণ্ডি জায় গোসা হইয়া ।
নারদ ভাইগ্না তাকে ডাকায় কান্দিয়া কাটিয়া ॥
ওহে মামি ওহে মামি কাত্তিক গনেশের মাও ।
এক পাও আগাইবা জদি মামি কাত্তিকের মুণ্ডু খাও ॥
ফিরা পা আগাইও জদি গনেশের মুণ্ডু খাও ।
ফিরা পা আগাইও মামি আমার মাথা খাও ॥
বাড়ির কাম কাজ ন্যাখা দিয়া কাল নাইওরেতে জাও।
নারদ ভাইগ্নার বাক্যেতে মহল ফিরিয়া গ্যাল ।
মহল জাইয়া চণ্ডি মাতা কামের ন্যাখা দিল ॥
প্রথমে দিলে ন্যাখা ভাত রান্ধা হাড়ি ।
তার পরে ন্যাখা দিলে গাজা খোআ খুড়ি ॥
চণ্ডি বলে ওরে নারদ বচন মোর হিয়া ।
নিচ্চয় জাইব কা'ল নারদ নাইওর নাগিয়া ॥
বাপের বাড়ি জাইয়া আমি কাটব মানার পাত ।
মানার পাতে এক কোমর ভাত নিবোতো বাড়িয়া ।
একতোলা সন্দক নবন পাতের আগালে থুইয়া ।
গোটা চা'রেক মইসের মুড়ি দিব ভত্তা সাজাইয়া ॥

বড় গ্রাসে খাব অন্ন বাপের বাড়ি জাইয়া ॥
উঠ উঠ ধম্ম মাতা ধম্ম কর সার ।
শিব শঙ্খ দুইটা পুজা ধরম দুআর ॥

(১) শিব শিব বন্দে গাওঁ মুক্তি ঐনা শিবের বানি ।
হরগৌরি বলে শিব জগৎ নারায়নি ॥
তোর ঘরে পড়িয়া রইলাম রন্নেরে ভিখারি ।
রন্ন বিনে শুকালাম শুকালাম নব নারি ॥
বস্ত্র আবানে চণ্ডি হ'ল দিগম্বরি ।
একানা বস্ত্রের দুখে চণ্ডি জায় নাইয়রি ॥
নাইয়র যাবার আশে দুর্গার নাইয়র আছে মন ।
দোআদশের বাড়ি নি জাই ভাঙ্গিব কমর ॥
তুই বড় মারিবার গোসাই আমি তোকে জানি ।
উনচল কপালি দুর্গা আর মটুকচুলি ॥
আমাক বল্ল কাঙ্গালিনি তোর বাপ কত গিঁথি ।
বিভার রাত্রে দেখিয়াছি সোনার মাচাখানি ॥
ইন্দুর চড়িলে মাচা হড়মড় করে ।
ওন্দা বিলাই মাচা চ'ড়লে কুদুদ হ'য়ে পড়ে ॥
তোরে বাপের বাড়ি গ্যাছলাম বাশের বাশি নৈয়া ।
এক দুইকোর গাওনা কচ্ছি খোলানে বসিয়া ॥
ভিক্‌খা দিবাব না পারি শশুর তোক দিছে আনিয়া
তোরে বাপের বাড়ি গ্যালাম দান পাবার আশে ।
কিসের শশুর দিবে দান মইলাম প্যাটের ভোকে ॥
তোরে বাপের বাড়ি গ্যালাম বসতে দিছে গুন ।
এগুা বাড়ির খুড়িয়া শাক করজ করা নুন ॥
তোরে বাপের রন্ন খায় ব্যঞ্জনে না খায় নুন ।
নারদ ভা'গ্নো বাটে গুআ গুআত না খায় চুন ॥
তোরে বাপের বাটি গ্যালাম বসতে দিছে পাটি ।
ভাত জদি খান জামাই বসিয়া কাট বাটি ॥
জাও চাইট্টা পন্থা ছিল শালার মাইয়ার খাইলে ।
আমার বাদে শাশুরি কে ধান শুকিবার দিলে ॥

তিন ন্যাগারে তিন ঠ্যাগারে জুড়লে ধানের বাড়া।
বাড়া জে বানিতে জামাইর বেলি হ'ল শ্যাস॥
এলকার মনে থাকেন জামাইয়া একেনে খাইবেন ভাত
কে তোমাক জুড়িছে দুর্গা কে তোমাক বরিছে।
জাচি ক্যানে তোমার বাপ কাঙ্গালর ঘরো দিছে॥
ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর আমরা তিনো ভাই।
গুআ পান ধরিয়া দুর্গা জুড়বার নাইও জাই॥
দুর্গা বলে ওগো শিব জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
আমাব জাড়ের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাড়ের কথা কইলে নাগিবে ঝগড়া॥
ভাসুর আইসে শশুর আইসে রন পরশুম ডাকে।
হাতে শাঙ্কা নাহি দ্যান গোসাঁই নজ্জা পাছুঁ তাতে॥
শাঙ্কা কিনিয়া দ্যাওহে মদন মুরলি।
দশ হাতে দশ মুট শাঙ্কা কানে মদনকড়ি।
শাঙ্খা না পাইলে তবে জাব বাপের বাড়ি॥
বাপের বাড়ি জাব দুর্গা ভাইএর বাড়ি জাব।
কাটনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলাক পালিব॥
বাপের বাড়ি জাব রে কাটিব মানার পাত।
চাপিয়া চুপিয়া বাড়ব কমর খানেক ভাত॥
চাইট্টা মইসের মুড়ি ভরতা সাজাইয়া।
বড় গাসের রস খাব বাপের বাড়ি জাইয়া॥
শিব বলে ওগো দুর্গা হেমরিশের বেটি।
দুপোর পোয়াতি রাইতে ছাইলাক কান্দাও।
জদি ছাইলা না কান্দে তাক চিমটাইয়া কান্দাও॥
ছাইলার আলে দুধ পস্তা থালি ভ'রে ন্যাও।
জদি ছাইলা না খাবে আপনি বইসা খাও॥
দিনটা কমানে দুর্গা সাতসন্ধ্যা খাও।
একসন্ধ্যা কমি হৈলে সদাই নাইওর জাও॥
ধার উধার কইরা চণ্ডি চড়াইয়া দিনে চাউল।
কাল মুঞি মাগিয়া খুজুম জগৎ বুড়ার রাউল॥

ধারের কথা কইলেন গোঁসাই জাইম কবিরের বাড়ি।
কাউ কিছু খোটা দিলে উপড়াইম পাকা দাড়ি ॥
পাকা গোছ ছাড়িয়া গোসাই কাছা গোছ টানিব।
কোড়া চা'রকের দুস্ক পাইলে তবে ছাইড়া দিব ॥
কাছত নাই মোর বাপের বাড়ি ধার করিবার জাব।
হাতত শাঙ্কা নাই দ্যান গোসাই বান্ধা থুইয়া খাব ॥
দুই চোখ খাইছে বাপ মাও দোনো পাড়ার নোক।
জনম ঠেঙ্গুআর ঘরো ব্যাচাইয়া খাইছে মোক ॥
দুই চোখ কাইছে বাপ মাও, দুই চোখ খাইছে রাই।
কোন্‌ঠে পিন্ধিম শাঙ্কা খাড়ু প্যাটে নন্ন নাই ॥
মাথায় হস্ত দিয়া কান্দে কাত্তিক আর গনাই ॥
দুই চোখ খাইছে বাপ মাও মোর দুই চোখ খাইছে খুড়া।
আন্ধার রাইত্তো দিছে বিভা কমর ভাঙ্গা বুড়া ॥
দাঁত নড়চড় করে শিবের চক্ষে পেচুব গলে।
হাটেবার না পারে শিব ঝুলি প্যাটের ভরে ॥
এত্তেরে বেত্তেরে ডালি কাখতে করিয়া।
দশ হাতে দশখান খাড়া নইলে খেচিয়া ॥
মার মার করিয়া জাইছে কবিরক নাগিয়া।
কত্তেক দুর জায় দুর্গা কত্তেক পন্থ পায়।
কত্তেক দুর জাইতে কবিরের মহল পায় ॥
কবির কবির বলিয়া ডুলিয়া কারে রাও।
ঘরে ছিল কবির বেটা চমকিত গাও ॥
হস্তে নৈল সিংহাসন ভৃঙ্গারতে জল।
কোরফুর তাম্বুল লইয়া জিগ্‌গাসে বচন ॥
কি কারনে আইছন মাগো সমাচার কর।
দুর্গা বলে ওগো কবির শোন সমাচার ॥
কা'ল হাতে কাত্তিক গনাই আছে উপবাস।
আড়াই পুটি চাউল দিয়া কৃপাস রকৃথা কর ॥
জ্যান নাথান কবির তবে এই কথা শুনিল।
ধারের কথা কৈলা মাগো ধারের কথা শোন ॥

একবার ধার দিয়াছিলাম বুড়া শিবের ঘরে।
ধার সাধিবার গেছিলাম মা বুড়া শিবের ঘরে।
ভাঙ্গা ঘরের রুয়া ধরি ছড়াহুড়ি করে॥
জে গুনে কবিরের আমার গায়ে ছিল বল।
দৌড়িয়া এসে সোন্ধাইলাম ভাঙ্গা মাচার তল॥
ধারের কথা কইলেন মাগো ধারের কথা শোন।
ব্রম্মা ভাসুরক্ আনেক জামিনদার করিয়া।
বিষ্টু ভাসুরক আনেক সরকার করিয়া।
কাত্তিক গনাইরে নাএও দ্যাও খত নেখিয়া।
আড়াই পুটি চাউল দেউছ ভারাজুত তৌলিয়া॥
জ্যান নাকান জুআন ডেবি এ কথা শুনিল।
এতেরে বেতেরে ডালি পাকিয়া মারিল॥
দশ হাতে দশ খান খাড়া নইলে টানিয়া।
মার মার করিয়া জাইছে শিবক নাগিয়া॥
কত কত মুণ্ড নইলে গলাতে গাথিয়া।
আর কত মুণ্ড নইলে কমরে গাথিয়া॥
কতেক দুর জায় দুর্গা কতেক পন্থ পায়।
কতেক দুর জাইতে নারদ দেখতে পায়॥
নারদ বলে ওগো মামা ভোলা মহেশ্বর।
কিবা কর ওগো মামা নিচন্তে বসিয়া।
মামি আমার আইসছে জে একরাত করিয়া॥
কতক কতক মুণ্ড নইছে গলাতে গাথিয়া।
আর কতেক মুণ্ড নইছে কমরে গাথিয়া॥
জ্যান নাকান বুড়াশিব এ কথা শুনিল।
মন চৈদ্দ ভাঙ্গের গুড়ি মুখ্যে তুলি দিল॥
কলসি দশেক জল দিয়া গিলিয়া ফ্যালাইল॥
কত কত সপ্প নইলে জটাত বান্ধিয়া।
আর কত সপ্প নইলে ডোর কৌপিন মারিয়া॥
তিপথা ঘাটাতে শিব থাকিল পড়িয়া।
ঐ দিয়া জুআন ডেবি জায় চলিয়া॥

কতেক ভুর জায় দুর্গা কতেক পন্থ পায়।
কতেক ভুর জাইতে দুর্গা শিবের লাগা পায়॥
এক পাঁও চড়িয়া দিলে বুক্‌থক নাগিয়া।
আর এক পাঁও চড়িয়া দিলে চরুকে নাগিয়া॥
হ্যাট মুণ্ড হইয়া তবে শিবক দেখিল।
শিবক দেখিয়া দুর্গা জিবাত কামড় দিল॥
আউর জুগে জুআন ডেবি কমর ব্যাকা হ'ল।
পুবে উঠে ধম্মি ব্যালা হইয়া ডণ্ডিপুর।
শাল মান্দার ভাঙ্গিয়া পবনে কৈলে চুর॥
শাল মান্দার ভাঙ্গিয়া বিরনে দিলে থানা।
পশ্চিম পাকে নাম পাড়া'লে হাজিপুর পাটনা।
ধল ঘাট ধল পাট ধল সিংহাসন।
ধল রথে চড়ি আইল আনন্দ ধবম।
আনন্দ ধরমের পায় পড়িল ভক্তিয়া।
এক রাত মাথার কাশ দুই রাত করিয়া।
আনন্দ ধবমের পায় পড়িল ভক্তিয়া॥
জা জা গঙ্গা বেটি তোমাক দিলাম বব।
ধামানি খ্যালাইতে দিলাম খিল নদি সাগর।
হাট করিতে দিলাম চৌখুটা নগব।
পুজা খাইতে দিলাম ধবলা ছাগল॥
মহাদেবের ববে থাল ফিরে ঘরে ঘব।
চাউল কড়ি লইয়া থালক বিদায় কব॥*

গান গুলির রচনা কাল

এক্ষণে গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে রংপুরের সংগৃহীত গাথার কোন হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই; উহা নিরক্ষর লোকদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। ডাঃ গ্রীয়াসনও কোন হস্তলিখিত পুঁথি পান নাই; তবে গাথাটী স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত—শাখাপল্লব নিশ্চয়ই ক্রমশঃ যোজিত হইয়াছে। গোপীচাঁদের আবির্ভাবের অল্প কাল পরেই মূল গাথা রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। মুখে মুখে প্রচলিত গাথার ভাষা অবশ্যই ক্রমশঃ

*আমাদের ভাণ্ডারে অপর একটী গান আছে। তাহা অনেকটা দ্বিতীয়টীর অনুরূপ। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত হইল না। গ্রাম্য ভাষায় হর-পার্ব্বতীর কোন্দলই এই সকল গানের জীবন।

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহা স্থানে স্থানে যে খুব প্রাচীন তাহা গাথা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভবানীদাসের ও সুকুর মামুদের গাথা হস্ত-লিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহীত। ইঁহাদের ভাষা পরিবর্ত্তনের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। ভবানীদাস খুব সম্ভবতঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। রামাভিষেক বা দিগ্বিজয় ও রাম স্বর্গারোহণ নামক কাব্য ইঁহারই রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রামাভিষেক কাব্যের রচয়িতা আমাদের আলোচ্য ভবানীদাস বলিয়া মনে হয় না। দুই গ্রন্থে ভাষাগত পার্থক্য বেশ পরিস্ফুট। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণে ৪৩৪ ও ৫৯৯ সংখ্যক পুঁথির পরিচয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এই কাব্যের রচয়িতার প্রকৃত নাম ভবানীনাথ; আমাদের কবির নাম ভবানীদাস। স্বর্গারোহণ কাব্যের রচয়িতা ভবানীদাস আপনাকে কমলক্ষ দেব বা বামন দেবের ও যশোদা দেবীর পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পাটিকারায় বসতি ছিল এবং তিনি কিছুদিন নবদ্বীপের নিকট বদরিকাশ্রমে বাস করিয়াছিলেন জানিতে পারা যায়।

> "নবদ্বীপ নগর অতি বড় ধন্য।
> যাহাতে উৎপত্তি হল ঠাকুর চৈতন্য॥
> গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম।
> তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম"॥ *

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যখন চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেশ প্রভাবযুক্ত সেই সময়েই এই কবির আবির্ভাব। তিনি পুঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি পাটিকারার লোক এবং ষোড়শ শতাব্দী বা তৎপরবর্ত্তী সময়ের কবি স্মরণ রাখিলেই আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের কবি বলিয়া স্বভাবতঃই মনে হইবে। ত্রিপুরা জেলায় যে জয়চন্দ্রের নামাঙ্কিত বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তিনি গোপীচন্দ্রের বংশীয় রাজা হইতেও পারেন, কিন্তু আমাদের ভবানীদাস কখনও অত প্রাচীন কালের লোক হইতে পারেন না। রামাভিষেক কাব্যের রচয়িতা হয়ত অন্য-কোন জয়চন্দ্রের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জয়চন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"জয়চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ"। + গোপীচন্দ্রের বংশীয় জয়চন্দ্র কখনও "স্বদেশী ব্রাহ্মণ" হইতে পারেন না। সুকুর মামুদ কোন্ সময়ের লোক তাহাও

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ ৫১৫ পৃঃ।

+ সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে ৪৩৪ সংখ্যক গ্রন্থের পরিচয়। ৫৯৯ সংখ্যক গ্রন্থের পরিচয়ে "সাদাস ব্রাহ্মণ" পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। "সাদাস" সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ।

জানিতে পারা যায় নাই। খালি এই গ্রন্থ হইতে বিচার করিলে দুই এক শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহেন এরূপ অনুমান উপেক্ষনীয় নহে।

গাথাগুলির ভাষায় ও ভাবে সাদৃশ্য

ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চল ও রংপুরের ভাষা এক রকম না হইলেও, আলোচ্য গাথাগুলির ভাষায় ও ভাবে স্থানে স্থানে যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কয়েকটী স্থান এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

রংপুরের গাথা—

হাল খানাএ খাজনা ছিল দ্যাড় বুড়ি কড়ি।

* * *

(পৃঃ ১)।

কারও পুস্কনির জল কেহ না খায়।
আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়॥
সোনার ভাটা দিয়া রাইয়তের ছাওআলে খ্যালায়
স্থান চকৃখি কাঙ্গাল নাই যে ধরিয়া পালায়।

* * *

সেন্কা রাইয়তের ছিল সরঙ্গা নলের ব্যাড়া।
বেতন করি জে ভাত খায় তার দুআরত ঘোড়া।
ঘিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া॥

(পৃঃ ২)

ভবানীদাসের পুঁথি—

সোনা রূপাএ গড়াগড়ি না ছিল কাঙ্গাল॥
হীরা মন মাণিক্য লোক তুলিতে সুখাইত।
কাহার পুষ্কর্ণীর জল কেহ না খাইত॥
কাহার বাটীতে কেহ উদারে না জাইত।
সোনার ঢেপুয়া লৈয়া বালকে খেলাইত॥

* * *

মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলি বাসের বেড়া।
গৃহস্তের পরিধান সোনার পাছড়া॥

* * *

দেড়বুড়ি কৌড়ি ছিল কানি খেতের কর।
চৌদ্দ বুড়ি কৌড়ি ছিল টাকার মোহর॥

পৃঃ ৩২১—৩২২

রংপুরের গাথা—

কলিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও।
জুআন বেটায় না পোসে বৃদ্ধ বাপমাও॥ (পৃঃ ৬৯)
রাজা হৈয়া না করে রাজ্যের বিচার।
পুত্র হৈয়া না করে জাঁয় পিতার উদ্ধার॥
নারি হৈয়া না করিবে জাঁয় সামির ভকতি।
শিসস হৈয়া না ধরে গুরুর আরতি॥
এই কয় ঝন মইলে রানি জাবে রধোগতি॥ (পৃঃ ১৭৮)
অকুণ্ডল নারি হএয়া পুরুস বাছিবে। (পৃঃ ৬৯)

ভবানীদাসের পুঁথি—

কলির প্রবেশ হৈলে ধর্ম্ম হৈব নাশ।
বিধর্ম্ম করিয়া সবে করিব বিনাশ॥
রাজা হৈয়া না করিব রাজ্যের বিচার।
শাস্ত্রনীতি না মানিব করিব অনাচার॥

*   *   *   *

পুত্র সবে না করিব পিতার পালন।
স্বামীভক্ত না হৈব নারী সবের মন॥ (পৃঃ ৩২২-২৩)

*   *   *   *

অকুমারী নারী সবে মাগিব শৃঙ্গার। (পৃঃ ৩২৩)

রংপুরের গাথা—

দিনে আসে সাতবার জম আইতে নওবার।
চিলার নাকান ভৌরি ছান্দে তোমাক ধরিবার॥ (পৃঃ ৬৮)

ভবানীদাসের পুঁথি—

রাত্রিকালে আইসে জম দিনে চারিবারে।
নাজানি পাপিষ্ঠ জমে কাবে আসি ধরে॥ (পৃঃ ৩২৮)
চিলরূপে আইসে জম সাচনরূপে জাএ।
মাছিরূপ ধরি জম ঘরেতে সামাএ॥ (পৃঃ ৩২৯)

রংপুরের গাথা—

আশপাশি কান্দে তোর জদি গুন থাকে।
কুকিধরি মাও কান্দে জাবত প্রান বাচে॥

মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বোনের কান্দন সার !
কোলার ত্রি তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যবহার ॥ (পৃঃ ৭২)

ভবানীদাসের পুঁথি—

রাতি দিনে কান্দিব বেইলের অড়াই পহর।
পশ্চাতে চিন্তিব সে আপনা বাড়ি ঘর ॥
জননী কান্দিব জান পুরা ছয় মাস।
নারীএ কান্দিব জান লোকের আসপাস। (পৃঃ ৩৩০)

সুকুর মামুদের গ্রন্থে—

স্ত্রীপুত্র কান্দে বাছা ঠাণ্ডা পানি পিয়ে।
কুক ধবলী মায়ে কান্দে যাবৎ প্রাণে জিয়ে ॥ (পৃঃ ৪৩৯)

রংপুরের গাথা—

ভাল মানুসের ছাইলা হৈলে রবে দিনাচারি।
*   *   *   *   *
এছিলা গারুবাক দেখি থসয় পাকড়িরে (পৃঃ ৭১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

ভাল মানুসের বেটা হৈলে কুল দেখি রহে।
অধাৰ্ম্মিক নারী হৈলে ফিরি বর লএ। (পৃঃ ৩৩০)

রংপুরের গাথা—

সেই পথে কত আছে দুরন্ত বাঘের ভয়।
স্ত্রী আর পুরুষে কখন পন্থ নাহি বয় (পৃঃ ১৭৮)
থাক না ক্যানে বনের বাঘ তাক না করিব ডর।
নিষ্কলঙ্কে মরন হউক সোআমির পদের তল।
সোআমির পদে মরন হইলে মরবার সফল ॥ (পৃঃ ১৭৯)
জখন ছিলাম আমরা আচলে শিশুমতি।
তখন ক্যানে ধৰ্ম্মি রাজা না হইলেন সন্ন্যাসি ॥
এখন হইলাম আসিয়া আমি তোমার যোগামান।
মোক ছাড়িয়া হবু বৈরাগ মুঞি তেজিম পরান ॥ (পৃঃ ১৮২)

ভবানীদাসের পুঁথি—

বাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া জাইবা।
সে পন্থে বাঘের ভয় দেখি ডরাইবা ॥

থাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর।
তোমা আগে মৈলে হইব সাফল্য মোহর ॥
জে দিনে আছিলু শিশু বাপমাএর ঘরে।
সেদিন না গেলা প্রিয়া দুর দেশান্তরে ॥
[অখন] যৌবন হৈল তোমা বিদ্যমান।
তুমি যোগী হইলে প্রভু তেজিব জীবন ॥ (পৃঃ ১১১)

রংপুরের গাথা—

হাড়িব খাইছ গুআ মা হাড়ির খাইছ পান।
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়িব গেয়ান ॥ (পৃঃ ৬১)

ভবানীদাসেব পুঁথি—

হাড়িয়ার লগে যুক্তি হাড়িনীর লগে কথা।
হাড়ি লগে বসি খাএ পান এক বাটা ॥ (পৃঃ ১১৮)

রংপুরের গাথা—

ছাড়িয়া না জাইও রাজা দুর দেশান্তর (পৃঃ ১৭৪)

ভবানীদাসের পুঁথি—

না জাইব না জাইব প্রিয়া দেশদেশান্তর (পৃঃ ১১৯)

রংপুরের গাথা—

হাকিম নয় আপনার কোটোআল নয় রিৎ।
ঘরে স্ত্রী তোর আপনার নয় জাব চঞ্চল চিত ॥ (পৃঃ ৭১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

রাজা নহে আপনা কোতওাল নহে মিত।
ঘরে স্তিরি আপন নহে চঞ্চল পিরিত ॥ (পৃঃ ১১৭)

রংপুরের গাথা—

বগ্ ডলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয়। (পৃঃ ৭১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

থোড় কলা বাড়রে থাইলে কলা ডাঙ্গর নএ। (পৃঃ ১৪১)

সুকুর মামুদের গ্রন্থে—

থোর কলা বাহুলে থাইলে কলা ডাঙ্গর নয়। (পৃঃ ৪১৮)

রংপুরের গাথা—

ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর।
আগুনেতে পোড়া না জায় জলত না হয় তল ॥ (পৃঃ ৯৬)

ভবানীদাসের পুঁথি—

অগ্নিএ না জাবে পোড়া পানিতে না হএ তল। (পৃঃ ৩৪৫)

রংপুরের গাথা—

এমনি জদি আমার জাহান জায় যোগ ছাড়িয়া।
তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া॥
আজি জদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া।
কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিস্য বেটা বলিয়া॥ (পৃঃ ১৪-১৫)

ভবানীদাসের পুঁথি—

ঘরের রমণী স্থানে জ্ঞান জে সাধিমু।
গুরু বুলি কোনমতে পদধূলি লৈমু॥ (পৃঃ ৩৪৭)

সুকুর মামুদের গ্রন্থে—

তোমার পিতা বলে আমি যদি প্রাণে মরি।
তবেত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি॥ (পৃঃ ৪৫০)

রংপুরের গাথা—

ব্রহ্মার ভেতর বসি থাকিল যেমন কাঞ্চা সোনা। (পৃঃ ৪৮)

ভবানীদাসের পুঁথি—

সেই অগ্নিতে রহিল মুহি জেন কাঞ্চা সোনা। (পৃঃ ৩৪৯)

রংপুরের গাথা—

খেতুক দিম রাজ্যভার খ্যাতুক দিম বাড়ি।
ভাই খেতুক সপিয়া জাইম তোমা হ্যান সুন্দরি॥ (পৃঃ ১৮৪)

ভবানীদাসের পুঁথি—

খেত্তা স্থানে সমর্পিবে ঘড় আর বাড়ি।
কার স্থানে সমর্পিবে এ চারি সুন্দরী॥ (পৃঃ ৩৫৩)

রংপুরের গাথা—

তিন কোন পৃথিবির গনোন ঠাঞতে গনি বইসে॥ (পৃঃ ১৩৯)

ভবানীদাসের পুঁথি—

তিন কোণ পৃথিবী আমি ঠাঞি বসি গণি॥ (পৃঃ ৩৫৭)

রংপুরের গাথা—

এতই জদি হাড়ি আছে গিয়ানে ডাঙ্গর।
তবে ক্যান খাটি খায় আমার খাটের তল॥ (পৃঃ ৬০)

ভবানীদাসের পুঁথি—

জদি জ্ঞান থাকিত হাড়িফার ধড়ে।

এক পেটের লাগি কেনে হাড়ি কর্ম্ম করে ॥ (পৃঃ ৩৬৯)

রংপুরের গাথা—

জমের বেটা মেঘনাল কুমর পাঙ্খা ঢুলায়। (পৃঃ ৬১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

জমের পুত্র মেঘনালে ছত্র ধরিয়াছে। (পৃঃ ৩৭০)

রংপুরের গাথা—

প্রথমে হুঙ্কার ছাড়ে ঝাড়ু বলিয়া।

আপনে ঝাড়ু ব্যাড়ায় হাটখোলা সাম্‌টিয়া ॥

*　　　*　　　*　　　*

তারপরে মারিলে হুঙ্কার কোদালক বলিয়া।

আপনে কোদাল ব্যাড়ায় হাটখোলা চেচিয়া ॥ (পৃঃ ৮১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

এক হুঙ্কার সিদ্ধাএ দিলেন ছাড়িয়া।

উনশত কোদাল জাএ দর্গল চাছিয়া ॥

সোনার ঝাড়ুএ জাএ খলা ঝাড়ু দিয়া ॥ (পৃঃ ৩৭০)

রংপুরের গাথা—

সোম বারক দিনে তোমার মুড়িয়া জাবে মাথা।

মঙ্গলবার দিনে তোমার সিলাবে ঝুলি ক্যাথা ॥ (পৃঃ ১৪৭)

ভবানীদাসের পুঁথি—

শনিবারে রাজা তুমি মুড়াইবে মাথা।

রবিবারে নৃপ তুমি গলে দিবা কাঁথা ॥ (পৃঃ ৩৭৭)

রংপুরের গাথা—

ঝুলিত হস্ত দিয়া রাজা পড়িয়া গ্যাল ধান্দা।

ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরু বাপ এ ক্যামন কথা ॥

উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই জে ভাঙ্গা।

ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরু বাপ যোগ থুইয়া খা বান্দা ॥ (পৃঃ ২২৮)

হাতে পদ্ম পাএ পদ্ম কপালে রতন জলে।

*　　　*　　　*　　　*

এই কি খাটিবার পারে আমার চাসা লোকের ঘর ॥ (পৃঃ ২৩৯)

ভবানীদাসের পুঁথি—

ঝুলিতে ঢালিয়া হস্ত হৈয়া গেল ধান্দা।
ঝুলিএ খাইল কৌড়ি মোরে দেও বান্ধা॥
*　　*　　*　　*
হাতে রত্ন পাএ রত্ন কপালে ভাগ্য তার।
হেন বন্ধক না লইব সুরিপু নগর॥ (পৃঃ ৩৮৬)

বর্ণনীয় বিষয়ে অনেক স্থলে অনৈক্য থাকিলেও সুকুর মামুদের পুঁথির সহিত রংপুরের গাথার ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য আরও স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়।

রংপুরের গাথার ভাষা ও বর্ণবিন্যাস

কোন হস্ত লিখিত পুঁথি না পাওয়ায় রংপুরে সংগৃহীত গাথায় বর্ণবিন্যাস যথাসম্ভব উচ্চারণানুযায়ী করার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই যে কৃতকার্য্য হইয়াছি একথা বলা যায় না। রংপুরের প্রাচীন ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণ বাঙ্গালা ভাষার সহিত একীভূত হইয়া যাইতেছে। ক্রিয়ার রূপও ক্রমশঃ বদলাইয়া যাইতেছে। এই গাথাতেই স্থানে স্থানে প্রাচীন রূপ, স্থানে স্থানে নূতন রূপ লক্ষিত হইবে। পূর্ব্বে রংপুরে যেরূপ ক্রিয়ার রূপ প্রচলিত দেখা যাইত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:

ধর (ধৃ) ধাতু

	প্রথম পুরুষ (সংস্কৃত উত্তম পুরুষ)	দ্বিতীয় পুরুষ (সং মধ্যম পুরুষ)	তৃতীয় পুরুষ (সং প্রথম পুরুষ)
(আমি ধরি =)	মুঞি ধরোঁ।	(তুমি ধর =) তুই ধর বা তোমরা ধর	(সে ধরে =) তাঁয় ধরে, উঁয়ায় ধরে
(আমরা ধরি =)	আমরা বা হামরা ধরি	তোমরা ধর	তারা ধরে
(আমি ধরিতেছি =)	মুঞি ধরচি বা ধরচোঁ	তুই ধৈরচ বা ধৈরছ	তাঁয় ধৈরচে
(আমরা ধরিতেছি =)	হামরা ধরচি বা ধরছি	তোমরা ধৈরছেন	তারা ধৈরচে বা ধৈরছে
(আমি ধরিলাম =)	মুঞি ধরনু	তুই ধরলু (= তুমি ধরিলে)	তাঁয় ধৈল্লে

	প্রথম পুরুষ (সংস্কৃত উত্তম পুরুষ)	দ্বিতীয় পুরুষ (সং মধ্যম পুরুষ)	তৃতীয় পুরুষ (সং প্রথম পুরুষ)
(আমরা ধরিলাম =)			
	হামবা ধরচি	তোমরা ধৈরছেন বা ধৈল্লেন	তারা ধৈরছে বা ধৈল্লে
(আমি ধরিয়াছি =)			
	মুঞি ধরচুঁ	তোমরা ধৈরছেন	তাঁয় ধৈরছে
(আমি ধরিয়াছিলাম =)			
	মুঞি ধরচুনু	তুই ধরচুল	তাঁয় ধৈরছে বা ধরছিল
(আমরা ধরিয়াছিলাম =)			
	হামরা ধরচুনু	তোমরা ধরছিলেন	তারা ধরছিল
(আমি ধরিব =)			
	মুঞি ধরিম্	তুই ধরবু	তাঁয় ধৈরবে
(আমরা ধরিব =)			
	হামরা ধইরম	তোমবা ধৈরবেন	তারা ধৈরবে

পাঠক এই গ্রন্থে প্রকাশিত গাথায় অনেক স্থলেই এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। অন্যত্র সংগৃহীত গানেও ভাষার বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। কারণ—কতকটা প্রাদেশিকতা, কতকটা গানেব প্রাচীনতা।

গ্রন্থে আধুনিক সমাজ হইতে বিভিন্নতাসূচক যে সকল সামাজিক প্রথার উল্লেখ দেখা যায় তাহার কতকটা সঙ্গীত-রচয়িতার সমসাময়িক অবস্থা, কিন্তু যে প্রাচীন গীতি সকলের মূল তাহা হইতেও প্রকৃত তথ্য গৃহীত হয় নাই একথা বলা যাইতে পারে না। অডুনার বিবাহে পডুনাকে যৌতুক স্বরূপ দানেব উল্লেখ সকল গানেই আছে, বিবরণটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন গাথার অন্তর্ভুক্ত মনে করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হইবে না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও বৈষ্ণব-প্রবর নিত্যানন্দ কর্তৃক জাহ্নবা দেবীকে যৌতুকে গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ের ঘটনা লইয়া এই গাথা বা গানগুলি লিখিত তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধ মতের প্রভাব। সামাজিক ব্যবস্থা ঠিক হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী না হইলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ বহুকাল হইতেই এ দেশে প্রচলিত। রংপুরের গাথায় ও ভবানীদাসের গ্রন্থে বিধবাবিবাহ প্রথারও উল্লেখ দেখা যায়। একদিকে যেমন আমরা অডুনা ও পডুনার পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলেখ্য দেখিতে পাই, অপর দিকে

আবার গোপীচাঁদের অন্তঃপুরের বাক্যে রাণীগুলির অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, জনসাধারণের মধ্যে সতীত্বধর্ম্ম এই সময়ে খুব প্রবল ছিল কিনা সন্দেহ। স্ত্রীস্বাধীনতা যে যথেষ্ট ছিল, পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, কিন্তু অনেক কথারই সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত করা গেল না। আশা করা যায় কোন দিন কোন নবাবিষ্কৃত তাম্রফলক হইতে এই ভারত-বিখ্যাত বঙ্গ-নৃপতির বিবরণ আরও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের কৌতূহল-নিবৃত্তির সাহায্য করিবে।

রংপুরের সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, স্বনামখ্যাত রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মন্ এম্ এ, বি এল্, শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি যাঁহারা এই গ্রন্থের শব্দার্থ নিরূপণে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সম্পাদকগণের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন। শব্দার্থ নিরূপণে ও ভাষাতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি যাহাদিগের নিকট ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনায় সহায়তা পাইয়াছি তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ। পরিশেষে, যাঁহার দেশভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার উৎসাহ ও যত্ন এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার মূল কারণ, সেই দেশবরেণ্য স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি সম্পাদকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। গোপীচন্দ্রের গানের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই তিনি ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দেন, নতুবা গাথাটী কতদিনে লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইত তাহা কে জানে?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী

* * * *

* * * *

* * * *

[কলিকালে না রহিব * * মাঝ[1] ॥

প্রথমে প্রণাম করি প্রভুর চরণ।

কৃপা[2] করি দিল নাথ মনুষ্য[3] জনম ॥

নাথের চরণযুগে করি নমস্কার।

কহিব পাচালী কিছু[4] চরণে তোম্মার ॥

* * * *

তোমার চরণ বিনে আর নাই গতি ॥

দিব্য জ্ঞান দিয়া গুরু সাক্ষাতে দিল পোতা

* * * *

শুন পুত্র গুবিচন্দ্র যোগে কর মন।

ধর্ম্মরাজ গুবিচন্দ্র শুনহ বচন ॥

* * * *

ব্রহ্মজ্ঞান[5] সাধ[6] (পুত্র) যোগী[7] হইবার

ব্রহ্মজ্ঞান[8] সাধিলে[9] নাহিক মরণ।

* * * *

---

1 পুঁথিতে 'মাজ'। 2 পুঁ০ 'ক্রেপা'। 3 পুঁ০ 'মুনিষ্য'। 4 ইহার পর 'গোবিন্দ' শব্দ আছে। 5 'বরাহ্মন জ্ঞান'। 6 'সাদ'। 7 'যুগী'। 8 'বরাহ্মণ জ্ঞান। 9 'সাদিলে'।

মৈনামতী বোলে বাপু রাজা গোবিন্দাই।
আত্ত কথা কহি মাএ তোহ্মারে বুঝাই [1] ॥

*　　*　　*　　*

পন্থের [2] সম্বল লাগি কি ধন রাখিবা ॥] [3]

*　　*　　*　　*

রতন [4] খুশিয়া গেলে হারাইবা প্রাণ [5] ॥
অমাবস্যা [6] পালিও পূর্ণিমা প্রতিপদ [7]।
রবিবারে না জাইয় নারীর [8] সাক্ষাৎ [9] ॥
শনিবার রবিবার দিনে মিল হএ।
বর্ব্বর [10] পুরুষ [11] হৈলে নারা [12] পাশে রএ ॥
রবিবার দিনখানি নব গৃহ স্থাপনা [13]।
সে দিন ভহ্মছে [মাপা] ঘাগন্ন না করিও উন্না ॥ [14]
[ঘাগ]রি করিলে উনা দণ্ডেক পাবে সুখ [15]।
পিত্তশূল [16] বোলিয়া শরীরে [17] হবে দুখ [18] ॥

1 'বুজাই'। 2 'পন্তের'। 3 উদ্ধৃত অংশ 'ক' পুঁথি হইতে গৃহীত হইল। আদর্শ পুঁথির ১ম পাতা বিনষ্ট হওয়ায় পুঁথির প্রারম্ভ কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। এই অংশ পড়িয়া মনে হয়, পুঁথি যেন কতকটা হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে। 4 আদর্শে 'রর্তন'। 5 আ০ 'প্রান'। 6 আ০ 'আমাবেশ্বা'। 7 আ০ 'পুনিমা প্রাতিবদ'। 8 আ০ 'নারির'। 9 আ০ 'শাক্ষাত'। 10 'ব্রর্ব্বর'। 11 'পুরুশ'। 12 'নারি'। 13 'গ্রিশ্ত্যাপনা'।
14 ক পুঁথিতে,—রবিবার দিন খানী নব গৃহস্তলা।
সেই দিন ঘরিনী তুহ্মি না করিয় উল্লা ॥
গ পুঁথির পাঠ,—রবিবার দিন খনি নব গৃহস্তিপানা।
সেই দিন বুরুচে মাপা ঋণ কর উনা ॥
15 'সুক'। 16 পিত্র্শুল'। 17 'শরিরে'। 18 'দুক্ষ'।
19 ক পুঁথি,— উল্লা কৈলে ঘাগুরি দণ্ডেক পাইবা সুক।
শিশু ছাওাল নিয়া শরীরে হইব রোগ ॥

আখনে না বুজ রাজা বুজিবা পহুনামে।
সুখুনাএ [1] ডুবাইলা [2] নৌকা মনের ভরমে [3] ॥
কচু [4] পাতার পানি জেন্ন করে টলমল।
তেনমতে [5] জাবে তোমার [6] যৌবন সকল [7] ॥
নল খাগ কাটিলে [8] জেহেন পড়ে পানি।
তেনমতে [9] হইব বাপু তোমার [10] জোওানি ॥
সুনহে [11] রসিক [12] জন এক চিত্ত [13] মন।
কহেন ভবানীদাসে [14] অপূর্ব্ব [15] কথন ॥*॥

রাগ পয়ার [16]।

চারি [17] [বধূর] [18] রূপ দেখি চিত্ত [19] হৈল রোল।
কিছু [20] নহে গুবিচান্দ [21] হলদির ফুল ॥
একটি কলা দেখ আরের ভটুরি।
আরটি কলা দেখস্তি কুমারের কাটারি ॥
ভাঙ্গি চাও [22] কেন্দা ফল ভিতরে আঙ্গার। [23]
এক গাছে গোপীচান্দ [24] দুই শ্রীফল [25] ধরে [26]।
তাহারে [27] দেখিয়া [28] তোমার [29] প্রাণ [30] ব্যাকুল করে ॥
এহি [31] ফল খাইলে বাপু পেট নাহি ভরে।
মাঞা জালে বন্দী [32] হৈয়া সব পড়ি [33] মরে ॥

---

1 'সুখুনাএ'। 2 'ডুবাইলা'; ক 'ডুবিব'। 3 'বরম'। 4 'কচু'। 5 ক 'তেনমত'। 6 ক 'তোহ্মার'। 7 'জোবন শকল'; গ 'জৌবনের বল'। 8 'কাটীলে'। 9 ক 'তেনমত'। 10 ক 'বাপ তোহ্মার'। 11 'যুনহে'। 12 'রশিক'। 13 'ছিত্য'। 14 'ভবানিদাশে'। 15 'য়পুর্ব্ব'। 16 'পএয়ার'। 17 ছারি'। 18 ক 'বধুর'। 19 'ছিতর্য'। 20 'কিছ'। 21 'গুবিছান্দ'। 22 'ছাও'। 23 ইহার পর মেলকের চরণ পুঁথিতে নাই। 24 গোপীছান্দ'। 25 'শ্রিফল'। 26 'ধব'; ক 'দুই ফল না ধরে'। 27 ক 'তাহাকে'। 28 'দেখীআ'। 29 ক 'তোহ্মার'। 30 'প্রান'। 31 ক 'এই'। 32 'বন্দি'। 33 'শব পরি'।

প্রেমের আনলে ডুবি [1] মরিবা সাগরে। [2]
হৃদে [3] দুই তন দেখি মনাহি [4] কুমতি।
আগে তিতা পাছে মিঠা [5] অন্ত্রেথা [6] পিহৃতি ॥
সর্ব্বজএ নেত রাজা গলাএ বান্ধিয়া [7]।
দণ্ডবত [হৈল] মাএর চরণে [8] ধরিয়া ॥
জিয়া থাক গুপীচান্দ [9] নাথে [10] দেউক বর।
চারি বধূর দুগ্ধ [11] খাএ্যা চল দেশান্তর ॥ ঘোষা [12] ॥
রাজাএ বোলে [শুন অগ] [13] মৈনামতি আঞি [14]।
এক নিবেদন [15] করি তুমি [16] মাএর ঠাঞি [17] ॥
মাএ পুত্রে [18] কথা কৈতে [19] কোন দোষ নাই।
দশ মাস দশ দিন গর্ব্ভে [20] দিছ ঠাঞি [21] ॥
[ঘৃতেতে রাখিয়া] [22] চাও প্রদীপের [23] ঘর।
সহজে [24] উনাহি পড়ে [25] প্রদীপ [26] পশর ॥
অগ্নির প্রশনে গিহ উনাই পড়ে [27] পুনি।
কেমতে রাখিতে পারে ভাণ্ডেত লবনী ॥
মএ[নামতি] বলে স্থন [28] রাজা গুবিন্দাই।
সেই [29] লনির কথা মাএ তোমারে [30] বুজাই ॥
প্রদীপ [31] নিবিলে কি করিবে [32] তৈলে [33]।

1 'প্রেম্মের আনলে ডুবি'। 2 ইহার পর লেখকের চরণটি পড়িয়া গিয়াছে মনে হয়। 3 'হৃদে'। 4 মুদ্রিত পুস্তকে 'নানাহি'। 5 'মীটা'। 6 'ম্বত্রেথা', ক 'স্থানএ'। 7 'বান্দিয়া'। 8 'চরনে'। 9 'গুপিছান্দ'। 10 'নাতে'। 11 'ছারি বধুর দুগ্ধ'। 12 'গোশা'। 13 মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ। 14 'আঞি'। 15 'নিবেধন'। 16 ক 'তুহ্মি'। 17 'টাঞি'। 18 'পুত্রে'। 19 ক 'এক থাকিতে'। 20 'গর্ব্বে'। 21 'টাঞি'। 22 গ পুঁথি : আ০ 'গৃতের • •'। 23 'ছাও প্রদিপের'। 24 'শহজে'। 25 'পরে'। 26 'প্রদিপ'। 27 'পরে'। 28 'স্থন'। 29 'শেই'। 30 ক 'তোহ্মারে'। 31 'প্রদিপ'। 32 ক 'করিব'। 33 'তৈর্লে'।

আইল বান্ধিলে [1] কিবা ফল [জল] ছুটি গেলে [2] ॥
শিখড় কাটিলে [3] বাপু বাতাসে [4] পড়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে স্থখুনাএ [5] জিএ মাছ।
রাজা নহে আপনা কোত্তিওাল নহে মি[ত।]
ঘরে স্তিহ্ন [6] আপন নহে চঞ্চল পিরিত [7] ॥
জে ঘরে থাকএ জান আপনস্থকা নারা [8]।
ভাগ্য বুদ্ধি [9] নাহি তার পুরুষের নাই ছিরি [10]।
জে ঘরের নারী সবে [11] পুরুষে [12] বোলে তোই।
সেই [13] ঘরের লক্ষ্মী [14] বোলে ছাড়িলাম [15] মুই ॥
জেই ঘরে হএ জান নিত্যএ কন্দল।
লক্ষ্মীএ ছাড়িয়া [16] জাএ দারিদ্র বিকল [17] ॥
কপাল ভুলিয়া নারী [18] জদি দেএ গাইল।
আএউ ধন টুটি [19] জাএ মরিবে আজু কাইল ॥
রাজার পাপে রাজ্য [20] নষ্ট ভাবি চাহ [21] মনে।
স্তিহ্ন পাপে গৃহলক্ষ্মী [22] পলাএ আপনে ॥
ঘরে বাহিরে [23] রজু [24] নাই জাব অসার জীবন [25]।
মনুষ্যের চর্ম্ম গাএ [26] কুকুর বরণ [27] ॥ [28]
স্থন বাপু চারি [29] জাতি নারীর লক্ষণ [30]।

---

1 'বান্দিলে'। 2 ক পুথি; আদর্শে 'ফুটি গেলে'। 3 'কাটীলে'। 4 'বাতাশে'। 5 'সুখুনাএ'। 6 'শ্রিহ্ন'। 7 ক 'জার (?) অস্থ চিত'। 8 'আপনষুকা নারি'। 9 'ভার্গ্য বুদ্ধি'। 10 মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ; আদর্শে 'পুরূশের নএ স্রিঙ' (পুরুসের নএ সিরী)। 11 'নারি শবে'। 12 'পুরুষ্'। 13 'শেই'। 14 'লর্কি'। 15 'ছারিলাম'। 16 'লক্ষিএ ছারিয়া'। 17 'বিথল'। 18 'নারি'। 19 'টুটী'। 20 'রার্জ্য'। 21 'ছাহ'। 22 'গ্রিহলক্ষি'। 23 'বাহে[রে]'। 24 গ 'রুজি'। 25 'য়সার জিবন'। 26 'মনিশ্বের চর্ম্ম্য ঘাএ'। 27 'বরন'। 28 ক পুঁথির পাঠ 'ঘরে বাহিরে ......আনলে বসতি। মনুষ্যের চর্ম্ম লই শৃকালের পিরীতি॥' 29 'ছারি'। 30 'নারির লৈক্ষন'।

জার জেই খাছিয়ত [1] কহিমু অখন ॥
হস্তিনী শঙ্খিনী পদ্মিনী চিত্রাণী। [2]
স্থন কহি এহি চারি নারীর কাহিনী ॥ [3]
হস্তিনী নারী সবের হস্তিয়া গমন। [4]
পর পুরু[ষের] ধন [5] জানেন্ত আপন [6] ॥
আপনা পতির সঙ্গে [7] করিয়া জে দন্দ [8]।
নিত্য [9] প্রতি সেই নারী [10] পুরুষরে বোলে মন্দ ॥
এহি দোষে সেই নারী নরকে [11] জাইব।
অনুদিন পতি সঙ্গে [12] কাল না গোঁআইব ॥
শঙ্খিনী নারী [13] তোর শঙ্কা শঙ্কা চিত্ত।
দিবা রাত্রি থাকে নারী স্বামীর বিদিত [14] ॥
খিন্য মাঞ্জা [15] লম্পা [16] তন আউলা মাথার কেশ [17]
রতি ভুঞ্জিবারে [18] নারী [19] ধরে নানা বেশ [20] ॥
পদ্মিনী নারী [21] তোর পদ্মতলে বাস [22]।
পরপুরুষ দেখি [23] করি থাকে আশ ॥
আপনা পতির সঙ্গে [24] করিআ প্রণতি [25]।
বেগানা পুরুষের সঙ্গে [26] ভুঞ্জিতেছ রতি ॥
এহি পাপে সেই নারী [27] নরকে জাহিব।
পতি সঙ্গে অনুদিন সুখে [28] না বঞ্চিব ॥

1 ক 'ব্যবহার' (?)। 2 'হোশ তিনি শঙ্কিনি পদ্মিনি ছিস্তনি'। 3 'ছারি নারির কাহিনি'। 4 'হশ তিনি নারি শবের হোশ ত্তিয়া গমন'। 5 গ 'পর পুরুষের ধন সব'। 6 'য়াপন'। 7 'শঙ্গে'। 8 'ধন্দ'। 9 'নিত্য'। 10 'শেই নারি'। 11 'নারকে'। 12 'শঙ্গে'। 13 'নারি'। 14 'নারি শাঁমিব বিস্তিত'। 15 'মাঞ্জা'। 16 'লম্পা'। 17 'কেষ'। 18 'ভূঞ্জিবারে'। 19 নারি'। 20 'বেষ'। 21 'পধ্যানি নারি'। 22 'পধ্যাতলে বাশ'। 23 'পর পুরুষ দেখী'। 24 'শঙ্গে'। 25 'প্রনতি'। 26 'পুরুশের শঙ্গে'। 27 'শেই নারি'। 28 'শঙ্গে য়নুদিন যুক্ষে'।

চিত্রাণী নারী [1] তোর চিত্তে অনুক্ষণ [2] ।
আপনার ধন কৌড়ি [3] করেন্ত জতন [4] ॥
পতিকে সেবএ নারী [5] হৈয়া সাবধানে [6] ।
পুণ্য ফলে [7] নারী [8] জাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে [9] ॥
চারি জাতির [10] লাগল পাইল গুপিচান্দ [11] রাজাএ ।
মখে [12] মধু দিয়া জান সর্ব্বধন [13] খাএ ॥
ব্যাঘ্র দৃস্টে চাহে বধূ [14] জোখের মতন হরে [15] ।
অন্ন পানি [16] দিতে জে মেউরের ফেঁখা [ধরে ॥]
অন্ন পানি [17] দিয়া জাইতে উলটিআ চাএ [18] ।
আক্ষি ঠাএরে [19] গোবিচান্দের প্রাণি [20] নিয়া জাএ ॥
রাজাএ বোলে সুন মাগো [21] মৈনামতি আঞি [22] ।
চারি [23] জাতি নারীর মধ্যে [24] ভাল কোন চাই [25] ॥ [26]
এত বুদ্ধি আছে [27] তোর রাজা গোপীন্দাই [28] ।
চারি [29] জাতি নারীর বাণী তোমারে বুঝাই [30] ॥
[হস্তিনী জেবা নারী হস্তির গমন ।
* * মাঞ্জা মোটা লম্পা ডুই তন ॥
পরের পুরুষ লইয়া নিত্যই গমন ।
পরের পুরুষ হৈলে শান্ত হএ মন ॥

1 'ছিস্তনি নারি' । 2 'ছিন্তে য়নুক্ষন' । 3 'কৌরি' । 4 'জতন' । 5 'নারি' । 6 'শাবধানে' । 7 'পুনাফলে' । 8 'নারি' । 9 'বৈকুণ্ডু বোবনে' । 10 'ছাবি জাতের' । 11 'গুপিছান্দ' । 12 'মুক্ষে' । 13 'শর্ব্বধন' । 14 'ভ্রাঘ্য দৃষ্টে ছাহে বধূ' । 15 'হেরে' । 16 'য়ন্তপানি' ; ক 'অন্ত গোটা' । 17 'অন্ত পানি' ; ক 'অন্ত গোটা' । 18 'উলটীআ ছাএ' । 19 'আক্ষি টাএরে' । 20 'গোবিছান্দেব প্রানি' । 21 'ষুন মাঘ' । 22 'য়াঞি' । 23 'ছারি' । 24 'নারিব মৈধ্যে' । 25 'ছাই' । 26 ক পুঁথির পাঠ,— 'রাজাএ বোলে..... আঞি । চারি জাতি নারীর কথা কহ মোর ঠাই ॥ হস্তিনী শঙ্খিনী চিত্তনী পদ্মিনী । চারি [জাতি] নারী মধ্যে কাহার বাথানি ॥' 27 'বুদ্ধি য়াছে' । 28 ক 'গুবিন্দাই' । 29 'ছারি' । 30 'নারির বানি' ; ক 'নারীর কথা শুন (?) মোর ঠাই' ।

অনেক আৰ্জ্জিয়া আনে * * সুখাএ ।
সেই নারী পুরুষে জনম দুঃখ পাএ ॥
শঙ্খিনী [1] জেবা নারী নামে নহে ভাল ।
যদি বিবাহ কর তারে না জাএ চিরকাল ॥
যে গাছে উঠিয়া পড়ে [2] গৃধিনী শঙ্খিনী ।
সে গাছে না মেলে ডাল রাজা মহামুনি [3] ॥
বিভা [4] করি শঙ্খ শাড়ী * * * ।
শীঘ্র রাড়ী [5] হএ শঙ্খিনী তার নাম ।
পরিধান বসনে তার না লাগএ কালি ।
সেই নারী জানিহ জেবা নামেত শঙ্খিনী ॥
শোয়াস বহুল হএ মহা [6] হএ পদ্মিনী ।
সেই নারী জানিহ রাজা নামেতে পদ্মিনী ॥
পদ্মিনী জেবা নারী পদ্মতলে বাস ।
নিরবধি ভোমরাএ না ছাড়ে [7] তার পাশ ॥
অল্প খাএ নারীএ বহুল করে কাম ।
সেই সে উত্তম তার পদ্মিনী হএ নাম ।
চিত্রাণী [8] জেবা নারী চিন্তে অনুক্ষণ ।
শাশুড়ীর দুর্ল্লভ বধূ [9] সোয়ামীর [10] প্রাণ ॥
এ হেন দুর্ল্লভ বধূ সোয়ামীর জীবন ।
পরের পুরুষ দেখে বাপের সমান ।
তুহ্মি যারে চিন্ত রাজা আহ্মি তারে জানি ।
এহি নারী জানিয় রাজা নাম চিত্রাণী ॥
চন্দ্রে ষোল কলাএ বেড়ি লৈল তোরে ।
সহজে রাজার পুত্র জাইবা যমঘরে ॥
তোর বাপ রাজা ছিল ধার্ম্মিক পুরুষ ।

1 'শঙ্খিনী'। 2 'পড়ে'। 3 [illegible]মুনি'। 4 'বিবা'। 5 'রাবা'। 6 '[illegible]
7 'ছাড়ে'। 8 'চিত্রানি'। 9 'বধু'। 10 'সুয়ামির' (৮)।

পরের পুত্র কন্যা [1] বিভা করাছিল পৌরুষ ॥
শূন্য প্রান্ত পাইয়া রাজা বট বৃক্ষ রুইলা।] [2]

* * * *

বড় পুণ্যের [3] লাগি দিল দীঘি আর [4] জাঙ্গাল।
সোনা [5] রূপাএ গড়াগড়ি [6] না ছিল কাঙ্গাল ॥
হীরা মন মাণিক্য [7] লোক তলিতে সুখাইত।
কাহার পুষ্করিণীর [8] জল কেহ না খাইত ॥
কাহার বাটীতে কেহ উদারে না জাইত।
সোনার [9] চেপ্‌ড়া লৈয়া বালকে খেলাইত ॥
হারাইলে চেপ্‌ড়া পুনি না চাহিত আর [10]।
এমতে গোঙাইল লোকে হরিস [11] অপার ॥
মেহারকুল বেড়ি [12] ছিল মুলি বাসের বেড়া [13]।
গৃহস্থের পরিধান [14] সোনার পাছড়া [15] ॥
নগরিবে চড়িয়া [16] ফিরে খাশা [17] তাজি ঘোড়া।
ফকিরের গাহে [18] দিত খাসা কাপড় [19] জোড়া ॥
তোমার বাপের কালে সবে [20] ছিল ধনী [21]।
সোনার [22] কলশি ভরি লোকে খাইত পানি ॥
রূপার কলশি ভরি ধুপিএ জল খাএ [23]।
কিবা রাজা কিবা প্রজা চিনন না জাএ [24] ॥
মুড়ারি [25] করিতে জাএ আরঙ্গি ছত্র মাথে [26]।

1 'কৈন্যা'। 2 'হস্তিনী [illegible] নানা' ইত্যাদি ৩১ পঙ্‌ক্তি ক পুঁথি হইতে গৃহীত; আদর্শে এই অংশ নাই। 3 'পুন্নের'। 4 'দিঘি য়ার'। 5 'শোনা'। 6 'ঘড়াঘোরি'। 7 'হিরা মন মানিক্ক'। 8 'পুষ্করিনির'। 9 'শোনার'। 10 'ছাহিত য়াব'। 11 'হরিশ'। 12 'বেরি'। 13 'বেরা'। 14 'গ্রিহশ্তের পরিধান'। 15 'শোনার পাছেরা'। 16 'ছাড়িয়া'। 17 ক 'ভাল'। 18 'ঘাএ'। 19 'কাপর'। 20 ক; আ° 'রশের'; গ 'রসিক'। 21 'ধনি'। 22 'শোনার'। 23 ক 'বিধবাএ জল খাইত'। 24 'ছিনন'; ক 'চিনন না জাইত'। 25 মুযুরি'। 26 'আড়ঙ্গি চত্র মাতে'।

বসিতে[1] লইয়া জাএ সোনার[2] পিড়িতে ॥
তবে সেই[3] জন জান মুজুরিতে জাএ।
এক দিন মুজুরি[4] [করিলে] ছএ টাকা[5] পাএ।
দুই পহর মুজুরি[6] করে গৃহস্থের[7] ঘর।
এক পহর দৌড়াএ ঘোড়া ময়দান পাতর[8] ॥
জার ঠেঁই নিতিকর্ম্ম এড়ান না জাএ।
অশ্ব আরোহিয়া সেই[9] মুজুরির কৌড়ি[10] হএ ॥
দেড় বুড়ি কৌড়ি ছিল কানি খেতের[11] কর।
চৌদ্দ[12] বুড়ি কৌড়ি[13] ছিল টাকার মোহর[14] ॥
দশ টাকার[15] বাড়ি খাইত দেড়[16] বুড়ি দিত।
বার মাস ভরিয়া বছরের[17] খাজনা নিত ॥
তোমার বাপের সত্য[18] তুমি কৈলা লাড়ি।
খেত[19] পিছে ধরি[20] কৈলা এক পোন কৌড়ি[21] ॥
এতার কারণে[22] রাজা বড় দুঃখ[23] পাবে।
এ সুখ সম্পদ[24] [illegible] সব[26] হারাইবে ॥
কলির প্রবেশ হইব জানিয়া নিশ্চএ।
এ কারণে[27] স্বর্গে[28] গেল রাজা মহাশএ[29] ॥
কলির প্রবেশ হৈলে ধর্ম্ম হৈব নাশ।
বিধর্ম্ম করিয়া সবে করিব বিনাশ ॥
রাজা হৈয়া না করিব রাজ্যের বিচার[30]

---

1 'বশিতে'। 2 'শোনার'। 3 'শেই'। 4 'মুযুরি'। 5 ক 'তঙ্কা'। 6 'মুর্জরি'। 7 'গ্রিহশ্তের'। 8 'ময়দান পাত্তর'। 9 'শেই'। 10 'কৌবি'। 11 ক 'ভূঁঞের'। 12 'চৌদ'। 13 'কৌবি'। 14 ক 'তঙ্কার মোকব'। 15 ক 'তঙ্কার'। 16 'দেব'। 17 'বৎশচরের'। 18 'শৈত্য'। 19 ক 'ভূঁঞা'। 20 'দাড়ি'। 21 ক 'খেত পিছে দাবি কৈলা এক পণ কড়ি'। 22 'কারনে' [illegible] দুক্ক'। 24 'সক্ক সম্পদ'। 25 ক 'তোঙ্গা'। 26 'শব'। 27 'কারনে'। 28 'স্বর্গে'। 29 'মোহাশএ'। 30 'রাজ্যের বিছার'।

শাস্ত্র নীতি [1] না মানি করিব অনাচার [2] ॥
কছবি সবে [3] বাপে পুত্রে [4] শৃঙ্গার [5] মাগিব।
ব্রাহ্মণ [6] আলিম দেখি মান্য না করিব ॥ [7]
পুত্র সবে [8] না করিব পিতার [9] পালন।
স্বামী ভক্ত [10] না হৈব নারী [11] সবের মন ॥
ধন লোভে কেহ কাকে প্রাণে [12] জে মারিব।
সভাতে বসিয়া [13] কেহ মিথ্যা সাক্ষি [14] দিব ॥
মদমত্ত [15] হইয়া [16] কেহ হরিব গুরুনারী [17]।
কনিষ্ঠে হিংসিব জ্যেষ্ঠ [18] ধর্ম্মভএ ছাড়ি [19] ॥
হিংসা [20] নিন্দা করিবেক নিত্যতে [21] বিবাদ।
কেহ কাকে বোলিবেক বাদ পরিবাদ ॥
স্ত্রিরি সবে বধিবেক [22] স্বামী [23] আপনার।
মহা মহা সতী সব [24] হৈব মিথ্যাকার [25] ॥
অকুমারী নারী সবে [26] মাগিব শৃঙ্গার [27]।
ভুক্তিএ মাজিব লোকে লোভে কদাচার [28] ॥ [29]
এহিমত কৈল জদি মৈনামতি মাএ।
জোড় হস্তে নিবেদিল গুপিচান্দ [30] রাজাএ ॥

2 'অনাচার'। 3 'সবে'। 4 'পুত্রে'। 5 'শ্রিঙ্গার'। 6 'ব্রাহ্মন'। 7 ক পুথিতে পাঠ,—'রাজাএ না করিব রাজ্যের পালন। বেদ শুদ্ধ না পড়িব ব্রাহ্মণ * * * আপনার রীতি। ব্রাহ্মণ দেখি শূদ্রে না করিব ভক্তি ॥' 8 'সবে'। 9 ক 'পিতারে'। 10 'স্বামিভক্ত'; ক 'স্বামী ভক্তি' (?)। 11 'নারি'। 12 'প্রানে'; ক 'কাবে'। 13 'সভাতে বশিয়া'। 14 'মিত্যা শাক্ষি'। 15 'মদমৈত্ত'। 16 ক 'হৈয়া'। 17 'গুরুনারি'। 18 'কনাষ্টে হিংশিব জৈশট'। 19 'ছারি'। 20 'হিংশা'। 21 'নিত্যতে'; ক 'নিতাই'। 22 'স্ত্রিরি শবে ভধিবেক'; ক 'ভাগুবেক'। 23 'স্বামী'। 24 'মোহা মোহা শতি শব'। 25 'মিত্যাকার'। 26 'অকুমারি নারি শবে' 27 'শ্রিঙ্গার'। 28 'লোবে কদাছার'। 29 ইহার পর ক পুথিতে 'অতএব বাপু তুমি যোগী হও ত্বরা। না থাকিও তুমি এই পাপময় ধরা ॥' এই দুই পঙ্‌ক্তি বেশী আছে। 30 'গুপিছান্দ'।

আমি রাজা যোগী [1] হোবে [2] তার অধিক [3] নাই ।
এ সুখ সম্পদ [4] আমি এড়িমু কার ঠাই [5] ॥
কার কাছে এড়ি [6] জাইব [7] হংসরাজ [8] ঘোড়া ।
কার ঠাঞি [9] এড়ি জাইমু গাএর খাঁশা জোড়া [10] ॥
ধনু বাণ [11] লেঙ্গা কাতে এড়িমু লাখে লাখে [12] ।
তীর তাম্বু বাণ [13] কাতে এড়িব ঝাকে ঝাকে ॥
গাঙ্গেত এড়িয়া [14] জাবে [15] বত্তিস [16] কাহন [17] নাও ।
পুরী মধ্যে এড়ি [18] জাবে [19] তুমি হেন মাও ॥
ফিলঘরে এড়ি [20] জাবে [21] আশী [22] হাজার হাতী [23] ।
বৈদেশে গমন কৈলে [24] কে ধরিব ছাতি ॥
আস্তবিলাএ [25] এড়ি [26] জাবে [27] নয় লাখ [28] ঘোড়া ।
জোড় [29] মন্দিরে এড়ি [30] জাবে [31] শাহেমানি [32] দোলা ॥
পুরী [33] মধ্যে [34] এড়ি [35] জাবে [36] পঞ্চ পাত্রবর [37] ।
পানজোগানি এড়ি জাবে উনশত নফর ॥
শেত [38] বান্দা এড়ি [39] জাবে [40] হারিয়া ছোঁহর ।
অতুনা পতুনা এড়ি [41] জাবে [42] কার ঘর ॥ [43]
বাতানে [44] এড়িয়া জাবে সত্তর [45] কাহন [46] বেত ।
গোঞাইলে এড়িয়া [47] জাবে গাঁই বার শত ॥

---

1 'যুগি'। 2 ক 'হৈব'। 3 'তারে যদিক'। 4 'সুক্ষ শম্পদ'। 5 'টাই'। 6 'এরি'। 7 মু॰পু॰ 'যাউব'। 8 'হংশ্বরাজ'। 9 'টাঞি'। 10 'জোরা'। 11 'বান'। 12 'লাকে লাকে'। 13 'তির তাম্বুবান'। 14 'এরিয়া'। 15 মু॰পু॰ 'যাইম'। 16 'বত্তিষ'। 17 'কাহোন'। 18 'পুরি মৈদ্ধে এরি'। 19 'যাইমু'। 20 'এরি'। 21 মু॰পু॰ 'যাইমু'। 22 'আশি'। 23 'হাতি'। 24 ক 'কালে'। 25 ক 'পাইঘরে'। 26 'এরি'। 27 মু॰পু॰ 'যাইমু'। 28 'নএ লাক'। 29 'জোর'। 30 'এরি'। 31 মু॰পু॰ 'যাইমু'। 32 ক 'সাহে মানিক'। 33 'পুরি'। 34 ক 'মাঝে'। 35 'এরি'। 36 মু॰পু॰ 'যাইমু'। 37 'পঞ্চ পাত্রবর'; ক 'পঞ্চাশ পাত্যর'। 38 'শেঁত'। 39 'এরি'। 40 মু॰পু॰ 'যামু'। 41 'এরি'। 42 'মু॰পু॰ 'যাইমু'। 43 ক 'অতুনা পতুনা সঁপিমু কার ঘর'। 44 ক 'দাফারে'। 45 'শর্ত্তের'। 46 'কাহন'। 47 'এরিয়া'।

এহি সব [1] এড়ি [2] জাবে আপনে জানিয়া।
নএয়ানগর এড়ি [3] জাবে উন শত বানিয়া॥
বাপের মিরাশ এড়ি জাইমু গৌড়র সহর [4]।
দাদার মিরাশ এড়ি [5] জাবে কামলাক নগর॥
তুমি [6] মাএর জত বাড়ি কলিকানগর।
আমি [7] বাড়ি বান্ধিয়াছি [8] মেহারকুল শহর॥
চল্লিশ [9] রাজাএ কর দেএ আমার [10] গোচর।
আমা হোতে [11] কোন জন [12] আছএ ডাঙ্গর॥
সাজ সাজ [13] করি রাজা দিল এক ডাক।
এক ডাকে [14] সাজি [15] আইল বাসত্তের লাখ [16]॥
হস্তী ঘোড়া সাজে আর মহা মহা বীর। [17]
সাজিল অপার সৈন্য [18] আঠার [19] উজির॥
বাসট্টি [20] উজির সাজে [21] চৌসঠি [22] শিকদার।
হস্তে [23] ঢাল সৈন্য সাজে [24] বিরাসা [25] হাজার॥
নয় [26] হাজার ধনুকি সাজে [27] গুন টঙ্কারিয়া।
বন্দুকি সাজিয়া [28] আইল পলিতা [29] হাতে লৈয়া॥
হস্তী [30] ঘোড়া সৈন্য সাজি [31] ধরিল জোগান।
তা দেখিআ [32] মৈনামতি বুলিল বচন॥
সুনএ রসিক [33] জন এক চিত্ত [34] মন।
কহেন ভবানীদাসে [35] অপূর্ব্ব কথন॥ *॥

---

1 'শব'। 2 'এরি'। 3 'এরি'। 4 'গৈরব শহর'। 5 'এরি'। 6 ক 'তুহ্মি'। 7 ক 'আহ্মি'। 8 'বান্দিয়াছি'। 9 'চর্ল্লিশ'; ক 'চত্তিশ'। 10 ক 'আহ্মার'। 11 ক 'আহ্মা হৈতে'। 12 ক 'রাজা'। 13 'শাজ শাজ'। 14 'ঢাকে'। 15 'শাজি'। 16 'বাশতৈব লাক'। 17 'হস্তি ঘোরা শাজে য়ার মোহা মোহা বির'। 18 'শাজিল য়পার শৈন্য'। 19 'আট্টার'। 20 'বাশট্টী'। 21 'শাজে'। 22 'চৌশষ্ট'; ক 'ত্রিষট্টি' (?)। 23 'হোশ্তে'। 24 'শন্য শাজে'। 25 'বিরাশি। 26 'নএ'। 27 'শাজে'। 28 'শাজিয়া'। 29 ক 'সলিতা'। 30 'হশ্তি'। 31 'শৈনো শাজি'। 32 'দেখীআ'। 33 'রশিক'। 34 'ছিত্য'। 35 'ভবানিদাশে'।

খর্ব্ব ছন্দ [1]।

কেশব ভারতী [2] গুরু [3] কথা হোতে আইল।
কিনা মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী [4] করিল ॥ [5]
জাইবা জইবা বাছা [6] রে সন্ন্যাসী [7] হইয়া।
সোনাময় রত্ন পুরী [8] আন্ধার [9] করিয়া ॥
এমন বসেত [10] সন্ন্যাসে [11] কিবা ধর্ম্ম।
আপনা গৃহেত বসি সাধ [12] নিজ কর্ম্ম ॥ [ঘোষা ॥]
মৈনামতি বোলে রাজা কিছু [13] নহে সার [14]।
দুই চক্ষু মুদি [15] দেখ দুনিয়া [16] আন্ধার [17] ॥
ইষ্ট মিত্র [18] বাপ ভাই কেহ নহে সার [19]।
পুত্র কন্যা [20] সঙ্গে [21] রাজা না জাবে তোমার [22] ॥
কায়া মায়া সব ছাড়ি [23] বলে ধরি নিব।
এমন সুন্দর [24] তনু থাকেত মিশিব ॥
ধন জন দেখিআ [25] আপনা বোল তারে।
এ তুন আপনা নহে লৈয়া ফির জারে ॥
কোন কর্ম্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত।
কি বুলি জোয়াব দিবা স্বামীর সাক্ষাত [26] ॥
আসিতে লেঙ্গটা রাজা জাইতে জাবা শূন্য [27]।
সঙ্গে [28] করি নিয়া জাবে পাপ আর পুণ্য [29] ॥
এক দিন বধ সঙ্গে [30] আপনা মন্দিরে।

1 'খর্ব্বছান্দ'। 2 'ভারতি'। 3 'গুরু'। 4 'শন্যাশি'। 5 উক্ত দুই পঙ্‌ক্তি আদর্শে বেশী আছে। 6 'বাপু'। 7 'শন্যাশি'। 8 'সোনামএ রত্ন পুরি'। 9 'য়ান্দার'। 10 'বশেত'। 11 'শৈন্যাশে'। 12 'গ্রিহেত বশি শাধ'। 13 'কিছু'। 14 'শার'। 15 'চৌক্ষ মুন্দী'। 16 ক 'সংসার'। 17 'আন্দার'। 18 'মিত্র'। 19 'শার'। 20 'পুত্র কৈন্যা'। 21 'শঙ্গে'। 22 ক 'জাইব (?)তোম্মার'। 23 'কাএয়া মাএা শব ছারি'। 24 'শোন্দর'। 25 'দেখীআ'। 26 'শ্বামির শাক্ষাত'। 27 'শৈন্য'। 28 'শঙ্গে'। 29 'য়ার পুন্য'। 30 'বধু শঙ্গে'।

পাশা[1] খেলিতেছিলা টঙ্গির উপরে ॥
হেন কালে আইল জম তোমাকে[2] নিবার ।
ফিরাইয়া দিল জম বাঁড়ির বাহের ॥
ভেট ঘাট দিআ আমি ফিরাইল জমেরে ।
বহু স্তুতি[3] করি পুত্র[4] রাখিল তোমারে[5] ॥
আর দিন আইল জম প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
তোমার[6] চরন ঘোড়া দিলাম[7] দেখাইয়া ॥
সে ঘোড়া পড়িয়া[8] মৈল আশ্তবিলা ঘরে[9] ।
তোমারে[10] নিবারে জম নিতা[11] বাঁউর পারে ॥
আর দিন আইল জম মহাক্রোধ[12] হৈয়া ।
আমাকে[13] এড়িয়া তোমা[14] নিবারে ধরিয়া ॥
তবে মাএ মরি জাবে পুত্রশোকী[15] হৈয়া ।[16]
পুত্র পুত্র[17] করি মাএ মরিব ঝুরিয়া ॥
রাজাএ বোলে স্তন মাগো[18] মৈনামতি আই[19] ।
এক নিবেদন[20] করি তুমি[21] মাএর ঠাঞি[22] ॥
বাপের কালের আছে[23] চৌদ্দ[24] রাজার ধন ।
তুমি[25] মাএর জোলা আছে হীরা মন রতন[26] ॥
আমার কামাই আছে[27] রজত[28] কাঞ্চন ।
চারি বদর[29] জোলা আছে[30] চারি গোলা[31] ধন ॥
সবল[32] ধন দিব ভেট[33] জমের গোচরে ।

---

1 'পাশ্শা'। 2 ক 'তোহ্মাকে'। 3 'শস্তুতি'। 4 'পুত্র'। 5 ক 'তোহ্মার'। 6 'তোহ্মার'। 7 ক 'দিলুম'। 8 'সে ঘোরা পরিয়া'। 9 ক 'পাইশাল ভিতরে'। 10 ক 'তোহ্মারে'। 11 'নিত'। 12 'মহাক্রোধ্য'। 13 ক 'আহ্মাকে'। 14 ক 'তোহ্মা'। 15 'পুত্রশোকী'। 16 গ 'যোগী না হইলে বাপু যাইবা মরিয়া'। 17 'পুত্র পুত্র'। 18 'স্তন মাগ'। 19 'আই'। 20 'নিবেধন'। 21 ক 'তুহ্মি'। 22 'ঠাঞি'। 23 'আছে'। 24 'চৌদ্ধ'। 25 ক 'তুহ্মি'। 26 'হির মন রতন'। 27 'আছে'। 28 'রঝত'। 29 'ছারি বধুর'। 30 'আছে'। 31 'ছারি ঘোলা'। 32 'শবল'॥ 33 'বেট'।

ধন পাইলে জমরাজে এড়ি[1] জাবে মোরে ॥
মএনামতি[2] বোলে স্থন[3] রাজা গুবিন্দাই।
আর এক বাত মাহে তোমারে বুঝাই[4] ॥
ধন দিয়া জম জদি ফিরাএতে পারে।
তবে কেনে বড় রাজা তোমা[5] পিতা মরে ॥
ধনের কাতর নহে সেহি[6] মহাজন।
রাত্রি দিন ভ্রমে[7] সেই[8] এ তিন ভুবন[9] ॥
রাত্রিকালে আইসে[10] জম দিনে চারিবারে[11]।
না জানি পাপিষ্ঠ[12] জমে কারে আসি[13] ধরে ॥
রাত্রি দিন অস্ট বার[14] নিত্য[15] গমন করে।
না জানি কঠিন[16] জমে লই জাএ তোমারে[17] ॥
রাজাএ বোলে স্থন মাগ[18] মএনামতি আই।
আর এক কথা পোঁছি তুমি মার ঠাঞি[19] ॥
সাচা নি আসিব[20] জম বাড়ির ভিতর[21]।
লোহাএ বান্ধিবে[22] পুনি আমার বাসর[23] ॥[24]
লোহার জাতনি[25] দিমু পুরীর[26] ভিতর।
আশি হাজার সৈন্য[27] দিমু শিয়রে পশর ॥
হস্তে খড়গ[28] লইয়া মুহি থাকিবে জাগিয়া।
শিয়রে জাইতে জম ফেলিমু কাটিয়া[29] ॥

1 'এরি'। 2 'মএনামতি'। 3 'সুন'। 4 'বুঝাই'; ক 'এক কথা কহি আহ্মি তোহ্মারে বুঝাই'। 5 ক 'তোহ্মার'। 6 'শেহি'। 7 'ভ্রম্মে'। 8 'শেই'। 9 'ভোবন'। 10 'আইশে'। 11 'ছারিবার'। 12 'পাপিষ্ট'। 13 'আসি'। 14 'অশ্‌ট বার'। 15 'নির্ত্য'। 16 'কটীন'। 17 ক 'তোহ্মারে'। 18 'সুন মাঘ'। 19 ক 'কহি তুহ্মি মাএর' 'টাঞি'। 20 'শাছা নি' আশিব'। 21 'ভিতর'। 22 'বান্দিবে'। 23 'বাশর'। 24 ক 'লোহার বান্ধিমু ঘর লোহার বাসর'। 25 মু০ পু০ 'জাল তুলি'। 26 'পুরির'। 27 'শৈর্ন্য'। 28 'হোশ্‌তে খড়্গ'। 29 'কাটীয়া'।

লাল টঙ্গির রূয়া দিয়া জমেরে দিমু শাল।
মারিআ জমেতে নিবে বার রাজার মাল॥
পালাইয়া জাবে জম পাই ভহেঙ্কার।
সেই [1] জম আমা নিতে না আসিব [2] আর॥
মৈনামতি বোলে বাপু কি বুজিছ মনে।
আর এক কথা মাএ কহি তোমা স্থানে [3]॥
আসিবেক [4] সেই [5] জম অনদেখা [6] হইয়া।
কেমতে কাটিবা [7] জম লোহার অস্ত্র [8] দিয়া॥
চিলরূপে আইসে [9] জম সাচনরূপে [10] জাএ।
মাছিরূপ ধরি জম ঘরেতে সামাএ॥
কথ দিনের আএউ আছে [11] তারে গণি চাএ [12]।
জার জে লিখন দিয়া জমে লৈয়া জাএ॥
ইষ্ট মিত্র [13] বাপ ভাই থাকএ বসিয়া [14]।
তাহাতে পাপিষ্ঠ [15] জমে লই জাএ ধরিয়া॥
শোনহে রসিক [16] জন এক চিত্ত [17] মন।
মএনামতি কহে বাকা [18] মধুর বচন॥ ❋॥

রাগ লগিয়ত।

মনারে ভাই আমার এ ভবের বান্ধব [19] কেহ নাই॥ [ধুআ]॥ [20]
মাএ কান্দে পুত্র পুত্র [21] ভৈনে [22] কান্দে ভাই।
ঘরের রমণী [23] কান্দে হারাইলাম গোঁসাই [24]॥

1 'শেই'। 2 'য়াশিব'। 3 'শ্তানে'। 4 'আশিবেক'। 5 'শেই'। 6 'য়নদেখা'। 7 'কাটীবা'। 8 'অশত্র'। 9 'ছিলরূপে য়াইশে'। 10 'শাচনরূপে'। 11 'য়াছে'। 12 'গনি ছাএ'। 13 'মিত্র'। 14 'বশিয়া'। 15 'পাপিশ্‌ট'। 16 'রশিক'। 17 'এক ছিত্ত'। 18 'বাক্ক'। 19 'ববের বান্দব'। 20 ধুআটি আদর্শে বেশী আছে। 21 'পুত্র পুত্র'। 22 'বৈনে'। 22 'রমনি'। 21 গোশাই'।

হিন্দুগণ [1] মৈলে করে খাটী আর পাটি।
মোছলমান মৈলে পুনি তাকে দেএ মাটী ॥ [2]
বৃদ্ধ [3] বাপে কান্দে পুনি দ্বারেত বসিয়া [4]।
আর্জ্যনিয়া পুত্র [5] মোর কে নিল হরিয়া ॥
বৃদ্ধকালে [6] কে পালিব অন্ন পানি [7] দিয়া।
কেমতে রহিব ঘরে পুত্র [8] না দেখিআ [9] ॥
ভ্রাতি ভৈনে কান্দিব বেইলের আড়াই [10] পহর।
পশ্চাতে চিন্তিব সে [11] আপনা বাড়ি ঘর ॥
জননী [12] কান্দিব জান পুরা ছয় [13] মাস।
নারীএ [14] কান্দিব জান লোকের আসপাস [15] ॥
শঙ্খ সোনা [16] সাড়ি দিয়া বিভা করে নারী [17]।
বড় দয়ার বধূএ [18] কান্দিব দিন চারি [19] ॥
ভাল মানুসের [20] বেটী হৈলে কুল দেখি [21] রহে [22]।
অধার্ম্মিক নারী [23] হৈলে ফিরি বর লএ ॥
ইষ্ট কুটুম্ব [24] কান্দে সিত্তানে বসিয়া।
অভাগিনী [25] মাএ কান্দে প্রাণি হারাইয়া ॥
মৎস্য চিনে [26] উচ খোচ [27] পানিএ চিনে [28] নাল।
মাএ সে জানে পুত্রের [29] বেদন জার গর্ব্বের [30] সাল ॥
পুত্র কন্যা [31] নাই আর [32] একেলা গুবিন্দাই।
তে কারণে [33] আমি [34] মাএ তোমারে [35] বুঝাই [36] ॥

1 'হিন্দুগন'। 2 'হিন্দুগণ মৈলে' ইত্যাদি দুই পংক্তি আদর্শে বেশী আছে। 3 'ব্রির্দ্ধ'। 4 'বশিয়া'। 5 'পুত্রু'। 6 'ব্রির্দ্ধকালে'। 7 'অন্নপানি' : ক 'অন্নজল'। 8 'পুত্রু'। 9 'দেখীআ'। 10 'আরাই'। 11 'প্রছাতে ছিন্দিব শে'। 12 'জননি'। 13 'ছএ'। 14 'নারিএ'। 15 'আসপাশ'। 16 'সঙ্ক শোনা'। 17 'নারি'। 18 'বর দএয়ার বধুএ'। 19 'ছারি'। 20 'মনিশ্বের'। 21 'দেখী'। 22 মু০ পু০ 'রএ'। 23 'যদার্ম্মিক নারি'। 24 'কুটুম্ব'। 25 'অবাগিনি'। 26 'মৈশ্চে ছিনে'। 27 ক 'ওচ খোচ'। 28 'ছিনে'। 29 'পুত্রের'। 30 'গর্ব্বের'। 31 'পুত্রু কৈন্যা'। 32 'আর'। 33 'তে কারনে'। 34 ক 'আহ্মি'। 35 ক 'তোহ্মারে'। 36 'বুজ্জাই'।

এবার বৎসরের [1] [পর] উনৈশ জদি পুরে।
পুরা কুড়ি [2] হৈলে বাপু জমে নিব তোরে॥
ইষ্ট মিত্র [3] নিছে কথ লেখা জোঁখা নাই।
খুড়া জেঠা [4] নিছে কথ সাঁ [5] সহোদর [6] ভাই॥
তোর পিতাকে নিছে মাণিকচান্দ গোসাই [7]।
কি বুঝিছ [8] গুপিচান্দ [9] তারে ডর নাই॥ [10]
তোমারে নিবারে জমে নিত্য আলাপ করে।
তে কারণে আমি [11] মাএ বুঝাই [12] তোমারে [13]॥
নৃপে [14] বোলে স্থন মাগ [15] মএনামতি আই [16]।
এক নিবেদন করি তুমি [17] মাএর ঠাঁএিঃ [18]॥
তবে কেনে বালক [19] কালে বিভা [20] করাইলা।
মাএর সাক্ষাতে চান্দে কহিতে লাগিলা॥
এক বিভা [21] করাইলা অদুনা [22] পদুনা।
সে সব স্থন্দরী [23] জানে আমার [24] বেদনা॥
আর বিভা [25] করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া [26]।
আর বিভা [27] করাইলা উরয়া রাজার মাঁইয়া॥
দস [28] দিন লড়াই [29] কৈল উড়য়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বুড়ি মনুষ্য কাটিলাম [30] এক দিনে॥

1 'বশ্চরের'। 2 'কুরি'। 3 'মিত্র'। 4 'জেটা'। 5 'শা'। 6 'শোঁহত্তর'। 7 'মানিকছান্দ গোশাই'। 8 'বুজিচ'। 9 'গুপিছান্দ'। 10 ক 'ইষ্ট মিত্র যত (?) নিছে তাহার অধিক নাই। খুড়া জেঠা যত (?) নিছে গর্ব্বের সোদর ভাই॥ বৃদ্ধ রাজা যমে (?) নিছে গৌড়ের গোশাই। কি বুজিচ গুপীচন্দ্র তোর নাই ঠাঞি॥' 11 'তেকারনে'; ক 'আহ্মি'। 12 'বুজাই'। 13 ক 'তোহ্মারে'। 14 'নির্পে'। 15 'যুন মাঘ'। 16 'য়াই'। 17 ক 'তুহ্মি'। 18 'টাঞি'। 19 'বাল্লক'; মু° পু° 'বাল্য'। 20 'বিবা'। 21 'ভিবা'। 22 'য়দুনা'। 23 'শে শব শোন্দরি'। 24 'য়ামার'; ক 'আহ্মার'। 25 'ভিবা'। 26 'জিনীয়া'। 27 'ভিবা'। 28 ক 'সাত'। 29 'লাড়াই'। 30 'চৌদ্ধ বোড়ি মনির্ষ কাটীলাম'।

চৌদ্দ পন মনুষ্য [1] কাটি [2] সাত শত লস্কর [3] ।
হস্তী [4] ঘোড়া কাটিলাম [5] তেসট্টি [6] হাজার ॥
যুদ্ধেত [7] হারিয়া নৃপ [8] গেল পলাইয়া ।
তার বেটী বিভা [9] কৈলাম মহিম জিনিয়া ॥
এ চারি সুন্দরী বধু [10] পুরীর ভিতর ।
এক প্রাণি [11] নিয়া জাবে দেশ দেশান্তর ॥
রাজাএ বলে [12] সুন [13] মাও মৈনামতি আই [14] ।
আজ্ঞা কর [15] মাতা [16] মোরে পুরী মধ্যে [17] জাই ॥
এ বুলিয়া গেল রাজা পুরীর [18] ভিতর ।
বধূ চারি [19] চলি আইল রাজার গোচর ॥ * ॥

রাগ পয়ার ছন্দ [20] ।

কান্দএ অদুনা নারী [21] কান্দএ পদুনা ।
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চাসোনা ॥
অদুনার [22] কান্দনে গাবীর [23] গাব ছাড়ে [24]
পদুনার কান্দনে সমুদ্রে [25] উজান ধরে ॥
রতনমালার [26] কান্দনে প্রাণি [27] নহে স্থির [28] ।
পদ্মমালার [29] কান্দনে মেদিনী [30] জাএ চির [31] ॥
চারি নারী [32] কান্দে রাজার গলাএ [33] ধরিয়া ।
মৈনামতি বোলে তুমি জাবে যোগী [34] হৈয়া ॥

1 'চৌর্দ্ধ পোয়ন মনির্শ্ব'। 2 'কাটী'। 3 'শাত সত্ত লশ্‌কর'। 4 'হ'স্ত'। 5 'কাটীলাম'। 6 'ত্রিশট্টি'। 7 'জুধ্যেত'। 8 'নির্প'। 9 'বিবা'। 10 'ছারি শোন্দরি বধূ'; ক 'রৈব'। 11 'প্রানি'। 12 'ভলে'। 13 'সুন'। 14 'য়াই'। 15 'ক্র'। 16 'মাথা'। 17 'পুরি মএধ্যে'। 18 'পুরির'। 19 'বধু ছারি'। 20 'পএয়ার চন্দ'। 21 'য়দুনা নারি'। 22 'অর্ধুনার'। 23 'গাবির'। 24 'ছারে'। 25 'শমুদ্রে'। 26 'রত্তনমালার'। 27 'প্রানি'। 28 'শ্‌তির'। 29 'পর্দ্ধমালার'। 30 'মেধ্যনি'। 31 'ছিব'। 32 'ছারি নারি'। 33 ক 'চরণে'। 34 'জুগি'।

জে দেশে জাইবা প্রিয়া সে[1] দেশে জাইব।
ধরিয়া যোগীর[2] বেশ সঙ্গতি[3] থাকিব ॥
তুমি সে যোগিআ[4] রাজা আমিত যোগিনী[5]।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনী[6] ॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্ধি[7] দিব ভাত।
ছাড়িয়া[8] না দিমু তোমা[9] শোন প্রাণনাথ[10] ॥
এক সন্ধ্যা[11] রান্ধি[12] ভাত দুই সন্ধ্যা[13] খিলাএমু[14]
হাটিতে নারিলে রাজা কোলে করি[15] লইমু ॥
রাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া[16] জাইবা।
সে পন্থে বাঘের ভয়[17] দেখি ডরাইরা ॥
খাউক বনের বাঘে[18] তারে নাহি ডর।
তোমা[19] আগে মৈলে হইব সাফল্য[20] মোহর ॥
জে দিনে আছিলু[21] শিশু[22] বাপ মাএর ঘরে।
সে দিন না গেলা প্রিয়া দূর[23] দেশান্তরে ॥
[অখন] যৌবন[24] হৈল তোমা বিদ্যমান[25]।
তুমি যোগী[26] হইলে প্রভু[27] তেজিব জীবন[28] ॥
জখনে বাপের বাড়ি জাইতে চাইল[29] আমি।
চুলে[30] ধরি মারিবারে মোরে চাইলা[31] তুমি[32] ॥
জে [দিন] অদুনার[33] মাথে ছোট[34] ছিল চুল[35]।
সে দিন তোমার[36] মাএ নিল পান ফুল ॥

1 'শে'। 2 'যুগির'। 3 'শঙ্গতি'। 4 'যুগীআ'। 5 'যুগিনি'। 6 'দিবশে রজনি'। 7 'রান্দি'। 8 'ছারিয়া'। 9 ক 'তোহ্মা'। 10 'প্রাননাথ'। 11 'শৈন্দা'। 12 'রান্দি'। 13 'সৈন্দা'। 14 ক 'খাওাইমু'। 15 'কর্‌ছ'। 16 'হাটীয়া'। 17 'শে পন্থে ভ্রার্গের ভএ'। 18 'ভ্রার্গে'। 19 ক 'তোহ্মা'। 20 'শাফৈল্ল'। 21 'অাছিলু'। 22 'শিষু'। 23 'দুর'। 24 'জোবন'। 25 'বিদ্ধমান'। 26 'যুগি'। 27 'প্রভূ'। 28 'জিবন'; ক 'পরান'। 29 'ছাইল'। ক 'আহ্মি'। 30 'ছুলে'। 31 'ছাইলা'। 32 'তুমী'। 33 'অদুনার'। 34 'ছুট'। 35 'ছুল'। 36 ক 'তোহ্মার'।

এক বৎসরের[1] কালে নিত্য আইল[2] গেল।
পঞ্চ বৎসরের[3] কালে দেখি[4] জোড়া দিল ॥
সপ্ত বৎসরের[5] কালে আনি[6] বিভা[7] কৈলা।
নব বৎসরের[8] কালে মন্দিরেত নিলা ॥
তুমি সাত[9] আমি পাচ[10] এমত কালের বিয়া।
হীরা মন মাণিক্য[11] মুক্তা লক্ষ[12] দান দিয়া ॥[13]
মোর ভৈন[14] অদুনারে[15] পাইলা বেভার।
ধন রত্ন মোর বাপে যাচিল[16] অপার[17]।
সকল ছাড়িয়া আইল ভগ্নীএ[18] আমার[19]।
ছোট কালের বন্ধু[20] মোরা জানিয় তোমার[21] ॥
আপনার হস্তে প্রভু[22] তৈল[23] গিলা দিলা।
আবেব কঙ্কই দিয়া কেশ বিলাসিলা ॥
লক্ষ[24] টাকার[25] জাদ দিলা চুল বান্ধিবার[26]।
লক্ষ[27] টাকার[28] খোপা দোলে পিষ্টের উপর ॥
পিন্ধিবারে[29] দিলা প্রভু মেঘনাল[30] সাড়ি।
জেই সাড়ির মূল্য[31] ছিল বাইস কাহন[32] কৌড়ি
পাএতে পিন্ধাএলে[33] রাজা সোনার নেপুর।
হাটিতে চলিতে বাজে ঝামুর জুমুর ॥
নিজ হস্তে[34] কাম সিন্দূর[35] কপাল ভরি দিলা।

1 'বশ্চরের'। 2 'য়াইল'। 3 'বশ্চরের'। 4 'দেখী'। ক 'সপ্তম বছরের'। 6 'য়ানি'। 7 'ভিবা'। 8 'বশ্চরের'; ক 'নবম বছরের'। 9 'শাত'। 10 ক 'তুহ্মি সাত আহ্মি পাচ'। 11 'মানিক্ষ'। 12 'লৈক্ষ'। 13 ক 'হীরা মন মাণিক্য কাঞ্চন রত্ন দিয়া'। 14 'বৈন'। 15 'য়ড়ুনারে'। 16 'জাছিল'। 17 'য়পার'। 18 'বৈগ্নিএ'। 19 ক 'আনিলা ভগ্নীরে আহ্মার'। 20 'বন্দু'। 21 ক 'তোহ্মার'। 22 'প্রহু'। 23 'তৈল্ল'। 24 'লৈক্ষ'। 25 ক 'তঙ্কার'। 26 'ছুল বান্দিবার'। 27 'লৈক্ষ'। 28 ক 'তঙ্কার'। 29 ক 'পিন্দিবারে'। 30 'মেগনাল'। 31 'শাড়ির মুল্ল'। 32 'বাইশ কাহোন'। 33 'পিন্দাএলে'। 34 'হশ্তে'। 35 'শিন্দুর'।

জোড় মন্দির ঘরে নিয়া রূপ রঙ্গ চাএলা [1] ॥
এহেন দয়ার বন্ধু [2] কি দোসে ছাড়িলা [3] ।
হেন প্রিয়া ছাড়ি [4] কেনে বিদেশে চলিলা ॥
তোমার আমার নষ্ট [5] কৈল জেই জন।
নষ্ট করুক [6] তার প্রভু নিরঞ্জন ॥
আহে প্রভু গুননিধি কি বুলিলা বাণী [7] ।
সুনিতে বিদরে বুক [8] না রহে পরাণি [9] ॥
বনে থাকে হরিণী [10] বনে ঘর বাড়ি [11] ।
প্রেমের কারণে [12] কাকে কেহ না জাএ ছাড়ি [13] ॥
সর্ব্ব [14] দিন চরা [15] করে বনের ভিতর।
সন্ধ্যাকালে [16] চলি জাএ আপনা বাসর [17] ॥
হরিণা [18] জাএ আগে আগে হরিণী [19] জাএ পাছে।
সর্ব্বদুঃখ পাসরএ [20] স্বামী [21] থাকে কাছে ॥
[সেই পশুর বুদ্ধি নাই তুহ্মি রাজার ঠাই।
এতবারে আহ্মি নারী রাজা তোহ্মারে বুঝাই ॥] [22]
আঠার বৎসর [23] হৈল তুমি [24] অধিকারী [25] ।
এ বার বৎসর [26] হৈল মোরা চারি নারী [27] ॥
এ বুলিয়া চারি বধূ [28] পুরী প্রবেশিল [29] ।
ঘরে [30] গিয়া চারি বধূ [31] যুক্তি বিমর্শিল [32] ॥

1 'ছাএলা'। 2 'দএয়াব বন্দু'। 3 'দোশে ছারিলা'। 4 'ছারি'। 5 'নশ্‌ট'; ক 'তোহ্মাবে আহ্মাব নষ্ট (?)। 6 'কউরূক'। 7 'বানি'। 8 'ষুনীতে বিধরে বুক্ষ'। 9 'পরানি'। 10 'হ'রনি'। 11 'বারি'। 12 'প্রের্ম্মের কারনে'। 13 'ছারি'। 14 'শর্ব্ব'। 15 'ছরা'। 16 'শৈন্দা কালে'। 17 'বাশর'। 18 'হরিনা'। 19 'হরিনি'। 20 'শর্ব্ব দুক্ষ পাশরএ'। 21 'শ্বোমি'। 22 'সেই পশুর বুদ্ধি' ইত্যাদি দুই পুংক্তি ক পুঁথি হইতে গৃহীত। 23 'আটার বৎশ্চর'। 24 ক 'তুহ্মি'। 25 'য়দিকারি'। 26 'বৎশ্চর'। 27 'ছারি নারি'। 28 'ছারি বধু'। 29 'পুরি প্রবেসিল'। 30 'গোরে'। 31 'ছারি বধু'। 32 'বিমাশিল'।

অদুনাএ বোলে বৈন গ পদুনা সুন্দর [1]।
সাত [2] কাইতের বুদ্ধি [3] আমার [4] ধড়ের ভিতর ॥
নানা বর্ণে [5] চারি [6] বৈনে করিয়া সাজন।
রাজা ভেটিবারে [7] চলে [8] সহৃষ মন ॥
সুনহে [9] রসিক [10] জন এক চিত্ত [11] মন।
কহেন ভবানীদাস [12] অপূর্ব্ব কথন ॥*

রাগ পয়ার [13] লগিয়ত।

আমি ডাকি এরূপ যৌবন [14] কালে ॥ [ধুআ] ॥ [15]
অদুনাএ পিন্ধে [16] কাপড় মেঘনাল [17] শাড়ি।
সেই শাড়ির মূল্য [18] ছিল বাইস লাখ [19] কৌড়ি।
পদুনাএ পিন্ধে [20] কাপড় তনে বান্ধি [21] নেত।
মাঞ্জা করে ঝলমল বনের সুন্দি বেত ॥
রতনমালাএ পিন্ধে [22] কাপড় নামে জে তসর।
আন্ধারিয়া [23] ঘর জান [24] আপনে পশর ॥
কাঞ্চনমালাএ পিন্ধে [25] কাপড় নামে খিরবলি।
রূপ দেখি তপভঙ্গ ভুলিএ [26] জাএ অলি [27] ॥
রাম-লক্ষণ [28] দুই মুট শঙ্খ [29] হস্তে [30] তুলি দিল
পূর্ণমাসীর [31] চন্দ্র জেন আকাশে [32] উলিল ॥
খঞ্জন গমন জাএ রাজার গোচরে।
হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে [33] যৌবনের ভারে।

1 'সোন্দর'। 2 'শাত'। 3 'বুর্দ্ধি'। 4 'য়ামার'। 5 'ব্রন্নে'। 6 'ছারি' 7 'ভেটীবাবে'। 8 ক পুঁথি। 9 'সুণহে'। 10 'রশিক'। 11 'ছিত্ত'। 12 'ভবানিদাস'। 13 'পএয়ার'। 14 'জোবন'। 15 ধুআটি আদর্শ পুঁথিতে অধিক আছে। 16 'য়দুনাএ পিন্দে'। 17 'মেগনাল'। 18 'সেই সারির মুল্ল'। 19 'লাক'। 20 'পিন্দে'। 21 'বান্দি'। 22 'রত নমালাএ পিন্দে'। 23 'আন্দারিয়'। 24 ক 'জলে'। 25 'পিন্দে'। 26 'বুলিএ'। 27 'য়লি'। 28 'রাম লক্কন'। 29 'শক্ক'। 30 'হশ্তে'। 31 'পুন্যিমাসের'। 32 'যাকাশে'। 33 'ডুলিয়া পরে'।

রঙ্গমালা পুষ্প [1] ফলে ভাঙ্গি পড়ে ডাল।
নারী [2] হইয়া যৌবন রাখিব [3] কথকাল ॥
কতকাল রাখিবে যৌবন [4] আঞ্চলে বান্ধিয়া [5]।
বাহের হৈল যৌবন [6] হৃদয় ফাটিয়া [7] ॥
নেতে বান্ধিলে [8] যৌবন [9] নেতে [10] হৈব ক্ষয় [11]।
প্রথম যৌবন [12] গেলে কেহ কার নয় [13] ॥
স্বামীএ [14] দিছে কাপড় নারীর [15] পালন।
কাপড় দেখিয়া [16] সবের না জুড়ায় প্রাণ [17] ॥
এতেক সুতার [18] কাপড় না শোনএ বোল।
তা দেখিয়া [19] চারি নারীর [20] না জুড়ায় [21] কোল ॥
নেতে বান্ধিলে [22] যৌবন [23] চটক্রিয়া উঠে [24]।
স্বামীকে [25] পাইলে যৌবন [26] কবু নাহি টুটে ॥
ধান চাউল বসন [27] নহে গোলা বান্ধি থুইমু [28]।
রাজাএ রাজাএ যুদ্ধ নহে মাল জোগাইমু ॥
দাবিদারের দাবি নহে খোশাইয়া দিমু।
বাদসাই জাচক [29] নহে মোহর মারিমু ॥
মালীঘরের পুষ্প [30] নহে বসিয়া গাথিমু [31]।
তেলীঘরের [32] তেল নহে বাজারে বেচিমু [33] ॥
আবের কাঞ্চলি নহে দুই স্তন ঢাকিমু [34]।
সুতার কাপড় [35] নহে ঝাড়া বদলিমু ॥

---

1 'পুষ্প'। 2 'নারি'। 3 'জৌবন রাখীব'। 4 'জৌবন'। 5 'বান্দিয়া'। 6 'জৌবন'। 7 'ফাটীয়া'। 8 'বান্দিলে'। 9 'জৌবন'। 10 'নেত'। 11 'ক্ষএ'। 12 'জৌবন'। 13 'নএ'। 14 'শ্বামিএ'। 15 'নারির'। 16 'দেখীয়া'। 17 'যুরাএ প্রান'; ক 'জীবন'। 18 'সুতার'। 19 'দেখীয়া'। 20 'ছারি নারির'। 21 'জুরাএ'। 22 'বান্দিলে'। 23 'জৌবন'। 24 'চটক্কিয়া উটে'। 25 'শ্বামিকে'। 26 'জৌবন'। 27 'ধান ছাউল বশন'। 28 'ঘোলা বান্দি থুইম'। 29 'বাদশাই জাচ্ছক'। 30 'মালি ঘরের পুষ্প'। 31 'বশিয়া ঘাতিমু'। 32 'তেলিঘরের'। 33 'বেছিমু'। 34 'ডাকিমু'। 35 'কাপর'।

ধর্ম্মঘটী যৌবন [1] মুহি [2] কিরূপে রাখিমু।
যৌবনের [3] ভার মুহি কিরূপে সহিমু [4] ॥
রাজাএ গৌরব করে হস্তী ঘোড়া [5] জাএ।
চারি নারী [6] গৌরব করে গুপীচান্দ [7] রাজাএ ॥
সাধুগণে [8] গৌরব করে জার আছে [9] নাও।
শিশুগণ [10] গৌরব করে জার আছে [11] মাও ॥
বৃদ্ধ [12] বাপে গৌরব করে আর্জনিয়া [13] পুত।
দুই সতিনে [14] গৌরব করে জে জানে অদ্ভুদ [15] ॥
ভূঞ্যা হৈয়া গৌরব করে ধনে আর [16] জনে।
চারি বৈন [17] গৌরব করে প্রথম যৌবনে [18] ॥
এ রূপ যৌবন সব [19] চারি [20] গুন হেরি।
কি কারণে [21] যোগী [22] হোবে দিন দুনিয়া ছাড়ি [23]
তোমার [24] মাএর কথার নির্ণয় [25] না জানি।
হেঁটে গাছ কাটিআ [26] উপরে ঢালে পানি ॥
তোমার আমার [27] নষ্ট কৈল জেই জন।
নষ্ট করুক [28] তারে প্রভু [29] নিরঞ্জন ॥
[হাড়িয়ার লগে যুক্তি হাড়িনীর [30] লগে কথা।
হাড়ি লগে বসি খাএ পান এক বাটা ॥] [31]
বেবুদ্ধিয়া [32] রাজার কুমার বুদ্ধি [33] নাহি তোর।
বৃদ্ধ [34] মাএর কথা রাখ ধড়ের ভিতর ॥

1 'জোবন'। 2 'মহি',। 3 'জো৲নের'। 4 'শহিমু'। 5 'হশ্তি ঘোরা'। 6 'ছারি নারি'। 7 'গুপিছান্দ'। 8 'সাধুগনে'। 9 'য়াছে'। 10 'শিশুগন'। 11 'য়াছে'। 12 'ব্রির্দ্ধ'। 13 'য়ার্জ্যনিয়া'। 14 'শতিনে'। 15 ক পুঁথি; 'জেবা জানে হিত'। 16 'য়ার'। 17 'ছারি বৈইন'। 18 'জোবনে'। 19 'জোবন শব'। 20 'ছারি' 21 'কারনে'। 22 'যুগী'। 23 'দিন দুনীয়া ছারি'। 24 ক 'তোহ্মার'। 25 'নিন্ন্এ'। 26 'কাটীয়া'। 27 ক 'তোহ্মার আহ্মার'। 28 'করক'। 29 'প্রব্‌'। 30 'হারিনির'। 31 'হাড়িয়ার লগে' ইত্যাদি দুই পঙ্‌ক্তি ক পুঁথি হইতে গৃহীত। 32 'বেবুর্দ্ধিয়া'। 33 'বুদ্ধি'। 34 'ব্রির্দ্ধ'।

এহি মাএর বাক্যে [1] রাজা রাজ্য [2] হারাইবা ।
হাতে থাল করি ভিক্ষা মাগি না পাইবা [3] ॥
এহি বাত [4] সুনি [5] রাজা বোলে হাএরে হাএ ।
রহিতে না দিল মোরে মৈনামতি মাএ ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া [6] রাজা স্থির [7] কৈল মন ।
কি বলি প্রবোধ [8] দিব বধূ চারি জন [9] ॥
না জাইব না জাইব প্রিয়া দেশ দেশান্তর ।
সুখে রাজ্য [10] করিব থাকিয়া নিজ ঘর ॥
এহি মত কৈল জদি রাজা অধিকারী [11] ।
হরিস [12] হইল তবে এ চারি সুন্দরী [13] ॥
পারিব পারিব ভৈইন গ [14] রাজা রাখিবার ।
ধরাধরি করি নিল পুরীর [15] ভিতর ॥
এক রাত্রি ছিল রাজা নিকুঞ্জ [16] মন্দিরে।
প্রভাতে [17] চলিয়া গেল মাএর হুজুরে [18] ॥
বসিয়াছে মৈনামতি হরসিত চিত [19] ।
হেন কালে গেল রাজা মাএর বিদিত [20] ॥
সোনার [21] খাটে বৈসে [22] মৈনা রূপার খাটে পাও
দণ্ডকে দণ্ডকে পড়ে [23] শেত চওরের [24] বাও ॥
সর্ব্বজয় [25] নেত নৃপ [26] গলায়ে বান্ধিয়া [27] ।
প্রণাম [28] করিল মাএর চরণে [29] ধরিয়া ॥
জিও জিও গোপীচান্দ [30] নাথে [31] দেউক বর ।
চারি বধূর দুগ্ধ [32] খাইয়া চল দেশান্তর ॥

1 'বাক্কে'। 2 'রাঝা। 3 ক 'মাগি থাইবা'। 4 ক 'বাক্য'। 5 'ষুনি' 6 'ছিন্তিয়া'। 7 'শ্তির'। 8 'প্রবুদ'। 9 'বহু ছারি জন'। 10 'যুক্কে রাজ্য'। 11 'অদিকারি'। 12 'হরিশ'। 13 'ছারি শোন্দবি'। 14 'ঘ'। 15 'পুরির'. 16 'নিকুঞ্জ'। 17 'প্রবাতে'। 18 'হুযুরে'; ক 'গোচরে'। 19 'হরশিত ছিত'। 20 'বিভিত'। 21 'শোনার'। 22 'বৈশে'। 23 'পরে'। 24 'শেক ছোহরের'। 25 'সর্ব্বজএ'। 26 'নির্প'। 27 'গোলাএ বান্দিয়া'। 28 'প্রনাম'। 29 'চরনে'। 30 'গুপিছান্দ'। 31 'নার্থে'। 32 'ছারি বহুর দুগ্দ'।

রাজাএ বোলে সুন মাগ[1] মৈনামতি আই[2]।
পুনি নিবেদন করি তুমি মাএর ঠাই[3] ॥
আরের মাহে বেটা চাহে[4] রাখিব'রে ঘরে।
তুমি[5] মাএ কহ মোরে যোগী[6] হইবারে ॥
আর মাএ পুত্র দেখি[7] দুগ্ধ[8] ভাত খিলাএ[9]।
নাতি পতি লৈয়া ঘরে আনন্দে গোঁয়াএ ॥
তুমি[10] মাএর হিয়াখানি পাথরে বান্ধিয়া[11]।
নিত্য প্রতি কহ মোরে জাইতে যোগী[12] হৈয়া ॥
অন্ন[13] খাইতে মোকে তুমি[14] মানা কৈলা পুন[15]
পান খাইতে মোকে তুমি[16] মানা কৈলা চুন[17] ॥
যাাতে সুইতে[18] মোকে যেহেন মানা কৈলা।
মাও মোর প্রাণের বৈরী[19] কি হেতু হৈলা ॥
গর্ভশোগা[20] বুলিয়া পুত্রেরে[21] গালি দিলা।
মরি কেনে নাহি গেলা জখনে জন্মিলা[22] ॥
চালে[23] কেনে না জন্মিলা[24] চাল কুমরা[25] হৈয়া
ঘরে ঘরে কাটি[26] খাইত বাটিয়া বাটিয়া[27] ॥
হাবুদ্ধিয়া গুবিচান্দ[28] বুদ্ধি[29] নাহি দিলে।
সর্ব্বধন[30] হারাইলা চারি নারী[31] ভোলে ॥
সে সমে[32] কহিলাম পুনি জানিয় নির্ণএ[33]।
নাঙ্গল গড়াএ[34] জে মাটিএ জাএ খএ ॥

1 'মাঘ'। 2 'য়াই'। 3 'টাঞি'। 4 'ছাহে'। 5 ক 'তুহ্মি'। 6 'যুগি'। 7 'পুত্র দেখী'। 8 'দুগ্দ'। 9 ক 'খাওাএ'। 10 ক 'তুহ্মি'। 11 'পাত্যরে বান্দিয়া'। 12 'জুগি'। 13 'অন্ন'। 14 ক 'তুহ্মি মোকে'। 15 মু° পু° 'শুন'। 16 ক 'তুহ্মি'। 17 'ছন'। 18 'শেজ্যাতে সুইতে'। 19 'প্রানের বৈরি'। 20 'গর্দশোগা'; মু° পু° 'গর্দছারা'। 21 'পুত্রেরে'। 22 'জর্ম্মিলা'। 23 'ছালে'। 24 'জর্ম্মিলা'। 25 'ছাল কামরা'। 26 'কাটা'। 27 'বাটীয়া বাটীয়া'। 28 'হাবুর্দ্ধিয়া গুবিছান্দ'। 29 'বুদ্ধি'। 30 'শর্ব্বধন'। 31 'ছারি নারি'। 32 'শে শমে'। 33 'নির্ণএ', ক 'নিশ্চয়' 34 'ঘরাএ'।

থোড় কলা বাদুড়ে [1] খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ।
তুমি [2] রৈলে ঘরে পুত্র [3] সর্ব্ব [4] নষ্ট হএ॥
মর্দ্দে মর্দ্দে [5] সংগ্রাম [6] কৈলে হএ মহা জস।
নারীর সনে সংগ্রাম কৈলে হরে মহারস॥ [7]
তোমারে [8] বুজান জে বর্ব্বরের চাস [9]।
জে জিব সতেক অব্দ [10] না জিব পঞ্চাশ॥
ব্যাঘ্রের সাক্ষাতে [11] জেন গোরু সমর্পিলা [12]।
মৎস্য [13] পশরি জেন উদকে রাখিলা॥
মান কচু [14] পশরি তুমি [15] থুইয়াছ হেঁজা।
খিঙ্গিরের হাতে রাজা [16] সমর্পিলা [17] গেজা॥
ধান্য গোলা [18] পশরি তুমি [19] উন্দুর থুইলা।
কাকের সমক্ষে [20] রাজা মরিচ সমর্পিলা [21]॥
এ সব স্তুনিয়া [22] রাজা বোলে হাএ হাএ।
রহিতে না দিল ঘরে মএনামতি মাএ॥
উড়ি [23] জাএ পক্ষিরাজ না পারি দেখিতে।
এহি তথ্য বুদ্ধি জ্ঞান [24] জানিব কেমতে॥
এমন জুগিয়ার বেটা মনে নাহি ভএ।
তোমার সাক্ষাতে [25] বেটা ব্রহ্মজ্ঞান [26] কএ॥
এত স্তুনি [27] মৈনামতি বুলিল বচন।
সোন সোন [28] আছে রাজা সে সব [29] কথন॥

1 'বাধুরে'। 2 ক 'তম্বি'। 3 'পুত্র'। 4 'শর্ব্ব'। 5 'ম্রর্দ্ধো ২'। 6 'শংগ্রাম'। 7 ক পুঁথি; আদর্শে 'নাবিব লগে শংগ্রাম কৈলে পাএ মোহারস'। 8 ক 'তোমাকে'। 9 'ব্রর্ব্বরের ছাস'। 10 'য়ব্ধা'; মু॰পু॰ 'বর্ষ'। 11 'ভ্র্যার্গের শাক্ষাতে'। 12 'গোরূ শম্পিলা'। 13 'মৈৎশ্চ'। 14 গ পুঁথি; আদর্শে টান কছ'। 15 ক 'তুম্বি'। 16 ক 'প্রভু'। 17 'সম্পিলা'। 18 'ধ্যান ঘোলা'। 19 ক 'তুম্বি'। 20 'কাঁকের শমুক্ষে'। 21 ক পুথি; আদর্শে 'মৈৎশ্চ শম্পিলা'। 22 'শব যুনিয়া'। 23 'উরি'। 24 'তর্থ্য বুর্দ্ধি জ্ঞান'। 25 'শাক্ষাতে'। 26 'ভ্রহ্মজ্ঞান'। 27 'যুনি'। 28 'শোন শোন' ও হইতে পারে। 29 'শে শব্'।

বৈস বৈস [1] আহে বাপু বাটার পান খাও।
জে রূপে পাইছি জ্ঞান তারে শুনি [2] জাও॥
শিশুকালে বিভা দিল বাপে আর [3] মাএ।
ঘন ঘন বাপের বাড়ি জাইতুম অবসরায় [4]॥
ভাল ব্রাহ্মণের [5] বেটী সংহতি করিয়া।
রন্ধনের [6] খেলা খিলে [7] দর্খলে বসিয়া [8]॥
হেন কালে পূর্ব্বেত [9] গোর্খ পশ্চিমেতে জাএ।
বার বচ্ছর [10] ধরি গোর্খ শূন্যেতে ভ্রমএ [11]॥
দেশে দেশে ভ্রমে [12] তবে জতিশা গোর্ক্ষাএ।
সতী কন্যার [13] লাগ গোর্খে কবু নাহি পাএ॥
শূন্যে [14] থাকিয়া গুরু [15] আমাকে [16] দেখিল।
মোরে দেখি গোর্খনাথে রথ নামাইল॥
ধর ধর করি নাথে [17] সিঙ্গাতে দিল রাও।
তা শোনিয়া শিশুগণের চমকিত গাও [18]॥
মোরে দেখি [19] গোর্খনাথের ক্ষুধা [20] উপজিল।
বার বছরের ভক্ষা অন্ন [21] জে মাগিল॥
লড় দিয়া গেল আমি [22] পুরের ভিতর।
মুষ্টেক না পাইল অন্ন [23] করিয়া বিচার [24]॥
কাচা [25] হাঁড়ি কাচা [26] পাতিল এক অন্ন রান্ধিয়া [27]
ঘৃস্তে [28] মলিয়া ভাত দুগ্ধেত [29] মাখিয়া॥
লাহুর থালেতে অন্ন [30] দিলেন্ত আনিয়া।
হস্তে হস্তে নাথে [31] পুনি লইল আসিয়া [32]॥

1 'বৈর্ষ বৈর্ষ'। 2 'মুনি'। 3 'ম্বার'। 4 'জাইত ম্বতুনাএ'। 5 'ভ্রার্ম্মনের'। 6 'রান্দনের'। 7 ক 'খেলে'। 8 'বশিয়া'। 9 'পুর্ব্বেত'। 10 'বৎশ্চর'। 11 'শর্নেত ভ্রর্ম্মএ'। 12 'ভ্রর্ম্মে'। 13 'সতি কৈন্যার'। 14 'সন্যে' 15 '...'। 16 ক 'আম্বাকে'। 17 'নাতে'। 18 'শিশুগনের চমশিত গাও'। 19 'দেখী'। 20 'খোর্থনাতের খুদা'। 21 'বার বৎশ্চরের ভৈক্ষক ম্বন্ন'। 22 'ম্বামি; ক 'আম্মি'। 23 'ম্বন্ন'। 24 'বিছার'। 25, 26 'কাছা'। 27 'ম্বন্ন রান্দিয়া'। 28 'গ্রেতে'। 29 'দুগ্‌দেত'। 30 'ম্বনা'। 31 'নাতে'। 32 'আশিয়া'। 33 গ 'সাগরের তীরে

অন্ন[1] লৈয়া গোর্খনাথে[2] মনে মনে গুণে[3]।
সতী[4] কি অসতী কন্যা[5] বুজিমু কেমনে॥
বার সূর্য্যের[6] তাপ সিদ্ধা[7] তলপ করিল।
জত্তেক সূর্য্যের[8] তাপ মৈনার গাএ[9] দিল॥
চৈত্র মাসের[10] রৌদ্র তাপে ধর্ম্ম ধূলি উড়ে[11]।
মাথার ঘাম[12] মৈনামতি[র] পদতলে[13] পড়ে॥
জখনে গোর্খনাথে[14] খাএ দুগ্ধ[15] ভাত।
তখনে আরম্ভি ছত্র[16] ধরিল মাথাত॥
তা দেখিয়া[17] গোর্খনাথে[18] মনে মনে গুণে[19]।
এমন সুন্দরী[20] জাবে জমের ভবনে[21]॥
অত্রেথা হৈল সিদ্ধা খিতির[22] উপর।
এক নাম রাখি জাবে মেহ্রাকুল শহর॥
আন্ত[23] মাটী আছে কিছ মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে॥
আর আছে[24] আন্ত[25] মাটী তরপের দেশ।
চাটীগ্রাম[26] পূর্ব্বমাটী[27] জানিবা বিশেষ[28]॥
তবে হস্তে[29] ধরি গোর্খে রথে তুলি[30] লৈল।
রথখান কুদাইয়া বিক্রমপুরে নিল॥[31]

মুই সান জে করিয়া। যত কিছু ইষ্টদেব সব প্রণামিয়া॥ কাচা হাড়ি কাচা পাতিল অন্ন জে রান্দিয়া। ঘৃতেত মাখিয়া ভাত দুগ্ধেত মলিয়া॥ আউটা দুগ্ধ চম্পাকলা অন্য মধ্যে দিয়া। সোনার থালে করি অন্য লই গেলুম বারিয়া॥ অন্য রান্দি মইনামতী ভক্তিভাব হৈয়া। লোউর থালে করি অন্য দিলুম জে ঢালিয়া॥' 1 'য়ন'। 2 'গোর্খনাতে'। 3 'ঘুনে'। 4 'সতি'। 5 'কৈন্যা'। 6 'ষুর্জের'। 7 'সির্দ্ধা'। 8 'ষুর্জের'। 9 'ঘাএ'। 10 'চৌত্রি মাশের'। 11 'ধর্ম্মধুলি উরে'। 12 'ঘামে'। 13 'পর্দ্ধতলে'। 14 'গোর্খনাতে'। 15 'দুগ্দ্ধ'। 16 'চত্র'। 17 'দেখীআ'। 18 'গোর্খনাতে'। 19 'গুনে'। 20 'সোন্দরি'। 21 'ভোবনে'। 22 'খেতির'। 23 'আর্দ্ধ'। 24 'য়াছে'। 25 'আইধ্য'। 26 'ছাটীগ্রাম'। 27 'পুর্ব্বমাটী'। 28 'বিশেশ'। 29 'হশ্তে'। 30 'থুলি'। 31 ক পুঁথিতে 'রথ খানা খেদাইয়া মোরে বিক্রম পুর নিল॥'

যোগীঘাট [1] করি নাথে [2] ঘাট বানাইল।
সেই [3] ঘাটে স্নান [4] করি পাপ বিনাশিল॥
যোগীঘাটে [5] স্নান কৈলে সর্ব্ব পাতক হরে [6]।
জর্ম্মের পাতক হরে জাএ স্বর্গপুরে [7]॥
আধারি বিচারি [8] নাথে এক বট পাইল।
দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে [9] বট বৃক্ষ [10] হইল॥
আধারি বিচারি [11] নাথে [12] এক চাউল [13] পাইল।
কাচা [14] পাতিলাতে অন্ন [15] রন্ধন [16] করিল॥
বার কোটী [17] যোগী [18] আইল তের কোটী [19] চেলা।
ছয় মাসের পন্থ জুড়ি আসিয়া মিলিলা॥ [21]
এক চাউলের ভাত [22] উন কোটী সিদ্ধাএ [23] খাইল।
আর এক সিদ্ধার [24] ভাত পাতিলে রহিল॥
সে অন্ন [25] খাইয়া সিদ্ধা [26] বোলে জএ জএ।
মৈনামতিরে গোর্খনাথে ব্রহ্মজ্ঞান [27] কএ॥
প্রথমে কহে গুরু [28] মস্তকে [29] দিয়া হাত।
মাটি হোতে মএনামতির বাড়ুক [30] হাএয়াত॥
তবে জ্ঞান কহে সিদ্ধা [31] অস্থি আর সন্ধি [32]।
জর্ম্মে জর্ম্মে কৈল নাথে [33] পীড়া [34] খারা বন্দি॥

1 'যুগিঘাট'। 2 'নাতে'। 3 'শেই'। 4 'শ্নান'। 5 'জুগিঘাটে'। 6 'হোরে'। 7 'শর্গ্যপুরে'। 8 'বিছারি'। 9 'মৈধে'। 10 'ব্রেক্ষ'। 11 'আদারি বিছারি'। 12 'নাতে'। 13 'ছাউল'। 14 'কাছা'। 15 'য়ন্ন'। 16 'রন্দন'। 17 'কৌটী'। 18 'যুগি'। 19 'কৌটী'। 20 'ছেলা'। 21 'চএ মাশের পন্থ যুড়ি য়াশিয়া মিলিলা'। 22 'ছাউলের বাত'। 23 'উন কোটী শিদ্ধাএ'। 24 'শিদ্ধাব'। 25 'শে য়ন্ন'। 26 শিধ্যা'। 27 'গোর্খনাতে ভ্রর্ম্মজ্ঞান'। 28 'গুরূ'। 29 'মশ্‌তকে'। 30 'বাড়ক'। 31 'শিধ্যা'। 32 'য়ন্দি য়ার ছন্দি'; 33 'নাতে'। 34 'পিরা'।

তবে জ্ঞান কহে গোর্খ অনাদির তত্ত্ব [1] ।
আপনে জম্ রাজাএ [2] লেখি [3] দিল্ খত ॥
তবে জ্ঞান কহি দিল ব্রহ্মজ্ঞান [4] বুলি ।
জমের সহিতে [5] রাজা কৈল কোলাকুলী ॥
মৈনামতির নামে লেখা ফেলিল ফারিয়া ।
আড়াই অক্ষর [6] জ্ঞান কহে কর্ণতলে [7] নিয়া ॥
অগ্নিএ না জাবে পোড়া [8] পানিতে না হএ তল [9] ।
লোহার অস্ত্র [10] না ফুটিব [11] শরীর [12] কুশল ॥
গুরু [13] বোলে দিনে মৈলে মএনামতি আই [14] ।
সূর্য্য বান্ধি [15] মাঙ্গাইব এড়াএড়ি [16] নাই ॥
রাত্রিতে পড়িয়া মৈলে মএনামতি আই ।
চন্দ্র বান্ধি [17] মাঙ্গাইব এড়া এড়ি [18] নাহি ॥
বাড়িতে পড়িয়া [19] মৈলে মৈনামতি আই [20] ।
জম বান্ধি [21] মাঙ্গাইব এড়াএড়ি [22] নাহি ॥
[খাণ্ডাএ কাটা গেলে ময়নামতী আই ।
চণ্ডীবে বান্ধিয়া লৈমু এড়াএড়ি নাই ॥] [23]
আমি [24] দিলাম ব্রহ্মজ্ঞান [25] তোমরা দেয় বর ।
চন্দ্র সূর্য্য মরণে [26] জিয়াব [বে] লা আড়াই [27] পহর ॥

1 'তত্ত'। 2 আদর্শে 'রাজাএ' শব্দের পর 'নিজে' শব্দ অধিক আছে। 3 'ে 4 'ভ্রর্ম্ম জ্ঞান'। 5 'শহিতে'। 6 'য়ক্ষর'। 7 'কুন্নতলে'। 8 'পোরা'। 9 মু০ পু০ 'জলে নহে তল'। 10 'য়স্ত্র'। 11 'ফুটীব'। 12 'শরির'। 13 'গুরূ'। 14, 20 'য়াই'। 15 'সুর্জ্য বান্দি'। 16, 18, 22 'এরাএরি'। 17, 21 'বান্দি'। 19 'পরিয়া'। 23 'খণ্ডাএ কাটা গেল' ইত্যাদি দুই পঙ্‌ক্তি ক পুঁথি হইতে গৃহীত। 24 ক 'আহ্মি'। 25 'ভ্রর্ম্মজ্ঞান'। 26 'চন্দ্র সুর্জ্য মরনে'। 27 'আরাই'।

বাপ মাহে নাম থুইল শিশুমতী আই[1]।
গোর্খনাথে থুইল নাম সুন্দর[2] মৈনাই ॥
শূন্যে[3] নিয়াছিল গুরু[4] শূন্যে আনি[5] দিল।
বাপ মাএ কেহ মোর উদ্দেশ[6] না পাইল ॥
এরূপে পাইল জ্ঞান[7] গোর্খনাথ স্থানে[8]।
সকল[9] কহিল আমি তুমি পুত্র সনে[10] ॥
হেন জ্ঞান জদি তুমি[11] আপনে জানিতা।
তবে কেনে পড়ি মৈল আমাদের[12] পিতা ॥
হেন জ্ঞান জানি তুমি কন কার্য্য[13] কৈলা।
মোর পিতা মাণিকচান্দ[14] কি হেতু মরিলা ॥
বৈস বৈস গুপিচান্দ[15] বাটার পান খাও।
তোর বাপে না লৈল জ্ঞান তারে সুনি[16] জাও ॥
তোর বাপের ঘর ছিল সক্কছুরা মাটী।
তাহাতে বিছাইল পুনি গঙ্গাজল পাটী ॥
পাটীর উপরে গালিচা[17] মনরঙ্গ।
পুষ্পের[18] বিছান তাতে পুষ্পের[19] পালঙ্গ ॥
নেতের শয্যা[20] পালাইয়া চান্দয়া[21] টাঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ[22] রাজা মাণিকচান্দ আনিলাম[23] ডাকিয়া ॥
হের আইস মাণিকচান্দ[24] প্রভু গদাধর।
আড়াই অক্ষর[25] জ্ঞান রাখ ধড়ের[26] ভিতর ॥

---

1 'য়াই'। 2 'শোন্দর'। 3 'শন্যে'। 4 'গুরূ'। 5 'শন্যে য়ানি'। 6 'উধ্যেশ'। 7 ক 'নাম'। 8 'গোর্খনাথ শ্‌তানে'। 9 'শকল'। 10 'য়ামি তুমি পুত্র শনে'; ক 'আহ্মি তুহ্মি পুত্র স্থানে'। 11 'তুহ্মি জদি'। 12 ক 'আহ্মাদের'। 13 'কাএর্য্য'। 14 'মানিকছান্দ'। 15 'বৈশ বৈশ গুপিছান্দ'। 16 'যুনি'। 17 'গালিছা'। 18, 19 'পুষ্পের'। 20 'শৈর্জ্যা'। 21 'ছান্দয়া'। 22 'ব্রির্দ্ধ্য'। 23 'মানিকছান্দ য়ানিলাম'। 24 'য়াইশ মানিকছান্দ'। 25 'ঐক্ষর'। 26 'ধরের'।

কিছু [1] জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর [2] ।
পৃথিবী [3] টলিলে না জাইবে জম ঘর ॥
তোর বাপে বুলিলেক তিলকচান্দের ঝি [4] ।
তোর জ্ঞান লইলে আমার [5] হোবে কি ॥
তুমি [6] হও মোর ঘরের জে স্তিরি [7] ।
আমি [8] নাকি হই তোমা [9] ঘরের জে গিরি [10] ॥
ঘরের রমণী স্থানে [11] জ্ঞান জে সাধিমু [12] ।
গুরু [13] বুলি কোন মতে পদধূলি [14] লৈমু ॥
অক্ষরে [15] গুরু [16] হএ করাএ দাবিদারী [17] ।
প্রথমে পেলাম [18] করি ঘরের জে নারী [19] ॥
প্রাণের [20] কাতর হই তোমা জ্ঞান লৈমু ।
যজ্ঞ [21] নষ্ট পুরুষ [22] হৈলে নরকে জাইমু ॥
তোমার জে এহি জ্ঞানে মোর কার্য্য [23] নাহি ।
সব [24] জ্ঞান কহি দিও গুবিচান্দ ঠাঞি [25] ॥
এহি মতে তোর বাপে জ্ঞান কৈল হেলা ।
হেন কালে তিন সন্ন্যাসী [26] দর্শনে মিলিলা ॥
দান না দেএ সন্ন্যাসীরে [27] বিদায় [28] না দেএ কৈয়া ।
কৃপণতা [29] কৈল রাজা ছাড়ি [30] গেল দএয়া ॥
সন্ন্যাসী [31] লইয়া গেল কামেশ্বর বাণ [32] ।
শূন্যে [33] থাকি ডাক দিয়া লই গেল প্রাণ [34] ॥

1 ক ; আদর্শে 'কিস্তু'। 2 'আরাই য়ক্কর'। 3 'পৃথিস্তি'। 4 'তিলক ছান্দের জিই'। 5 ক 'আম্মার'। 6 ক 'তুহ্মি'। 7 'শ্‌তিরি'। 8 ক 'আহ্মি'। 9 ক 'তোহ্মা'। 10 'ঘিরি'। 11 'রমনি শ্‌তানে'। 12 'সাদিমু'। 13, 16 'গুরূ'। 14 'পর্দ্ধ ধুলি'। 15 'ঐক্করে'। 17 'দাবিধারি'। 18 ক 'প্রণাম'। 19 'নারি'। 20 'প্রানের'। 21 'জৈজ্ঞ'। 22 'পুরূষ'। 23 'কার্য্য'। 24 'শব'। 25 'গুবিছান্দ টাঞি'। 26, 31 'শন্ন্যাশি'। 27 'শন্ন্যাশিরে'। 28 'বিদাএ'। 29 'ক্রিপিস্থিতা'। 30 'ছারি'। 32 'কামর্শর বানি'। 33 'শৈন্ত'। 34 'প্রান'।

তোর বাপে পড়ি[1] মৈল রাত্রি নিশাভাগে।
আমি খবর না পাইল সকালর আগে[2] ॥
লড় দিয়া গেল মুহি রাজা দেখিবারে[3]।
মৃতা[4] দেহি লাগ পাইল শয্যার[5] উপরে ॥
লাড়িয়া চাড়িয়া চাইল[6] না করিল রায়।
হস্তে[7] গলে দড়ি[8] দিয়া গঙ্গাতে ফেলায়[9] ॥
তবে তোর বাপেরে জে পুড়িবারে[10] নিল।
গাছ গাছেরা দিয়া তবে ঘৃত ঢালি[11] দিল ॥
সাত[12] পাক দিয়া অগ্নি[13] মুখে[14] দিলাম মুই।
লোকে বুলিবেক করি[15] কান্দিলাম আখর[16] দুই।
তুমি[17] মাগ[18] বাপের অতি দয়ার আছিলা[19]।
মোর পিতা পুড়ি মৈল সঙ্গতি[20] না গেলা ॥
এ রূপ যৌবন[21] লাগি তুমি ঘরে রইলা।
মোর পিতার লাগি কিছু দান না করিলা ॥
মৈনামতি বোলে সুন[22] রাজা গুবিন্দাই।
এ সকল[23] কথা পুত্র[24] কহি তোমা ঠাই[25] ॥
আষাঢ় মাসেত[26] মৈল মাণিকচান্দ গোসাই[27]।
পৃথিবীতে জলময়[28] পুড়িতে স্থল[29] নাই ॥
সত্যযুগে গঙ্গাদেবী[30] গুমুতে আছিল[31]।
গোমৈদের কূলে বসি[32] কান্দিতে লাগিল ॥

1 'পরি'। 2 'শকালর য়াগে'। 3 'দেখীবারে'। 4 'ম্রেত্যা'। 5 'শৈজ্যার'। 6 'ল্যারিয়া ছারিয়া ছাইল'। 7 'হশ্তে'। 8 'ধড়ি'। 9 'ফেলাও'। 10 'পুরিবারে'। 11 'গ্রেত ডালি'। 12 'শাত'। 13 'য়গ্নি'। 14 'মুক্ষে'। 15 ক 'বলি'। 16 'য়াথর'। 17 ক 'তুম্মি'। 18 'মাঘ'। 19 'দএয়ার য়াছিলা'। 20 'শংগতি'। 21 'জৈবন'। 22 'যুন'। 23 'শকল'। 24 'পুত্র'। 25 'টাই'। 26 'আশাড় মাশেত'। 27 'মানিকছান্দ গোশাই'। 28 'প্রিত্যিম্ভিতে জলমএ'। 29 'শ্তল'। 30 'শৈর্থ জোগে গঙ্গা দেবি'। 31 'য়াছিল'। 32 'কুলে বশি'।

আমার কান্দনে গঙ্গার স্নেহ [1] উপজিল।
সমুদ্রের গঙ্গাদেবী [2] ভাসিআ উঠিল [3] ॥
গঙ্গা বোলে মইনামতি কান্দ কি কারণ [4]।
জোড় [5] হস্তে নিবেদিলাম গঙ্গার সদন [6] ॥
মেহারকুলের রাজা মৈল [7] মাণিকচান্দ গোসাই [8]।
পৃথিবীতে জলময় [9] পুড়িতে স্থল [10] নাই ॥
এত স্থনি গঙ্গাদেবী [11] হাসিতে লাগিল।
তিন প্রহরের পন্থ লই [12] বালুচর দিল ॥
আছিল [13] চন্দন কাষ্ঠ [14] আনিল কাটিআ।
তোর বাপেরে এড়িলাম দীঘল [15] করিআ ॥
আমি মৈনা স্থতিলাম [16] বাঁ অঙ্গ [17] চাপিআ।
ভারে ভারে লাকড়ি সব দিলেন তুলিআ ॥
কাঁচা [18] হইআ পড়ে [19] তনু করে থর থর।
উনাইআ পড়ে [20] রাজা অগ্নির ভিতর ॥
সে সকল [21] গাছ পুড়ি [22] স্বর্গে উঠে [23] ধোয়াঁ।
সেই অগ্নিতে রহিল মুহি জেন কাঞ্চা সোনা [24] ॥
ব্রাহ্মণের [25] কোলে থাকি ঢালি দিলাম ঘিই।
সেই অগ্নিতে [26] পোড়া না গেল তিলকচান্দের ঝিই ॥
রাজা বোলে স্থন [27] মাও মৈনামতি আই [28]।
বাপ সঙ্গে [29] গেছিলা নি সাক্ষী [30] জানাও চাই [31] ॥

1 ক; আদর্শে 'স্রেন্ন' এইরূপ একটা পাঠ পাওয়া যায়। 2 'শমুদ্রের গঙ্গাদেবি'। 3 'উটিল'। 4 'কারন'। 5 'জোর'। 6 'শদন'; ক 'চরণ'। 7 ক 'ছিল'। 8 'মানিকচান্দ গোশাই'। 9 'প্রিথিবিতে জলমএ'। 10 'পুরিতে স্তল'। 11 'সুনি গঙ্গাদেবি'। 12 'পন্ত লহি'। 13 'য়াছিল'। 14 'কাষ্ট'। 15 ক 'দিগালি'। 16 'সুতিলাম'। 17 'স্নঙ্গ'। 18 'কাঁছা'। 19, 20 'পরে'। 21 'সক্কল'। 22 'পুরি'। 23 'সগ্রে উটে'। 24 'শোনা'। 25 'ব্রার্ম্মনের'। 26 'শেই য়গ্নিতে'। 27 'সুন'। 28 'য়াই'। 29 'শঙ্গে'। 30 'শাক্ষি'। 31 'ছাই'।

সত্য যুগে [1] মরি গেছে মাণিকচান্দ গোসাই [2]
এত দিনের সাক্ষী [3] আমি [4] কথা গেলে পাই ॥
হেন সাক্ষী [5] দিব হেন নাহি মেহারকুল।
হাসিতে হাসিতে [6] মৈনাএ কহিতে লাগিল ॥
সেই [7] দিনের তিন সাক্ষী আছে [8] হেন জানি।
তাহারে আনিয়া স্থন সে সব কাহিনী [9] ॥
এক সাক্ষী আছে [10] মোর ভাট দামোদর [11]।
আর সাক্ষী আছে [12] জে ব্রাহ্মণ সন্ধিহর [13] ॥
আর সাক্ষী [14] আছে রাজা সাউধ লক্ষীধর [15]।
সাক্ষী আনিবারে শীঘ্রে [16] পাঠাএ অনুচর [17] ॥
একেত ছাওয়ালে জে রাজাএ [18] হুকুম পাএ।
জথা আছে [19] ব্রাহ্মণ [20] তথাতে চলিএ জাএ ॥
বসিছে ব্রাহ্মণ সন্ধি [21] ঘাটের উপর।
হেন কালে গেল দূত [22] তাহার গোচর ॥
প্রণাম [23] করিল গিয়া করি হস্ত [24] জোড়।
অবধান [25] কর গোসাই [26] নিবেদন মোর ॥
জেহি দিন মৃত্যু [27] হৈল মাণিকচান্দ [28] গোসাই।
সেহি [29] দিন আপনে আছিলা [30] সেই ঠাঞি [31] ॥
তে কাজে আসিছে [32] মুহি তোমাকে নিবারে।
সাক্ষি দিতে চল জাই রাজার হুজুরে [33] ॥

1 'শৈত্য জোগে'। 2 'মানিকছান্দ গোশাই'। 3 'শাক্যি'। 4 'য়ামি'; ক 'আম্মি'। 5 'শাক্ষি'। 6 'হাশিতে হাশিতে'। 7 'শেই'। 8 'শাক্ষি য়াছে'। 9 'য়ানিয়া যুন শে শব কাহিনি'। 10 'শক্ষি য়াছে'। 11 'বেটা দামুদর'। 12 'শা[ক্ষি য়া]ছে'। 13 'ভ্রার্ম্মন শন্দিহর'। 14 'শাক্ষি'। 15 'শাউদ লক্ষিধর'। 16 'শাক্ষি য়ানিবারে শিগ্রে'। 17 'য়নুচর'। 18 মু॰ পু॰ 'রাজার'। 19 'য়াছে'। 20 'ভ্রার্ম্মন'। 21 'বশিছে ভ্রার্ম্মন শন্দি'। 22 'ডুর্ত'। 23 'প্রনাম'। 24 'হশ্ত'। 25 'য়বধান'। 26 'গোশাই'। 27 'ম্রেত্তু'। 28 'মানিকছান্দ'। 29 'শেহি'। 30 'য়াছিলা'। 31 'শেই টাঞি'। 32 'য়াশিছে'। 33 'হযুরে'; ক 'গোচরে'।

এত সুনি [1] দ্বিজবর[2] নিশব্দে [3] রহিল।
হাসিয়া [4] ব্রাহ্মণে [5] তবে কহিতে লাগিল ॥
বার বৎসর [6] হএ মৈল মাণিকচান্দ গোসাই [7]।
কালুকা খাইছি অন্ন [8] আজি [9] মনে নাই ॥
মাণিকচান্দের [10] জ্ঞাতি গোত্র এক যুক্ত [11] হইয়া
সপ্তদিন [12] কাষ্ঠ [13] কৈল লাড়িয়া চাড়িয়া [14] ॥
তা সুনিয়া [15] দূতে [16] তবে বুলিল বচন।
রাজাএ কহিছে পুনি এক নিবেদন ॥
মিথ্যা সাক্ষি [17] দিতে তুমি রাজা বিদ্যমান [18]।
হীরা মন মাণিক্য [19] দিব রজত [20] কাঞ্চন ॥
সাইটখান [21] গ্রাম দিব ইর্শাদ তোমারে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দিব ভারে ভারে ॥
এক শত গাবি দিব দুগ্ধ [22] খাইবার।
সুবর্ণের [23] থাল দিব অন্ন [24] খাইবার ॥
শীঘ্রে [25] করি চল বিপ্র তুমি রাজার গোচর।
ক্রোধ [26] করি দিজবরে বুলিল উত্তর [27] ॥
দূরে [28] জাও দূতবর [29] আধা বস [30] তোর।
এ বাক্য [31] না কহ তুমি আমার গোচর ॥
ধনের কারণে [32] মুই মিথ্যা সাক্ষি [33] দিমু।
আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব বিনাশিমু [34] ॥

1 'যুনি'। 2 'দির্জবর'। 3 'নিশব্ধে'। 4 'হাশিয়া'। 5 'ব্রার্ম্মনে'। 6 'বৎশ্চর'। 7 'মানিকছান্দ গোশাই'। 8 'য়ন্ন'। 9 'য়াজি'। 10 'মানিক ছান্দের'। 11 'একা জোক্ত'। 12 'শপ্তদিন'। 13 'কাষ্ট'। 14 'লারিয়া ছারিয়া'। 15 'হুনিয়া'। 16 'দুতে'। 17 'মির্তা শাক্য'। 18 'বির্দ্ধমান'। 19 'হিরা মন মানিক্য'। 20 'রজাত'। 21 'শাইটখান'। 22 'দুগদ'। 23 'সুবৈর্নের'। 24 'য়র্ন্য'। 25 'শিগ্রে'। 26 'ক্রোধ্য'। 27 'উতর'। 28 'দুরে'। 29 'দুর্তবর'। 30 'আদা বশ'। 31 'বাক্ক'। 32 'কারনে'। 33 'মির্তা শাক্কি'। 34 'শব বিনাশিব'।

বলে ছলে ধরি বিপ্র রাজার কাছে নিল ।
ব্রাহ্মণ [1] দেখিয়া নৃপে [2] প্রণাম [3] করিল ॥
সম্ভাসা [4] করিয়া নৃপ [5] সাক্ষাতে বসাইল [6] ।
বহু ভক্তি [7] করি রাজা কহিতে লাগিল ॥
রাজা বোলে বিপ্র তুমি দিজ সন্ধিহর [8] ।
জেরূপে রহিতে পারি সিঙ্গাসন [9] উপর ॥
মএ[না]মতি বোলে তুমি [10] ধার্ম্মিক ঠাকুর [11] ।
চৌদ্দ [12] গণ্ডা পুরুষ [13] তোমার শিরের উপর ॥
ব্রাহ্মণে [14] বুলিল শুন মইনামত্তি আই [15] ।
ব্রাহ্মণের [16] ধড়ে কবু মিথ্যা বাক্য [17] নাহি ॥
আদি অন্ত [18] কথা রাজা স্তন [19] মোর ঠাই [20] ।
জেহি দিন মৃত্যু [21] হৈল মাণিকচান্দ গোসাই [22] ।
মাণিকচান্দের জ্ঞাতি [23] গোত্র একত্র [24] হইয়া ।
সপ্ত দিন [25] কাষ্ঠ [26] কৈল লাড়িয়া চাড়িয়া [27] ॥
আমার কোলেতে থাকি ঢালি [28] দিল ঘিই ।
সেই অগ্নিতে [29] পোড়া না গেল তিলকচান্দের ঝি [30]
কলি হৈলে ব্রাহ্মণ [31] মিথ্যা বাণী [32] কএ ।
তে কারণে [33] ব্রাহ্মণের সম্পদ [34] নাই হএ ॥
রাজা বোলে দূতবর [35] স্তন [36] আগু [37] হইয়া ।
বাহের [38] করি দেও তাকে লাঘব [39] করিয়া ॥

---

1 'ভ্রার্ম্মন'। 2 'নির্পে'। 3 'প্রনাম'। 4 'শম্ভাশা'। 5 'নির্প'। 6 'শাক্ষাতে বশাইল'। 7 'বক্তি'। 8 'শন্দিহর'। 9 'শিঙ্গাশন'। 10 ক 'তুন্ধি'। 11 'ট্রাকুর'। 12 'চৌর্দ্দ'। 13 'পুরুশ'। 14 'ভ্রার্ম্মনে'। 15 'য়াই'। 16 'ভ্রার্ম্মনের'। 17 'মির্থা বাক্ষ'। 18 'য়ন্ত'। 19 'যুন'। 20 'টাই'। 21 'ম্রেতু'। 22 'মানিকছান্দ গোশাই'। 23 'মানিকছান্দের জ্ঞ্যাতি'। 24 'একত্রে'। 25 'শপ্ত দিন'। 26 'কাষ্ট'। 27 'লারিয়া ছারিয়া'। 28 'ডালি'। 29 'শেই য়গ্নিতে'। 30 'তিলকছান্দের জ্ঞি'। 31 'ভ্রার্ম্মন। 32 'বানি'। 33 'কারনে'। 34 'ভ্রার্ম্মনের শম্পদ'। 35 'দুর্তবর'; 36 'যুন'। 37 'য়াগু'। 38 'বাহেরে'। 39 'লাগব'।

জেই গালি দিল তাকে আথা বস [1] বুলিয়া।
সেই ক্রোধ [2] ছিল দূতের [3] হৃদএ যুড়িয়া ॥
ধাক্কা [4] মারি ব্রাহ্মণেরে [5] বাহের করি দিল।
দুঃখ [6] পাহি ব্রাহ্মণে [7] রাজারে গালি দিল ॥
এহি গালি দিল তাকে নির্ব্বংশ [8] বুলিয়া।
গুপিচান্দের বংশ [9] নাহি ভুবন [10] যুড়িয়া ॥
সর্ব্বজয় [11] নেত রাজা গলাএ বান্ধিয়া [12]।
দণ্ডবত হইল মাএর চরণে [13] ধরিয়া ॥
[রাজাএ বোলে শুন মাও ময়নামতি আই।
কদাচিত তোর ধড়ে মিথ্যা সাক্ষী নাই ॥] [14]
আমি [15] রাজা যোগী [16] হোবে তার অধিক [17] নাহি।
এ চারি সুন্দর [18] নারী সমর্পিব কার ঠাঞি [19] ॥
এ চারি সুন্দর বধূ পুরীর ভিতর [20]।
এক প্রাণি [21] নিয়া জাবে দেশ দেশান্তর ॥
খের্ত্তা স্থানে [22] সমর্পিবে [23] ঘর আর বাড়ি [24]।
কার স্থানে [25] সমর্পিবে [26] এ চারি সুন্দরী [27] ॥
বড় ভাই [28] আছে [29] মোর মাধাই তাম্বুরী [30]।
তার ঠাঞি [31] সমর্পিব [32] এ চারি সুন্দরী [33] ॥

1 'আদা বশ'। 2 'ক্রোধ্য'। 3 'দুথের; ক 'বিপ্রের'। 4 'ধাক্ক্া'। 5 'ভ্রার্ম্মনের'। 6 'দুক্ষ'। 7 'ভ্রাম্মনে'। 8 'নিবংশ্ব'। 9 'গুপিছান্দের বংশ্ব'। 10 'ভোবন'। 11 'শব্ব জএ'। 12 'বান্দিয়া'। 13 'মাএ চরনে'। 14 'রাজাএ বোলে শুন' ইত্যাদি দুই পঙ্‌ক্তি ক পুঁথি হইতে গৃহীত। 15 ক 'আহ্মি'। 16 'যুগি'। 17 'য়দিক'। 18 ক 'সুন্দরী'। 19 'এ ছাহ্ন শোন্দর নারি শম্পিব কার টাঞি'। 20 'এ ছারি শোন্দর বধু পুরির ভিতর'। 21 'প্রানি'। 22 ক পুঁথি; আদর্শে 'খেণ্ডা স্তানে'। 23 'শম্পিবে'। 24 'য়ার ভারি'। 25 'স্তানে'। 26 'শমর্পিবে'। 27 'ছারি শোন্দরি'। 28 'ভাহি'। 29 'য়াছে'। 30 'মুদাই তাম্ভরি'। 31 'টাঞি'। 32 'শম্পিব'। 33 'ছারি মুন্দরি'।

সুনহ [1] রসিক [2] জন এক চিত্ত [3] মন।
কহেন ভবানীদাস [4] অপূর্ব্ব [5] কথন ॥❋॥

রাগ সিন্ধুড়া পয়ার [6]।

তা সুনিয়া [7] চারি বধূ বুকে মারে হাত [8]।
সুন গ শাশুড়ি [9] মোরা কহি চারি বাত [10] ॥
ছারে খারে জায় গ বুড়া [11] মোর গ বালাই [12] লই।
সকল দেশের বুড়া [13] মরে তোমার মরণ [14] নাই ॥
অবশ্য [15] মরিবা তুমি আমরার বাসরে [16]।
সপ্ত [17] দিনের বাসি [18] মরা করিব তোমারে [19] ॥
গলে দড়ি [20] দিয়া ফেলাবে [21] দক্ষিণ পাত্যরে [22]।
পাত্যরে [23] খাইব তোরে শৃগাল [24] কুকুরে ॥
সুরজ কানিয়া বুড়া [25] কর্ণ [26] পাতি সুনে [27]।
কি কহিলা পুত্রের বধূ [28] কি সুনাইলা [29] কানে ॥
জে আশা [30] করিছ সবে [31] কহি তোমা ঠাঞি [32]।
চন্দ্র সূর্য্য মরণে [33] বুড়ার মরণ [34] নাই ॥
এত সুনি চারি বধূ [35] পাইলেক লাজ।
পুরা মধ্যে [36] নিয়া সবে চিন্তে [37] বড় [38] কাজ ॥

---

1 'সুনহ'। 2 'রশিক'। 3 'ছিত'। 4 'ভোবানিদাশ। 5 'অপুর্ব্ব'। 6 'শিন্ধুড়া পএয়ার'। 7 'শোনিয়া'। 8 'ছারি বধু বুক্কে মারে হাত'; ক 'বুক্কে মাবে ঘাও'। 9 'শোন ঘ সাসুরি'। 10 'ছারি ভাত': ক 'এ কার ছার রাও'। 11 'দ বুড়া'; ক 'না বুরা'। 12 'মোর র্গ ভালাই'। 13 'বুরা'। 14 'মরন'। 15 'অবৈশ্ব'। 16 'বাশরে'। 17 'শপ্ত'। 18 'বাশি'। 19 ক 'করিবাম তোহ্মারে'। 20 'দরি'। 21 ক 'ফেলিবাম'। 22 'দক্ষিন পাত্যরে'। 23 'পার্থরে'। 24 'শ্রীকাল'। 25 'সুরুর্জ কানিয়া বুড়ি'। 26 'ক্রন্ন'। 27 'সুনে'। 28 'পুত্রের বধু'। 29 'সুনাইলা'। 30 'য়াশা'। 31 'শবে'। 32 'টাঞি'; ক 'তোহ্মা ঠাঞি'। 33 'সুর্জ্য মরনে'। 34 'বুরার মরন'। 35 'সুনি ছাবি বধু'। 36 'পুরি মৈদ্ধে'। 37 'শবে ছিন্তে'। 38 ক 'সবে চিন্তিলেক'।

অতুনায় বোলে বইন গ [1] পতুনা সুন্দর [2]।
সাত [3] কাইতের বুদ্ধি [4] আমার ধড়ের ভিতর ॥
এক শত টাকা [5] লও গণিয়া [6] বাছিয়া।
বিস [7] খাবাই বুড়া [8] বেটী ফেলাইব [9] মারিয়া ॥
সুবর্ণের [10] বাটা নিল গেলাপ করিয়া।
মাণিক্য [11] দোলাএ চারি [12] সোয়ার হইয়া [13] ॥
নিমাই বানিয়ার বাড়ী [14] গিয়া উত্তরিল [15]।
ভক্তিভাব হৈয়া [16] চারি [17] কহিতে লাগিল ॥
জখনে বানিয়ার পুত্রে [18] বধূকে [19] দেখিল।
খাট পাট সিঙ্গাসন আনি [20] জোগাইল ॥
এহিখানে বৈস মাগ [21] বাটার পান খাও।
কোন কার্য্যে আসিয়াছ [22] সত্য [23] কথা কও ॥
জেহি কার্য্যে [24] আছি মুহি তোমার [25] গোচর।
এক শত টাকা [26] দিব পান খাইবার ॥
নেতের কাপাই দিব তুমি পিন্ধিবারে [27]।
বুড়িকে মারিতে বুদ্ধি [28] বোলএ আমারে [29] ॥
তা সুনিয়া [30] বানিয়ার মুখে [31] না আইসে বাত [32]।
সুমেরু পর্ব্বত [33] ভাঙ্গি পড়িল মাথাত [34] ॥
রাজার মাও মৈনামতি সর্ব্বলোকে [35] জানে।
তাহারে মারিতে বোলে কাহার পরাণে [36] ॥

1 'ঘ'। 2 'সোন্দর'। 3 'শাত'। 4 'বুধ্যি'। 5 ক 'এক শত তঙ্কা'। 6 'গনিয়া'। 7 'বিশ্ব'। 8 'বুরা'। 9 ক 'ফেলাইমু'। 10 'সুবৈন্নের'। 11 'মানিক্য'। 12 'ছারি'। 13 ক 'খাশা ঘোড়ায় তুই বধ্ শোয়ার হইয়া'। 14 'বানীয়ার বাড়ি'। 15 'উত্তারিল'। 16 'ভক্তিবাভ হৈয়া'; ক 'ভক্তি বাড়াইয়া'। 17 'ছারি'। 18 'পুত্রে'। 19 'বধুকে'। 20 'সিঙ্গাশন য়ানি'। 21 'বৈশ মাঘ'। 22 'কার্জে য়াশিয়াছ'। 23 'শৈত্য'। 24 'কার্জে'। 25 ক 'তোহ্মার'। 26 ক 'তঙ্কা'। 27 'পিন্দিবারে'। 28 'বুদ্ধ্যি'। 29 ক 'আহ্মারে'। 30 'শোনিয়া'। 31 'মুক্ষে'। 32 ভাত'। 33 'সমেরু প্রর্ব্বত। 34 ক 'আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়ে বজ্রাঘাত' 35 'শর্ব্বলোকে'। 36 'পরানে'।

একেত বানিয়ার পুত্রে [1] বিকির লাগল পাএ।
হস্তেত তরাজু নিয়া ভাণ্ডার [2] ঘরে জাএ॥
হলাহল হরিনা বিস [3] লাড়ু মধ্যে [4] দিল।
দণ্ডেকে মরিবে হেন বণিকে [5] কহিল॥
পঞ্চ তোলার পঞ্চ লাড়ু দিল বানাইয়া।
সুবর্ণ [6] বাটাএ দিল গেলাপ করিয়া॥
মহাদেবীর আগে [7] জবে বিস আনি [8] দিল।
আনন্দ হইয়া চারি [9] পুরে চলি গেল॥
ঘরে গিয়া লএ বধূ [10] মিষ্ট নারিকল।
সুবর্ণ [11] ঝারেতে লএ মিষ্ট গঙ্গার জল॥
আলওা চাউল [12] কুলপিত কলা নিল সেবার [13] লাগিয়া।
নারাঙ্গি কমলা নৈল থাঞ্জাএ ভরিয়া॥
শাইল ধানের চিরা [14] নৈল বিন্নি ধানের [15] খোই।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া নৈল ভাল মিষ্ট দই [16]॥
ভেট ঘাট জতেক বেগারের [17] মাথে [18] দিয়া।
শাশুড়ি দরবারে বধূ [19] চলিল হাটিয়া॥
অন্তরে থাকিয়া মৈনা বধূকে দেখিল [20]।
চরিত্র [21] দেখিয়া বুড়াএ ভাবিতে লাগিল॥
আর দিন আইসে বধূ [22] উনমত বেশ [23]।
আজুকা আসিতে আছে [24] হস্তেত সন্দেশ [25]॥
আজুকা বধূর কিছু [26] নাহি বুঝি [27] মন।
এমত আদর মোরে কিসের কারণ [28]॥

---

1 'পুত্রে'। 2 'বাণ্ডার'। 3 'বিশ্ব'। 4 'মৈধ্যে'। 5 'বানিক্যে'; ক 'বানিয়াএ'। 6 'সুবৈন্ন'। 7 'মোহাদেবি য়াগে। 8 বিশ্ব য়ানি'। 9 'ছারি'। 10 'বধু'। 11 'সুবৈন'। 12 'ছাউল'। 13 'শেবার'। 14 'ছিরা'। 15 'বিন্নি দানের'। 16 'ধহি'। 17 খ 'গাবরের'। 18 'মাতে'। 12 'শাষুরি দর্ব্বারে বধু'। 20 'বধুকে দেখীল'। 21 'চরিত্র'। 22 'আইশে বধু'। ::3 'বেষ'। 24 'আশিতে য়াছে'। 25 'শন্দেষ'। 26 'বধুর কিছ'। 27 'বুজি'। 28 'কিশের কারন'।

এহি মতে মইনামতি ভাবে মনে মন [1]।
হেন কালে চারি বধূ [2] আইল বিত্তমান [3]॥
লাড়ুর বাটা সমুখে রাখি [4] প্রণাম [5] করিল।
জোড় হস্তে [6] দাণ্ডাইয়া কহিতে লাগিল॥
এহি বর মাগি মোরা তোমার গোচর।
স্বামী [7] দান দেও [মোরা] [8] চলি জাই ঘর॥
জেই ভেট [9] না খাইছ এ বার বৎসরে [10]।
হেন ভেট [11] আনিয়াছি তুমি [12] খাইবারে॥
আনিছ আনিছ ভেট [13] আমি [14] তাহা জানি।
তিন কোণ পৃথিবী [15] আমি ঠাঞি বসি গণি [16]॥
আকাশে গণিতে [17] পারি তারা গোটা গোটা।
ছয় মাসের বারিসার জল গণি ফোটা ফোটা [18]॥
সমুদ্রে[র] গণিতে পারি মৎস্যএ কুম্ভিরী [19]।
আঁধারে গণিতে পারি পুরুষ [20] কি স্ত্রিহ্ন॥
হইব না হৈব আমি গণিবারে পারি [21]।
ভাল সন্দেশ [22] আনিআছ পুত্রের জে নারী [23]॥
ভাল পুত্রের বধূ [24] তোরা দয়া [25] আছে মোরে।
পঞ্চ তোলা বিস [26] দিলা বুড়া [27] মারিবারে॥
আজুকা [28] মরিব আমি তোমরার বালাই লই।
এত দেশের বুড়া [29] মরে আমার মরণ [30] নাহি॥

1 'মন মন'। 2 'ছারি বধু'। 3 'বির্দ্ধমান'। 4 'সমুক্যে রাখী'। 5 'প্রনাম'। 6 'হশ্তে'। 7 'শ্বামি'। 8 ক পুঁথি। 9, 11, 13 'বেট'। 10 'বশ্চরে'; ক 'বছরে'। 12 ক 'তুহ্মি'। 14 ক 'আহ্মি'। 15 'তিন কোন পৃথিস্তি'। 16 'আমি টাঞি বশি গনি'; ক 'আহ্মি'। 17 'গনিতে'। 18 'ছএ মাশের বারিশার জল গনি পোটা পোটা'। 19 'শমুদ্রে গনিতে পারি মৈৎশ্চএ কুম্ভরি'। 20 'আধরে গনিতে পারি পুরুষ'। 21 'গনিবারে পারি'; ক 'হৈব না হৈব আহ্মি গণিবারে পারি'। 22 'শন্দেশ'। 23 'পুত্রের জে নারি'। 24 'পুত্রের বধু'। 25 'দএা'। 26 'বির্ষ'। 27, 29 'বুরা'। 28 'আযুকা'। 30 'মরন'।

এত কহি গোর্খমন্ত্র স্মরণ [1] করিল।
হস্তে বিস লৈয়া বুড়াএ [2] ভাবিতে লাগিল ॥
হস্ত [3] পরেঁ বিস সব [4] করে ঝলমল।
একে একে পঞ্চ লাড়ু খাইল সকল [5] ॥
দাণ্ডাইয়া চারি বধূ [6] হেরিয়া আছিল।
আনন্দ হইয়া সবে [7] পুরে প্রবেশিল ॥
পঞ্চ [8] তোলা বিস বুড়াএ [9] খাইয়া বসিল [10]।
দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে বিস জারণ [11] কৈল ॥
বিস জারণ [12] করি বুড়া [13] ভাবে মনে মন [14]।
বুজিবাম বধূ সবের [15] আদর কেমন ॥
দশমীর [16] দশ দ্বার ফেলিল বান্ধিয়া [17]।
মৈল করি বুড়া [18] বেটা রহিল পড়িয়া [19] ॥
কথখানি গুড় [20] দিল অঙ্গেতে [21] মাখিয়া।
মক্ষিএ পিপরাএ আসি [22] ধরিল বেড়িয়া [23] ॥
ঘন ঘন দাসী পাঠাএ [24] অদুনা সুন্দরী [25]।
দেখ গিয়া মৈল কিনা এ দুষ্ট শাশুড়ী [26] ॥ ❋ ॥

পরিতাল ছন্দ রাগ বসন্ত। [27]

দাসী [28] গিয়া চাহে বুড়া [29] করিয়া নজর। [30]
দেখএ মরিছে বুড়া [31] পালঙ্গ উপর [32] ॥

---

1 'শোরন'। 2 'হশ্তে বিশ্ব নিয়া বুরাএ'। 3 'হশ্ত'। 4 'বিশ্ব শবে'। 5 'শকল'। 6 'ছারি বধূ'। 7 'শবে'। 8 'পাঞ্চ'। 9 'বিশ বুরাএ'। 10 'বশিল'। 11 'বিশ্ব জারন'। 12 'বিশ্ব জারন'। 13, 18, 31 'বুরা'। 14 'মনে মনে'। 15 'বধু শবের'। 16 ক 'দশ দিগের'। 17 'বান্দিয়া'। 19 'পরিয়া'। 20 'গোড়'। 21 'য়ঙ্গেতে'। 22 'মাক্ষিএ পিমরাএ আশি'। 23 'বেরিয়া'। 24 'দাশি পাটাএ'। 25 'শোন্দরি'। 26 'শাসুরি'। 27 'পরিতাল ছান্দ রাগ বশন্ত'। 28 'দাশি'। 29 'ছাহে বরা'। 30 ক 'দাসী তবে চলি গেল বুড়া চাহিবারে'। 32 ক 'উপরে'।

বুকে হস্ত দিয়া চাহে[1] শ্বাস[2] নাহি ধড়ে[3]।
নাকে হস্ত দিয়া চাহে[4] শ্বাস[5] নাহি পড়ে[6] ॥
দাসী[7] গিয়া কহে বার্ত্তা[8] রানির গোচর[9]।
মরিয়াছে বুড়া[10] বেটী পালঙ্গ উপর ॥
বার্ত্তা স্থনি চারি বধূ হরিস হইল।[11]
লক্ষীবিলাস[12] শাড়ি সবে পরিধান করিল ॥[13]
মরি গেল দুস্ট বুড়া[14] দেশের গেল ছুইল।
বুড়া[15] বেটী মৈল স্থনি[16] প্রসাদ[17] কৈল বৈল
হাতাহাতি করি জাএ বুড়া দেখিবারে[19]।
দেখিল মরিছে বুড়া[20] পালঙ্গ উপরে ॥
বুকে হস্ত দিয়া চাহে[21] প্রাণি[22] নাহি ধড়ে।
নাকে হস্ত[23] দিয়া চাহে[24] দম[25] নাহি লড়ে ॥
দুই তিন টোকর দিল গালের উপর।
বুড়া[26] বোলে পুত্রের বধ[27] ধরিছে[28] আদর ॥
অদুনাএ বোলে বইন গ[29] পদুনা স্থন্দর[30]।
সাত[31] কাইতের বুদ্ধি আমার[32] ধড়ের ভিতর ॥
উলুর কাছরা দিয়া বান্ধহ[33] বুড়ারে।
টানিয়া ফেলাও নিয়া দক্ষিণ পাত্যরে[34] ॥
তবে উলুর কাছরা বুড়ার[35] গলাএ বান্ধিয়া[36]।
খাট হোতে মৈনামতি ফেলাএ টানিয়া ॥

---

1 'বুকো হশ্ত দিয়া ছাহে'। 2 'শ্বাশ'। 3 'ধবে'। 4 'হশ্ত দিয়া ছাহে'। 5 'শ্যাশ'। 6 'করে ; ক 'পড়ে'। 7 'দাশি'। 8 'বার্তা'। 9 'গোছর'। 10 'বুরা'। 11 'বার্তা স্থুনি ছারি বধু হরিশ হইল'। 12 'লক্ষিবিলাশ'। 13 'শবে পবিদান করিল'। 14, 15, 20, 26 'বুরা'। 16 'স্থুনি'। 17 'প্রশাদ'। 18 ক '* * * ছাই। * * * আনলে দিল ঘি' ॥ 19 'বুরা দেখীবারে'। 21 'বুক্ষে হশ্ত দিআ ছাহে'। 22 'প্রানি'। 23 'হশ্ত'। 24 'ছাহে'। 25 'দোম'; ক 'শ্বাস'। 27 'পুত্রের বধু'। 28 ক 'করিছে'। 29 'ঘ'। 30 'শোন্দর'। 31 'শাত'। 32 'বুধি৷ ঝামাব'; ক 'আঙ্গার'। 33 'বান্দহ'। 34 'দক্ষিন পাথরে'। 35 'বুরার'। 36 'বান্দিয়া'।

একেত মএনামতি ব্রহ্মজ্ঞান [1] জানে।
শ্বাস [2] ধরি পড়ি [3] রৈল সবে মিলি [4] টানে ॥
চারি বধূ [5] টানি চাহে [6] লাড়িতে না পারে।
চারি লাথি [7] মাইল বুড়ার কাঁকাইল উপরে ॥
তবে বুড়া [8] আপনার এড়ি [9] দিল জ্ঞান।
সোলা [10] হোতে পাতল বুড়া [11] হৈল ততৈক্ষণ [12] ॥
ওচ নেচ [13] টানিয়া বুড়াকে [14] নিয়া জাএ।
চারি বধূএ [15] মিলি বুড়াকে চেচাএ [16] ॥
টানি টানি নেএ খেনে ধাক্কা ধুক্কা [17] মারে।
বুড়া [18] বেটীর হাড়ে মাংসে [19] কড় মড় করে ॥
সারা দিন চেচাইল [20] সব [21] মেহারকুল দেস।
গোমইদের কুলে নিল দিবা [22] অবশেষ ॥
অদুনাএ বোলে বইন গ [23] পদুনা সুন্দরী [24]।
রাজাএ সুনিলে সব [25] ফেলিব সঙ্গারি [26] ॥
গাড়িয়া [27] রাখিব দুষ্ট আস্তবিলা [28] ঘরে।
ঘোড়া গরু বান্ধিবাম [29] তাহার উপরে ॥
তবে মৈনা হাড়ি বধূ [30] তলপ করিল।
জোড় হস্তে [31] আসি [32] হাড়ি দাণ্ডাহি রহিল ॥
তোরে বলি [33] মৈনা হাড়ি খাও বাটার পান।
দশ গজ গম্ভীর [34] কুণ্ড খুদ তুরমান ॥ [35]

1 'ভ্রর্ম্মজ্ঞান'। 2 'শ্বাশ'। 3 'পরি'। 4 'শবে মিলী'। 5 'ছারি বধু'। 6 'ছাহে'। 7 'ছারি লাতি'। 8, 11 'বুরা'। 9 'এরি'। 10 'শোলা'। 12 'ততৈক্ষন'। 13 'ওছ নেছ'। 14 'বুরাকে'। 15 'ছারি বধুএ'। 16 'ছেছাএ'। 17 'ধাক্কা ধুক্কা'। 18 'বুরা'। 19 'মাংশো'। 20 'শারে দিন ছেছাইল', 21 'শব'। 22 ক 'বেলা'। 23 'ঘ'। 24 'শোন্দরি'। 25 'সুনিলে শব'। 26 'শঙ্গারি'। 27 'ঘারিয়া'। 28 'আশস্তবিলা'। 29 'ঘোরা গরু বান্দিবাম'। 30 হারি বধু'। 31 'হশ্তে'। 32 'আশি'। 33 'বুলি'। 34 'গম্ভির'। 35 'তোরে বলি মৈনা হাড়ি বাটার পান খাইবা। দশ গজ গহিন করি কুণ্ডক সাজাইবা ॥'

হীরার [1] কোদাল দিমু খুরের জে ধার।
ফেলিলে বুড়ির [2] জে কাঁকাঁইলের কাটে হাড় ॥
লালমাই পর্ব্বতের সব বাঁশ চোক্কাইয়া [3]।
কুণ্ডের নিকটে সব [4] রাখিবে গাড়িয়া [5] ॥
চারি বধূর [6] আজ্ঞা জদি হাড়িএ পাইল।
অতি শীঘ্র [7] এক কূপ [8] বানাইয়া দিল ॥
চেচাইয়া [9] নিল বুড়া [10] কুণ্ডের নিকট।
কুণ্ড দেখি মৈনামতি ভাবএ সঙ্কট [11] ॥
কুণ্ডের নিকটে গিয়া আড় চৌক্ষে দেখে।
এহাতে পড়িলে [12] জমে কোন রূপে [13] রাখে ॥
বান্ধিয়া [14] মারিলে আমি [15] কি করে জমেরে।
ব্রহ্মজ্ঞানে [16] কি করিব কুণ্ডের ভিতরে ॥
ধীরে ধীরে [17] মৈনামতি পাও জে লাড়িল।
কাছি এড়ি চারি বধূ চমকিত [18] হৈল ॥
অদুনাএ বোলে দুন্ট জ্ঞানেতে ডাঙ্গর।
শীঘ্র [19] করি ফেলি দেও কুণ্ডের ভিতর ॥
এত সুনি [20] মৈনামতি ভাবিতে লাগিল।
গাও মোড়ামুড়ি [21] দিয়া উঠিয়া বসিল [22] ॥
কাছি এড়ি চারি বধূ উঠি [23] দিল লড়।
পিছে পিছে মৈনামতি বোলে ধর ধর ॥
ভাল পুত্রের বধূ [24] তোরা দয়া [25] [আছে] [26] মোরে।
দুই তিন টোকর দিলা গালের [27] উপরে ॥

---

1 'হিরার'। 2 'বুরির'। 3 'প্রর্ব্বতের শব বাস ছোঁক্কাইয়া'। 4 'শব'। 5 'ঘারিয়া'। 6 'ছারি বধুর'। 7 শিগ্রে'। 8 'কোপ'। 9 'ছেছাইয়া'। 10 'বুরা'। 11 'শঙ্কট'। 12 'পরিলে'। 13 ক 'মোরে কেহ নাহি'। 14 'বন্দিয়া। 15 ক 'আন্ধি'। 16 'ভ্রর্ম্মজ্ঞান'। 17 'ধিরে ধিরে'। 18 'এরি ছারি বধু চমক্কিত'। 19 'শিগ্র'। 20 'মুনি'। 21 'ঘাও মোড়ামুরি'। 22 'উটীআ বশিল'। 23 'এরি ছারি বধু উটী'। 24 'পুত্রে'র বধু'। 25 'দএয়া'। 26 ক পুঁথি। 27 'ঘালের'।

চারি লাথি [1] মাইলা মোর কাকাইল উপরে।
গাড়িতে [2] আনিছ এবে আস্তবিলা [3] ঘরে ॥
আহে গ [4] শাশুড়ি [5] আমি [6] কহিএ তোমারে [7]।
স্নান [8] করাইতে নিলাম ঘোড়া পাইঘরে ॥
উলুর কাছরা তোমার [9] গলাএ বান্ধিয়া [10]।
সাগর দীঘির [11] মধ্যে স্নান কর গিয়া ॥
তবে পুনি পাখালিলে [12] অঙ্গ আপনার।
চেচাইয়া [13] নিব পুনি মন্দিরে তোমার ॥
দিব্ব [14] শাড়ি বধূ [15] প্রতি প্রসাদ [16] করিয়া।
গুবিচান্দের [17] মোহলাতে উত্তরিল [18] গিয়া ॥
শয়ন মন্দিরে [19] গিয়া মারে লাথির [20] ঘাও।
উঠ উঠ গুপিচান্দ [21] কথ নিদ্রা জাও ॥
তোর চারি বধূ [22] হএ মহা বিচক্ষণ [23]।
দিবা ভরি মোর প্রতি কৈল বিড়ম্বন [24] ॥
ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্ব [25] কথা নাহি জান তুমি।
পঞ্চ তোলা বিস [26] খাই জারণ [27] কৈল আমি ॥
গুপিচান্দে [28] বোলে মাও মইনামতি আই [29]।
পুত্রের বধূর বাদ [30] কহ তোমার [31] ধর্ম্ম নাই ॥
মএনামতি বোলে পুত্র [32] রাজা গুবিন্দাই।
জদি মিথ্যা [33] কহি বাপু তোমার [34] মাথা খাই ॥

---

1 'ছারি লাতি'। 2 'ঘাড়িতে'। 3 'আশ্তবিলা'। 4 'ঘ'। 5 'শাশুরি'। 6 ক 'আহ্মি'। 7 ক 'তোহ্মারে'। 8 'শ্নান'। 9 ক 'তোহ্মার'। 10 'বান্দিয়া'। 11 'শাগর দিগির'। 12 'ফাথালিলে'। 13 'ছেছাইয়া'। 14 'দির্ব্ব'। 15 'বধু'। 16 'প্রশাদ'। 17 'গুবিছান্দের'। 18 'উত্তারিল'। 19 ক পুথি; আদর্শে 'শয়ন নিদ্রাতে'। 20 'লাতির'। 21 'উট উট গুপিছান্দ'। 22 'ছারি বধু'। 23 'মোহা বিছক্ষন'। 24 'বিড়র্ম্বন'। 25 'ভ্রর্ম্মজ্ঞান তত্য'। 26 'বির্শ'। 27 'জারন'। 28 গুপিছান্দে'। 29 'য়াই'। 30 'পুত্রের বধুর ভাদে'। 31, 34 ক 'তোহ্মার'। 32 'পুত্র'। 33 'মির্থা'।

এহি কথা সুনি [1] রাজা ক্রোধ [2] হৈল মন।
চারি বধূ কাটিবারে [3] চলে তৈক্ষণ [4] ॥
সোনার মুষ্ট [5] তলওার হস্তেত [6] করিয়া।
চারি বধূ কাটিবারে [7] জাএন্ত চলিয়া ॥
আগু হইয়া ধরিলেন্ত মইনামতি মাএ।
জে করিছে পোলা বধূ সউক [8] মোর গাএ [9] ॥
তবে সর্ব্ব জএ [10] নেত রাজা গলাএ বান্ধিয়া [11]।
দণ্ডবত হৈল মাএর চরণে [12] ধরিয়া ॥
রাজা বোলে জত বাণী [13] জননী নিকট।
কদাচিত [14] তোমা [15] মনে নাহিক কপট ॥
আমি রাজা জুগি হৈব তার অধিক [16] নাই।
এ সুখ সম্পদ [17] আমি [18] এড়িবে কার ঠাঞি [19] ॥
আজ্ঞা জদি কর মাগ [20] পুরী মধ্যে [21] জাই।
পুরী মধ্যে [22] গিয়া চারি বধূকে বুঝাই [23] ॥
জাও জাও গুবিচান্দ [24] আসিও ত্বরে [25]।
খানেক বিলম্ব [26] হৈলে ভস্ম [27] করম তোরে ॥
এ বুলিয়া গেল রাজা পুরীর [28] ভিতর।
চারি নারী সুনিলেন্ত এ সব [29] খবর ॥
হেষ্টমুখী [30] হৈয়া রাজা বসিয়া আছএ [31]।
হেন কালে চাবি বধূ সাক্ষাতে [32] মিলএ ॥

1 'বুনি'। 2 ক্রোধা'। 3 'ছার বধু কাটীবারে'। 4 'তৈতেক্ষন'। 5 'শোনার মষ্ট'। 6 'হশ্তেত'। 7 'ছারি বধু কাটীবারে'। 8 'বধু'; 'শউক'। 9 'ঘাএ'। 10 ক পুঁথি'। 11 'বান্দিয়া'। 12 'চরনে'। 13 'বানি'। 14 'কদাক্ষিত'। 15 ক 'তোম্মা'। 16 'য়দিক'। 17 'এ মুক্ষ শম্পদ'। 18 ক 'আম্মি'। 19 'টাঞি'। 20 'মাঘ'। 21 'পুরি মধ্যে'। 22 'পুরি মৈধ্যে'। 23 'ছারি বধুকে বুজাই'। 24 'গুবিছান্দ'। 25 ক 'সত্বরে'। 26 'বিলম'। 27 'ভশ্ম'। 28 'পুরির'। 29 'ছারি নারি যুনলেন্ত এ শব'। 30 'হেষ্ট মুক্ষি'। 31 'বশিয়া আচএ'। 32 'ছারি বধু শাক্ষাতে'।

শির তুলি চাহ [1] প্রভু রাজা গোবিন্দাই।
হাসিয়া উত্তর দেও [2] নিজ ঘরে জাই ॥
শুনহে রসিক জন [3] এক চিত্ত [4] মন।
কহেন ভবানীদাসে [5] অপূর্ব্ব [6] কথন ॥*॥

ত্রিপদী—দীর্ঘছন্দ ॥ [7]

(তোমা সঙ্গ প্রীতি [8] করি আনলে দহিয়া মরি
পাঞ্জার বিন্ধিল কাল ঘুণে [9] ।)
জদি মণি মুক্তা [10] হৈত হার গাথি [11] গলে দিত
পুষ্প [12] নহে কেশেত রাখিতুম ॥
আসিব আসিব [13] করি আমি রৈলাম পন্থ [14] হেরি
নয়ান [15] হইয়া গেল ঘোর।
এ বার বৎসরের [16] আমি আঠার বৎসরের [17] তুমি
বিধি [18] বর মিলাইল ভালা ॥
জে দিন আছিলু শিশু না জানিলাম দুঃখ [19] কিছু
এবে যৌবন [20] হইল পুরণ [21] ।
যৌবন [22] হৈল কাল মরিলে সে হএ ভাল
এরূপ যৌবন বৃথাএ [23] গেল ॥
এরূপ যৌবন [24] ধন হারাইলাম অকারণ [25]
বৃথাএ বৃথাএ [26] দিন গেল গঞিয়া।
যৌবন [27] হইল বৈরী [28] সম্বরি [29] রাখিতে নারি
না ভজিল [30] প্রিয়া গুণনিধি [31] ॥

1 'ছাহ'। 2 'হাশিয়া উর্তর দেও'। 3 'সুন হে রশিক জন'। 4 'এক ছিত্য'। 5 'ভাবানিদাশে'। 6 'য়পুর্ব্ব'। 7 'ত্রিপদি। দিগ্র ছান্দ ॥'; ত্রিপদীর পদটি ক পুঁথিতে নাই। 8 'শঙ্গে প্রিতি'। 9 'বিন্দিল কাল গুনে'। 10 'মুনি মুক্তা'। 11 'গুতি'। 12 'পুষ্প'। 13 'আশিব ২'। 14 'পন্ত'। 15 'নএয়ান'। 16 বৎশচবের। 17 'আটার বৎশচরের'। 18 'বিদি'। 19 'ডুক্ষ'। 20, 22, 24, 27 'জোবন'। 21 'পুরন'। 23 'জোবন ভ্রেত্যাএ'। 25 'অকারন'। 26 'ভ্রেতাএ ২'। 28 'বরি'। 29 'সম্ভ[রি]'। 30 'বজিল'। 31 'গুননিধি'।

(তোমার মুখের বাক্য সুনি [1] বিদরে [2] আমার প্রাণি [3]
তাপ দুঃখ [4] সব [5] গেল দূরে [6] ।)
আজুকা তোমার সঙ্গে [7] কৌতুক করিব রঙ্গে
পালঙ্গেত করিব শয়ন [8] ॥
কেহ ধরে হাতে পাএ কেহ তৈল [9] দেএ গাএ [10]
কেহ কেহ যৌবন [11] করে দান ।
রজনী প্রভাত [12] হৈল রতি যুদ্ধ [13] বহু কৈল
স্নান [14] করি বসিল [15] আপন ॥
পাশা খেলে সারি সারি [16] সঙ্গতি [17] করিয়া নারী [18]
কেলিকলা হরিস [19] অপার ।
কি করিব কথাএ জাইব কাতে যুক্তি বিমর্শিব [20]
চিন্তাযুক্ত হএ মহারাজ [21] ॥
সুনহে রসিক জন [22] এক চিত্ত [23] হইয়া মন
সুন [24] কহি মধুরস বাণী [25] ॥*॥

রাগ জিঞ্জির ॥

এহি মতে আছে [26] রাজা আপন ভুবন [27] ।
তিন রাত্রি রহিলেক হরসিত [28] মন ॥
চারি নারী স্থানে [29] কহি অতি হরসিতে [30] ।
প্রণাম [31] করিল গিয়া মাএর পদেতে [32] ॥
রাজাএ বোলে সুন [33] মাও মৈনামতি আই [34] ।
সাছা মিছা [35] তোমার জ্ঞান পরাক্ষিয়া চাই [36] ॥

---

1 'মুক্কের বাক্ক সুান'। 2 'বিধরে'। 3 'প্রানি'। 4 'তুক্ক'। 5 'শব'। 6 'তুরে'। 7 'শঙ্গে'। 8 'শএয়ন'। 9 'তৌল্ল'। 10 'ঘাএ'। 11 'জোবন'। 12 'রর্জানি প্রবাত'। 13 'রতি জুধা'। 14 'শ্নান'। 15 'বশিল'। 16 'শারি শারি'। 17 'শঙ্গতি'। 18 'নারি'। 19 'হরিশ'। 20 'জুক্তি বিমশিব'। 21 'ছিন্তা জোক্ত হএ মোহারাজ'। 22 'যুনহে রশিক জন'। 23 'এক ছির্ত্তা'। 24 'যুন'। 25 'মধুরশ বানি'। 26 'য়াছে'। 7 'ভোবন'। 28 'হরশিত'। 29 'ছারি নারি শ্তানে'। 30 'য়তি হরশিতে'। 31 'প্রনাম'। 32 'পর্দ্ধেতে'। 33 'যুন'। 34 'য়াই'। 35 'শাছা মিছা'। 36 'পরিক্ষিয়া ছাই'; ক 'পরীক্ষিতে চাই'।

এত সুনি [1] মএনামতি হরসিত [2] মন।
কোন মতে পরীক্ষিয়া চাহিবে আপন [3] ॥
রাজা এ বোলে দূতবর [4] খাও বাটার পান।
হাজার টাকার [5] জৈতা এবে আন [6] তুরমান ॥
একেত ছাওাল বেটাএ রাজ আজ্ঞা পাইল।
সহস্র টাকার [7] জৈতা শীঘ্রে আনি [8] দিল ॥
জৈতার আটনি ঘর জৈতার ছাটনি।
আনাবান্ধে [9] রহে ঘর বিস্ময় টাউনি [10] ॥
দশ গজ গম্ভার [11] করি কুণ্ড বানাইল।
আগর চন্দন কাষ্টে কুণ্ড সাজাইল [12] ॥
সুবর্ণের [13] শাড়ি মএনাএ পরিধান [14] করিয়া।
কুণ্ড মধ্যে [15] মইনামতি বসিলেক [16] গিয়া ॥
প্রণাম [17] করিয়া রাজা কুণ্ডে অগ্নি [18] দিল।
সহস্র [19] জোজন অগ্নি [20] জলিয়া উঠিল [21] ॥
দ্বাদশ [22] দণ্ড মৈনাএ অগ্নিতে আছিল [23]।
পোড়া গেল করি রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
রাজার কান্দনে জে কান্দএ সর্ব্বজন [24]।
উচ্চ স্বরে সর্ব্বলোক [25] করএ কান্দন [26] ॥
তবে অগ্নি নিবাইতে [27] বুলিল রাজন।
জল দিয়া মহা অগ্নি [28] করো নিবারণ [29] ॥

---

1 'সুনি'। 2 'হরশিত'। 3 'পরিক্ষিয়া ছাহিবে য়াপন'। 4 'দুত্তবর'। 5 ক 'তঙ্কার'। 6 'য়ান'। 7 'শহশ্র'; ক 'সহস্র তঙ্কাব'। ৮ 'শিগ্রে য়ানি'। 9 'আনাবান্দে'। 10 ক পুঁথি; আদর্শে 'বিশহি কারনি' (বিস্ময়কারিণী?)। 11 'গম্ভির'। 12 'শাজাইল'। 13 'সুবৈন্ন্যে[র]'। 14 'পরিদান'। 15 'মাধ্যে'; ক 'মৈধ্যে'। 16 'বশিলেক'। 17 'প্রনাম'। 18, 20, 28 'য়গ্নি'। 19 'শহশ্র'। 21 'উটীল'। 22 'দ্বায়াদশ'; ক 'দোয়াদশ'। 23 'য়গ্নিতে য়াছিল'। 24 'শর্ব্বজন'। 25 'উঙ্ক শ্বরে শর্ব্বলোক'। 26 ক 'রোদন'। 27 'য়গ্নি নিবাহিতে'। 29 'নিবারন'; ক 'করে নিবারণ'।

আজ্ঞা পাই অগ্নি [1] নিবাই ঘুচাইল [2] ছালি।
পরিধান বস্ত্রে [3] মৈনার না লাগিল কালি ॥
নৃপে [4] বোলে শোন মাগ [5] মৈনামতি আঞি [6]।
অগ্নিতে জলের [7] জ্ঞান আছে তোমার ঠাঞি [8] ॥
মৈনামতি বোলে জদি শান্ত নহে মন।
আর কি পরীক্ষা [9] দিবা দেহত অখন [10] ॥
জল পরীক্ষা [11] আমি [12] দিবাম এখন।
জল হোন্তে আইস মাগ [13] দেখিএ নয়ান ॥
ছালার মধ্যেতে [14] নিয়া মৈনাকে ভরিয়া।
সমুদ্র মধ্যে [15] তানে দিলেক ফেলিয়া ॥
আগু হৈয়া গঙ্গাদেবী [16] হস্ত পাতি লৈল।
ছালাতে খোশাই তানে সাক্ষাতে [17] রাখিল ॥
সুবর্ণের [18] বাটা ভরি পান খাইতে দিল।
সম্ভাসা দেখিয়া [19] মৈনাএ কহিতে লাগিল ॥
এবে আজ্ঞা [20] কর জাই আপনা বাসর।
গুবিচান্দে বিচারউক সমুদ্র ভিতর [21] ॥
এত সুনি [22] গঙ্গাদেবী [23] ছালাতে ভরিয়া।
নিজ হস্তে [24] মৈনামতি [25] দিল উঠাইয়া [26] ॥
কূলে [27] থাকি গুবিচান্দে [28] ভাবে মনে মন।
অকীর্ত্তি [29] রহিল মোর এ তিন ভুবন [30] ॥

1 'য়গ্নি'। 2 'গোছাইল'। 3 'বশ্ত্রে'। 4 'নেৃর্পে'। 5 'মাঘ'। 6 'য়াঞি'। 7 'জমেব'। 8 'য়াছে তোমার টাঞি'; ক 'আছে তোষ্মার ঠাঞি'। 9 'পরিক্ষা'। 10 'য়থন'। 11 'পঙ্গক্ষা'। 12 'য়ামি'। 13 'য়াইশ মাঘ'। 14 'মৈধ্যেত'। 15 'শমুদ্রু মৈধ্যে'। 16, 23 'গঙ্গাদেবি'। 17 'শাক্ষাতে'। 18 'সুবৈন্ন্যের'। 19 'সম্ভাশা দেখীয়া'। 20 'আহিজ্ঞা'। 21 'গুবিছান্দে বিছারেওক শমুদ্রু বিতর'। 22 'সুনি'। 24 'হশ্তে'। 25 'ম্রেন্ধ প্রতি'। 26 'উটাহিয়া'। 27 'কুলে'। 28 'গুবিছান্দে'। 29 'ক্রিতি'। 30 'ভোবন'।

হেন কালে মৈনামতি ভাসিয়া উঠিল[1]।
নৌকা[2] লৈয়া গুবিচান্দে[3] আগুবাড়ি[4] নিল ॥
প্রণাম[5] করিয়া ছালার মুখ[6] খোশাইল।
হাসিতে হাসিতে[7] মৈনা বাহের হইল ॥
গুপীচান্দে [বোলে] মাও সুনহে[8] খবর।
টেপা মৎস্যের[9] জ্ঞান তোমার[10] ধড়ের ভিতর
পুনর্ব্বার কহে রাজা মাএর গোচর।
আর এক পরীক্ষা[11] দিয়া বুজিমু সত্বর[12] ॥
কেশের সাকোয়া[13] দিমু[14] খুরের ধারনি।
তাতে হাটি[15] হৈলে পার তবে সত্য[16] জানি ॥
হাসিয়া[17] মৈনাএ বোলে এহি বড়[18] কাম।
হাটিআ[19] হইবে পার লৈয়া গুরুর[20] নাম ॥
কেশের সাকোয়া[21] কৈল খুরের ধারনি।
তাথে হাটি[22] হইল পার মৈনা সুবদিনী[23] ॥
তা দেখিয়া গুবিচান্দে[24] ভাবে মনে মন।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে মাএর চরণ[25] ॥
জত অপরাধ[26] মাও খেমহে আমার[27]।
জত সব[28] কথা সত্য[29] জানিলু[30] তোমার[31]
নিত্য প্রতি[32] কহ মোরে যোগী[33] হইবার।
কোন যোগীর সহিতে[34] মাএ কহ জাইবার ॥

1 'ভাশিয়া উটাল'। 2 'নৈকা'। 3 'গুবিছান্দে'। 4 'আগুবাড়'। 5 'প্রনাম'। 6 'মুক্ষ'। 7 'হাশিতে হাশিতে'। 8 'সুনতে'। 9 'মৈৎশ্চের'; ক 'মাছের'। 10 ক 'তোহ্মার'। 11 'পরক্ষা'। 12 'শত্যর'। 13, 21 'শাকভা'। 14 ক 'কৈল'। 15, 22 'হাটী'। 16 'শৈর্ত্তা'। 17 'হাশিয়া'। 18 'বর'। 19 'হাটীয়া'। 20 'গুরুর'। 23 'সুবদনি'। 24 'তা দেখীয়া গুবিছান্দে'। 25 'চরন' 26 'অপরাদ'। 27 ক 'আহ্মার'। 28 'জত শব'। 29 'শৈর্থ'। 30 'জানিলুঃ'। 31 ক 'তোহ্মার'। 32 'নির্থ প্রতি'। 33 'যুগি'। 34 'যুগির শহিতে'।

মৈনামতি বোলে বা[পু] শোনহ বচন।
গোর্ক্ষনাথে[1] জ্ঞান মোরে করে সমর্পণ[2] ॥
তুমি জ্ঞান শিখ[3] বাপু হাড়িফার ঠাই[4]।
হাড়িফার[5] জ্ঞানে বাপু মুক্তিপদ পাই ॥
শোন মাও মৈনামতি খাই মরিম বিস[6]।
তবেত না হইব আমি হাড়িফার শিষ্য[7] ॥
জদি জ্ঞান থাকিত হাড়িফার ধড়ে[8]।
এক পেটের লাগি কেনে হাড়ি কর্ম্ম করে ॥
হাড়ি নহে হাড়ি নহে গুনে[9] পবিত্তর[10]।
লেখাএ ডাঙ্গর হাড়ি সোল[11] শত নফর (?) ॥
মুণ্ডের চুলে ছাইতে পারে সাত[12] পাঞ্চ ঘর।
হেন জনে বোল হাড়ি জ্ঞান নাহি তোর ॥
চারি সিদ্ধাএ[13] শাপ দুর্গা দেবীর[14] পাশে।
মীননাথ[15] চলি গেল কদলীর[16] দেসে ॥
গোর্ক্ষনাথ[17] চলি গেল ব্রাহ্মণের[18] ঘরে।
কানুফা পাইল শাপ ডাড়াব শহরে ॥ ব্রাঢ় দেশে
হাড়িফাএ পাইল শাপ[19] তোমা সেবিবারে[20]।
তে কারণে হীন কর্ম্ম[21] করে তোমার[22] ঘর ॥
মহাদেবীর[23] শাপে তোমার[24] ঘরে খাটে।
মহাজ্ঞান[25] আছে জান হাড়িফার পেটে ॥
রাজা বোলে শোন মায় মৈনামতি আই[26]।
হাড়িফার কেমন জ্ঞান পরীক্ষিয়া[27] চাই ॥

1 'গোক্ষনাতে'। 2 'মোর কর সম্পন'। 3 'শিক'। 4 'হারিফার টাই'। 5 'হারিফার'। 6 'বিশ'। 7 'শিস্ব'। 8 'হারিফার ধরে'। 9 ক 'জ্ঞানে'। 10 'পবিত্তর'। 11 'শোল'। 12 'শাত'। 13 'চাড়ি শিদ্ধাএ'। 14 'দুর্গাদেবির'। 15 'মির্ননাত'। 16 'কদলির'। 17 'গোক্ষনাত'। 18 'ব্রাম্মনের'। 19 'শাফ'। 20 'শেবিবার'। 21 'তে কারনে হিন্ন কম্ম'। 22, 24 ক 'তোম্মার'। 23 'মোহা-দেবির'। 25 'মোহাজ্ঞান'। 26 'আহ'। 27 'পড়িক্ষি'।

পুরী মধ্যে[1] না জায় রাজা রহ মোর তরে[2]।
মাএ পুত্রে স্থইবেক[3] লাল টঙ্গির উপরে[4]॥
এ বুলিয়া রহে রাজা মাএর গোচর।
রাত্রি পোশাইয়া হইল পূর্ব্বেতে[5] পশর॥
রজনী প্রভাতে[6] হইল উদিত তপন।
কান্ধেত[7] কোদাল হাড়ি করিল গমন॥
এক জন আগে[8] জাএ দুই জন পাছে[9]।
জমের পুত্র মেঘনালে ছত্র ধরিয়াছে[10]॥
ধীরে ধীরে[11] হাড়িপাএ দেখলেতে গেল।
বসুমতী[12] হস্ত বাড়াই খাট আনি[13] দিল॥
খাটেতে বসিল সিদ্ধাএ আসন করিয়া[14]।
এক হুঙ্কার সিদ্ধাএ[15] দিলেন ছাড়িয়া॥
উনশত কোদাল জাএ দর্গল চাছিয়া[16]।
সোনার[17] ঝাড়ুএ জাএ খলা ঝাড়ু দিয়া॥
সুবর্ণ কোটরাএ[18] জাএ চন্দন ছিটিআ[19]।
চন্দন ছিটিআ পুনি গেলেন উড়িআ॥
উনশত টুকরি আনি সব[20] ফেলাইল।
তা দেখি গুপিচান্দে আশ্চর্য্য[21] হইল॥
চারি বর্ণ[22] লাগিল খনার কারবার।
ভাঙ্গ খাই সিদ্ধাএ[23] লাগিল ঢুলিবার॥

---

1 'পুরি মৈদ্ধে'। 2 'স্তরে'; ক 'ঘরে'। 3 'পুত্রে সুইবেক'। 4 'উপরে'। 5 'পুর্ব্বেতে'। 6 'রজনি প্রর্ব্বাতে'। 7 'কান্দেত'। 8 'য়াগে'। 9 'পাচে'। 10 'জমের পুত্র মেগনালে চত্র ধরিয়াচে'। 11 'দিরে দিরে'। 12 'বসুমতি'। 13 'য়ানি'। 14 'বশিল শিদ্ধাএ য়াশন করিআ'। 15 'শিদ্ধাএ'। 16 'চাচিয়া'। 17 'শোনার'। 18 'সুবের্ণ কোটড়াএ'। 19 'চিটিআ'। 20 'টুকড়ি আনি শব'। 21 'য়চাইর্জ্য'। 22 'বর্ন্ন'। 23 'শিদ্ধাএ'।

আড়াই পর বেলা গেল স্নান[1] করিবারে।
পাঞ্চ কামিনী[2] লইয়া হাড়িফাএ স্নান[3] করে॥
স্নান[4] করি সিদ্ধাএ[5] খাএ ভাঙ্গের গুড়ি।
উনশত সিদ্ধাগণ[6] দূরে[7] গেল ছাড়ি॥
ভাঙ্গ খাইআ সিদ্ধার[8] হইআ গেল খুধা[9]।
রাজ নারিকেল[10] খাইতে হইআ গেল শ্রধা॥
ধীরে ধীরে[11] রাজার নারিকল[12] বাগে জাএ।
উনশত নারিকলে শেলাম[13] জানাএ॥
এক হুঙ্কার সিদ্ধাএ[14] দিলেক এড়িয়া।
উনশত নারিকল পড়ে[15] জীবন[16] শোঁড়িয়া॥
উনশত নারিকল খাইল আর আম[17] কাটোআল।
তার মধ্যে[18] পাড়ি খাএ বার হাজার তাল॥
কিছু খাইল শাশ[19] নারিকল কিছু খাইল পানি[20]।
নগরিআ[21] পোলাপানে লইল টানাটানি[22]॥
নগরিআ[23] পোলারে দিলেন দুগ্ধ কলা[24]।
শাশ নারিকল খাইয়া গাছে[25] লাগাএ মালা॥
হাতে ঠারি[26] দেখাএ তবে[27] মৈনামতি আই[28]।
এই জ্ঞান শিখিলে বাপু[29] আর মৃত্যু[30] নাই॥
এত নারিকল হাড়িফা বেটাএ খাইল।
জত ছোলা [ছিল] সবে[31] গাছে লাগাইল॥

1, 3, 4 'শ্নান'। 2 'কামিনি'। 5 'শিদ্ধাএ'। 6 'শিদ্ধাগন'। 7 'দুরে'। 8 'শিদ্ধার'। 9 'খুদা'। 10 'নাড়িকল'। 11 'ধিরে ধিরে'। 12 'নাইকল'। 13 ক 'সিদ্ধাএ প্রণাম'। 14 'শিদ্ধাএ'। 15 'পরে'। 16 'জিবন'। 17 'য়াম'। 18 'মৈদ্ধে'। 19 'শাচা'। 20 ক 'জল'। 21 'নগুরুআ'। 22 ক 'টানাটানি লৈল'। 23 'নগুড়ি'। 24 'দেলেন দুদ্দা কলা'। 25 'গাচে'। 26 'টাড়ি'। 27 ক 'তারে'। 28 'য়াই'। 29 'শিকিলে বাপুর'। 30 'মিত্র'। 31 'শবে'।

এক হুঙ্কারে পাড়ে[1] আর হুঙ্কারে খাএ।
আর হুঙ্কারে ছোলা[2] মালা গাছেতে লাগাএ॥
তা দেখি বুলিলেন্ত রাজা গুবিন্দাই।
হেন জ্ঞান পাইলে আমি[3] জুগী হইয়া জাই॥
আমি রাজাএ কাটি[4] পুনি জিয়াইতে না পারি।
কি করিব হাড়ির সঙ্গে[5] জাইতে শ্রধা করি॥❀॥

রাগ পয়ার[6]।

কৃষ্ণ[7] জাবে বৃন্দাবনে[8] খরছি নাহি তাব সাথে[9]।
গুরুজির[10] নিজ নামটী ভাঙ্গাহি[11] খাবে পথে[12]॥[13] [ধুআ]
মৈনামতি বোলে স্থন[14] রাজা গুবিন্দাই।
হাড়িফার মহাজ্ঞান[15] তোমারে[16] শিখাই॥
এত স্থনি[17] রহে রাজা মাএর গোচর।
রাত্রি পোশাইয়া হৈল পূর্ব্বেত[18] পশর॥
মুখ পাখালিল ধীরে[19] ভিঙ্গারের জলে।
খাটেত বসিল[20] রাজা মন কৌতুহলে॥
হেন কালে পান নিয়া তাম্বুলী আসিল[21]।
রাজার সাক্ষাতে আসি[22] দণ্ডবত হইল॥
ডাইনে বামে চাহে[23] মইনাএ কাকে না দেখিআ[24]।
লীলাএ তাম্বুলীর[25] শির ফেলিল কাটিআ[26]॥

1 ‘পারে’। 2 ‘ছলা’। 3 ‘য়ামি’; ক ‘আহ্মি’। 4 ‘কাটী’। 5 ‘শঙ্গে’। 6 ‘পএয়ার’। 7 ‘ক্রিষ্ণঃ’। 8 ‘ব্রিন্দাবনে’। 9 ‘শাতে’। 10 ‘গুরুজির’। 11 ‘বাঙ্গাহি’। 12 ‘পন্তে’। 13 ধুআটি আদর্শ পুঁথিতে অতিরিক্ত। 14 ‘স্থন’। 15 ‘মোহাজ্ঞান’। 16 ক ‘তোমাতে’। 17 ‘যুনি’। 18 ‘পুর্ব্বেত’। 19 ‘মুক্ষ কাকালিলে বিরে’। 20 ‘বশিল’। 21 ‘তাম্বুলি য়াশিল’। 22 ‘শাক্ষাতে য়াশি’। 23 ‘ছাহে’। 24 ‘দেখীআ’। 25 ‘লিলাএ তাম্বুলি’। 26 ‘কাটীআ’; ক ‘খাণ্ডাইয়া’।

এ সব আশ্চর্য্য [1] রাজা দেখিয়া নয়ানে [2]।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল [3] মাহের চরণে [4] ॥
মাও নহে মাও নহে সাক্ষাতে ডাকিনী [5]।
বিনি অপরাধে [6] কাট কোন তত্ত্ব [7] জানি ॥
বিনি দোসে তাম্বলী কাটিলা কি কারণ। [8]
এহি পাপে জাবে মাও নরক ভুবন [9] ॥
মৈনামতি বোলে সোন তত্ত্ব [10] পরিহরি।
পাদ [11] লাড়ি হাড়িফাএ জিয়াবে জ্ঞান পড়ি [12] ॥
এত বুলি লএ তারে [13] কান্ধেত করিয়া।
মস্তক লহিল তার হস্তেত [14] তুলিয়া ॥
হাড়িফার নিকটেত জাএন্ত চলিয়া।
ধীরে ধীরে [15] মএনামতি উত্তরিল [16] গিয়া ॥
বসিয়াছে সিদ্ধা হাড়ি [17] বাঙ্গালার ঘরে।
লক্ষের চান্দওা [18] ঢুলে শিরে উপরে ॥
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য [19] হুঙ্কারে পাড়িয়া [20]।
দুই কর্ণে [21] দুই কুণ্ডল দিল বানাইয়া ॥
সিদ্ধাএ [22] বোলে মৈনামতি নছিবের [23] ফল।
বহু কালে আনে [24] মৈনাএ মিষ্ট নারিকল ॥
ভেট নহে শোন গুরু [25] ত্রেতা জন স্তিহ্ন [26]।
তোমার চরণে [27] এক নিবেদন করি ॥

1 'এ শব ঋচৈঝ'। 2 'নএয়ানে'। 3 'জিজ্ঞাশিল'। 4 'চরনে'। 5 'শাক্ষাতে ডাকিনি'। 6 'ম্নপরাদে'। 7 ত্রত'। 8 'বিনি দোশে তাম্ভলী কাটীলা কি কারন'। 9 'জোবন'। 10 তত'॥ 11 'পান্ধ'। 12 '৮রি'। 13 ক 'লএ তারে' স্থানে 'কবন্ধন'। 14 'হোশ্তেত'। 15 'ধিরে ধিরে'। 16 'উতারিল'। 17 'বশিয়াছে শিধ্যা হারি'। 18 'লৌক্কের ছান্দওা'। 19 মুর্জ্য'। 20 'ফারিয়া'। 21 'ক্রন্যে'। 22 'শির্দ্ধাএ'। 23 ক 'অদৃষ্টের'। 24 'য়ানে'। 25 'গুরূ'। 26 'ত্রেতা জন শ তিহ্ন'। 27 'চরনে'।

মনিষ্য কাটিআ [1] রাজা তোতে পাঠাইল [2]।
জ্ঞান শিক্ষা বুঝিবারে [3] তোমা স্থানে [4] দিল ॥
এ মনিষ্য [5] তুমি জদি দেও জিয়াইয়া।
তোমা স্থানে [6] জ্ঞান লইব ভক্তিভাব হইয়া ॥
এত সুনি [7] সেই ম্রেতা [8] হস্তেত [9] করিয়া।
মএনন্দি সাগর মধ্যে [10] গেলেন্ত চলিয়া ॥
পাথর থেঁপিলে ছএ মাসে [11] নহে তল।
পক্ষী উড়িতে ছএ মাসে [12] না পাএ কূল [13] ॥
এ হেন সমুদ্রে [14] হাড়ির হইল আঠু [15] পানি।
উত্তরে [16] থুইল খাণ্ডা দক্ষিণে [17] মুণ্ড আনি [18]।
গঙ্গাদেবী [19] খাট আনি [20] দিল তত্তৈক্ষণ [21]।
খাটেত বসিল সিদ্ধা [22] করিল আসন [23] ॥
পূর্ব্বে [24] গোর্খমন্ত্র সিদ্ধাএ [25] সোঁরণ [26] করিয়া
সেই [27] জ্ঞানে বসুমতী উঠে উলটিআ [28] ॥
উলটিতে বসুমতী [29] ধরিল খিঁচিয়া [30]।
স্থির মন্ত্র [31] পড়ি সিদ্ধাএ ধরিল চাপিয়া [32] ॥
খেনেক রহ বসুমতী [33] খানেক রহ তুমি।
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা [34] দেখাই আমি [35]
এক হুঙ্কার হাড়ি দিলেন ছাড়িয়া [36]।
কণ্ঠ পরে [37] মুণ্ডগোটা পড়ে লাম্ফ [38] দিয়া ॥

1 'মনির্শ্ব কাটীআ'। 2 'পাটাইল'। 3 'বুজিবারে'। 4 'শ,তানে; ক 'তোহ্মা স্থানে'। 5 'মনির্শ্ব'। 6 'শ,তানে; ক 'তোহ্মা স্থানে'। 7 'সুনি'। 8 'শেষ্ট ম্রেত্যা'। 9 'হশ্তেত'। 10 'শাগরে মৈধ্যে'। 11 'পাত্তার থেঁফিলে চএ মাশে'। 12 'পক্ষি উরিতে চএ মাশে'। 13 'কূল'। 14 'শমুদ্রে'। 15 'আটু'। 16 'উত্যরে'। 17 'দক্ষিনে'। 18, 20 'য়ানি'। 19 'গঙ্গাদেবি'। 21 'তত্তৈক্ষন'। 22 'বশিল শিধ্যা'। 23 'আশন'। 24 'পুর্ব্বে'। 25 'শিদ্ধাএ'। 26 'শোঁরন'। 27 'শেই'। 28 'বষুমতি উটে উলটীআ'। 29 'উলটীতে বসুমতি'। 30 'খিঁছিয়া'। 31 'শ,তির মন্ত্র'। 32 'শিদ্ধাএ ধরিল চাপিয়া'। 33 'বসুমতি'। 34 'পরিক্ষা। 35 'য়ামি'। 36 'ছারিয়া'। 37 'কণ্ট পরে'। 38 'লাম্ফ'

হাসিয়া সিদ্ধাএ [1] জে মারিল এক লাথি [2]।
লাথি [3] খাই ভ্রেতা মনিষ্য উঠিল শীঘ্র গতি [4] ॥
চারি [5] দিগে হেরিয়া উঠি [6] লড় দিল।
তা দেখিয়া গুবিচান্দে [7] হাসিতে [8] লাগিল॥
এ সব [9] চরিত্র রাজা দেখিয়া নয়ানে [10]।
পত্যএ [11] করিল পুনি মাহের বচনে [12] ॥
অঙ্গের জত জামা জোড়া [13] এড়ে খোশাইয়া।
সোনার [14] মুষ্ট তলওার তাম্বূলীরে [15] দিয়া ॥
জাও জাও হস্তী ঘোড়া [16] তারে নাহি দাএ।
জ্ঞান সাধিবারে [17] জাই জীবন [18] উপাএ॥
সামাইল [19] গামছা নৃপ [20] পরিধান [21] করিয়া।
হাড়িফার সাক্ষাতে [22] রাজা উত্তরিল [23] গিয়া ॥
বসিছে [24] হাড়িফা সিদ্ধা [25] আনন্দিত মন।
প্রণাম [26] করিল গিয়া [27] গুরুর চরণ [28] ॥
হাসিয়া সিদ্ধাএ [29] পুনি বুলিল তাহারে।
কি কারণে [30] আসিয়াছ [31] আমার গোচরে ॥
রাজাএ বোলে শোন গোসাই [32] মোর নিবেদন। [33]
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিবারে [34] লএ মোর মন ॥
নিরবধি [35] বোলে মাএ জাইতে দেশান্তর।
তে কারণে [36] আসি আমি [37] তোমার [38] গোচর ॥

1, 29 'হাশিয়া শিদ্যাএ'। 2, 3 'লাতি'। 4 'মেতা মনির্শ উটীল শিগ্রগতি'। 5 'ছারি'। 6 'উটী'। 7 'গুবিছান্দে'। 8 'হাশিতে'। 9 'শব'। 10 'নএয়ান'। 11 'পৈত্তাএ'। 12 'বচন'। 13 'জামাজোরা'। 14 'শোনার'। 15 'তাম্বুলিরে'। 16 'হশতি ঘোরা'। 17 'শাদিবারে'। 18 'জিবন'। 19 'শামাইল'। 20 'নিপ'। 21 'পরিদান'। 22 'শাক্ষাতে'। 23 'উত্যরিল'। 24 'বশিছে'। 25 'শিধ্যা'। 26 'প্রনাম'। 27 'গীয়া'। 28 'চরন'। 30, 36 'কারনে'। 31 'আশিয়াছ'। 32 'গোশাই'। 33 'নিবেধন'। 34 'ব্রর্ম্মজ্ঞান শাদিবারে'। 35 'নিরবদি'। 37 'য়াশি য়ামি'; ক 'আসি আহ্মি'। 38 ক 'তোহ্মার'।

তে কাজে সাধি আমি [1] তোমার [2] জে পাএ।
ব্রহ্মজ্ঞান [3] কহি দেও জীবন [4] উপাএ॥
মহাজ্ঞান [5] শিখি তুমি রৈতে চাহ [6] ঘরে।
ঘরে আছে [7] চারি বধূ [8] মাও বোলাও তারে॥
রাজা বোলে এহি বাক্য [9] কিরূপে পালিমু [10]।
ঘরের রমণী [11] মাও কিরূপে ডাকিমু॥
মায় না ডাকিয়া [12] জদি রৈতে চাহ [13] ঘরে।
পিছেত উপাএ নাই জমে জদি ধরে॥
এত সুনি [14] গুবিচান্দে [15] ভাবি নিজ মন।
শীঘ্রগতি [16] চলি গেল মাএর সদন [17]॥
শোন কহি মাতা মহি গুরু হিতাহিত।
হাড়িফাএ কহে মোরে বচন কুৎসিত [18]॥
মা বুলিয়া ডাকিবারে ঘরের রমণী [19]।
এমত অশক্য বাণী [20] কবু নাহি সুনি॥
মৈনামতি বোলে বাণী পুত্রের অগ্রেতে [21]।
মাও না ডাকিলে জ্ঞান সাধিবা [22] কেমতে॥
রাজাএ বোলে সুন দূত [23] বাটার পান খাইবা।
দৈবক [24] আনিয়া শীঘ্র [25] লগ্ন করি দিবা॥
তবে দূতে [26] পাইল জদি রাজার প্রমাণ [27]।
দৈবক আনিয়া শীঘ্র [28] দিল তুরমান॥ * ॥

1 'শাদি য়ামি'। 2 ক 'তোহ্মার'। 3 'ব্রহ্মজ্ঞান'। 4 'জিবন'। 5 'মোহাজ্ঞান' 6, 13 'ছাহ'। 7 'য়াছে'। 8 'ছারি বধু'। 9 'বাইক্ক'। 10 'কালিমু' 11, 19 'রমনি'। 12 'ঢাকিয়া'। 14 'সুনি'। 15 'গুবিছান্দে'। 16 'শিগ্রগতি' 17 'শএদন'। 18 'কুরশ্চিত'। 20 'য়শেক্ক বানি'। 21 'পুত্রের য়গ্রেতে' 22 'শাদিবা'। 23 'ডুত'। 24 'দৈর্ব্বক'। 25 'শিগ্রে'। 26 'ডুতে'। 27 'প্রমান'। 28 'দৈর্ব্বক য়ানিয়া শিগ্রে'।

খর্ব্বচ্ছন্দ [1]।

রাজ আজ্ঞা পাই খুশি [2] খড়ি হাতে লৈল।
পাঞ্জি দেখিয়া তবে গণিতে [3] লাগিল ॥
শনিবারে রাজা তুমি মুড়াইবে মাথা।
রবিবারে নৃপ [4] তুমি গলে দিবা কাঁথা ॥
সোমবারে [5] দিবে তুমি [6] হাতে দোয়াদশ [7]।
মঙ্গলবারে [8] তুমি [9] রাজা গাএ দিবা ভস্ম [10] ॥
বুধবারে [11] রাজা তুমি [12] জাবে দেশান্তর।
এহি বার্ত্তা [13] পাইল চারি পুরীর [14] ভিতর ॥
বার্ত্তা [15] পাই চারি নারী [16] ভাবে মনে মন।
নিশ্চয় [17] জাইব রাজা বিদেশে গমন ॥
এত শুনি চারি [18] [নারী] প্রকার [19] করিল।
দিব্ব দিব্ব অলঙ্কার [20] পরিতে লাগিল ॥
কর্ণেত [21] তুলিয়া পৈরে এ তার তোররি।
নীচের কর্ণে [22] তুলি পৈরে মাণিক্য মদনকৌড়ি [23] ॥
বাহুতে তুলিয়া পৈরে সোণার চারি তাড় [24]।
গলাএ তুলিএ পৈরে সাত [25] ছড়া হার ॥
রাম লক্ষণ [26] দুই মুট শঙ্খ [27] হস্তে [28] তুলি দিল।
পৌর্ণমাসীর [29] চন্দ্র জেন আকাশে উদিল ॥ [30]

---

1 'খর্ব্বছান্দ'। 2 ক 'খশী'। 3 'গনিতে'। 4 'নিপ'। 'খাথা'। 5 'শমবারে'। 6 ক 'তুঙ্কি'। 7 'দোয়াদষ'। 8 'মোঙ্গলবারে'। 9 ক 'তুঙ্কি'। 10 'বশ্ম'। 11 'বুইদবারে'। 12 ক 'তুঙ্কি'। 13 'বাত্যা'। 14 'ছারি পুরির'। 15 'ব্রার্থা'। 16 'ছারি নারি'। 17 'নিশ্চএ'। 18 'ছারি'। 19 ক 'সাজন'। 20 'দিব্ব দির্ব্ব য়লঙ্কার'। 21 'ক্রন্তেত'। 22 'নিছের ক্রণে'। 23 'মানিক্ক মধন কৌরি'। 24 'শোনার ছারি তার'। 25 'শাত'। 26 'রাম লক্ষন'। 27 'শঙ্ক'। 28 'হশ্তে'। 29 'পূর্ণিমাশের'। 30 ইহার পর গ পুঁথিতে,—'এক চন্দ্র উঠে এই আকাশ উপরে। চারি চন্দ্র শোভে [জেন] গোপীচান্দের ঘরে ॥' দুই পঙ্ক্তি আছে।

কেশেত ধরিল পুনি [1] মেঘের লক্ষণ [2] ।
কেশরী [3] জিনি ক্ষীণ মাঝা [4] জগত শ্রবণ [5] ॥
অদুনাএ পিন্ধে কাপড় [6] নামে জে তসর [7] ।
আন্ধারিয়া [8] ঘর খানি আপনে পশর ॥
পদুনাএ পিন্ধে [9] কাপড় নামে খিরাবলি ।
রূপে মুনির তপভঙ্গ ভুলিএ [10] জাএ অলি [11] ॥
রতনমালাএ পিন্ধে [12] কাপড় বাহুখানি নেত ।
মাঞ্জা করে ঝলমল [13] বনের সুন্দি [14] বেত ॥
কাঞ্চনমালাএ পিন্ধে [15] কাপড় মেঘনাল [16] শাড়ি
জেই শাড়ির মূল্য [17] ছিল বাইস লাখ [18] কৌড়ি ॥
মস্তকে সুবর্ণ ছড়া [19] কটীতে কিঙ্কিণী [20] ।
কর্ণেত শিখনী শোভে [21] চরণে বাদ্য ধ্বনি [22] ॥
নানা বর্ণে [23] চারি ভৈনে [24] সাজন [25] করিয়া ।
সুবর্ণ [26] বাটাএ পান গেলাপ করিয়া ॥
চলি জাএ চারি নারী [27] রাজা ভেটিবারে [28] ।
টঙ্গিতে থাকিআ রাজা দেখিল [29] নজরে ॥
চারি বধূ [30] দেখি রাজা হেস্ট কৈল মাথা ।
জোড় হস্তে চারি নারী [31] কহে আপ্ত কথা ॥
শির তুলি চাহ [32] প্রভু রাজা গোবিন্দাই ।
হাসিয়া উত্তর দেও [33] নিজ ঘরে জাই ॥

1 গ পুঁথি ; আদর্শে 'পোনি' ; ক 'গুনি' । 2 'মেগের লৈক্ষন' । 3 'কেষ [রী]' । 4 'খিন্ন মাঞ্জা' । 5 'জগত শ্রবন' ; গ 'জগত মোহন' । 6 'অদুনাএ পিন্দে কাপর' । 7 'তশর' । 8 'আন্দারিয়া' । 9, 15 'পিন্দে' । 10 'ভোলিএ' । 11 'অলি' । 12 'রত্তনমালাএ পিন্দে' । 13 'ঝলবল' । 14 'সুন্দি' । 16 'মেগনাল' । 17 'শারির মুল্ল' । 18 'বাইশ লাক' । 19 'মশ্তকে সুবৈন্ন ছরা' । 20 'কিঙ্কিনি' । 21 'ক্রন্তেতে শিখিনি সুভে' । 22 'চরনে বাইধ্যধনি' । 23 'নানাব্রন্নে' । 24 'বৈনে' । 25 'শাজন' । 26 'সুবৈন্ন' 27 'নারি' । 28 'বেটীবাবে' । 29 'দেখীল' । 30 'ছারি বধু' । 31 'জোড় হশ্তে ছারি নারি' । 32 'ছাহ' । 33 'হাশিয়া উত্তর দেও' ।

কি কাজে আসিলা বধূ[1] আমার[2] গোচর।
কালিনী[3] জমের ডরে জাই দেশান্তর॥
জেই জমের ডরে রাজা জুগি হোবি তুমি[4]।
হাতে গলাএ বান্ধি[5] জম আনি[6] দিব আমি[7]॥
দশ নৌক কাটি[8] আমি[9] জমপুরে জাইমু।
জিব্বা কাটিআ আমি[10] জমেরে[11] মানাইমু॥
নানা প্রকারে আমি[12] জমেরে বুঝাইব[13]।
এহি মতে রাজা আমি[14] জমেরে বুঝাইব[15]॥
ভক্তিভাব হৈয়া আমি[16] সামী দান[17] লইমু।
হৃদয় বিদারি আমি[18] জমপুরে জাইমু।
নহি গ[19] অবুনা বধূ[20] তোর বাক্য[21] হএ।
জতেক কহিলা বধূ[22] মোর মনে লএ॥
মাথার চুল[23] কাটিলে মাসেকে[24] বাড়িব।
জিব্বা[25] কাটিলে পুনি কথা না আসিব[26]॥
অঙ্গুলি[27] কাটিলে পুনি চোর[28] জে বুলিব।
এ সব অশকা বাণী[29] কেমতে সুনিব[30]॥
এহি মত কৈল জদি রাজা অধিকারী[31]।
কান্দিয়া বিকল[32] হইল এ চারি সুন্দরী[33]

1 'য়াশিলা বধু'। 2 ক 'আঙ্গার'। 3 'কালিনি'। 4 ক 'তুঙ্কি'। 5 'বান্দি'। 6 'য়ানি'। 7, 9, 12, 14, 16, 18 ক 'আঙ্কি'। 8 'কাটী'। 10 'জিব্বা কাটীয়া য়ামী'। 11 'জমের'। 13, 15 'বুজাইব'। 17 'শোমিদান'। 18 'হৃদএ বিধারি য়ামি'। 19 'ঘ'। 20, 22 'বধু'। 21 'বাইক্ক'। 23 'ছুল'। 24 'মাশেকে'। 25 'জিব্বা'। 26 'আশিব'। 27 'য়ঙ্গুল'। 28 'ছোর'। 29 'এ শব য়াশক্ক বানি'। 30 'সুনিব'। 31 'অদিকারি'। 32 'বিখল'। 33 'ছারি শোন্দরি'।

বিলাপ—দীর্ঘচ্ছন্দ—লাচাড়ী[1]।

হাহা প্রভু প্রাণেশ্বর বাম হৈ আমা তর[2]
মোরে ছাড়ি জাইবা[3] কোন[4] দেশ ॥[5]
তোমা না দেখিয়া আমা[6] প্রাণি[7] দিমু চারি[8] রামা
মরিমু যে গরল ভক্ষিয়া[9] ॥
হস্তী আর[10] ধন জন তেজি নিজ[11] সিংহাসন[12]
কথাএ যাইবা[13] এহারে ছাড়িয়া[14] ॥
আমি[15] হেন সুন্দরী[16] পুনি না খাইলা ঘৃত[17] ননি
কেমতে খাইবা পরের হাতে ॥
তুমি[18] রাজা যুগি হইবা এ সব[19] কথাতে পাইবা
কথাএ পাইবা খাট সিংহাসন[20] ॥
কথাএ পাবে পাত্র মিত্র কথাএ পাবে ধজ ছত্র[21]
কথাএ পাবে এ চারি সুন্দরী[22] ॥
তেজিয়া কামিনীর[23] কোল সুনিবা শ্রিকালের রোল
বনে হাটি[24] বহু দুঃখ[25] পাইবা ॥
সঙ্গে[26] নাহি বন্ধুগণ[27] করে দুঃখ নিবারণ[28]
খুধাকালে[29] কাহাতে মাগিবা ॥

---

1 'দির্গ ছান্দ—লাছারি'। 2 ক পুথির পাঠ। আদর্শে—'আহা প্রভু প্রানেশ্বর বিধি হইল আমা তর'। 3 ক পুথি। আদর্শে—'ছাবি গেলা'। 4 ক 'কন'। 5 'হাহা প্রভু প্রাণেশ্বর' ইত্যাদির পূর্ব্বে আদর্শ পুথিতে—'শর্গ মৈত্য দেবেশ্বর : তান পর্দ্ধে দিআ শির : কহে ফকির করনের বাটা' (বেটা ?) অতিরিক্ত। 6 ক 'আঙ্গা'। 7 'প্রানি ; ক 'প্রাণ'। 8 'ছারি'। 9 ক 'পুথি ; আদর্শে 'মরিব শবে গোড়ল ভক্ষিয়া'। 10 'হশ্তি য়ার'। 11 'তেজি নিজ' স্থানে ক পুথিতে 'ফেলাইয়া'। 12 'শিঙ্গাশন' ; ক 'সিঙ্গাসন'। 13 ক পুথি ; আদর্শে 'গেলা'। 14 'ছারিয়া'। 15 ক 'আক্ষি'। 16 'শোন্দরি'। 17 'গ্রত'। 18 ক 'তুক্ষি'। 19 'শব'। 20 'শিঙ্গাশন ; ক 'সিঙ্গাসন। 21 'চত্র'। 22 'ছারি শোন্দরি'; 23 'কামিনির'। 24 'হাটী'। 25 'দুক্ষ'। 26 'শঙ্গে' 27 'বন্দুগন'। 28 'দুক্ষ নিবারন'। 29 খুদাকালে'।

আসাড়[1] জে শ্রাবণ[2] ঘন দেওার বরিসণ[3]
ধাইয়া জাইবা বৃক্ষতলে[4] ॥
সে[5] গাছের টেফ্‌ান্যা পানি ভিজিবেক[6] মাথা খানি
অপমানে তেজিবা জীবন[7] ॥
দিবা রাত্রি আমি সবে[8] কান্দিয়া গোঞাবে তবে
তোমা শোকে[9] তেজিব[10] জীবন[11] ॥
[তুহ্মি যাইবা ভিন্ন দেশ চারি নারীর প্রাণ শেষ
কান্দিয়া গোঞাইমু রজনী ॥][12]
এরূপ যৌবন[13] মোর জীবের জীবন[14] তোর
কাতে ঢালি জাও প্রাণেশ্বর[15] ॥
আমার[16] কান্দন বাণে[17] কান্দে পসু[18] পক্ষিগণে[19]
তোমার[20] কঠিন[21] বড় হিয়া ॥
শোন কহি প্রাণেশ্বর[22] আমার[23] বচন ধর
ছএ মাস রহি জাও ঘরে ॥
পুত্র কন্যা[24] হউক আমা জস[25] কীর্ত্তি[26] রউক[27] তোমা
তবে রাজা জাহিয় দেশান্তরে ॥
রমণীর[28] কান্দন[29] শুনি[30] বিদরে[31] রাজার প্রাণি[32]
বুদ্ধি স্থির[33] নারে করিবারে ॥

1 'আশাড়'। 2 'শ্রাবন'। 3 'বরিশন'। 4 'ব্রিক্ষশ্‌তলে'। 5 'শে'। 6 'বিজিবেক'। 7 'জিবন'। 8 'হ্মামি শবে'; ক 'আহ্মি সবে'। 9 'শোঁগে'; ক 'তোহ্মা লাগি'। 10 ক 'তেজিমু'। 11 'জিবন'। 12 ক পুঁথির অধিক পাঠ। 13 'জোবন'। 14 'জিবের জিবন'। 15, 22 'প্রানেশ্বর'। 16, 23 ক 'আহ্মার' 17 'বানে'; ক 'শুইনে'। 18 'পষু'। 19 'পক্ষিগনে'। 20 ক 'তোহ্মার' 21 'কটীন'। 24 'পুত্র কৈন্না'। 25 'জশ'। 26 'ক্রিত্যি'। 27 'রৈউক'। 28 'রমনির'। 29 ক 'বিলাপ'। 30 'হুনী'। 31 'বিধরে'। 32 'প্রানি'। 33 'বুদ্ধি শ্‌তির'।

কি করিবে কথাএ জাবে কাতে যুক্তি জিজ্ঞাসিবে [1]
মাও মোর হৈল প্রাণের বৈরী [2] ॥ [3]

পয়ার ছন্দ [4]।

বন্ধু [5] তোরে পাসরি [6] কেমনে ॥ [ধুআ] ॥
কিসের কারণে [7] রাজা মুড়াইলা মাথা।
কিসের কারণে [8] রাজা কান্ধে ঝুলি কাঁথা [9] ॥
কিসের লাগিয়া [10] রাজা হাতে দোয়াদশ [11]।
কোন দুঃখে [12] মহারাজা [13] গাএ দিছ ভস্ম [14] ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া [15] রাজা স্থির [16] কৈল মন।
কি বুলি প্রবোধ [17] দিবে বধূ চারি জন [18] ॥
কি কারণে আসিয়াছ [19] আমার [20] গোচর।
কালিনী [21] জমের ডরে জাই দেশান্তর ॥
ঘরে জাও অদুনা মা গ [22] ঘরে জাও তুমি [23]।
এ বার বৎসরের [24] মাও ডাকিলাম আমি [25] ॥ [26]

1 'জুক্তি জিজ্ঞাশিবে'। 2 'প্রানের ভবি'। 3 ক 'পুঁথির পাঠ,—

কি করিমু কথায় যাইমু কাহাতে যুকতি লইমু
চিন্তাযুক্ত হৈল মোহারাজ।
রমণীর কান্দন দগধে রাজার মন
মাও মোর হৈল প্রাণ বৈরী।

4 'পএয়ার ছান্দ'। 5 'বন্দু'। 6 'পাশরি'। 7, 8 'কিশেব কারনে'। 9 'কান্দে ঘুলি খাঁথা'। 10 'কিশের লাগীয়া'; ক 'কিসের কারণে'। 11 'দোয়াদষ'। 12 'দুক্কে'। 13 ক 'মোহারাজা'। 14 'ভোঁশ্ম'। 15 'ছিন্তিয়া' 16 'শ্তির'। 17 'প্রবুদ'। 18 'বধূ ছারি জন'। 19 'কি কারনে আশিয়াছ'। 20 ক 'আহ্মার'। 21 'কালিনি'। 22 'অদুনা মা ঘ'। 23 ক 'তুহ্মি'। 24 'বৎশচবের'। 25 'আমি'। 26 ক 'এ বার বছর রাজ্য ভ্রমি আসি আহ্মি'।

অদুনা পদুনা রতনমালা[1] কাঞ্চনমালার।
এহি চারি[2] মাও মোর নিশ্চএ আমার॥
এত সুনি[3] চারি নারী[4] ক্রোধে হুতাশন।
আপনার শঙ্খ[5] শাড়ি ফারিল তখন॥
রাম লক্ষণ[6] দুই মুট শঙ্খ[7] ভাঙ্গি কৈল চুর।
পুছিয়া[8] ফেলিল নারী[9] শিরের সিন্দূর[10]॥
দিব্ব দিব্ব[11] পাটের শাড়ি ফেলিল ফারিয়া।
পুরী[12] মধ্যে চারি নারী[13] গেলেন্ত চলিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া[14] রাজা স্থির[15] কৈল[16] মন।
হাড়িফার সাক্ষাতে[17] জাই দিল দরশন॥
প্রণাম[18] করিল নৃপ[19] গুরুর চরণ[20]।
হস্তে[21] ধরি বৈসাইল[22] আপনা আসন[23]॥
তোমার[24] চরণে[25] গুরু সেবা[26] দিলু আমি[27]।
এ ভব[28] তরিতে জ্ঞান মোরে দেও তুমি[29]॥
তবে সিদ্ধা[30] কহে জ্ঞান মস্তকে[31] দিয়া হাত।
মাটী হোতে গুবিচান্দের[32] বাড়ওক হাএয়াত॥
তার পরে কহে জ্ঞান অক্ষি আর সক্ষি[33]।
জম রাজার স্থানে কৈল পীড়া[34] খাড়া বন্দি॥
তবে জ্ঞান কহে সিদ্ধা অনাদির তত্ত্ব[35]।
আপনে জম রাজা আসি লেখি[36] দিল খত॥

1 'রতনমালা'। 2 'ছারি'। 3 'ষুনি'। 4,13 'ছারি নারি'। 5, 7 'শঙ্ক'। 6 'রাম লক্ষন'। 8 ক 'মুছিয়া'। 9 'নারি'। 10 'শিন্দুর'। 11 'দির্ব্ব দির্ব্ব'। 12 'পুরি'। 14 'ছিন্তেয়া'। 15 'স্তির'। 16 ক। 17 'হারিফার শাক্ষাতে'। 18 'প্রনাম'। 19 'নির্প'। 20 'চরন'। 21 'হশ্তে'। 22 'বৈশাইল'। 23 'আশন'। 24 ক 'তোহ্মার'। 25 'চরনে'। 26 'শেবা'। 27 ক 'আহ্মি'। 28 'বভ'। 29 ক 'তুহ্মি'। 30 'শিধ্যা'। 31 'মশ্তকে'। 32 'গুবিছান্দের'। 33 'রক্ষি রার ছক্ষি'। 34 'পিরা'। 35 'শিধ্যা রনাদির তত'। 36 'রাশি লেখী'।

তার পরে কহে জ্ঞান অনাদির [1] ঝুলি।
জম রাজার সহিতে [2] রাজা কৈল কোলাকুলি ॥
গোবিচান্দের [3] নামে লেখা ফেলিল ফারিয়া।
আড়াই অক্ষর [4] জ্ঞান কহে কর্ণ তলে নিয়া [5] ॥
সিদ্ধার [6] জতেক জ্ঞান কহিল সকল [7] ।
অগ্নিতে [8] না জাবে পোড়া [9] পানিতে [10] না হোবে তল
চন্দ্র সূর্য্য মরণে [11] জিবা বেলা [12] আড়াই পহর।
পৃথিবী [13] টলিলে না জাইবে জম ঘর ॥
এহি জ্ঞানে হৈলা তুমি অক্ষয় অমর [14] ।
জোগ সিদ্ধা [15] হৈলা এবে চল দেসান্তর ॥ ❋ ॥

পয়ার [16] ।

নাথ [17] কার লাগি রে বিদেসের ফকির ॥ [ধুআ] ॥
শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি [18] রাজা কান্ধে [19] দিয়া।
দেশান্তরী [20] হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান [21] পাইয়া ॥ [22]
কলিকানগরে ভিক্ষা মাগেন্ত জোগাই।
দিন অবশেষে [23] গেল রাজা গুবিন্দাই ॥
ধোও ধোও [24] করিয়া রাজা সিঙ্গাতে দিল ফুক।
পুরী [25] থাকি চারি বধূ [26] সুনি [27] লাগে শোক [28] ॥

1 'য়নাদির'। 2 'শহিতে'। 3 'গোবিছান্দের'। 4 'ঐক্ষর'। 5 'কহে ক্রন্ন'... ; ক 'কহিল কানের কাছে গিয়া'। 6 'শিধ্যার'। 7 'শকল'। 8 'য়গ্নিতে'। 9 'পোঁরা'। 10 ক 'জলেতে'; 11 'যুর্জ্য মরনে'। 12 ক 'বেইলের'। 13 'প্রিথিম্ভি'। 14 'য়ক্ষঞ্চ ওমর'। 15 'শিধ্যা'। 16 'পএয়ার'। 17 'নাত্য'। 18 'শৈন্ত খাথা শৈন্ত যুলি'। 19 'কান্দে'। 20 'দেশান্তঙ্গ'। 21 'ভ্রম্মজ্ঞান'। 22 উপরের তিন পঙক্তি আদর্শ পুঁথিতে অধিক। 23 'য়বশেশে'। 24 ক 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম'। 25 'পুরি'। 26 'ছারি বধু'। 27 'যুনি'। 28 'যুক'।

চারি টোন ভরি [1] ধন আপন হস্তে [2] লৈয়া।
রাজার ঝুলির [3] মধ্যে দিলেন্ত জে নিয়া॥ [4]
আগে জাএ হাড়িফা সিদ্ধা ত্রিশূল কান্ধে [5] লৈয়া।
পিছে জাএ গুবিচান্দ [6] কাঁথা [7] গলে দিআ॥
হাটিতে হাটিতে [8] রাজা শ্রমযুক্ত [9] হইল।
বৃক্ষতল দেখি বীরে [10] বিশ্রাম করিল॥
শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি [11] শিয়রে সে [12] দিয়া।
শয়ন করিল রাজা নিদ্রা ভোর হৈয়া॥
দৃস্ট করি হাড়িফাএ [13] রাজা পানে চাএ [14]।
হাটিতে বহুল গাছা ফুটিয়াছে পাএ [15]॥
সিদ্ধা [16] বোলে পিচাস [17] জে সুন [18] আগু হৈয়া।
রাজার পাএর কাঁটা ফেলায় বাছিয়া॥
সিদ্ধা [19] বোলে দৈত্যবর মোর আজ্ঞা পরে।
সুরিপু জাইতে এক জাঙ্গাল দেও মোরে॥
হাড়িফার [20] আজ্ঞা জদি দৈত্যগণে [21] পাইল।
আজ্ঞা অনুরূপে এক জাঙ্গাল বান্ধিল [22]॥
চল চল গুবিচান্দ [23] উঠএ সত্বরে [24]।
শীঘ্র গতি [25] চল জাই সুরিপু নগরে [26]॥
এথা [27] হোতে চলে দোহ সানন্দিত [28] মন।
সুরিপু নগরে সিদ্ধা [29] গেল ততেক্ষণ [30]॥

---

1 'ছারি'। 2 'হশ্তে'। 3 সম্ভাবিত পাঠ; আদর্শে 'ত্রিযুল'। 4 ক 'চারি বাটা ধন আপনা হস্তে লইয়া। রাজার ঝুলিতে আনি দিলেক ঢালিয়া॥' 5 'হারিফা শিধ্যা ত্রিষুল কান্দে'। 6, 23 'গুবিছান্দ'। 7 'খাঁথা'। 8 'হাটিতে হাটিতে'। 9 'শ্রমজোক্ত'। 10 'ত্রিক্ষশ্তল দেখী বিরে'। 11 'শর্ন খাথা শৈন্ন জুলি'। 12 'শে'। 13 'হারিফাএ'। 14 'ছাএ'। 15 ক; আদর্শে 'গাএ'। 16, 19 'শিধ্যা'। 17 'পিছাশ'। 18 'যুন'। 20 'হারিফার'। 21 'দৈতঅগনে'। 22 'বান্দিল'। 24 'উটএ শর্ত্তরে'। 25 'শিগ্রগতি'। 26 'যুরিপু নগরে'। 27 'এত্তা'। 28 'শানন্দিত'। 29, 'শিধ্যা'। 30 'ততৈক্ষন'।

মদের গন্ধ [1] পাই সিদ্ধা [2] কহে রাজার তরে [3] ।
নয় [4] কড়া কৌড়ি দেও মদ খাইবারে ॥
ঝুলিতে [5] ঢালিয়া হস্ত [6] হৈয়া গেল ধান্দা ।
ঝুলিএ [7] খাইল কৌড়ি [8] মোরে দেও বান্ধা [9] ॥
বন্ধক [10] লইবা নি গ [11] নটীর ঝিয়াই [12] ।
কেমন আনিছ বন্ধক [13] এথা আন চাই [14] ॥
হাতে রত্ন [15] পাএ রত্ন [16] কপালে ভাগ্য [17] তার ।
হেন বন্ধক [18] না লইব [19] সুরিপু নগর ॥
নগরে নগরে ফিরে বাজারে বাজারে ।
রাজারে লইয়া গেল হীরা [20] নটীর ঘরে ॥
গুবিচান্দ দেখি [21] নটী পড়িল বিভোলে ।
নয় [22] কড়া কৌড়ি দিল রাজার বদলে ॥
নয় কড়া কৌড়ি [23] দিয়া সিদ্ধাএ [24] মদ্য খাইল ।
মদের ভোলেতে ফিরিয়া [25] না চাইল [26] ॥
তবে হীরা [27] নটীএ জে মনেত ভাবিয়া ।
আনন্দ উৎসব [28] করে রাজা ঘরে নিয়া ॥
নৃপতি [29] লইয়া গেল পুরীর [30] ভিতর ।
দিব্ব দিব্ব বস্ত্র [31] তানে দিল পরিবার ॥
নটীর চরিত্র দেখি [32] বুলিল বচন ।
এ সকল [33] কর্ম্ম মোতে নাহি কদাচন ॥
ক্রোধ [34] হৈয়া হীরা [35] নটী বুলিল বচন ।
ছাগল রাখিতে আজ্ঞা কৈল তৎক্ষণ [36] ॥

---

1 'গন্দ'। 2 'শিধ্যা'। 3 'শ ভরে'। 4 'নএ'। 5 'জুলিতে'। 6 'হশ ত'। 7 'যুলিএ'। 8 'কৌরি'। 9 'বান্দা'। 10, 13, 18 'বন্দক'। 11 'নি ঘ'। 12 'জিয়াই'। 14 'ছাই'। 15, 16 'রত্ন'। 17 'বাজ্ঞ'; ক 'রাজা'। 19 'লহিব'। 20, 29, 35 'হিরা'। 21 'গুবিছান্দ দেখী'। 22 'নএ'। 23 'কৌরি'। 24 'শিধ্যাএ'। 25 'ফিহ্রয়া'। 26 'ছাইল'। 27 'উশচব'। 28 'নির্পতি'। 30 'পুরির'। 31 'দির্ব্ব দির্ব্ব বশত্র'। 32 'চরিত্র দেখা'। 33 'শকল'। 34 'ক্রোধ'। 36 'তৎক্ষণ'।

ছাগল রাখএ তেঞি এ বার বৎসর [1] ।
এথা চারি নারী [2] কান্দে পুরীর [3] ভিতর ॥
রাজার পালুক সুক [4] কহে রাণী তরে [5] ।
মোরে আজ্ঞা করহ উদ্দেশ [6] করিবারে ॥
সুয়ার মুখে বাক্য সুনি [7] হরসিত [8] হইয়া ।
পিঞ্জিরার সুয়া পাখী [9] দিলেন্ত ছাড়িয়া [10] ॥
সুরিপুর উদ্দেশি [11] সুক [12] চলে ততৈক্ষণ [13] ।
উড়িতে উড়িতে [14] গেল সূর্য্যের সদন [15] ॥
কথা গেল গুবিচান্দ [16] না পাই দর্শন [17] ।
মিনতি [18] করিয়া পুছে [19] সূর্য্যের সদন [20] ॥
সূর্য্যে [21] বোলে আছে পক্ষী বুলিএ তোমারে [22] ।
গুবিচান্দ [23] রহিয়াছে সুরিপু নগরে ॥
তা শোনিয়া পক্ষিবর উড়িল আকাশ [24] ।
উড়িতে উড়িতে পক্ষী [25] হইল নৈরাশ ॥
বহু দিন উড়ি পক্ষী [26] সুরিপুরে গেল ।
বৈল বৃক্ষ তলে [27] গিয়া রাজারে দেখিল ॥
শূন্য ঝুলি ভাঙ্গা কাথা [28] শিররে সে [29] দিয়া ।
নিদ্রা ভোর হৈল নৃপ [30] পবন [31] পাইয়া ॥
তানে দেখি পক্ষীবর [32] পড়িল গোচর [33] ।
বৃক্ষডালে বৈসে পক্ষী [34] জেন মনহর [35] ॥

1 'বশ্চর'। 2 'ছারি নারি'। 3 'পুরির'। 4 'সুক্ষ'। 5 'রানি তবে'। 6 'উধ্যেশ'। 7 'মুর্কে বাক্ষ যুনি'। 8 'হরশিত'। 9 'পাক্ষি'। 10 'ছারিয়া'। 11 'উধ্যেশি'। 12 'সুক্ষ'। 13 'ততৈক্ষন'। 14 'উরিতে উরিতে'। 15 'সুর্জের শএদন'। 16, 23 'গুবিছান্দ'। 17 'দ্রশন'। 18 'মিনতি'। 19 'পোছে'। 20 'সুর্জের শদন'। 21 'সুর্জ'। 22 ক' তোহ্মারে'। 24 'আকাষ'। 25, 26 'পক্ষি'। 27 'ব্রেক্ষশ তলে'। 28 'সুন্ত যুলি বাঙ্গা থাতা'। 29 'শে'। 30 'নৃপ'। 31 'পোবন'। 32 'পক্ষিবর'। 33 'গোছর'। 34 'ব্রেক্ষ ডালে বৈশে পক্ষি'। 35 'মনুহর; ক 'জন মনহর'।

উঠ উঠ নৃপসুত [1] বোলিএ তোমারে।
জাগিয়া দেখিল সুয়া পক্ষী [2] পড়িবারে॥
মোর পক্ষী [3] হয় জদি আইস [4] মোর হাতে।
এ বুলিয়া হস্ত [5] মেলি দিল নরনাথে [6]॥
এত সুনি [7] পক্ষিবর হাতেত [8] পড়িল।
পক্ষী হস্তে [9] লৈয়া নৃপ [10] কান্দিতে লাগিল॥
সুয়া পক্ষী [11] বোলে সুন [12] মোর নিবেদন।
তোমা শোকে চারি নারী [13] কান্দে অনুক্ষণ [14]
এত সুনি [15] নরপতির মনেত পড়িল।
আপনার বিবরণ [16] লেখিতে লাগিল [17]॥
প্রথমে লেখিল পত্র মাএর গোচর [18]।
বান্ধা [19] দিয়া গেল গুরু নটীর বাসর [20]॥
লেখিল দ্বিতীয় পত্র চারি বধূ তরে [21]।
আনন্দে আছিএ আমি সুরিপুর নগরে॥
দুই খানা পত্র [22] দিল সুক পক্ষীর পাস [23]।
পত্র [24] নিয়া সুয়া পক্ষী উড়িল আকাশ [25]॥
জার জেই পত্র খানি [26] দিলেন [27] আনিয়া।
বিস্তর [28] কান্দিল মৈনা সে পত্র [29] দেখিয়া॥
শোন হে রসিক [30] জন এক চিত্ত [31] মন।
মৈনামতি কহে বাণী [32] চারি বধূ সন [33]॥ ॥

1 'উট উট নির্পসুত'। 2, 3, 11 'পক্ষি'। 4 'আইশ'। 5 'হশ্ত'। 6 'নরনাতে'। 7, 15 'যুনি'। 8 ক 'হস্তেতে'। 9 'পক্ষি হশ্তে'। 10 'নির্প'। 12 'যুন'। 13 'তোমা শোক্ষ ছারি নারি'। 14 'অনুক্ষন'। 16 'বিবরন'। 17 ক 'সকল লিখিল'। 18 'পত্র মাহের গোছর'। 19 'বান্দা'। 20 'নটির বাশর'। 21 'দ্বিতিএ পত্র ছারি বধু তরে'। 22 'দুহি খান পত্র'। 23 'সুক্ষ পক্ষির পায'। 24 'পত্র'। 25 'পক্ষি উরিল আকায'। 26 'পত্র খানি'। 27 ক 'দিলেক'। 28 'বিশতর'। 29 'শে পত্র'। 30 'রশিক'। 31 'এক ছিত্য'। 32 'বানি'। 33 'ছারি বধু শন'।

লাচাড়ী-দীর্ঘচ্ছন্দ [1] ।

গোপাল রে ।

নীলমণি [2] গেল বনে কত উঠে মাএর মনে [3]

গোপাল রে বেলাত অধিক [4] হইয়া জাএ ।

আসিব আসিব [5] করি মাএ [6] রৈলাম পন্থ [7] হেরি

কোন বনে বাছুরি চরাএ [8] ॥

খেড়ুয়াল রাখওাল সনে [9] বিবাদ না করিয় বনে

তোমি আমার অসময়ের [10] ভরশা ॥ [ধুআ] ॥ [11]

ত্রিপদী [12] ॥

কান্দে সতী [13] মৈনামতি পুত্র শোক [14] পাইয়া অতি

আহে পুত্র [15] গেলা কোন দেশ [16] ।

অভাগী [17] মাএর মনে দিবা রাত্রি পোড়ে [18] বনে

আমা ছাড়ি [19] গেলা কোন দেশ ॥

তোমি [20] হেন মহারাজা [21] কথাতে বিছাইলা [22] শয্যা [23]

কিরূপে রহিছ একেশ্বর [24] ।

কথাএ তোমার ধ্বজ ছত্র [25] কথাএ তোমার [26] পাত্র [27] মিত্র

সিংহাসন [28] কথাএ গেল তোর ॥

আহে পুত্র প্রাণধন [29] কেনে হৈল বিড়ম্বন [30]

দেশ রাজ্য [31] নাহি তোর মন ॥

1 'লাছাড়ি-দির্গছান্দ'। 2 'নিলমোনি'। 3 'কত উটে মাহের মনে'। 4 'ব্লদিক'। 5 'আশিব আশিব'। 6 'মাহে'। 7 'পন্ত'। 8 'বাছরি ছরাও'। 9 'শনে'। 10 'অশময়ের'। 11 উপরের কয় পঙক্তি আদর্শে অধিক আছে। 12 'ত্রিপদি'। 13 'শতি'। 14 'পুত্র শোঁগ'। 15 'পুত্র'। 16 'দেষ'। 17 'য়বাগি'। 18 'পোরে'। 19 'ছারি'; 'আম্মা ......'। 20 ক 'তুম্মি' 21 'মোহারাজা'। 22 ক 'তোম্মার'। 23 'শৈজ্যা'। 24 'রহিচ একার্শ্বর'। 25 'চত্র'। 26 ক 'কোথায় তোম্মার'। 27 'পাত্র'। 28 'শিঙ্গাশন'। 29 'পুত্র প্রানধন'। 30 'বিরর্ম্বন'। 31 'রার্জ্য'।

চারি বধূ [1] ছাড়ি গেলা তিলেক দয়া [2] না করিলা [3]
কঠিন নিঠুর [4] তোর হিয়া ॥
কাতে মাগ অন্ন [5] পানি কেবা জোগাই দিব আনি
অনাহারে মর কোন স্থানে [6] ॥
না দেখি তোমার মুখ [7] বিদরে [8] মাএর বুক
অনাথ [9] করিয়া গেলা মোরে ॥
জেই দেশে গেলা তোমি সেই [10] দেশে জাবে আমি [11]
পক্ষী [12] হইয়া দেখিমু উড়িয়া [13] ॥
তোমার সুন্দর [14] তনু জেন দিবাকর ভানু
চন্দ্র জিনি বদন সুন্দর [15] ॥
তোমার মুখের বাণী [16] ভাগিনী [17] নাহি সুনি [18]
চিত্ত [19] মোর সদাএ আকুল ॥
পুত্র ছাড়ি [21] জাএ জার অভাগা [22] কপাল তার
আমার কপাল কৈলা কালি [23] ॥
পাপিষ্ঠ [24] জমের ভএ ছাড়িল পুত্র প্রাণাশএ [25]
হাড়িকার স্থানে [26] সমর্পিলুম [27] ॥
তোমারে বন্ধনে [28] দিয়া হাড়িফাএ মন্ত্র [29] খাইয়া
রাখি গেল [30] নটীর বাসরে [31] ॥

1 'ছারি বধু'। 2 'দএয়া'। 3 'করিয়ালা'। 4 'কঠিন নিটুর'। 5 'মাঘ য়ন্না'। 6, 26 'শ্থানে'। 7 'মুক্ষ'। 8 'বিধরে'। 9 'অনাত'। 10 'শেই'। 11 '......য়ামি'; ক 'যাইমু আমি'। 12 'পক্ষি'। 13 'উরিয়া'; ক 'জে গিয়া'। 14 'শোন্দর'। 15 'সোন্দর'। 16 'মুকের বানি'। 17 'অবাগিনি'। 18 'সুনি'। 19 'ছিত্য'। 20 'শদাএ'। 21 'ছারি'। 22 'অভাক্ত'। 23 '...... খালি'; ক 'মোর বুকে দিলা তুষ্কি কালি'। 24 'পাপিষ্ট'। 25 'ছারিল পুত্র প্রানশএ'। 26 ক 'হস্তে'। 27 'শম্পির্লুম'। 28 '......বন্দনে'; ক 'তোম্মারে বনন'। 29 'হারিফাএ মর্ন্ধ' 30 ক 'ছাড়ি আইল'। 31 'নটির বাশরে'।

এ সব বৃত্তান্ত স্তুনি [1] বিদরে [2] মাএর প্রাণি [3]
আহা পুত্র [4] আমা ছাড়ি [5] গেলা ॥ [6]
কি করিবে কোথায় জাবে কাতে যুক্তি বিমর্শিবে [7]
জুগি হৈব তোমার লাগিয়া ॥ [8]
এহি মতে মৈনামতি কান্দিয়া আকুল অতি [9]
হাড়িফার স্থানে [10] চলি গেলা ॥
হাটিতে হাটিতে জাএ কান্দে অতি দীর্ঘ [11] রাএ
হাড়িফার স্থানে [12] কৈল গতি ॥
শোন কহি সিদ্ধা [13] পুনি চিত্ত [14] তোর কঠিন [15] জানি
পুত্র [16] মোর কোথাএ এড়ি আইলা ॥
আমার [17] প্রাণেশ্বর [18] কথাএ আছে একাশ্বর [19]
কি বুলিয়া ঘরে রৈলা তুমি [20] ॥
গুবিচান্দ [21] আন তুমি তবে শান্ত হৈব [22] আমি [23]
পুত্র [24] মোর কিরূপে আছএ [25] ॥
মৈনামতির বাক্য স্তুনি [26] শীঘ্রে [27] চলে সিদ্ধা [28] পুনি
স্তুরিপ্র [29] নগরে চলি গেলা ॥ [30]
এহি মতে মৈনামতি বহু বিলাপিল অতি [31]
না লেখিল পুস্তক বাড়এ [32] ॥ [33] ॥

---

1 ‘শব ব্রেত্তান্ত সুনি’। 2 ‘বিদরে’। 3 ‘প্রানি’। 4 ‘পুত্রু’। 5 ‘ছারি’। 6 ক ‘হা হা পুত্র কিরূপে রহিছ’। 7 ‘বিমশ্বিবে’। 8 ক ‘কি করিমু কথাএ যাইমু কথা গেলে লাগ পাইমু যুগিনী হইমু তোর লাগিয়া’ 9, 31 ‘য়তি’। 10, 12 ‘হারিফার শ্তানে’ 11 ‘য়তি দির্গ’। 13 ‘শির্দা’। 14 ‘ছিত’। 15 ‘কঠীন’। 16, 24 ‘পুত্র’। 17 ক ‘আম্মার’। 18 ‘প্রানেশ্বব’। 19 ‘য়াছে একাশ্বব’। 20 ‘রৈলা তোমি’ স্থলে ক পুঁথিতে ‘তুমি আইলা’। 21 ‘গুবিছান্দ’। 22 ক ‘হৈমু’। 23 ‘য়ামি’। 25 ‘য়াছএ’। 26 ‘বাক্ষ যুনি’। 27 ‘শিগ্রো’। 28 ‘শিদ্যা’। 29 ‘যুরিপু’। 30 ক ‘যুড়িপুর নগরেতে গেলা’। 32 ‘পুশ্তক বাদএ’। 33 ক ‘লিখিলে এ পুস্তক বারে অতি’ ; ইহার পর আদর্শে ‘শোন হে বণিক জন এক ছিত্য হৈয়া মম কহি য়ামি সভা গোচে ছিন্ন ॥’ বেশী।

রাগ পয়ার[1] ॥

তথাএ গিয়া মৈনামতি বিস্তর[2] কান্দিল।
হাড়িফারে পাঠাইয়া[3] ঘরে চলি আইল[4] ॥
চারি নারী[5] পত্র পড়ি[6] আনন্দিত মন।
রাজার কুশল বার্ত্তা[7] পাইয়া তখন ॥
এথা হাড়ি[8] চলি গেলা সুরিপু[9] নগর।
দেখিয়া সিদ্ধারে[10] রাজা কান্দিল বিস্তর[11] ॥
গুরুকে[12] দেখিয়া রাজা প্রণাম[13] করিল।
গুবিচান্দের দুঃখ[14] কথা কহিতে লাগিল ॥
সুনিয়া সিদ্ধাএ[15] তবে ত্রিশূল কান্ধে[16] লৈল।
সত্বরে চলিয়া গেল হীরা নটীর স্থল ॥[17]
হিরা নটীর ঘরে গিয়া বুলিল বচন।
কৌড়ি লৈয়া সিদ্ধা[18] মোরে[19] দেহ এহিক্ষণ[20] ॥
এ বুলিয়া সিদ্ধাএ[21] নয়[22] কড়া কৌড়ি[23] দিল।[24]
কৌড়ি পাইয়া নটী রাজারে আনি দিল ॥[25]
ক্রোদ্ধ হইয়া হাড়িফাএ শাপিল নটীরে।
বাদুর হইয়া রহ ভুবন ভিতরে ॥

---

1 'পএয়ার'। 2 'বিশ্তর'। 3 'হারিফারে পাটাইয়া'। 4 'য়াইল'। 5 'ছারি নারি'। 6 'পরি'। 7 'বাত্যা'। 8 'হারি'। 9 'সুরিপু'। 10 'শিধ্যারে'। 11 বিশ্তর'। 12 'গুরূকে'। 13 'প্রনাম'। 14 'গুবিছান্দের ধুক্ষ'। 15 'শির্দ্ধাএ'। 16 'ত্রিষুল কান্দে'। 17 এই পঙ্‌ক্তিটি গ পুঁথি হইতে গৃহীত; আদর্শ পুঁথির পাঠ, 'শর্থরে চলিয়া তবে সুরিপুরে গেল'। 18 'শিধা'। 19 ক 'মোর'। 20 'এহিক্ষন'। 21 'শিধ্যাএ'। 22 'নএ'। 23 'কৌরি'। 24 ক পুঁথি '—হাড়িপাএ সব কৌড়ি দিল'। 25 এই চরণ হইতে বাকি অংশ ক পুঁথি হইতে গৃহীত। আদর্শ পুঁথিতে,—

ক্রোধ্য হৈয়া নটী তবে শির্দ্ধারে শাঁফিল ॥
বার্পে পুত্রে না রাখিবে ভেদ পরিমান।
বাদুর হৈতে নটী শাফিল তখন ॥
নটী হৈয়া মেরা শির্ধ রাখি [লা] আপন।
দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভৈক্ষন ॥

নটী হৈয়া মোর শিষ্য রাখিলা আপন।
দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভৈক্ষন ॥
জে মুখে খাইবা তুমি সে মুখে বর্ষিবা।
দিবসে উলটা হৈয়া টাঙ্গনে রহিবা ॥
এহি শাপ দিল যদি সিদ্ধা হারিফাএ।
রাত্রিতে উলটা হৈয়া গাছে জে থাকএ ॥
তবে দুই গুরু শিষ্যে একযোক্ত হৈয়া।
মেহেরকুলে গেল দুই জন বাস উঠাইয়া ॥
কর জোড়ে গুবিচন্দ্র বুলিলা বচন।
আজ্ঞা কর দেখি গিয়া মাএর চরণ ॥ * ॥

জে মুক্ষে থাইবে তুমি শে মুক্ষে বরশিচবা।
দিবসে উলটা হৈয়া টাঙ্গনে রহিবা ॥

ইহার পর পুঁথি খানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। গ পুথির পাঠ অনেকটা আদর্শের অনুরূপ। তাহাতে

'নটী হৈয়া মোর শিষ্য রাখিলা আপন।
দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভৈক্ষন ॥'

দুই পঙ্‌ক্তি নাই; কিন্তু 'জে মুখে খাইবা তুমি সে মুখে বর্ষিবা' এই চরণের পর নিম্নলিখিত অংশ বেশী আছে।

বার বছরের তরে থাক এইখানে।
তার পর উদ্ধারিবে শিষ্য মহাজনে ॥
কি আশ্চয্য কি আশ্চর্য্য দেখিল সকলে।
নটীর শাপেতে সিদ্ধা বাদুর হইলে ॥
নটীর শাপেতে গুরু বাদুর তখন।
দিনে উপবাস করে রাত্রিতে ভক্ষণ ॥
সিদ্ধাকে রাখিয়া রাজা করিল গমন।
আপন দেশের দিকে চলে তত্তেক্ষণ ॥
জেই খানে মৈনামতি বাহির দালানে।
মাএ পুত্রে দেখা হইল গিয়া সেইখানে ॥
রাজার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া মাতা।
বহু সুখে থাকে সদা হৈয়া আনন্দিতে ॥

রাগ ভাটীয়াল ॥
জাও জাও গুপীচন্দ্র আসিহ সত্বরে।
খানিক বিলম্ব হইলে শাপিমু তোম্মারে ॥
এ বুলিয়া সিদ্ধা গেল আপনা ভুবন।
গুবিচন্দ্র চলি গেল আপনা দরশন ॥
পথে জাইতে না পাএ বাড়ীর উদ্দেশ।
হালুয়ার উদ্দেশ পাইয়া জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥
হাল চাষ হালুয়া ভাই হাতে সোনার তোর ছরি।
সরুয়া নলের বেড়া কোন রাজার বাড়ী ॥
ধর্ম্মরাজ গুবিচন্দ্র যুগী হৈয়া গেছে।
য়তুনা পতুনা মৈনামতী পাশরিয়া রৈছে ॥
এত সুনি গুবিচন্দ্র চলিলা তখন।
উত্তরিল রাজা তবে আপনা ভুবন ॥
বাহের দখলে রাজা সিঙ্গাতে বাজাইল।
পুরীর মধ্যে থাকি সবে চমকিত হইল ॥
চারি বধু চলি আইল রাজা বিদ্যমান।
মোর প্রভু গুবিচন্দ্র দেখিছ কোন স্থান ॥
পশ্চিম কুলের যুগী গোরক্ষনাথের চেলা।
কার সঙ্গে না মিশি আম্মি থাকিএ একেলা ॥
হেন কালে মোহা বিষ্টি হৈল তত্তেক্ষণ।
ধীরে ধীরে গেল রাজা আশ্রমে তখন ॥
এক দিস্টে চারি বধু করে নিরক্ষণ।
কপালে তিলক দেখি চিনিল তত্তেক্ষণ ॥
রাজারে লইয়া গেল ঘরে আপনার।
অপূর্ব্ব অশক্য কথা কহে বারেবার ॥
এ সব দুঃখের কথা শুনিয়া চারি জন।
কান্দিয়া বিকল করে আপনার মন ॥
নানা দ্রব্য নানা বস্ত্র করিল ভোজন।
সেই নিশি গোয়াইল আনন্দিত মন ॥

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

স্কুর মহম্মদ বিরচিত

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

প্রথমে বন্দিল সিদ্ধা ধর্ম্ম নিরাঞ্জন।
যাহা হইতে হইল যোগ পৃথিবীর সৃজন ॥
নম মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে।
যাহার প্রসাদে ভাল হইল সবারে ॥
নম নম বন্দি মাতা পিতার চরণ।
গুরুর চরণ মুই করিনু বন্দন ॥
যোগ মধ্যে সিদ্ধা বন্দ গোরেক হরিহর।
তবে তো বন্দিব সিদ্ধা হাড়িফা জলন্ধর ॥
কানুফা বন্দিব আর বাইল ভাদাই।
মছনন্দি সিদ্ধা বন্দ নামেতে মিন্যাই ॥
মিন্যাথ মেহেরনাথ বন্দ ময়নামন্ত্রি [1] রাই।
মস্তকে ধারণ মুঁই সকল গোঁসাই ॥
বন্দিব সকল সিদ্ধা স্তান বৈসে যাত।
সকলের প্রধান সিদ্ধা বন্দিব ভোলানাথ ॥
কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি।
সকলের চরণ বন্দি যোড় করি পাণি ॥
ছোট বড় পণ্ডিত আছয়ে যত জন।
সবে গুরু হয় আমি শিষ্য অভাজন ॥
সবার চরণ মুই একত্র বন্দিয়া।
লিখিলাম যোগান্ত পুথি পয়ারে রচিয়া ॥
শুন শুন সকল লোক বিধাতার নিরবন্ধ [2]।
যোগ সাধিয়া যোগী হইল গোপীচন্দ্র ॥

১ আদর্শে 'ময়নামত্রি', 'ময়নামন্ত্রী' প্রভৃতি পাঠ পাওয়া যায়
২ আদর্শে 'নিরবন্দ'।

অতি অসম্ভব স্থান আছে মুকুল সহর।
পৃথিবীতে স্থান নাই তাহার দোসর ॥
ব্রাহ্মণ যবন [১] আর প্রজার বসতি।
মাণিকচন্দ্র নামে রাজা তাহার নরপতি ॥
অতি জ্ঞানমন্ত [২] রাজা ইন্দ্রের অধিক।
জ্ঞানে শীলে ছিল রাজা গন্ধের বণিক ॥
তাহার মহাদেবী হয় ময়নামন্ত্রি রাই।
চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে তাহার মৃত্যু নাই ॥
স্বামীপরায়ণা তিনি অতিশয় সতী।
তিলেকচন্দ্র নামে রাজার কন্যা ময়নামন্ত্রি রাই
এক রাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসরে।
এক পুত্র হইল মুনির [৩] গোরখের বরে ॥
ময়নামন্ত্রি হয়েছিল গোরখের সেবক।
গুরুর প্রসাদে মুনির হইল বালক ॥
যখন ময়নামন্ত্রি বালক প্রসব করিল।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমিতে উঠিল ॥
পুত্রমুখ দেখে মুনি আনন্দ হইল।
শরদ পূর্ণিমা যেন উজালা করিল ॥
ছয় দিবসে কৈল ছেলের ষষ্ঠী [৪] আচার।
পণ্ডিতে লিখিল কুষ্ঠী [৫] করিয়া বিচার ॥
পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোঁসাই।
গণে দেখে আঠার বৎসর বালকের পরমাই ॥
আঠার বৎসর প্রমাই উনিশে মরিবেক।
হাড়িফায় চরণ সেবি অমর হইবেক ॥
একথা শুনিয়া মুনির আনন্দ হৈল মন।
ব্রাহ্মণকে দিল মুনি বস্ত্র আভরণ ॥

১ 'যোবন। ২ 'জ্ঞানমন্ত্র'। ৩ 'মনির' 'মনী' মনি' ইত্যাদি। ৪ 'ষষ্টি'। ৫ 'কুষ্টি'; 'কুষ্টীর'

রজত কাঞ্চন দিল তাহার নাই সীমা।
সহস্র মুদ্রা দিল মুনি কুষ্ঠীর দক্ষিণা॥
ধন মাল গাভী মুনি বিস্তর দিল দান।
একত্রিশ দিবসে কৈল কর্ণের ছেদন॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত আর পুরোহিত।
নিমন্ত্রণ করিল মুনি সকলের পুরিত॥
দিগ দিগান্তর হইতে আইল যত রাজা।
মুকুল সহরে আইল যত ছিল প্রজা॥
রাজা প্রজা মুনি সবে হইয়া আনন্দ।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখিল গোপীচন্দ্র॥
নামকরণ করি সবে হইল বিদায়।
পুত্র লয়ে আনন্দিত মুনির হৃদয়॥
মুনির বাড়ীতে ছিল গুণবতী দাই।
তাহার কোলে দিল পুত্র ময়নামন্ত্রি রাই॥
মুনি বলে গুণবতী শুন দিয়া মন।
দুগ্ধ দিয়া পালন কর রাজার নন্দন॥
তোমার দুগ্ধের জোশে হইবে যুবক।
হাড়িফার চরণে তখন করাব সেবক॥
এতেক বলিয়া মুনি বালক সুঁপিল।
গোরখের নাম লয়ে মুনি গুফাতে বসিল॥
গোফাতে বসিল যায়া ময়নামন্ত্রি রাই।
রাজ্য পুত্র পালন কর গুণবতী দাই॥
পঞ্চ মাসের বালক হইল যখন।
মাণিকচন্দ্র করে বালকের অন্নপ্রাশন॥
দুগ্ধ দিয়া গুণবতী পালন করিল।
চন্দ্রের সমান বালক বাড়িতে লাগিল॥
যখন হইল বালক দ্বাদশ বৎসর।
বিভার কারণে তখন চিন্তা করে রাজেশ্বর॥

রাজা বলে সংসারে আমার দোসর নাই।
সবে এক পুত্র মোকে দিয়াছেন গোঁসাই ॥
আমি অভাবে রাজা হবে ময়নামন্ত্রি রাই।
পুত্রেক করিবে আমার কতেক দুর্গতিই ॥
যুগী করিয়া কি পাঠাবে দেশান্তরে।
পুত্রেক না বসাইবে রাজপাটের উপরে ॥
যুগী ধিয়ানে মুনির আর নাহি মনে।
পুত্র গোপীচন্দ্রকে পাঠাব দেশান্তরে ॥
আমি থাকিতে যদি বিভা দিতে পারি।
বধূকে ছাড়িয়া পুত্র না হবে দেশান্তরী ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা যুক্তি স্থির কৈল।
কোথায় করিব সম্বন্ধ ভাবিতে লাগিল ॥
হেনকালে আইল রাজার তিন পুরোহিত।
দুর্গারাম নবরত্ন হরিদেব পণ্ডিত ॥
রাজা বলে শুন তোমরা পুরোহিত ব্রাহ্মণ।
পুত্রকে করিব আমি মঙ্গলাচরণ ॥
তিন শত টাকা তোমরা তিন জনে লও।
গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধ শীঘ্র করি দাও ॥
মুনি শুনিলে বিভা দিতে নাহি দিবে।
সম্বন্ধ করিয়া শীঘ্র পাত্তিল ডুবাইবে ॥
সুলক্ষণ কন্যা দেখি প্রতি কুল শীল।
গোপীচন্দ্রের নামে তোমরা ডোবাবে পাত্তিল
গোপীচন্দ্রের বিভা যেমন করাবে তৎকাল।
তাহার তরে মান্য দিব রত্ন প্রবাল ॥
মান্য দিতে প্রতিজ্ঞা করিল নরপতি।
তিন দিকে তিন জনে গেল শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল তিন পুরোহিত।
পূর্ব্ব দিকে গেলেন তবে হরিদেব পণ্ডিত ॥

পূর্ব্বদিকে ছিল মহেশ্চন্দ্র রাজেশ্বর।
তাহার ঘরে কন্যা ছিল চন্দনা সুন্দর ॥
তাহার বাড়িতে গেল হরিদেব ব্রাহ্মণ।
দেখিয়া আনন্দ রাজা বন্দিল চরণ ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা সত্বরে উঠিল।
পাদ্যার্ঘ্য আচরণে চরণ বন্দিল ॥
রাজা বলে ব্রাহ্মণ তুমি থাক কোন দেশে।
কি কার্য্য আইলে হেথা কহিবে বিশেষে ॥
হরিদেব বলেন তুমি শুন রাজেশ্বর।
কি কার্য্যে আইলাম তাহার শুনহ খবর ॥
মুকুল সহরে আছে রাজা মাণিকচন্দ্র।
তাহার পুত্রের আইলাম করিতে সম্বন্ধ ॥
রাজা বলে দেখ কন্যা যদি যোগ্য[1] হয়।
স্বরূপেতে কন্যা দিব কহিলাম নিশ্চয় ॥
ময়নামতির ছেলে হয় রাজারি কুমার।
তাহার সারে কন্যা দিব করিলাম স্বীকার ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা অনন্দ হইল।
সুলক্ষণ তিথি দেখি পাতিল ডুবাইল ॥
হরিদেব করিল হেথা মঙ্গলাচরণ।
উত্তর দিকে গেল ব্রাহ্মণ নবরতন ॥
উত্তর দিকে হইল নেহালচন্দ্র নরপতি।
তাহাব ঘরে কন্যা ছিল ফন্দনা যুবতী ॥
তাহার বাড়িতে গেল সম্বন্ধের কারণ।
দেখিয়া আনন্দ বড় হইল রাজন ॥

আদর্শের পাঠ :—

১ 'যুগ্য'।

রাজা বলে শুন তোমরা নবরতন।
কি কার্য্যে আইলে হেথা কহিবে কারণ ॥
ব্রাহ্মণ বলেন কহি যে তোমার ঠাঁই।
মৃকুল সহরে আছে ময়নামন্ত্রি রাই ॥
তাহার ঘরে এক পুত্র আছে রাজা গোপীচন্দ্র।
আমি আইলাম তাহার করিতে সম্বন্ধ ॥
রাজা বলে দেখ কন্যা যদি যোগ্য হয়।
তাহার ঘরে কন্যা দিব কহিলাম নিশ্চয় ॥
দেখিয়া রাজার কন্যা আনন্দ হইল।
শুভ লগ্ন তিথি দেখিয়া পাতিল ডুবাইল ॥
এইরূপে নবরত্ন করিল শুভ কাম।
পশ্চিম দিগে গেল ব্রাহ্মণ দুর্গারাম ॥
পশ্চিম দিগে ছিল রাজা হরিচন্দ্র নরপতি।
তাহার ঘরে কন্যা ছিল অদুনা যুবতী ॥
তাহার বাড়ীতে গেল সম্বন্ধের কারণ।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা আনন্দিত মন ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা সত্বরে উঠিল।
পাদ্য অর্ঘ্য আচরণে চরণ বন্দিল ॥
বসিতে আনিয়া দিল উত্তম সিংহাসন।
পদ প্রক্ষালিয়া তখন বসিল ব্রাহ্মণ ॥
রাজা বলেন শুন ব্রাহ্মণ পুরোহিত।
কি কার্য্য তোমার এখন আমার পুরিত ॥
দুর্গারাম বলেন তুমি শুন রাজেশ্বর।
মাণিকচন্দ্র রাজা আছে মৃকুল সহর ॥
তাহার এক পুত্র আছে রাজা গোপীচন্দ্র।
তাহার বিভার আইলাম করিতে সম্বন্ধ ॥
রাজা বলে যাহার মা মৈনামন্ত্রি রাই।
তাহার ঘরে কন্যা দিব আমার বড়াই ॥

এহিত সংসারের মধ্যে মুনি ধর্ম্ম জ্ঞান।
অবশ্য তাহার পুত্রকে কন্যা দিব দান॥
এতেক বলিয়া রাজা নির্ব্বন্ধ করিল।
ব্রাহ্মণ পুছিয়া রাজা পাতিল ডুবাইল॥
এইরূপে তিন জনে সম্বন্ধ করিয়া।
মাণিকচন্দ্র রাজা কাছে আইলেন চলিয়া॥
রাজা বলেন তোমারা ব্রাহ্মণ সকল।
শুভ কাজের তোমরা কহিবা কুশল॥
হরিদেব বলেন গেলাম মহেশচন্দ্র পুরী।
তাহার এক কন্যা আছে পরমা সুন্দরী॥
অধিক সুন্দর কন্যা নজরে দেখিনু।
শুভ লক্ষণ দেখি পাতিল ডুবাইনু॥
নিহালচন্দ্র নামে রাজা বলে নবরত্ন।
তাহার বাড়িতে গেলাম সম্বন্ধের কারণ॥
ফন্দনা নামে কন্যা রূপের মুরারি।
পাতিল ডুবাইলাম আমি শুভ লক্ষণ করি॥
দুর্গারাম বলেন রাজা কর অবধান।
পশ্চিম দিকে আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র নাম॥
তাহার কন্যার রূপ কহিতে না পারি।
চন্দ্রের রোহিণী তিনি শঙ্করের গোরী॥
দেখিনু কন্যার রূপ আপন নয়নে।
ডুবাইনু পাতিল আমি অতি শুভক্ষণে॥
তিন সম্বন্ধের কথা শুনে নরপতি।
হেটমুণ্ড করিয়া ভাবিল সংপ্রতি॥
কোন রাজার পাঁচ পুত্র দিয়াছেন গোঁসাই।
পাঁচ পুত্রের বিভা তারা দিবে পাঁচ ঠাই॥
আর কেহ নাই আমার বিনে গোপীচন্দ্র।
পুত্রের করিব আমি তৃতীয় সম্বন্ধ॥

এতেক ভাবিয়া রাজা নির্ব্বন্ধ করিল।
ধন মাল দিয়া ঘটক বিদায় করিল॥
এইরূপে গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধ করিল।
ধ্যানেতে আছিল মুনি কিছু না জানিল॥
আপনার মনে রাজা যুক্তি বিচারিল।
ব্রাহ্মণে পুছিয়া রাজা শুভ দিন কৈল॥
পাত্র মিত্র আসিয়া করিল অতি যোগ।
করিতে লাগিল রাজার বিবাহের সম্ভোগ॥
মুকুল সহরে হাড়ি আসিল যত জনা।
রাজ বাড়িতে বাজে বিবাহের বাজনা॥
ঢাক ঢোল বাজে আর ধাঙসা নাকারা।
দক্ষিণ জোড়খাই বাজে কাড়া টিকারা॥
রণসিঙ্গা ভেউড় বাজে হয়ে একসঙ্গ।
রাজা বলে তোমরা না কর তরঙ্গ বাজনা।
ধ্যান ভঙ্গ হইলে মুনি বিবাহ দিবে না॥
বাদ্যের শব্দে যদি মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয়।
গোপীচন্দ্রের বিভা দিতে দিবে নয়॥
একথা শুনিয়া বাদ্য রাখে বাদ্যকেরা।
খোল মৃদঙ্গ বাজে পাখয়াজ মন্দিরা॥
মোহন মুরারী বাজে সারিন্দা দুতারা।
পরা কপিনাস [১] বাজে মোচঙ্গ তানপুরা॥
মোহন বাঁশী বাজে আর বাজে কাড়া।
দেখে শুনে মাণিক রাজা সুখী হৈল বড়া॥
ব্রাহ্মণে পুছিরা রাজা শুভদিন কৈল।
শুভ তিথি লগ্ন দেখে মঙ্গলাচরণ॥
চারিদিকে চারি সারি কদলী [২] পুতিল।

আদর্শের পাঠ:—

১ 'কবিলাক'। ২ 'কুদালী'

আলম গাড়িল তথা অপূর্ব্ব শোভিল ॥
নর্ত্তকী নাচয়ে পাইলে গায় গীত।
চতুর্দ্দিকে নাচে গায় অপূর্ব্ব শোভিত ॥
আদেশ করিল মন্ত্রীক মহারাজন ॥
পুত্র গোপীচন্দ্রের বিবাহের সাজন ॥
শুনিয়া এতেক মন্ত্রী আনন্দ হইল।
সুগন্ধি উপটন দিয়া স্নান করাইল ॥
রাজবস্ত্র অলঙ্কার অঙ্গে পরাইয়া।
সুবর্ণের পাল্‌কিতে লইল তুলিয়া ॥
বায়ু সেবনেতে ইন্দ্রের গমন।
সেইরূপ হৈল রাজার বিবাহ সাজন ॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথা আর সেনাপতি।
বিবাহ করিতে গেল লইয়া বৈরাতি ॥
প্রথমে বিভা করে মহেশচন্দ্রের দুহিতা।
যার রূপে মগ্ন হয় স্বর্গের দেবতা ॥
জামতা দেখিয়া আনন্দ নরপতি।
যৌতুক দিলেন রাজা মদনমোহন হাতী ॥
তাহা পরে বিবাহ কৈল নিহালচন্দ্র ঝি।
দেবতা জিনিয়া কন্যা রূপের কব কি ॥
কন্যার পাত্র দেখে আনন্দ রাজন ॥
যৌতুক দিলেন কত বস্ত্র আভরণ ॥
সুন্দর কামিনী দিল আর খাসা ঘোড়া।
চড়িবার কারণে দিল মদন নামে ঘোড়া ॥
জলপথে নানা দিল নৌকা জলকর।
তাহার উপরে ছিল সুবর্ণের ঘর ॥
তার পরে করিল বিভা হরিশ্চন্দ্র কন্যা।
পৃথিবী উপরে সেই গুণে বড় ধন্যা ॥
হরিশ্চন্দ্রে কন্যা অদুনা তার নাম।

শশধর জিনিয়া তার রূপে অনুপাম ॥
অরুণ জিনিয়া রূপ মুখ শশধর।
ধ্যান ভঙ্গ হয় যে দেখিলে মুনিবর ॥
দশ[ন] মুক্তা জিনিয়া সদাই পান তামাক খায়।
কোকিল জিনিয়া যেন মধুর কথা কয় ॥
নাসিকায় শোভে যেন কানুর হাতের বাঁশী।
ভুবন মোহিত করেন চন্দ্র মুখের হাসি ॥
যেমন কন্যা অদুনা তেমনি গোপীচন্দ্র।
এক ভাবে দুই তনু বিধাতার নির্ব্বন্ধ ॥
কন্যা পাত্রকে দেখে রাজার মনেতে কৌতুক।
ছোট কন্যা পদুনা [১] ছিল দিলেন যৌতুক ॥
তিন বিভা করিল রাজা পাইল চারি রাণী।
বিভা করিয়া আইল আপনার পুরিত ॥
বিভা হইল রাজার মধুর বাজনে।
ধ্যানেতে আছিল মন রাজার মধুর বাজনে।
ধ্যানেতে আছিল মুনি কিছু নাহি জানে ॥
এইরূপে বিভা হইল মৃকুল সহরে।
ধ্যানেতে আছেন মুনি যোড়মন্দির ঘরে ॥
গোরক্ষনাথের নিজ নাম অন্তরে জপিয়া।
ধ্যানেতে আছেন মুনি আসন করিয়া ॥
গোফাতে আছেন মুনি গুরু সেবনে।
মুনির স্মরণে নাথ আইল আপনে ॥
গুরুকে দেখিয়া মুনি ধ্যান ভঙ্গ হৈল।
গলায় বসন জুড়ি চরণ বন্দিল।
বসিতে আনিয়া দিল যোগের আসন ॥
ভৃঙ্গারের জলে কৈল পদ প্রক্ষালন ॥

---

১ 'অদুনা'।

পদ প্রক্ষালিয়া নাথ আসনে বসিল।
চরণ বন্দিয়া মুনি শয্যাতে বসিল ॥
গোরক্ষনাথ বলে বাছা হইবে অমর।
পূর্ব্বিকার কথা বাছা না জান খবর ॥
গোরক্ষনাথ বলে বাছা ময়নামন্ত্রি রাই।
আঠার বৎসর তোমার বালকের পরমাই ॥
গত কার্য্য বিস্মরিলে কিছু নাহি গুণ।
হাটকুর বলিবি বাছা যম নিদারুণ ॥
এতেক বলিয়া নাথ মুনিকে বুঝায়।
গুরু না ভজিলে বাছা নাহিক উপায় ॥
তোমার বালকের পরমায়ু আঠার বৎসর।
সেবিলে গুরুর চরণ হইবে অমর ॥
এতেক কহিয়া নাথ করিল গমন।
একথা শুনিয়া মুনির আকুল জীবন ॥
এথা মাণিকচন্দ্র রাজা কোন কর্ম্ম করে।
পুত্রকে বসাইল রাজা পাটের উপরে ॥
গোপীচন্দ্রের তরে রাজা দিলেন রাজাই।
মৃকুল সহরে ফিরে গোপার দোহাই ॥
মৃকুল সহরে হইল গোপীচন্দ্র রাজা।
শুনিয়া আনন্দ হৈল মৃকুলের প্রজা ॥
রাজা হইল গোপীচন্দ্র পাত্র মনোহর।
সাক্ষাতে রহিল খেতুয়া খাড়া নফর ॥
রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সবে আনন্দিত মন।
শুনিয়া ময়নামন্ত্রির হইল চিন্তন ॥
ভাবিতে লাগিল মুনি আপনার মনে।
বৃথায় করিলাম বাদ যম রাজার সনে ॥
যমের সঙ্গে বাদ করিয়া স্বামী রাখিলাম।
স্বামীকে রাখিয়া আমি পুত্র হারাইলাম ॥

যদি মাণিকচন্দ্র রাজা যাইত মরিয়া ।
তবে পুত্র গোপীচন্দ্র না করিত বিয়া ॥
যদি কোন দিন রাজা মাণিকচন্দ্র মরে ।
যুগী করিব পুত্র পাঠাব দেশান্তরে ॥
এইমতে ভাবে মুনি আপনার গোফাতে ।
আর দিন গেল মুনি গুরু সম্ভাষিতে ॥
গোরক্ষনাথ যেখানে আছে করিয়া আসন ।
তথা চলেন মুনি দেখিতে চরণ ॥
সিংহনাদ পূরিয়া মুনি সাক্ষাতে বসিল ।
সিংহনাদ শুনিয়া মুনির ধ্যান ভঙ্গ হৈল ॥
গলে বসন দিয়া মুনি বন্দিল চরণ ।
গুরু তো বলেন বাছা না হবে মরণ ॥
প্রণাম করিয়া তখন কহেন সে মুনি ।
গুপ্ত ভেদ কহ নাথ যোগের কাহিনী ॥
বেদান্ত ভেদান্ত কথা মুনিকে বুঝায় ।
শুনিয়া মুনির হইল আনন্দ হৃদয় ।
এহিমনে রৈল মুনি গুরুর সাক্ষাতে ।
মৃকুল সহরে আইল যম রাজাকে লইতে ॥
তিন দিনের জ্বরেতে হইল মরণ ।
তাহা দেখি গোপীচন্দ্র করয়ে রোদন ॥
কান্দেন গোপীচন্দ্র লোটায়া ধরণী ।
মহলের মধ্যে কান্দেন তাহার চারি রাণী ॥
অতুনা পতুনা আর চন্দনা ফন্দনা ।
শ্বশুরের কারণে কান্দে করিয়া করুণা ॥
প্রজা আদি কান্দে আর পাত্র মনোহর ।
কান্দিতে লাগিল রাজার খেতুয়া নফর ॥
মুনিকে আনিয়া রাজা করিল বিসর্জ্জন ।
কান্দিতে কান্দিতে খেতু গেল শীঘ্রগতি ।

যথা গুরুর স্থান আছিল ময়নামন্তি ॥
মুনি বলে কেন খেতু কান্দ বারেবার।
শীঘ্র করি কহ খেতু রাজ্যের শুভাচার ॥
যোড় হাতে কহে খেতু মুনির হুজুর।
মুছিয়া ফেলাও তোমার সিতের সিন্দূর ॥
মৃকুলে মরিল তোমার স্বামী মাণিকচন্দ্র।
শুনিয়া মুনির তখন হইল আনন্দ ॥
গুরু প্রণামিয়া মুনি করিল গমন।
মৃকুলে আসিয়া মুনি দিল দরশন ॥
পাত্রমিত্র দেখিল যদি আইল মা মুনি।
কান্দিয়া আকুল সবে লোটায় ধরণী ॥
মুনি বলে শুন পাত্র কান্দ অকারণ।
শীঘ্র করি লহ রাজাক করিতে দাহন ॥
মাণিকচন্দ্র রাজা ষোল রাজ্যের ঈশ্বর।
রজত কাঞ্চন তার আছে হাজার ঘর ॥
সে সকল ধন মুনির রহিল পড়িয়া।
একখানি ডুলিতে লইল বান্ধিয়া ॥
বুকে বাঁশ দিয়া রাজার করিল বন্ধন।
গঙ্গার কূলে লইল রাজার করিতে দাহন ॥
উত্তর শিওরে এক চুলী খুড়িল।
গঙ্গাজল দিয়া রাজার স্নান করাইল ॥
আপনি ময়নামন্ত্রি করিলেক স্নান।
পরনে থাকিল মায়ের ভিজা বস্ত্রখান ॥
উত্তর শিয়রে রাজার চুলীতে রাখিল।
রাজার বাম পাশে মুনি আসন করিল ॥
চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ খড়ি দিলেন সাজাইয়া।
মুনির আজ্ঞাতে অগ্নি দিল জ্বালাইয়া ॥

জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ব্রহ্ম হুতাশন।
নিজ নামে জপ মুনি করিয়া আসন ॥
মাণিকচন্দ্র পুড়িয়া হইয়া ভস্মধূল।
ভিজা বস্ত্রে উঠিল মুনি লয়া ভিজা চুল ॥
সপ্ত দিন রাত্র যদি হুতাশন জ্বলে।
কি করিতে পারে মুনির নিজ নামের বলে
অগ্নিতে পুড়িয়া রাজা হইল সংহার।
মৃকুলে চলিল মুনি পুত্র বুঝাইবার ॥
গোপীচন্দ্র দেখিল যদি আইল জননী।
কান্দিতে লাগিল রাজার চারি রাণী ॥
অকারণ কান্দ বাছা শুন দিয়া মন।
মনুষ্যের উদরে আছে যম নিদারুণ ॥
মনুষ্য হইয়া যেবা গুরু নাহি ভজে।
প্রহার করিয়া তাহাকে লইবে যমরাজে ॥
গুরুর চরণে যার মন নাহি বান্ধে।
অবশ্য পড়িবেন সেই যমরাজের ফান্দে ॥
গুরু সেব নাম জপ বাড়িবে পরমাই।
গুরুর মতন সার ধন পৃথিবীতে নাই ॥
গুরু আদ্য গুরু সাধ্য গুরু করতার।
গুরু না ভজিলে বাছা সকলি অন্ধকার ॥
গুরুর চরণে যার না হইল মন।
নিশ্চয় জানিও তার বিধি বিড়ম্বন ॥
মুনি বলেন শুন বাছা গোপীচন্দ্র।
গুরু ভজিলে বাছা অমর হয় কন্ধ ॥
গুরুর মহা সমতুল কহা নাহি যায়।
ভজিলে গুরুর চরণ অমর হয় কায় ॥
মায়ে বলে শোন পুত্র রাজার কুমার।
ভজন সাধ নাম জপ হইবে অমর ॥

রাজা বলে শুন মা ময়নামন্ত্রি রাই।
সেবক হইয়া আমি করিব রাজাই ॥
যে জ্ঞান দিবে গুরু আমার শরীরে।
মিথ্যা হইলে পুতিব ঘোড়ার পৈখরে ॥
দুখী সুখী হইয়া মা মুনি।
সুকুর মামুদে ভণে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

শুনহ সকল লোক যতি গোরক্ষের বরে।
যেমন প্রকারে রাজা জ্ঞান শিক্ষা করে ॥
পুত্রেক বুঝাই মুনি আনন্দ হরিষে।
তখন চলিল মুনি হাড়িফার উদ্দেশে ॥
ফুল বাড়ীর মধ্যে আছে এক গোফা।
সেইখানে জ্ঞান করিছেন বসিয়া হাড়িফা ॥
হাড়িফার উদ্দেশে [1] মুনি করিল গমন।
ফুল বাড়ীতে যায়া মুনি দিল দরশন ॥
যেখানে হাড়িফা সিদ্ধা ধ্যানেতে আছিল।
সিংহনাদ শুনিয়া হাড়ির ধ্যান ভঙ্গ হইল ॥
গলে বসন দিয়া মুনি প্রণাম করিল।
হাড়িফা বলেন বাছা সিদ্ধা দিলাম বর।
যে কার্য্যে আইলে বাছা কহিবে খবর ॥
মুনি বলেন এবে শোনহ গোঁসাই।
আমি সেবক হয়েছিলেম যতি গোরক্ষের ঠাই
সেবক করিয়া মুনি দিয়াছেন বর।
গুরুর প্রসাদে আমার হইল কুমার [2] ॥
মুনি বলে শুন হাড়িফা গোঁসাই।
পুত্র গোপীচন্দ্রকে সঁপিব তোমার ঠাই ॥

---

১ 'উদ্দিশে'। ২ 'কোমার'।

সেবক করিয়া তুমি রাখিবে চরণে।
হাড়িফা বলেন বালক কি বয়স হইল।
মুনি বলেন বালকের বার বৎসর গেল ॥
হাড়িফা বলেন শুন ময়নামন্ত্রি রাই।
মৃকুল সহরে রাজা করিছেন রাজাই ॥
রাজ্য করেন গোপীচন্দ্র লয়ে চারি রাণী।
কেমন প্রকারে তাকে জ্ঞান দিতে পারি ॥
যে জন করিতে চাহে স্ত্রী লয়ে ঘর।
জ্ঞান না সাধিলে সেই না হবে অমর ॥
নারী ছাড়িয়া যদি হয় দেশান্তরী।
তবে সে তাহার তরে জ্ঞান দিতে পারি ॥
মুনি বলে কর তুমি অক্ষয় অমর।
অবশ্য ছাড়াব রাজ্য পাঠাব দেশান্তর ॥
হাড়িফা বলেন পুত্র আন গিয়া তুমি।
নিশি অবশেষে আইজ জ্ঞান দিব আমি ॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল গমন।
পুত্রের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
চৌষট্টি জনে পুত্রকে করাইল স্নান।
হাড়িফার নিকটে নিল শিখাইতে জ্ঞান ॥
পুত্রকে সঁপিয় মুনি হাড়িফার হাতে।
আসিয়া বসিল মুনি আপন গোফাতে ॥
এথায় হাড়িফা সিদ্ধা করে কোন কাম।
পাপযোগ কুলক্ষণে শুনাইল নাম ॥
এই নাম জপিয় বাছা সরোবর কূলে [১]।
শুখনা পুষ্করিণী ভরিব নামের বলে ॥
শুখনা পুষ্করিণী যদি জলেতে ভরিবে।
নিশ্চয় জানিও তবে অমর হইবে ॥

---

১ 'কোলে'।

এতেক কহিল নিজ নামের মহিমা।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে নাই নামের সীমা॥
পড়িয়া পণ্ডিত নাম শাস্ত্র নাহি জানে।
খুজিয়া না পায় নাম ভাগবত পুরাণে॥
এই নিজ নাম জপিলে বাছা হইবে অমর।
চতুর্দ্দশ ভুবন এই নামে হবে পার॥
সুকুর মহম্মদ কহে এই ব্রহ্মসার॥

ত্রিপদী॥

এহিত নামের গুণ, কর্ণ পাতিয়া শুন,
প্রথমে জপিল রঘুনাথ।
নিজ নামের বলে, পাথর ভাসিল জলে,
সবংশে রাবণে কৈল পাত॥
শত প্রহরের সেতু, বান্ধিল নামের হেতু
ভালুক বানর হৈল পার।
নিজ নামের জোরে, বানরে রাক্ষস মারে,
লঙ্কাপুরী কৈল ছারখার॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম, লয়ে গেল নিজ ধাম,
লোকে বলে অপযশ কথা।
লোকের গঞ্জনা ব্যথা, যজ্ঞ ঘর করিল সীতা,
নিজ নামে পাইল ক্ষমতা॥
পাণ্ডব রাজার রাণী, বাপ ঘরে অকুমারী,
গুরু মুখে নাম কৈল শিক্ষা।
কোশল[1] রাজার কন্যা, গুরু মুখে নাম শুন্যা,
নিজ নামে পেয়েছিল দীক্ষা॥

[1] 'কুশল'

নিজ নাম জপে মনে, সূর্য্য দেখে নিকেতনে,
নিকুঞ্জেতে ভোগ কৈল রতি।
অকুমারী গর্ভ ধরে, কর্ণ রৈল কর্ণদ্বারে,
নিজ নামে রক্ষা পাইল সতী ॥
নিজ নামে করি পূজা, শিব পাইল দশভুজা,
পুত্র যার দেব লম্বোদর।
শনি দৃষ্টে গেল মুণ্ড, কাটি গজ মাথা মুণ্ড,
নিজ নামে স্থাপি কৈল বর ॥
দশভুজা মহামায়া, শিব মুখে নাম শুন্যা,
কালীরূপে বধিল অসুর।
মথুরাতে জন্মিল হরি, নিজ নাম জপ করি
বধ কৈল দুষ্ট কংসচর ॥
স্বর্গপুর রঘু বুনে, গৌতম মুনির স্থানে,
নিজ নামে স্বর্গের অধিকারী।
মুনি জপি নিজ নাম, সাধন ভজন কাম,
সৃষ্টি কৈল অমরা নগরী ॥
ব্যাস আদি জত মুনি, জপে নিজ নাম ধনী,
নামের প্রতাপে স্বর্গবাসী।
নদীয়া নন্দনগরে, জগন্নাথ মুনির ঘরে,
নিজ নামে চৈতন্য সন্নাসী ॥
অবধূত গোরক্ষ যতি, তার স্থানে ময়নামন্ত্রি,
নিজ নামে হইল অমর।
মীন্যাথ কানুফা আদি, নিজ নামে যোগ সাধি,
অমর হইল জলন্ধর ॥
নৌ লাখ বৈরাগী-সিদ্ধা, পাইয়া নামের বিদ্যা,
নিজ নামে ভবসিন্ধু পার।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের, ত্রিভুবন নামে তেজের,
নাম বিনে সকলি অসার ॥

যেরূপেতে জপে নাম, তার সিদ্ধ মনস্কাম,
সাধিলে অমর হয় কায়।
কহে স্বকুর মামুদে, যদি নাম যোগ সাধে,
নিজ নামে অমর নিশ্চয় ॥

পয়ার ॥

একে একে তিন নাম শুনাইল অধিকারী।
মিথ্যা মাথা নাড়ি রাজা পূরিল হুহুঙ্কারী ॥
একেবারে তিন নাম শুনাইল কাণে।
স্ত্রীর উপর চিত্ত নাম না থাকিল মনে ॥
স্ত্রী লয়ে যেমন করে সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি ॥
স্ত্রীর পর যার বান্ধা রৈল মন।
সেইত কারণ গেল জ্ঞান অকারণ ॥
গোপীচন্দ্রের নামে হাড়ি নিজ নাম দিল।
চিত্ত স্থির নহে রাজার জ্ঞান মিথ্যা হইল ॥
এইরূপে গোপীচন্দ্র জ্ঞান না পাইল।
গুরু প্রণামিয়া রাজা নিজ গৃহে গেল ॥
এথায় হাড়িফা সিদ্ধা আপন পোফাতে।
ধ্যানেতে বসিয়া হাড়ি ভাবি ভোলানাথে ॥
চক্ষু মুদিয়া রহিল নাথ অন্তর ধিয়ানে।
দিবা রাত্রি জপে নাম কিছু নাহি জ্ঞান ॥
এথা রাজা গোপীচন্দ্র আপন মহলে।
রাত্রি বঞ্চিল রাজা কামিনীর কোলে ॥
একে একে তিন দিন ভুঞ্জিল শৃঙ্গার।
তিন দিন বাদে গেল জ্ঞান সাধিবার ॥
সরোবর কূলে রাজা করিয়া আসন।
চিত্ত স্থির নহে রাজা জপে অকারণ ॥

আকার প্রকার আর হুহুঙ্কার।
এ সব ভুলিয়া নাম লাগিল জপিবার ॥
এহিরূপে জপে নাম সরোবর কূলে।
পুষ্করিণী শুখান রৈল না ভরিল জলে ॥
গোস্‌সা হইল গোপীচন্দ্র আপনার মনে।
বাড়ীতে আইল রাজা রজনী বিহানে ॥
প্রভাতে আসিয়া রাজা দরবারে বসিল।
পাত্র মিত্র আসিয়া রাজাকে সম্ভাষিল ॥
রাজা বলে পাত্র মিত্র আমার আজ্ঞা লিবে।
যোগী মহন্ত বেটাক চোমুড়া বান্ধিবে।
রাজার আজ্ঞা হইল পাত্র না পারে লঙ্ঘিতে
লোক জন লয়ে গেল হাড়িফাক বান্ধিতে ॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যত না যায় কণ্ডন।
হাড়িফার তরে সবে করিল বন্ধন ॥
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া কমরে বান্ধিল।
ধ্যানেতে আছিল মুনি কিছু না জানিল ॥
রাজার আদেশে সব বেলদার আইল।
ঘোড়ার পৈঘরে এক খন্দক খুড়িল ॥
সেই খন্দকের মধ্যে হাড়িফাকে থুইয়া।
বাইশ মণ পাথর দিল বুকেতে চাপিয়া ॥
হাড়িফাকে পুতিল ঘোড়ার পৈঘরে।
শুন ভাই সকল লোক ভবানীর বরে ॥
যেরূপে হাড়িফা পোতা ঘোড়ার পৈঘরে।
তাহার বৃত্তান্ত কথা কহি সবের তরে ॥
হাড়িফাকে পুতিতে পারে কাহার শকতি।
পূর্ব্বে শাপ দিয়াছিলেন গৌরী পার্ব্বতী ॥

যখন করিল যজ্ঞ দেবী মহেশ্বরী।
নিমন্ত্রণ করিল সিদ্ধা সকল পুরী॥
দিগ দিগান্তর হইতে আইল সিদ্ধাগণ।
আইল সকল সিদ্ধা যজ্ঞের কারণ॥
প্রথমে আল সিদ্ধা গোরেক হরিহর।
হাড়িফা আইল যাহার নাম জলন্ধর॥
মীন্যাথ আইল আর বাইল ভাদাই।
মেহেরনাথ আইল আর সিদ্ধা কানাই॥
হরেঙ্গা চরেঙ্গা আর সিদ্ধা বনমালী।
মীন্যাথ আইল আর যাহার নাম মছন্দালী॥
নও লাক চোরাশী সিদ্ধা আইল যত জন।
আসিয়া বন্দিল সবে শিবের চরণ॥
আইল সকল সিদ্ধা চণ্ডীর আদেশে।
ভোজনে [১] বসিল সবে পর্ব্বত কৈলাসে॥
সিদ্ধাগণের মন দেবী বুঝিবার কারণ।
বেশ করিল দুর্গা ভুবন মোহন [২]॥
অলঙ্কার পরিল দুর্গা হীরা মাণিকের।
বসন পরিল দুর্গা ভুবন বিলাসের॥
যত বস্ত্র পরিল দুর্গা কহিতে না পারি।
দণ্ডে দণ্ডে বসন ফিরায় মহেশ্বরী॥
আপনে সে বাড়ে চণ্ডী আপনে পরসে।
টলিল সিদ্ধার মন জানিল ভবানী।
সকলকে শাপ দিল অসুরঘাতিনী॥
নটী লয়ে মীন্যাথ থাকিবে কদলীতে [৩]।
গোর্খেক হইল শাপ গরু চরাইতে॥

---

১ 'ভূজনে'।

২ 'মহীন'। ৩ 'কোদালিতে'।

ডাহুকার গড়ে যাবে কানুফার কন্ধ।
মৃকুলে পুতিবে হাড়িক রাজা গোপীচন্দ্র ॥
নও লাখ চোরাশী সিদ্ধার মধ্যে এ চারি ভাজন
চারি সিদ্ধাক শাপ দিল এহিত কারণ ॥
এহি মতে শাপ দিল হেমন্তদুহিতা ॥
সেই শাপ হন্তে গেল হাড়িফা পোতা ॥
মাটির ভিতরে হাড়ি নাহি পায় ব্যাথা ॥
মন দিয়া শুন সবে হাড়িফার কথা ॥
হুহু শব্দ করি সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
বন্ধন আছিল যত বিমোচন হইল ॥
হাতেতে আছিল বন্ধন হইল জপমালা।
বুকেতে আছিল পাথর যোগপাটা হৈলা ॥
বন্ধনের দড়ি হইল কমরের ডোর।
নিজ নাম লয়ে হাড়ি হইল বিভোর ॥
মাটীর ভিতরে তখন হইল এক গোফা।
আসন করিয়া তথা বসিল হাড়িফা ॥
ভাল মন্দ তখন কিছু নাহি জানে।
চক্ষু মুদে রৈল হাড়ি গুরুর ধিয়ানে ॥
এইরূপে রৈল সিদ্ধা ঘোড়ার পৈথরে।
চার রাণী লয়ে রাজা সুখে বিরাজ করে ॥
ঘোড়ার পৈথরে হাড়িফা রৈলেন পোতা।
এখন কহিব আমি কানুফার কথা।
সুকুর মামুদ কয় গুরুর চরণে।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিবে মহাজনে ॥

মাটীর ভিতরে হাড়ি আসন করিয়া।
মহাদেবের নিজ নাম অন্তরে জাপিয়া ॥

এইরূপে হাড়িফা রৈল পঞ্চ বৎসর।
কানুফা জানে না কিছু গুরুর খবর॥
ধ্যানেতে কানুফা সিদ্ধা আছিল বসিয়া।
খেদান্বিত হইল গুরুকে না দেখিয়া॥
কানুফা বলেন ধ্যান করি অকারণ।
গুরুর চরণে যার মন নাহি বান্ধে।
পার হৈতে নাহি নৌকা হাতে মাথে কান্দে॥
কানুফা বলেন আমি করিব কেমন।
কোথা গেলে পাব আমি গুরুর দরশন॥
এতেক ভাবিয়া কানাই ধ্যান ভঙ্গ দিল।
বাইল ভাদাইর তরে ডাকিতে লাগিল॥
গুরুর আদেশে তারা আইল চলিয়া।
সাক্ষাতে বসিল গুরুর চরণ বন্দিয়া॥
কানুফা বলেন শুন বাইল ভাদাই।
শীঘ্র করি আন রথ শুন মোর ঠাই॥
শুনিয়া কানুফার কথা বিজয় গমন।
ত্বরিত করিয়া যাইয়া রথের সাজন॥
গঙ্গাজল দিয়া রথের স্নান করাইল।
হীরা মাণিক্যে রথ সাজাইতে লাগিল॥
হীরা দিয়া বান্ধিল রথের বত্রিশ চাকা।
রথেতে তুলিয়া দিল সুবর্ণ পতাকা॥
চূড়াতে বান্ধিল রথের হাড়িয়া চামর।
সুগন্ধের লোভে তাথে বেড়িল ভ্রমর॥
নানান প্রকারে রথের করিল সাজন।
রাজহংসে বহে রথ সারথি পবন॥
নানান প্রকারে রথের সাজন করিল।
প্রণাম করিয়া তবে সাক্ষাতে কহিল॥
কানুফা বলেন বাছা বাড়ুক প্রমাই।

চারি যুগ ভিতরে বাছা আর মরণ নাই ॥
রথ দেখিয়া আনন্দিত হইল কানাই ।
গুরুর উদ্দেশে [১] সিদ্ধা সাজিতে লাগিল ।
কমরপটী দিয়া সিদ্ধা কমর বান্ধিল ॥
রুদ্রাক্ষ ফলের মালা গলে তুলে দিল ॥
কপালেতে দিল সিদ্ধা চন্দনের ফোটা ।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল গলে যোগপাটা [২] ॥
হাড়িফার নিজ নাম অন্তরে জপিয়া ।
রথেতে চড়িল সিদ্ধা সিংহনাদ পূরিয়া ॥
কানুফার রথের আমি কি কহিব কথা ।
পূর্ব্বদিকে গেল রথ দিবাকর যথা ॥
উদয়গিরি [৩] পর্ব্বতে সিদ্ধা রথ রাখিয়া ।
ঘরে ঘরে বেড়ায় সিদ্ধা গুরু তল্লাসিয়া ॥
ভিক্ষার ছলে ঘরে ঘরে করিল ভ্রমণ ।
কোন খানে না পাইল গুরু দরশন ॥
না পাইয়া গুরুর উদ্দেশ [৪] ভাবিতে লাগিল ।
গুরু সঙ্গরিয়া পুনঃ রথেতে চড়িল ॥
চলিল কানুফার রথ বাঁয়ে করি ভর ।
দক্ষিণ দিগে গেল রথ যথাতে সাগর ॥
সেতুবন্ধ স্থানে সিদ্ধা রথ রাখিয়া ।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে সিদ্ধা উত্তরিল গিয়া ॥
ঘরে ঘরে তালাসিয়া বানরের নগর ।
তথাতে না পাইল গুরুর খবর ॥
পঞ্চবটী দিয়া রথ করিল গমন ।
গুহক চণ্ডালের পুরীত দিল দরশন ॥
অরণ্য মাঝারে সিদ্ধা রথ রাখিল ।

'উদ্দীশে' । ২ 'গজপাটা' । ৩ 'উদাগিরি' । ৪ 'উদ্দিশ'

গুহক চণ্ডালের পুরী ঘরে ঘর ভ্রমিল ॥
না পাইয়া গুরুর নাগ ভাবে মনে মন।
রথে চড়িয়া পুনঃ করিল গমন ॥
রাজহংসে বহে রথ সারথি পবন।
কদলী [1] সহরে গিয়া দিল দরশন ॥
কদলী সহর খান ভ্রমিল ঘরে ঘরে।
মীন্যাথকে দেখিল তথা নটিনীর বাসরে ॥
চুল দাড়ী পাকিল তাহার নাহিক উপায়।
দেখিয়া কানুফা সিদ্ধা বলে হায় হায় ॥
কপালে মারিয়া ঘা কান্দিল কানাই।
এই রূপে ভুলিয়া রহিল হাড়িফা গোঁসাই
এতেক ভাবিয়া হৈল রথে আরোহণ।
যাইয়া উতারিল রথ কানাইর বৃন্দাবন ॥
কালিন্দী যমুনার তীরে রথ রাখিয়া।
বৃন্দাবন পুরীখান ঘর ঘর ভ্রমিয়া ॥
না পায় গুরুর তত্ত্ব হইল ভাবিত।
রথে চড়ি পুনরায় চলিল ত্বরিত ॥
এহি রূপে যায় কানাই গুরুর তল্লাসে।
যায়ে উত্তরিল রথ পর্ব্বত কৈলাসে ॥
শিবপুরী ব্রহ্মপুরী সব তল্লাসিল।
না পায়ে গুরুর লাগ ফাফর হইল ॥
মলয়া গিরি তলাসিল হিমালয় পর্ব্বত।
সুমেরু ভ্রমিয়া গুরুর না পাইয়া তত্ত্ব ॥
পুনর্ব্বার রথে চড়ি করিল গমন।
একঠেঙ্গিয়া দেশে গিয়া দিল দরশন ॥
একঠেঙ্গিয়ার রাজ্য খান ঘর ঘর ভ্রমিল।

---

১ 'কোদালী'।

না পায়ে গুরুর তত্ত্ব কামরূপেতে গেল ॥
কামরূপ পাটনা গয়া ভ্রমিল সকল।
না পায়ে গুরুর লাগ হইল বিকল ॥
অস্থির হইল কানাই গুরুর কারণ।
কোথায় পাইব গুরুক ভাবে মনে মন ॥
ভাবিতে ভাবিতে কানাই স্থির কৈল মন।
গুরুর তলাসে লঙ্কায় করিল গমন ॥
লঙ্কাপুরী যায় কানাই গুরু তলাসিতে।
ঝুলতলিতে ¹ ঝুল খেলে যতি গোর্খনাথে ॥
ঝুলতলিতে ছিল এক দল পণ্ডিত।
গরু চরায় গোর্খনাথ তাহার বাড়িত ॥
গরু চরায় গোর্খনাথ না খায় অন্ন পানী।
ঝুল টঙ্গিতে ঝুল খেলে দিবস রজনী ॥
রাত্রি-দিন ঝুল খেলে মনের হরিষে।
সেই পথে যায় কানাই গুরুর তল্লাসে ॥
গুর্খনাথ ঝুল খেলে না জানে কানাই।
গোর্খেক লাগিল তখন রথের এ ছাই ॥
গোস্‌সা হইল তখন নাথ আপনার মনে।
ডাল ভাঙ্গি ডাল কোমর সৃজিল তখনে ॥
নাথ বলে ডাল কোমর আমার আজ্ঞা লিবে।
কোন জন রথে যায় শীঘ্র ফিরাইবে ॥
নাথের আদেশে ডাল করিল গমন।
কানুফার রথ যায় ধরিল তখন ॥
ডাল দেখিয়া কানাই করিল হুহুঙ্কার।
হুহুঙ্কার কৈল ডাল ছাই আঙ্গার ॥

¹ 'ঝুলতুলীতে'

ছাই হইয়া ডাল শূন্যে উড়ে যায় ।
ঝুলতলিতে থাকিয়া তাহা দেখিবার পায় ॥
থাবা দিয়া নাথ তখন আঙ্গার ধরিল ।
বট বৃক্ষ করি নাথ তাহাকে সৃজিল ॥
গোস্সা হইয়া নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল ।
শূন্য পথে ছিল রথ ভূমিতে নামিল ॥
কানুফা দেখিল যদি যতি গোর্খনাথ ।
নিবেদন করে সিদ্ধা জোড় করি হাত ॥
একত্রে বসিল দুইজন করিয়া আসন ।
বাহু ধরাধরি দোহে প্রেম আলিঙ্গন ॥
নাথ বলে শোন কানাই কহিবে কারণ ।
রথে চড়িয়া তোমার কোথাতে গমন ॥
কহিতে লাগিল তবে সিদ্ধা কানাই ।
পঞ্চ বৎসর হইল আমি গুরু দেখি নাই ॥
আজ কাল করিয়া হৈল পঞ্চ বৎসর ।
কোথায় রহিল আমার গুরু জলন্ধর ॥
আমি ফিরিতেছি ভাই গুরুর তল্লাসে ।
রথে চড়িয়া আমি খুজিনু দেশে দেশে ॥
নাথ বলে শুন তুমি সিদ্ধা কানাই ।
কোন রাজ্য তল্লাসিলে কহ মেরা ঠাই ॥
কানুফা বলেন ভাই শুনহ খবর ।
যে যে রাজ্য তল্লাসিলাম শুন জলন্ধর ॥
উদয়গিরি তল্লাসিলাম যথা উঠে দিনকর ।
তথা না পাইলাম গুরুর সমাচার ॥
কিষ্কিন্ধ্যা ভ্রমিলাম যথা বানরের পুরী ।
আযোধ্যায় তলাসিয়া গেলাম গুহকের বাড়ী ॥
বৃন্দাবন পুরীখান ঘর ঘর ভ্রমিনু ।
কৈলাস ভ্রমিয়া গুরুর তত্ত্ব না পাইনু ॥

অস্তগিরি ভ্রমিয়া আমি বানরের পুরী
সুমেরু ভ্রমিয়া গেলাম হিমালয় গিরি ॥
দেবপুরী না পাইনু গুরুর খবর।
একঠেঙ্গিয়ার দেশে গেলাম তল্লাসে জলন্ধর
শুনেছিলাম লোক মুখে একঠেঙ্গিয়ার দেশ।
এক পায়ে সর্ব্বলোক ভ্রমেন বিশেষ ॥
দুই পাও দেখিয়া আমায় লাগিল কহিতে।
আদ্য পান্ত যত কন্যা যেমত আছিল।
একে একে সকল কথা কহিতে লাগিল ॥
পূর্ব্বে আছিল রাজা চন্দ্রকিশোর।
একঠেঙ্গিয়া তার ঘরে জন্মে এক কুমার[১] ॥
তাহার নাম করিয়া এক পুরী বসাইল।
একঠেঙ্গিয়া রাজ্য নাম সেই জন্য হৈল ॥
সেই রাজ্যে না পাইলাম গুরুর খবর।
গয়া পাটনা গেলাম তল্লাসে জলন্ধর ॥
আশ্চার্য্য দেখিলাম সেই রাজ্যের ব্যবহার।
স্ত্রী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের সঞ্চার ॥
স্ত্রী রাজা স্ত্রী প্রজা স্ত্রী রাজ্যের দেওয়ান।
স্ত্রী রাজা হইয়া করে রাজ্যের পালন ॥
অপূর্ব্ব রাজ্যের কথা শুনিতে অনুরূপ।
ঋতুস্নান করি নারী যায় কামরূপ ॥
কামরূপ সহরে আছে পুরুষের বসতি।
তথা যায় যেবা নারী[২] হয় ঋতুবতী ॥
কামরূপে যাইয়া রতি ভুঞ্জেন শৃঙ্গার।
ঋতু রক্ষা করে নারী হয় গর্ভের সঞ্চার ॥
যে নারীর উদরে সৃজন হয় বেটা।

---

১ 'কোমর'। ২ 'রানী'।

রামচক্র বাণে তার মুণ্ড যায় কাটা ॥
বৎসর অন্তরে ফিরে রামচক্র বাণ।
স্ত্রীয়া পাটনে নাই পুরুষের পরিত্রাণ ॥
সেই জন্যে নাহি রাজ্যে পুরুষের লেশ।
স্ত্রীবেশে সেই রাজ্যে করিনু প্রবেশ ॥
হুহুঙ্কার ছাড়িনু আমি ভাবি জলন্ধর।
আউট হাত কেশ হইল মাথার উপর ॥
হৃদয়ে হইল আমার উভ দুইটা স্তন।
স্ত্রীবেশে সেই রাজ্যে করিনু ভ্রমণ ॥
বাগ দ্বারায় কামরূপ ঘর ঘর ভ্রমিনু।
কোন খানে গুরুর খবর না পাইনু ॥
না পাইয়া গুরুর লাগ হইনু ভাবিত।
এখন যাইব আমি লঙ্কার পুরীত ॥
এইরূপে ভ্রমিনু আমি গুরু তলাসিতে।
রাত্রি হইল আমার সহর কদলীতে ॥
তোমার গুরু মীন্যাথ আছে কদলী সহরে।
রাত্র দিন থাকে নাথ নটিনীর বাসরে ॥
নটী লয়ে মীন্যাথ সিদ্ধা হয়াছে বিভোর।
চুল দাড়ি পাকেছে সিদ্ধা যাবে যমনগর ॥
তুমিত ভাজন সেবক নাম গোর্খ যতি।
তুমি থাকিতে তাহার এতেক দুর্গতি ॥
গোরেক বলে নাহি জানি এতেক সমাচার।
কল্য যাইব গুরুর করিতে উদ্ধার ॥
মরে যদি থাকে গুরুর হাড় লাগাল পাব।
হাড় সঙ্গে জোড়া দিয়া গুরু মিলাইব ॥
গোরেক বলেন ভাই প্রাণের দোসর।
শুনিলাম তোমার মুখে গুরুর খবর ॥
আমার গুরুর কথা কয়া দিলে তুমি।

তোমার গুরুর কথা কয়া দিব আমি ॥
গোরেক বলেন ভাই শুন আমার ঠাঁই ।
মৃকুল সহরে আছে ময়নামন্তি রাই ।
গোপাচন্দ্র নামে রাজা তাহার নন্দন ।
উনিশ বৎসর কালে তাহার মরণ ॥
যখন হইল বালক দ্বাদশ বৎসর ।
জ্ঞান দিতে গেল হাড়ি করিতে অমর ॥
নিজ নাম বীজমন্ত্র কর্ণে শুনাইল ।
স্ত্রীর উপরে চিত্ত নাম মনে না থাকিল ॥
জ্ঞান পরীক্ষিতে গেল পুষ্করিণীর কূলে ।
পুষ্করিণী শুখান রৈল না ভরিল জলে ॥
সত্য বলে দিল নাম মিথ্যা বলে ধরে ।
গোস্সায় পুতিল হাড়িক ঘোড়ার পৈঘরে ॥
গোরেক বলেন দাদা শুন মেরা ঠাই ।
চণ্ডীর শাপে পোতা গেল দোষ কিছু নাই ॥
আমার সেবক হইয়াছিল ময়নামন্তি ।
তাহার পুত্রক বাঁচাইতে করহ যুকতি ॥
আপন গুরুকে তুমি করগা উদ্ধার।
বাঁচাইয়া লহ তুমি মুনির কুমার ॥
শাপ দিয়া মুনির যদি পুত্র পায় কাল ।
দুখী হইবে হাড়ী বাড়িবে জঞ্জাল ॥

শ্লোক

কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা ।
বিদ্যারূপং কুরূপানাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্ ॥
কোকিলের রূপের কথা শুন মেরা ঠাই ।
সর্ব্বাঙ্গ শরীর কাল রূপের কিছু নাই ॥
রাঙ্গা দুটা চক্ষু কুলীর কি গুণে বাখানি ।
শাস্ত্রে নাহি রূপ কুলীর রূপের কেবল ধ্বনি ॥

নারীর রূপের কথা কর অবধান।
দেখিতে সুন্দর নারী যদি রাখে মান ॥
আপনার মান যদি না রাখে যুবতী।
স্বামীর সেবা নাহি করে নারী অধোগতি ॥
রূপে গুণে বিত্তায় নারীর চঞ্চল হয় চিত।
কোন শাস্ত্রে নাহি নারীর রূপের বিয়াখিত ॥
পতিব্রতা নারী হয় স্বামীর সেবা করে।
স্বামী ছাড়া পিতার রূপ জানে এ সংসারে ॥
শুদ্ধমতি ধীর হয় গুণবতী রামা।
সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি নারী দেবীর উপমা ॥
পুরুষের রূপের কথা শুন দিয়া মন।
দেখি যে সুন্দর পুরুষ না হয় ভাজন ॥
দেখিতে সুন্দর পুরুষ জ্ঞান নাহি ধরে।
তাকে অকর্ম্মা পুরুষ বলে এ সংসারে ॥
দেখিবার যুক্ত নহে শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
জ্ঞানমন্ত পুরুষের জ্ঞানী বিয়াখিত ॥
সিদ্ধা মহন্তের কথা শুনহ কানাই।
ব্রহ্মসিদ্ধা পুরুষের মনে কোন নাই ॥
সে বড় মহন্ত হয় ক্ষমে অপরাধ।
হতজ্ঞানী হয় যেমন করিবে সম্পদ ॥
কাম ক্রোধ মোহ মদ ক্ষমা দেয় চিতে।
মহন্তের মহন্ত হয় শুনেছি ভারতে ॥
তোমার গুণ সব ভাই রহিবে সংসারে।
কোন রূপে বাঁচাইবে মুনির কুমারে ॥
দোহার গুরুর কথা কয়া দুইজন।
বাহু ধারাধরি করে প্রেম আলিঙ্গন ॥
কদলী সহরে গেল গোরেক হরিহর।
মৃকুলে চলিল কানাই যথা জলন্ধর ॥

শুনিয়া গুরুর কথা আকুল জীবন।
রথে চড়েয়া পুনঃ করিল গমন ॥
ষাইটগতি শিকারপুর হস্তিনানগর।
সোনাপুর দিয়া রথ করিল গমন ॥
চন্দ্রকণা সুর্য্যাভাগ পশ্চাতে রখিয়া।
কাঞ্চননগর থান বামেতে থুইয়া ॥
বিষ্ণুপুর চাঁপাপুর খাসহরা নগর।
সুনতিলা দিয়া রথ গেল কাঞ্চিপুর ॥
ভদ্রাখণ্ডা নিশাভাল হেমন্তনগর।
চিন্তপুর দিয়া রথ যায় তরাতর ॥
শ্রীকলা বিমলা আর নগর কর্ণাট।
বিক্রমপুর দিয়া রথ গেল চাইরঘাট ॥
সীতা শঙ্কর পৈ আর আড়াগাড়া।
দুর্জ্জননগর দিয়া গেল চান্দের আড়া ॥
গজমন দিয়া পার হইল দামোদর।
নিশিন্তপুর দিয়া গেল বিজয়ানগর ॥
রাত্রি দিবা চলে রথ না করে বিশ্রাম।
কৌতুকে চলিয়া গেল কত কত গ্রাম ॥
যত গ্রাম পার হইল না যায় কহন।
ত্বরিত গমনে গেল মুনির ভুবন ॥
মুনির গোফাতে যায়ে সিংহনাদ পূরিল।
সিংহনাদ শুনিয়া মুনির ধ্যান ভঙ্গ হৈল ॥
গলে বসন দিয়া মুনি বন্দিল চরণ।
বসিতে আনিয়া দিল যোগের আসন ॥
আসনে বসিল সিদ্ধা দিয়া আশীর্ব্বাদ।
কহিতে লাগিল মুনিক গুরুর সংবাদ ॥
কানুফা বলেন মুনি শুন সমাচার।
গোপীচন্দ্র নামে আছে তোমার কিঙ্কর ॥

আমার গুরুক পোঁতে ঘোড়ার পৈঘরে।
কাইল আইজ নহে হৈল পঞ্চ বৎসরে ॥
এ কথা শুনিয়া মুনির চক্ষে পড়ে পানি।
গুরুকে পুতিল পুত্র আমিত না জানি ॥
এ ভব সংসারে যার নাম জলন্ধর।
চুলে করে পিতে পারে এমন্ত সাগর ॥
তাহাকে পুতিল বেটা কোন প্রাণে ধরে।
হুহুঙ্কারে পাঠাবে বেটাকে জমের নগরে ॥
হায় হায় করে মুনি ভাবে মনে মনে।
হাড়িফার কোপে পুত্র বাঁচিবে কেমনে ॥
আঠার বৎসর সবে বালকের প্রমাই।
সেই পুত্র পুতিল আমার হাড়িফা গোঁসাই ॥
গোরক্ষের সেবক আমি যমের নাহি ডর।
হাড়িফার কারণে প্রাণ বিয়াকুল আমার ॥
হাড়িফার নাম শুনি যমরাজা ডরে।
তাহার সনে বাদ করে মনুষ্য শরীরে ॥
হায় হায় করে মুনির চক্ষের পড়ে জল।
কান্দিতে কন্দিতে মুনি পড়ে ভূমিতল ॥
কানুফা বলেন মুনি কান্দ অকারণ।
পুত্রেক বাঁচাবার হেতু করহ এখন ॥
যতি গোরক্ষের বরে হইল কুমার।
যেরূপে বাঁচিবে ইহার করহ বিচার ॥
সোনার আনিয়া কর সোনার গোপীচন্দ্র।
সাক্ষাতে রাখিব তাহাকে করিয়া প্রবন্ধ ॥
যখন জিজ্ঞাসিবে গুরু করিতে স্বীকার।
সোনার গোপীচন্দ্রক কর মুনির কুমার ॥
কোপ করি শাঁপ দিবে গুরু জলন্ধর।
সোনার গোপীচন্দ্র যাবে যমের নগর ॥

কোপ ক্ষমা হবে যখন হইবে আনন্দ।
সাক্ষাতে রাখিয়া দিও পুত্র গোপীচন্দ্র ॥
বাঁচিবে তোমার পুত্র না ভাবিহ আর।
সুকুর মামুদে কয় এই যুক্তি সার ॥
সায়ের অল্লার নাম ফকির গুণমন্ত।
তাহায় তনয় পুথি রচিল যোগান্ত ॥
মন দিয়া শুন এখন যোগের কাহিনী।
ভবসিন্ধু তরিবারে পাইব তরণী ॥
সাধিলে অমর হয় শুনিলে হয় জ্ঞান।
অন্তিম কালেতে সেই পাইবে পরিত্রাণ ॥

শুনহ সকল লোক বিধাতার নির্ব্বন্ধ।
যেরূপে বাঁচিল মুনির পুত্র গোপীচন্দ্র ॥
শুনিয়া কানুফার কথা আনন্দ হইল।
সোনার আনিতে মুনি খেতুকে পাঠাইল ॥
মুনির আজ্ঞাতে খেতু করিল গমন।
ডাঁকিয়া আনিল আরো সোনার পঞ্চজন ॥
গলে বসন দিয়া মুনি করিল প্রণাম।
সোনার বলেন মা করি কুন কাম ॥
মুনি বলে বাছা তোমার বাড়ুক আব্বল।
শীঘ্র বানাবে বাছা সোনার পুত্তল ॥
সহস্র মোহর মুনি সোনারকে দিল।
মুনির আজ্ঞাতে সোনার পুতুল বানাইল ॥
পুতুল বানাইল মুনির পুত্রের প্রমাণ।
দেখিয়া হইল শোভা গোপাচন্দ্রের জ্ঞান ॥
আনন্দ হইল দেখি ময়নামন্ত্রি রাই।
সেই পুতুল লয়ে গেল কানুফার ঠাই ॥

কানুফা বলেন মুনি আনহ বেলদার।
এবে সে জানিবে তোমার পুত্রের নিস্তার॥
এতেক শুনিয়া মুনি বেলদার আনিল।
ঘোড়ার পৈঘরে তখন খুঁড়িতে লাগিল॥
খুঁড়িতে পাইল তখন হাড়িফার গোফা।
যোগ ধ্যানে বসি তথা আছেন হাড়িফা॥
চক্ষু মুদিয়া আছে হাড়ি কিছু নাহি জানি।
কানুফা বলেন পুতুল আনহ ছামনি॥
হাড়িফার ছামনে পুতুল আনিয়া রাখিল।
মানুষের আকৃতি পুতুল দাঁড়াইয়া রহিল॥
হাড়িফার সাক্ষাতে কানাই সিংহনাদ পূরিল
সিংহনাদ শুনিয়া মুনিব ধ্যান ভঙ্গ হইল॥
চেতন পাইল যখন হাড়িফা জলন্ধর।
কানুফা প্রণাম করেন জুড়ি দুটী কর॥
গলে বসন দিয়া মুনি বন্দিল চরণ।
একে একে প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
প্রণাম করিল সবে সিদ্ধা যত জন।
প্রণাম না করে কেবল পুতুল রতন॥
দেখিয়া জ্বলিল হাড়ি অগ্নি অবতার।
কানুফার তরে বলে কি নাম ইহার॥
কহিল কানুফা তখন করি মায়াবন্ধ।
সাক্ষাতে আছেন রাজা সোনার গোপীচন্দ্র॥
শুনিয়া হাড়িফা সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
সুবর্ণ পুতলী তখন ভস্ম হয়ে গেল॥
ভস্ম হইয়া গেল যখন সুবর্ণ পুতুলী।
তখনে আনিয়া দিল সিদ্ধের ঝুলী॥
সোওা কুচলা সিদ্ধা হস্তে করি নিল।
সোওা মণ ধুতুরার ফল তাথে মিশাইল॥

সোওা মণ কুচলা সিদ্ধা একত্র করিয়া ।
মুখে তুলে দিল নাথ শিব নাম লিয়া ॥
সিদ্ধাগণ সিদ্ধিয়ে মহা ব্যস্ত হইল ।
যোগান্ত বেদান্ত কথা কহিতে লাগিল ॥
যখন হইল হাড়ির গোস্বা নিবারণ ।
কহিতে লাগিল হাড়ির ধরিয়া চরণ ॥
মুনি বলেন গোঁসাই ক্ষম অপরাধী ।
ছুটী কর জুড়ি মুই করেছি মিন্নতি ॥
হাড়িফা বলেন মুনি বাড়িবে আব্বল ।
কোন চিন্তা নাই তোমার সর্ব্বয়ে কুশল ॥
এত শুনি কহে মুনি হইয়া আনন্দ ।
তোমার সেবক হবে পুত্র গোপীচন্দ্র ॥
গলে বসন দিয়া মুনি করিয়া প্রণাম ।
পুত্র গোপীচন্দ্র আমার তোমার গোলাম ॥
গোপীচন্দ্র হবে গোঁসাই তোমার নফর ।
সেবক করিয়া তুমি করহ অমর ॥
শুনিয়া হাড়িফা মুনিক কিছু না বলিল ।
কানুফার তরে হাড়িফা সাঁপ দিল ॥
শিশুর তরে রক্ষা কর গুরু জলন্ধর ।
গুরু ইন্দ্র গুরু চন্দ্র গুরু সর্ব্বসার ॥
গুরু বিনে সেবকের নাহিক নিস্তার ।
তুমি গুরু পরমব্রহ্ম ত্রিভুবনের সার ॥
সর্ব্ব মায়া নানা ছল জ্ঞান গতাগতি ।
গুরু হইয়া সেবকের করিলেন দুর্গতি ॥
প্রলয় কালে তুমি গুরু করিবেন নিস্তার ।
এখন সাঁপ দিয়া মুনি কর ছারখার ॥
গুরু বিনে সেবকের আর কিছু নাই ।
নিস্তার করহ নাথ পরম গোঁসাই ॥

গুরু হইয়া সেবকের করহ উদ্ধার।
প্রলয় কালেতে তার করিবে বিচার॥
মুনির বচনে হাড়ীর গোস্বা হইল মন।
কহিতে লাগিল সিদ্ধা সাঁপ বিমোচন॥
হাড়িফা বলেন শুন ময়নামন্ত্রি রাই।
উদ্ধার করিবেক পুনঃ বাইল ভাদাই॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দ হইল।
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি সিংহনাদ পূরিল॥
কানুফা বন্দিল পুনঃ হাড়িফার চরণ।
ডাহুকার গড়ে যায়া চড়ে রথে আরোহণ॥
ডাহুকার গড়ে গেল সিদ্ধা কানাই।
হাড়িফার নিকটে গেল ময়নামন্ত্রি রাই॥
মুনি বলে শুন তুমি হাড়িফা গোঁসাই।
আঠার বৎসর আমার বালকের প্রমাই॥
উনিশ বৎসর কালে নাহিক উপায়।
সেবক করিয়া তুমি রাখ রাঙ্গা পায়॥
সংসারের মধ্যে গুরু তুমি ব্রহ্মজ্ঞান।
সেবক করিয়া দিয়া রাখ নিজ নাম॥
হাড়িফা বলেন শুন ময়নামন্ত্রি রাই।
নিজ নামের কথা মুনি শুন আমার ঠাই॥
স্ত্রী লয়ে করে যে জন সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি॥
রাজ্য করে গোপীচন্দ্র লয়া চারি রাণী।
কেমন করিয়া তারে জ্ঞান দিতে পারি॥
নারী পুরী ছাড়িয়া যখন হইবে দেশান্তর।
সেবক করিয়া তখন করিব অমর॥
গলে কেথা পরাইবে চিম্‌টা লবে হাতে।
মাথা মুড়াইয়া যখন দাঁড়াবে রাজপথে॥

মুখেতে ভুসন মাখি যুগী হয়ে যায় ।
তখন করিব সেবক কহিলাম নিশ্চয় ॥
এতেক শুনিয়া [1] মুনি বন্দিল চরণ ।
তখন চলিল মুনি ছাড়াতে রাজন ॥
বসি আছে গোপীচন্দ্র পাটের উপর ।
বামে বসিয়াছে রাজার পাত্র মনোহর ॥
খেলার সখি গেছে রাজার বালা লখিন্দর
তাম্বূল যোগায় রাজার খেতুয়া নফর ॥
সেনাপতি আছে কত তাহার লেখা নাই ।
সেই খানে দাঁড়াইল ময়নামন্ত্রি রাই ॥
মুনিকে দেখিয়া তখন সবে খাড়া হইল ।
শতে শতে প্রজাগণ মস্তক নওয়াইল ॥
পাত্র মিত্র খাড়া হইয়া বন্দিল চরণ ।
বসিতে আনিয়া দিল রাজসিংহাসন ॥
খেতুয়া আনিয়া দিল ভৃঙ্গারের পানি ।
পাদ প্রক্ষালিয়া তখন বসিল মা মুনি ॥
লক্ষের পাতুকা রাজা গলেতে জড়িল ।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চরণ বন্দিল ॥
বাহু পসারিয়া মুনি পুত্র লইল কোলে ।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥
মায়ে পুত্রে হাসিয়া বসিল এক ঠাই ।
পুত্রেক বুঝায় মা ময়নামন্ত্রি রাই ॥
মুনি বলে শুন তুমি পুত্র গোপীচন্দ্র ।
রাজ্য পাট যত দেখ সব মিথ্যা ধন্ধ ॥
রাজ্য কর গোপীচন্দ্র লয়া চারি নারী ।
মনুষ্য উপরে আছে যমের অধিকারী ॥

[1] আদর্শে 'কহিয়া' আছে

মরণ কর আগ বাছা জীবন কর পাছ।
নারী পুরী ত্যাগ বাছা দৃঢ় কর গাছ ॥
উজান বহে যায় নাহি দেয় ভঙ্গ।
যোগে মনেক দেহ[১] না ছাড়িবে সঙ্গ ॥
বিষম শিকল বন্দে মনকে না দেয় ঠাই।
মনেক বান্ধিলে বাছা তলের লাগাল পাই ॥
এই সংসার মাঝে মন ডাকত বড়।
বিপদ পাথারে মন দাগা দিবে বড় ॥
মন রাজা মন প্রজা মন মায়া ফন্দ।
মন বান্ধ তন চিন্ত শুন গোপীচন্দ্র ॥
ছাড় বাছা রাজ্য পাট আর উত্তম ভোগ।
ছাড়ে দেও কামিনীর মায়া সাধে লেও যোগ ॥
যোগ পদ বড় পদ যদি জ্ঞান পায়।
যমের মুখে ছাই দিয়ে চার যুগ বেড়ায় ॥
রাজা বলে শুন মা ময়নামন্ত্রি রাই।
নিশ্চয় জানিলাম তোমার পুত্রের দয়া নাই ॥
অন্যের মায়ে বলে বাছা দুগ্ধে অন্ন খাও।
তু মাও সদাই বল যোগী হয়া যাও ॥
যোগী হয়ে যাব মা কি ধন পাব নিধি।
এ সুখ সম্পদ কালে মা বাম হৈল বিধি ॥
মা হয়ে সদাই বল হইতে দেশান্তরী।
পিতা মোরে দিল বিয়া এ চারি সুন্দরী ॥

ত্রিপদী ॥

আগে বিভা দিল পিতা, মহেশচন্দ্রের দুহিতা,
নাম তার চন্দ্রসেনা যুবতী।

১ আদর্শে 'যুগে মানিক দেহ'

যৌতুক দিলেন যত, তাহা বা কহিব কত,
চড়িতে দিলেন মদন নামে হাতী ॥
বিভা দিল তার পরে, নিহালচন্দ্রের ঘরে,
তাহার নাম ফন্দনা যুবতী।
নিহালচন্দ্রের ঝি, রূপ তাহার কব কি,
যেন দেখি স্বর্গের বিদ্যাধরী ॥
যৌতুক দিলেন ধন, দাসী দিল পঞ্চজন,
চড়িবার দিল খাসা ঘোড়া।
নৌকা দিল জলকর, তার পার্শ্বে স্বর্ণ ঘর,
আর দিল মদন নামে ঘোড়া ॥
তার পরে বিভা করি, হরিশ্চন্দ্রের কুমারী,
নাম তার অদুনা রূপসী।
বচন কোকিলার ধ্বনি বাঁশীর হেন রব শুনি,
সর্ব্বক্ষণ মধু মধু হাসী ॥
তার ছোট দিল কন্যা, তার নাম পদুনা ধন্যা,
খঞ্জন চলন যেন ধীরে।
যত ছিল আভরণ, সর্ব্বাঙ্গে পরিধান,
আইল কন্যা বিভার বাসরে ॥
দেখেন কন্যার রূপ, আয়গণ অপরূপ,
মহারাজার মনের কৌতুক।
কন্যার হাতেতে ধরি, দেব ব্রহ্মা সাক্ষী করি,
বিভা রাত্রে দিলেন যৌতুক।
এহি তিন বিভা করি, পানু চারি সুন্দরী,
দেবকন্যা জিনিয়া রূপে গুণে।
মুকুলের রাজপথ, এমন সুখ সম্পদ,
ইহা ছাড়ি যাবে কোন স্থানে ॥
অতুনার বাসর ঘরে, যদি যাই যমের পুরে,
তবে তো না হবে দেশান্তরা।

সুকুর মামুদ কয়, মরণ কোথা থাকে ভয়,
তবে রাজা ছাড় নারী পুরী ॥

পয়ার

মুনি বলে বাছা তুমি না বুঝিবে ভাল।
মা হয়ে পুত্রেক আর বুঝাব কত কাল ॥
এই রাজ্যে ছিল রাজা কত নরপতি।
এ সুখ সম্পদ তারা থুয়ে গেল কতি ॥
অযোধ্যায় ছিল রাজা রাম রঘুপতি।
স্ত্রীর কারণে তার কতেক দুর্গতি ॥
শুনেছিমাম লঙ্কাতে ছিল লঙ্কেশ্বর।
সীতাকে হরিয়া সেই গেল যমনগর ॥
গোকুল মথুরায় জন্মেছিল নারায়ণ।
রাধিকার কারণে তার বিধির বিড়ম্বন ॥
এহি রাজ্যে ছিল রাজা রোজা ধন্বন্তুরি।
স্ত্রীর ঠাই মর্ম্ম কহি সেহ গেল মরি ॥
সর্ব্বখানি দোষ নারীর একখানি গুণ।
স্ত্রীর পেটে[১] যদি জন্মিল মহাজন ॥
এক নারী তোমার ময়নামন্ত্রি রাই।
আর যত নারীর কথা শুন আমার ঠাই ॥
এক নারী গঙ্গাদেবী যাহাতে করি স্নান।
আর নারী লক্ষীদেবী যাক খাইলে পরিত্রাণ ॥
আর নারী সরস্বতী ভজিলে বিদ্যা পাই।
আর নারী নিদ্রাআলী সংসারে নিদ্রা যাই ॥
আর নারী বসুমতী সংসারে লৈল ভার।
ইহা ছাড়া যত নারী সব দুরাচার ॥
হাটে নারী ঘাটে নারী নারী পতিঘরে।

[১] আদর্শে 'পিঠে' আছে।

যত পুরুষ দেখ নারীর বেগার খেটে মরে।
সহস্র কোটা রত্ন হয় অতি মহারস।
সে ধন ফুরাইলে পুরুষ নারীর হয় বশ॥
সিংহের আকার নারীর বাঘের মত চায়।
হাড় মাংস থুয়া বাছা মহারস লয়॥
পুরুষের ধন লয় স্ত্রী বেপার করে।
লোভেতে থাকিয়া পুরুষ বেগার খাটে মরে॥
আপনার হাল গরু বেগানার ভুঁয়ে চাস।
আব্বলের ক্ষয় আর বেছোনের সর্ব্বনাশ॥
লোহা দিয়া বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে যায় ক্ষয়।
থোর কলা বাতুলে খাইলে কলা ডাঙ্গর লয়।
কাঁচা বাঁশে ঘুন লাগিলে কত ভার [১] সয়।
মূল খুঁটিতে ঘুন লাগিলে ঘর পড়িবার চায়॥
বন্ধন ছুটিলে ঘরের নাহিক উপায়।
ছাঁটনেতে ঘুন লাগিলে ঘর পড়ে যায়॥
আট হাত বৃক্ষ বাছা যোড়ামুটি ফল।
নজরের পাপ কারণ সংসার ব্যকুল॥
পুরুষের ভক্ষণ নয় খাইতে না জুয়ায়।
সেই ধন ফুরাইলে পুরুষ যমঘরে যায়॥
আধার [২] ভুঙ্গিলে বাছা ভাণ্ড হয় খালি।
দিনে দিনে রসাতল পুরুষের গাবুরালী॥
এ সুখ সম্পদ বাছা থাকিবে পড়িয়া।
আর আসিবে যমের দূত লইবে বান্ধিয়া॥
ইষ্ট মিত্র ভাই বন্ধু কান্দিবে বেড়িয়া।
বুকে বাঁশ দিয়া বাছা ফেলিবে বান্ধিয়া॥
সুস্থির হইলে কান্দিবে দিন তুই চারি।
অন্ন জল খাইলে বাছা যাইবে পাসরি।

---

১ আদর্শে 'বার'। ২ 'আন্ধার'।

স্ত্রী পুত্র কান্দে বাছা ঠাণ্ডা পানি পিয়ে ॥
কুকধরণী মায়ে কান্দে যাবৎ প্রাণে জিয়ে ॥
মৎস্যে চিনে গভীর গঙ্গা পক্ষী চিনে ডাল।
মায়ে জানে পুত্রের মায়া জীবে যত কাল ॥
ছাড় বাছা রাজ্য পাট মুখে মাখ ছাই।
মায়ে পুত্রে যুগী হয়ে চার যুগ বেড়াই ॥
রাজা বলে তোমার বাক্য লঙ্ঘিতে না পারি।
পাকিলে মাথার চুল যাব দেশান্তরী ॥
মায়ে বলে বাছা তুমি তত্ত্ব কথা শুন।
কিরূপে পাকিবে চুল যম নিদারুণ ॥
আঠার বৎসর বাছা তোমার প্রমাই।
উনিশ বৎসর কালে যমের ঠাঁই ॥
উনিশ বৎস্র কালে তোমার মরণ।
কেমনে পাকিবে চুল যম নিদারুণ ॥
রাজা বলে শুন মা বলি তোমার তরে।
আমি রাজা যুগী হব যম রাজার ডরে ॥
যম এক রাজা মা আমি এক রাজেশ্বর।
কি করিতে পারে মা করিব সংহার ॥
ষোল বঙ্গের রাজাই আমাক দিয়াছেন গোঁসাই।
মারিব যমেক আমি করিয়া লড়াই।
মুনি বলেন যমেক আমি দেখিতে না পাই।
কি মত প্রকারে বাছা করিবে লড়াই ॥
লস্কর লইয়া যম নাহি যায় রণে।
শূন্য পথে থাকে যম ব্রহ্মগুণে টানে ॥
রাজা বলে শুন মা ময়নামন্ত্রি রাই।
এক নিবেদন তোমার চরণে জানাই ॥
আঠার বৎসর মা আমার প্রমাই।
সেবক করাবে আমার কোন গুরুর ঠাঁই ॥

মুনি বলে শুন বাছা তুমি আমার স্থানে।
সেবক করাব তোমাকে হাড়িফার চরণে॥
যেই মাত্র গোপীচন্দ্র শুনিল হাড়ির নাম।
কর্ণে হাত দিয়া রাজা বলে রাম রাম॥
হাড়িফার কথা শুনি রাজা কান্দিতে লাগিল।
মুখের তাম্বূল রাজা তখনি ফেলিল॥
গোপীচন্দ্র বলে মা গেল জাতি কুল।
হাড়িফার সেবক হব আর নাহি মূল॥
মালী তেলী আছে যত আছে কায়স্থ কামার।
ব্রাহ্মণ যবন [১] আছে সবার প্রধান॥
এতেক থাকিতে আমি লব হাড়ির জ্ঞান।
লোকেতে দুর্নাম গাবে না থাকিবে মান॥
এহিত সংসারে আছে কত জাতি লোক।
রাজা হয়ে হব আমি হাড়িফার সেবক॥
এহি বলে কান্দে রাজা চক্ষে পড়ে পানি।
পিতা অসম্ভবে জাতি ডুবাইল জননী॥
হায় হায় বলিয়া রাজা মারিল কপালে।
বসন ভিজিল রাজার নয়নের জলে॥
মুনি বলে শুন বাছা রাজার কুমার।
জাইতে হাড়ি লয়ে বাছা হাড়িফা জলন্ধর॥
ছোট বলি বল বাছা হাড়িফা শুনিলে কানে।
সাঁপ দিয়ে ভস্ম করিলে বাছা রাখে কোন জনে
হাড়ি য় হাড়ি নয় হাড়িফা জলন্ধর।
চুলে করি পিতে পারে এ সপ্ত সাগর॥
জ্ঞানে ধ্যানে হাড়িফা বান্ধিয়াছে চূড়া।
দিবা রাত্রি ফিরে হাড়ি যমকে করি ঘোড়া॥
যম রাজা হয় যার নিজের চাকর।

---

১ 'যৌবন'।

চন্দ্র সূর্য্য দুই জন কুণ্ডল কানের ॥
পঞ্চ বৎসর পোতা ছিল ঘোড়র পৈঘরে।
অন্ন জল না খাইল তবু তো না মরে ॥
রাত্রি দিবা করে যে জন গুরুর সেবন।
তাহাকে না জানে কোন মনুষ্য রতন ॥
হেন গুরু মিলিল বাছা কপালের ফলে।
বুদ্ধি হারাইলে কেন কামিনীর ছলে ॥
তোমাকে বলি বাছা ছাড় স্ত্রীর আশ।
হাড়িফার চরণ সেবি হওগা সন্ন্যাস ॥
মুনি বলে শুন তুমি রাজার কুমার।
যেরূপে হইল শুন জনম সিদ্ধার ॥

ত্রিপদী।

হাড়িফার যত গুণ, কর্ণ পাতিয়া শুন,
যেরূপে জন্মিল জলন্ধর।
অনাদ্যের ঘাম হৈতে, চণ্ডিকা জন্মিল তাথে,
দুর্গা হইল পরমা সুন্দর ॥
ডাহুকার অধিষ্ঠাত্রী, নাম ধরেন পার্ব্বতী,
ত্রিভুবনে মোহন আকার।
চণ্ডিকার রূপ দেখি, অনাদ্য হইল সুখী,
নাহি ছিল সংসারের সার ॥
অনাদ্য ঘটাইল মায়া, দেবী বাম হস্তে লয়া,
তাহাতে জন্মিল চারি জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই ভাই, ছোট হইল শিবাই,
নাম (?) গেল পাতাল ভুবন ॥
দেখি প্রভু ভাবে মনে, মরি তবে নিরাঞ্জনে,
কেবা চণ্ডী করিবে পালন।
অনাদ্যের অঙ্গীকার, সংসাস সৃষ্টি করিবার,
কারে চণ্ডী করি সমর্পণ ॥

বুঝিয়া সভার মতি, বিভা দিব ভগবতী,
আগে বুঝি কার কেমন ভার।
এতেক ভাবিয়া মনে, ডাক দিল তিন জনে,
পুষ্প দিল পুজা করিবার॥
তিন ঘাটে তিন জন, পূজে নাম নিরাঞ্জন,
মৃতরূপে ভাসে নিরাঞ্জনে।
ভাসিয়া জলের পরে, মৃতরূপে মায়াধরে,
গেলেন প্রভু নিকটে ব্রহ্মার॥
নৈরাকারে মৃত দেখি, ভয় পায় চর্ম্মুখী,
পূজা ছাড়ি উঠিয়া পালায়॥
সে ঘাট করিয়া পাছে, গেলেন বিষ্ণুর কাছে,
দেখি বিষ্ণু বিমুখ হইল।
বুঝিয়া বিষ্ণুর মন, মৃতরূপে নিরাঞ্জন,
গেলেন যথা পূজিছেন শঙ্কর।
ব্রহ্মাদেব না জানে মতি, বিষ্ণু হইল প্রজাপতি,
কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহেশ্বর॥
ধ্যানে জানিল হরি, কোন জন গেল মরি,
মৃতরূপে আইল আপনে।
যারে আমি পূজা পূজি, মৃতরূপে সেই বুঝি,
পুষ্প দিল মৃতের চরণে॥
মৃত পূজা পূজে ভোলা, নিরাঞ্জন গেল গল্যা,
শিব চন্দন বলে মাখে গায়।
বুঝিয়া শিবের মন, মৃতরূপে নিরাঞ্জন,
নিজরূপে দিল পরিচয়॥
পরিচয় পায়ে হরি, মাগে নিরাঞ্জন করি,
গেল শিব হাতে সিঙ্গা করি।
বমাবম গাল বাজায়, ঘন ঘন বিষ্ণু গায়,
কমণ্ডুলে গঙ্গা ত্রিপুরারি॥

সেই গঙ্গা ভগীরথে, আনিলেন পৃথিবীতে,
হইল গঙ্গা পতিতপাবনী।
বুঝে সেবকের মতি, বিভা দিল ভগবতী,
ব্রহ্মা বিষ্ণু করে কানাকানী॥
শিব কৈল্য অবিচার, পৃথিবীতে কুলাঙ্গার,
শিব জননীক বিভা করে।
শিব করে কুকাজ, আমরা পাইব লাজ,
কেমনেতে বধিব শঙ্করে॥
শিকার করিব মনে, লয়া গেলেন অরণ্যে,
হাতে করি লোহার মুদ্গর।
এতেক ভাবিয়া চিতে, শিবেক লইয়া সাতে,
উতরিল জঙ্গল ভিতর॥
সবে এই তিন ভাই, পৃথিবীতে আর নাই,
এক তরুতলেতে বসিয়া।
মুদ্গর লইয়া হাতে, মারিল শিবের মাথে,
মস্তক চৌচির হয়ে গেল॥
শিবের মাথে দিল বাড়ী, শিব যায় গড়াগড়ি,
অচৈতন্য হইলেন শিব।
জন্মিলেন চারিজন, শুন তাহার বিবরণ,
তাহা হইতে হইল চারি জীব॥
বিধাতার কি হইল সায়, শিব গড়াগড়ি যায়,
গোর্খনাথ হইল শিব মুণ্ডে।
কানে কানুফা হইল, হাড়ে হাড়িফা জন্মিল,
মীন্যাথ জন্মিল নাভি কুণ্ডে॥
এক ছিল পঞ্চানন, সিদ্ধা হইল চারিজন,
তার পরে চৈতন্য শঙ্কর।
অনন্ত (?) সাগর কূলে, শিব নিজ নাম বলে,
জ্ঞান সাধি হইল অমর॥

এইরূপে সিদ্ধাগণ, জন্মিলেন চারি জন,
সিদ্ধার প্রধান মহেশ্বর।
এমতে জনম যার, সেবক হইবে তার,
কেন হেলা কর হাড়িফার॥
সুকুর মামুদে ভণে শুনে হিন্দুর পুরাণে,
যবনের নহে হিন্দুবানী।
কিছু যে ভাল কয়, সে কথা অন্যথা নয়,
হাদিছে জানিয় মুসলমানী॥

পয়ার।

শুনিয়া হাড়িফার কথা প্রণাম করিল।
মুনির গুরুর কথা পুছিতে লাগিল॥
রাজা বলে শুন ময়নামন্ত্রি রাই।
তুমি সেবক হয়েছিলেন কোন গুরুর ঠাই॥
রাজকন্যা হও তুমি তিলকচন্দ্রের ঝি।
তোমাকে যে জ্ঞান দিল তাহার নাম কি॥
রাজঘরে জন্ম তোমার সর্ব্বলোকে জানে।
রাজকন্যা হয়ে জ্ঞান সাধিলে কেমনে॥
কেমনে মহন্তে তোমাক দিয়াছিল জ্ঞান।
রাজকন্যা হয়ে তুমি সাধিলে নিজ নাম॥
এতেক শুনিয়া মুনি কহিতে লাগিল।
যেমন প্রকারে মুনি জ্ঞান পেয়েছিল॥
মুনি বলে শোন বাছা রাজার কুমার।
তিলকচন্দ্র বাপ আমার রাজরাজ্যেশ্বর॥
বালক অবধি আর নাহি কাম [আন]।
সর্ব্বক্ষণ শুনি আমি ভাগবত পুরাণ॥
এতেক ভাবিয়া পিতা আপনার মনে।
পড়িবার দিল আমাক দ্বিজ গুরুর স্থানে॥

প্রাতঃকালে স্নান করি হস্তে লইলাম খড়ি।
পড়িবার কারণে যাই দ্বিজ গুরুর বাড়ী॥
এইরূপে শাস্ত্র পড়ি গুরু পাঠশালে।
উদয় হইল গুরু আমার কপালে॥
গুরুর বাড়ী যাই [আমি] শাস্ত্র পড়িতে।
দৈবযোগে দেখা হইল যতি গুর্শের সাতে॥
অপূর্ব্ব গমনে নাথ যায় শূন্যপথে।
আমার রূপ দেখি নাথ লাগিল কহিতে॥
গুরু বলে কন্যার রূপের বালাই যাই।
এমন সুন্দর কন্যা কভু দেখি নাই॥
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম কপালে রত্ন জ্বলে।
এমন সুন্দর কুমারী শরীর নির্ম্মলে॥
করতলে পদ্মফুল নখ চাম্পার কলি।
রূপ দেখি যেন আমি চন্দ্রের পুতলী॥
রূপের করিয়া ব্যাখ্যা লাগিল কহিতে।
এমন বালক যাবে যমের পুরীতে॥
গুরু বলে আজ নাম খিয়াতেক রাখিব।
নিজ নাম দিয়া কন্যাক অমর করিব॥
এতেক ভাবিয়া নাথ আপনার চিতে।
রথ হইতে দাঁড়াইল নাথ রাজপথে॥
পুরুন আছিল নাথের তাম্রের পতি।
আছিল দর্শনে নাথের কর্ণে দিল মোতি॥
মুখেতে আছিল নাথের পরিপক্ক দাড়ি।
পায়েতে সোনার খড়ম হাতে সোনার নড়ী॥
গলায় দেখিনু তার ভাঙ্গ ধুতুরার ঝুলী।
সিংহ আছিল আর বগলে বগলী॥
রুদ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষ মালা গলেতে শোভন।
যুগীরূপ দেখিনু চিতে না ভাবিনু আন॥

গলে বসন দিয়া করিলাম প্রণাম।
যোড়হাতে গুরুদেবের বন্দিনু চরণ॥
দেখিয়া তুষ্ট হইলেন গুরু মহাজন।
নাথ বলে কন্যা ধর্ম্মজ্ঞান অতি।
অতিত দেখিয়া করে এতেক ভকতি॥
অলপ বয়সে কন্যা বুদ্ধির সাগর।
বুঝিব কন্যার মন আছে কত দূর॥
এতেক ভাবিয়া নাথ আপনার চিত্তে।
প্রবন্ধ করিয়া নাথ লাগিল কহিতে॥
গুরু বলেন বছা শুন আমার ঠাই।
সাত দিন হইল আমি কিছু খাই নাই॥
যদি তুমি আমার তরে করাও ভোজন।
আশীর্ব্বাদ দিব বাছা না হবে মরণ॥
গুরুর চরণে যদি এতেক শুনিনু।
গুরু সঙ্গে লয়ে আমি নিজ গৃহে গেনু॥
ফুল টঙ্গিতে দিনু মুই বসিতে আসন।
ভৃঙ্গারের জলে নাথের ধোয়ানু চরণ॥
দুইখানি পাদুকা নাথের মুছাইনু কেশে।
অন্ন আনিতে গেনু মনের হরিষে॥
সুবর্ণের থালিখানি আমরুলে মাজিয়া।
গঙ্গাজল লইনু এক ভৃঙ্গার ভরিয়া॥
আতব চাউলের অন্ন থালিতে ভরিনু।
বার বৎসরের ভোজন তাথে সাজাইনু॥
সেই অন্ন ব্যঞ্জন বাছা থালিতে রাখিয়া।
খোয়া দুগ্ধ দিনু আর কোটর ভরিয়া॥
আর থালে ছাপাইয়া লইনু যোড়হাতে।
ভক্তি করিয়া সব দিনু গুরুর সাক্ষাতে॥
থাল সরাইয়া গুরু করিল নজর।

দেখিয়া আনন্দ হইল গুরু হরিহর ॥
হুহু শব্দ করি নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল।
থালি হইতে অন্ন ব্যঞ্জন শূন্যে উড়াইল ॥
নাহি জানি অন্ন ব্যঞ্জন গেল কোন ঠাই।
স্থানে স্থানে দুগ্ধ পান করিল গোঁসাই ॥
সিদ্ধা মহন্ত যোগী পান নাহি খায়।
পানের বদলে তারা হরতকী চাবায় ॥
হরতকী আনিয়া দিনু গোটা পাঁচ সাত।
দেখিয়া আনন্দ হৈল যতি গোর্খনাথ ॥
হস্তে ধরি গুরুদেব সাক্ষাতে বসাইল।
এক নামে চোদ্দ বেদ কর্ণে শুনাইল ॥
ব্রহ্মনাম পায়ে তখন শূন্যেতে উড়িনু।
চতুর্থ ভুবন বাছা পলকে দেখিনু ॥
থাবা দিয়া গুরুদেব ধরে বাম হাতে।
জ্ঞান আসনে নাথ বসাইল সাক্ষাতে ॥
এক অক্ষরে তিন নাম সর্ব্ব নামের সার।
সে নাম কর্ণে শুনাইল গুরু হরিহর ॥
এক নাম অনন্ত নাম নাম অন্ত হয়।
সেইত অনন্ত নাম গুরুদেব কয় ॥
এহি নাম জপিও বাছা আসন করিয়া।
কি করিতে পারে যম আপনে আসিয়া ॥
আসনে বসিয়া নাম সাধিলে সাক্ষাতে।
ভঙ্গ দিব জরা মৃত্যু যম কালদূতে ॥
যোগ আসনে যখন সাধিনু নিজ নাম।
গুরুদেব বলে বাছা সিদ্ধি মনস্কাম ॥
আশীর্ব্বাদ দিল আমাক গুরু হরিহর।
আর মরণ না হইবে চারি যুগ ভিতর ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া নাথ পুছে আর বার।

সেবক হইলে বাছা কি নাম তোমার ॥
গলে ঘসন দিয়া গুরুক করিনু প্রণাম।
গুরুর চরণে কৈনু আপনার নাম ॥
পিতায় রাখিল নাম সুবদনী রাই।
ধরিলে গুরুর চরণ যেবা নাম পাই ॥
গুরু বলেন বাছা শুন আমার ঠাই।
যোগপথে নাম তোমার ময়নামন্ত্রি রাই ॥
শুন নিবেদন করি গুরুর চরণে।
বিভা হইবে আমার কোন রাজার সনে ॥
গুরু বলেন বাছা কি কথা কহিলে।
যোগপদ সাধিয়া বাছা বিভা নাম নিলে।
এহি রাজ্যে আছে নাম মৃকুল সহর।
বাইলচন্দ্র নামে ছিল তাহার রাজ্যেশ্বর ॥
তাহার এক পুত্র আছিল পালচন্দ্র।
তাহার পুত্র রুকচন্দ্র বিধাতার নির্ব্বন্ধ ॥
তাহার ঘরে পুত্র আছিল মাণিকচন্দ্র।
তাহার সঙ্গে হবে তোমার বিবাহ সম্বন্ধ ॥
মাণিকচন্দ্রের বিভা হবে তোমার সনে।
শৃঙ্গার বাসনা তোমার না রহিবে মনে ॥
এত শুনি নিবেদিনু হইয়া ব্যাকুল।
যদি পুত্র না হইবে বিভাতে কিবা ফল ॥
সেবক করিয়া গুরু হইলে নিষ্ঠুর।
বালক না হবে যদি হইব আটকুর ॥
নিবেদন শুনি কহিলেন হরিহর।
এক পুত্র হবে মুনি আমি দিলাম বর ॥
শৃঙ্গার স্বামী বিনে হবে গর্ভের সঞ্চার।
গোপীচন্দ্র নামে পুত্র হইবে তোমার ॥
আঠার বৎসর যখন হইবে বালক।

বালকে করাবে তখন হাড়িফার সেবক ॥
তখন সেবিবে গুরু হাড়িফার চরণ।
বাড়িবে পরমাই আর না হবে মরণ ॥
কহিল সকল কথা গুরু মহাজন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া গুরু করিল গমন ॥
মুনি বলে শুন বাছা রাজাপুত্র সুত।
আমার গুরুর নাম গোর্খ অবধূত ॥
তুমি যদি হইলে বাছা গোর্খের বরে।
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে ॥
তোমাকে কহিনু বাছা তত্ত্ব বচন।
হাড়িফার চরণ সেব না হবে মরণ ॥
ছাড় বাছা রাজ্য পাট কিছু নহে সার।
গুরু বিনে পৃথিবীতে নাহিক নিস্তার ॥
ছাড় বাছা রাজ্য পাট মুখে মাখ ছাই।
মায়ে পুত্রে যুগী হয়ে চার যুগ বেড়াই ॥
শুনিয়া মায়ের কথা প্রণাম করিল।
পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল ॥
রাজা বলে শুন মা ময়নামন্ত্রি রাই।
আর এক নিবেদন চরণে জানাই ॥
উচিত কহিব কথা দোষ কিছু নাই।
ক্রোধ করিয়া গালি দাও বাবার দোহাই ॥
এমন জ্ঞানী মা ছিলে বাপের ঘরে।
তুমি থাকিতে কেনে আমার বাবা মরে ॥
সেই সকল কথা মা শুনিবার চাই।
নিশ্চয় হইব যুগী মনে কিছু নাই ॥
যেইমাত্র গোপীচন্দ্র যোগী হতে চাহিল।
পুত্রের কথা শুনি মুনি হাতে স্বর্গ পাইল ॥
বাহু পসারিয়া মুনি পুত্র লইল কোলে।

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥
মুনি বলে বাছা কহি তোমার তরে।
যেরূপে তোমার পিতা গেল যমঘরে ॥
যখন বয়স আমার হৈল পঞ্চ বৎসর।
জ্ঞান দিয়া গুরুদেব করিল অমর ॥
যখন হইলাম আমি সপ্ত বৎসর।
বিবাহ করিল তোমার পিতা রাজেশ্বর ॥
বিভার বাসরে আমি ধ্যানেতে বসিনু।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আমি সকল গুণিনু ॥
তোমার পিতার প্রমাই গণিনু সকল।
তোমার পিতার প্রমাই বৎসর গেল ॥
রাজার প্রমাই বাছা পাইনু পরতেক।
যোগবলে রাখিয়াছিলাম বৎসর শতেক ॥
তোমার পিতাক কহিলাম জ্ঞান সাধিবার।
স্ত্রী বলিয়া রাজা আমাক করে অস্বীকার ॥
স্ত্রীর সেবক হয় যেই পুরুষ বর্ব্বর।
সভাতে বসিয়া স্ত্রীর করিব আদর ॥
সংসার জিনিয়া স্ত্রী যদি হয় জ্ঞানী।
স্ত্রীর সেবক স্বামী হয় শাস্ত্রে নাহি শুনি ॥
স্ত্রীর সেবক হয়ে করিব বিলাস।
সকল সংসারের লোক করিবে উপহাস ॥
এইত সংসারের মধ্যে আছে কত লোক।
কোন পুরুষ হয়েছিল নারীর সেবক ॥
জন্মিলে মরণ আছে সর্ব্বলোক কয়।
আমি রাজা যোগী হব যম রাজার ভয় ॥
তোমার পিতা বলে আমি যদি প্রাণে মরি।
তবেত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি ॥
এহি কহিয়া রাজা করে অহঙ্কার।

তে কারণে গেল রাজা যমের দুয়ার ॥
শুন বাছা গোপীচন্দ্র যোগের কাহিনী।
বাইন শক্ত হইলে বাছা নৌকায় না লয় পানি
খাকের খাটী মাটী বাছা খাকের আবর।
পবনেতে গুণ টানে নৌকায় এত জোর॥
অসার সার করিলে বাছা কামিনীর কোলে।
মরিবে খাইবে মাংস শকুন ও শৃগালে॥
কাগা কাণ্ডারী নৌকার শগুন ভাণ্ডারী।
শৃগাল বলেন আমি নায়ের অধিকারী॥
দুই খানি চোহুড় লায়ের চৌহুড় দুইখান।
ব্রহ্মা কুণ্ডেতে বসে লায়ের দেওয়ান॥
পাঁচ পণ্ডিত লয়া মন্থুরা চলে বাঁয়ে।
সাধন কর বাছা হৃদয় সবায়ে॥
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবে পরিচয়।
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাও অন্য ঘাটে।
বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরঞ্জন জিটে॥
নিরাঞ্জনের ঘাট বাছা অমূল্য কাণ্ডারী।
সেই ঘাটে নাই বাছা ঘমের অধিকারী॥
নিরাঞ্জন বদলে বাছা গুরুক যেবা মানে।
গুরুকে না চিনিলে বাছা নিরাঞ্জন চিনে॥
দেহের মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিবেণীর [1] ঘাট।
কিনি বিকি কর বাছা শ্রীকলার [2] হাট॥
বাছিয়া খরিদ কর অজপা নামের ধ্বনি।
মুখে জপ নিজ নাম দুই কর্ণে শুনি॥
পাঁচ মাণিক আছে বাছা নৌকার ভিতর।
গুরুকে ভজিয়া কর রত্ন হস্তান্তর॥

---

১ 'ত্রিপিণীর।' ২ 'শ্রীকলার।'

সর্ব্বদেব হইতে বাছা গুরুদেব বড় ।
গুরু ভজ নাম জপ মায়া জাল ছাড় ॥
মায়া জাল বিষম জাল যমরাজের থানা ।
গৃহ বাস করিলে বাছা যমে দিবে হানা ॥
হাড়িফার চরণ সেব চিন দিবা রাতি ।
কি করিতে পারে তোমাক যমের কি শকতি
দুই লোচন সর্ব্ব জীবের কিবা পশু পক্ষ ।
জ্ঞান সাধন করে দেখ প্রতি লোমে চোক্ষ ॥
ধ্যান করিলে দেবগণ হয় আজ্ঞাকারী ।
জ্ঞানের উপরে নাহি যমের অধিকারী ॥
আব আভশ থাক বাদ দিবাকর নিশি ।
বৃক্ষের তলে রহ বাছা ছাড় গৃহবাসী ॥
মুনি বলে গোপীচন্দ্র কেন হইলে ভোলা ।
হাড়িফার চরণ সেব নাহি কর হেলা ॥
ছাড় বাছা রাজা পাট মুখে মাখ ছাই ।
মায়ে পুত্রে যোগী হয়ে চার যুগ বেড়াই ॥
সুকুর মামুদে ভণে ভাবি নিরাঞ্জনে ।
রাজ্য পাট ছাড় বাছা মায়ের বুঝানে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা কহে মায়ের ঠাই ।
নিশ্চয় হইব যোগী মনে কিছু নাই ॥
যাই রাণীর কাছে আমি বিদায় হয়ে আসি ।
কন্যা বিহনে আমি হইব সন্ন্যাসী ।
যখন গোপীচন্দ্র যোগী হইতে চাহিল ।
শুনিয়া মুনির মন আনন্দ হইল ॥
মুনি বলে খেতু বাছা আমার কথা লেও ।
মহলে যাইবে গোপীচন্দ্র তার সঙ্গে যাও ॥
রাণীর মায়াতে রাজা ভুলিবে যখন ।
উচিত কহিয়া বাছা বুঝাবে তখন ॥

চারি নারীর মায়া বাছা পার ছাড়াইবার।
রাজ্য পাট যত দেখ সকলি তোমার ॥
মুনির আদেশ খেতু শুনিয়া শ্রবণে।
ঝারি হাতে যায় খেতু গোপীচন্দ্রের সনে ॥
গোপীচন্দ্র বসিল যায়া যোড়মন্দির ঘরে।
নারীকে কহিতে খেতু গেল একশ্বরে ॥
চারি রাণী খেলে পাশা হরষিত হয়া।
কহিতে লাগিল খেতু প্রণাম করিয়া ॥
চারি রাণী কর কিবা পালঙ্গে বসিয়া।
দেখ গিয়া যায় রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ॥
খেতু বলেন তোমরা খেলা কর দূর।
যুগী হয়ে যায় তোমার শিথের সেন্দুর ॥
শুনিয়া খেতুর কথা চারি রাণী কান্দে।
সরম না করে কাপড় কেশ নাহি বান্ধে ॥
সুকুর মামুদ কহে কান্দ অকারণ।
যে জন যাইতে চায় কপালের লিখন ॥

ত্রিপদী।

শুনিল যেই দণ্ডে, আকাশ পড়িল মুণ্ডে,
স্বামী রাজা হয়ে যাবে যুগী।
চারি রাণী ক্রোধভরে, শাশুড়ীকে তিরস্কার করে,
এত করি মুনি হবে সুখী ॥
রাত্রি দিবা যার যায়, ভিক্ষা মাঙ্গিয়া খায়,
তাথে রাজা [রাখে] কোন জন।
ছাড়িবেক রাজ্য পদ, এত সুখ সম্পদ,
এবে মুখে মাখিবে ভুসন ॥
এরূপ যৌবন কালে, এই ছিল কপালে,
যুগী হইবে নয়নের কাজল।

পতি যাবে যুগী হয়ে, ঘরে রব কারে লয়ে,
চারি রাণী খাইব গরল ॥
কি বলিব পিতার তরে, জর্ম্ম ভিখারীর ঘরে,
বিভা দিল কিবা ভাবিয়া মনে।
স্বামী বিনে হব আঁড়ী, যাইব বাপের বাড়ী,
না হয় শেষে তেজিব জীবন ॥
বিষ পানে প্রাণ ত্যজিব, কন্যা বাদলা লিবে তব,
বাপ মায় কন্দিয়া হয়রান।
ইহা বলি লোটায়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
কহ খেতু কহিবে উপায় ॥
এতেক শুনিয়া খেতু, স্বামী রাখিবার হেতু,
চারি রাণী কান্দ অকারণ।
আপন মোহন বেশে, যাহ না স্বামীর পাশে,
রূপ দেখি ভুলিবে রাজন ॥
হেকমত লাগিল মন, গেল রাণী চারি জন,
আনিলেন রত্ন পেটারী।
বেশ করে চারি রাণী, সম্মুখে দর্পণ ধরি,
খেতুক মান্য দিল চারি চারি ॥
চিরুণী লইয়া করে, ধরিয়া মাথার পরে,
চিরে কেশ করিয়া যতন।
দুই দিকে কুঞ্জবন, মধ্যেতে দেবগণ,
চলিতে না পারেন যৌবন ॥
থরে গাঁথি বিয়ানি যেন হইলেন ফণী,
মনঝুরী বান্ধিলেন খোপা।
তাহাতে কদম্বফুল, আগরী কস্তুরী গুল,
জাদ দিল মাণিকের ঝাপা ॥
ললাট দ্বিতীয়ার চন্দ্র ভূষণ মদন ফন্দ,
সেন্দুরে উদিত দিনকর।

মৃগমদ চারি পাশে, রাহু যেন ভানু গ্রাসে,
তাথে যেন বসিল ভ্রমর ॥
শ্রবণ গৃধিনী জিনি, তাথে পরে রত্ন মণি,
চাকি করি হীরায়ে জড়িত।
যে দেখে কন্যার পাশে, সেই পড়ে কর্ম্মফাসেঁ,
কন্যা দেখি ভুবন মোহিত ॥
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি, রক্তেতে প্রাবল দেখি,
যেন রাখি মণি রত্ন জলে।
তাহাতে কাজল রেখা, মেঘের সঙ্গেতে ইন্দ্রের দেখা,
কটাক্ষে যোগীজন ভোলে ॥
নাসিকা খগের শোভা, যুবাজনের মনোলোভা,
যেন তিলফুলের আকৃতি।
নাসা অতি মনোহর, তাহাতে সুন্দর বেশর,
তাহাতে পরিল গজমতি ॥
অধর পদ্মের ফুল, দশন মুক্তার তুল,
কর্পূর তাম্বূল শোভা করে।
কোকিলা বনে ধ্বনি, বংশীর সুনাদ শুনি,
তাহা জিনিয়া বচন সরে ॥
বদনচন্দ্র দর্শনে, যুবক মনের মান,
কাম বাসেতে হয় অজ্ঞান।
বচন রসিক হাসি, জিনিয়া শরদ শশী,
দেখে মুনির ভঙ্গ হয় ধ্যান ॥
দেখিতে শারিন্দার লীলা, সুবর্ণ ঝারির গলা,
হংসরাজ গ্রীবার গঠন।
তাথে শতেশ্বরী [১] হার, দূরে গেল অন্ধকার,
দেখে সবে হয় অচেতন ॥

---

১ 'সরস্বতী'।

ইক্ষুর নাহিক মূল, বাহু সম সমতুল,
তাহে তাড় পরে বাহুবন্দ।
বাজু পরিল যত, তাহা বা কহিব কত,
তাথে দেখ পুন কমরবন্ধ ॥
নগরী গজরি সাজে, কিঙ্কণী কঙ্কণ বাজে,
অঙ্গুলেতে পরিল অঙ্গুরী।
অতিকুল করতাল, জিনিয়া সদল দল,
রূপে জিনে শঙ্করের গৌরী ॥
কমল কলিকা ফুল, দেখে প্রাণ হয় আকুল,
তাহা জিনি দু কুচ মণ্ডল।
তাহা দেখে যত নরে, দেখে মুনির মন হরে,
তাহা দেখি ভুবন ব্যাকুল ॥
সিংহ ডম্বু জিনি, অতি ক্ষীণ মাজাখানি,
খুন্দুরু কম পরিল হাতলী।
পরিল লঙ্কার সাড়ী, কান্তি কুম্ভের বেড়া,
যেন দেখি চান্দ্রের পুতলী ॥
নিতম্ব অতি মনোহর, পদ্ম যেন পদ্মকর,
পদনখ যেন চাম্প্যার কলি।
চুলটী উছটি যত, বাঁকপাতা মল কত,
পায়ে শোভে সুবর্ণ পাসলী ॥
এহিরূপে চারি রাণী, নানা অলঙ্কার পরি,
দেখে রূপ ধরিয়া দর্পণ।
দেখিয়া আপন মুখ, চারি রাণী মনে সুখ,
রূপ দেখে হইল অচেতন ॥
অতুনা বলে পতুনারে, চন্দনার ফন্দনার তরে,
এহিরূপে ভুলিবে রাজন।
সুকুর মামুদ কয়, এইরূপে ভুলি যায়,
যুগী হবে মায়ের বচন ॥

বার মাসের কথা।

এইরূপে চারি নারী করিয়া শৃঙ্গার।
সুগন্ধি পরিল অঙ্গে স্বামী ভুলাইবার॥
অগরী চন্দন চুয়া কুম্‌কুম্ কস্তুরী।
সুবেশ অঙ্গে পরিল চারি নারী॥
আতর গোলাপ অঙ্গে করিয়া ভূষিত।
মধুকর মধু লোভে হইল উপস্থিত॥
ক্ষীণ মাজা রাণীর বাতাসে হেলে গাও।
কোকিল জিনিয়া তার স্বরে কাড়ে রাও॥
ঝুমর ঝুমর বাজে পায়েতে নেপুর।
অগ্নি জিনিয়া জ্বলে কপালে সিন্দূর॥
দেবকন্যা নাগকন্যা চন্দ্রের রোহিণী [1]।
তাহাকে জিনিয়া রূপ হৈল চারি রাণী॥
অহল্যা জিনিয়া রূপ না পারি কহিতে।
রূপে গুণে যায় নারী স্বামী ভুলাইতে॥
আপন গমনে যখন যায় চারি নারী [2]।
স্বর্গপুরে নাচে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী [3]॥
নবীন যৌবন কন্যার রূপ গুণ সার।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন নাহি অন্ধকার॥
রাজার মহলে আছে যত দাসীগণ।
চারি নারীর রূপ দেখি হইল অচেতন॥
আট বার বৎসরের নারী তের নাহি পূরে।
যৌবনের ভরে নারী হাটিতে না পারে॥
গজেন্দ্র গমনে সবে করিল গমন।
স্বামীর নিকটে গিয়ে দিল দরশন॥

১ 'রোসনী'।
২ 'রাণী'। ৩ 'অধিকারী'

বসিয়াছে গোপীচন্দ্র সুবর্ণ পালঙ্কে।
চারি নারী সম্মুখে দাঁড়ায় রঙ্গে ভঙ্গে॥
রাণীকে দেখিয়া রাজা না তুলিল মুখ।
অন্তরে ভাবিয়া রাণী মনে পাল্য দুখ॥
চারি রাণীর মধ্যে অদুনা প্রধান।
যোড়হাতে কহে কথা স্বামীবিদ্যমান॥
অদুনা বলেন শুন প্রভু গুণমণি।
স্ত্রীলোকের স্বামী বিনে বিফল জীবনী॥
নারী কুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি।
চন্দ্র বিনে দেখে যেন অন্ধকার রাতি॥
জল বিনে মৎস্যের জীবনের নাহি আশ।
স্বামী বিনে নারীকুলের সকলি বিনাশ॥
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপায়।
স্বামী বিনে নারীর যে মিথ্যা রূপ হয়॥
এই চারি যুবতী ছাড়ি যাইবে সন্ন্যাসে।
স্বামী বিনে নারীর দুঃখ শুন বারমাসে॥
শোন শোন ওরে স্বামী নারীর দুঃখের কথা।
স্বামী বিনে নারীগণের যতেক অবস্থা॥

বার মাস বর্ণন।

কার্ত্তিক মাসেতে স্বামী নির্ম্মল রয় রাতি।
দিবানিশি মিলে যারা ঘরে লয়ে পতি॥
যৌবন কালেতে নারী ভাবে রাত্র দিন।
স্বামী বিনে নারীগণের সদাই মলিন॥
অঘ্রাণ মাসেতে স্বামী হেমন্তের ধান।
যাহার স্বামী ঘরে তার যৌবনের গুমান॥
নানা উপহারে স্বামী খায় পঞ্চগ্রাস।
যার স্বামী ঘরে তার যৌবনের বিলাস॥

পৌষ মাসেতে স্বামী পৌষা আন্ধারি।
স্বামী ও যুবতীর যৌবন হয় মহা ভারি ॥
যার স্বামী ঘরে তার মদন বিলাসি।
আন্ধার ঘরে দেখি যেন পূর্ণিমার শশী ॥
মাঘ মাসেতে স্বামী অতিশয় শীত।
স্বামীর কারণে নারীর সদাই চিন্তিত ॥
লেপ লিয়ালি আর যত আভরণ।
স্বামী বিনে নাহি নারীর শীতের উড়ন ॥
ফাগুন মাসেতে স্বামী কোকিলের রব করে।
স্বামীর কারণে নারী ফাফর খায়ে মরে ॥
পশু পক্ষ কাকাতুয়া আর ময়না শুক।
স্বামীকে পাইয়া করে নানান কৌতুক ॥
চৈত্র মাসেতে স্বামী লিত নিবারিণী।
স্বামী আশে স্নান করে নারী সোহাগিনী ॥
স্বামী বিনে নারীগণের কিসের গঙ্গাস্নান।
যুবতীর সম্বল স্বামী আর নাহি ধন ॥
বৈশাখ মাসেতে স্বামী ডহ ডহ ঘরণী।
নারীর যৌবন জ্বলে বিরহ অগনি ॥
ধন সম্পৎ নারীর মনে নাহি লয়।
শৃঙ্গার বিনে নারীর বাধিছে হৃদয় ॥
জৈাষ্ঠ মাসেতে স্বামী কৃষাণের ধান।
ইন্দ্রার জল বিনে জমি থাকেন ভখান ॥
স্ত্রী পুরুষে ঘর করে বিধির স্জন।
স্বামী বিনে নারীর যৌবন সব অকারণ ॥
আষাঢ় মাসে স্বামী নিসাড়ে পোহায় রাতি।
স্বামীর কোলে থাকে নারী বড় ভাগ্যবতী ॥
ভাগ্যবতী নারী যার স্বামী আছে ঘরে।
কমলেত মধুপান করেত ভ্রমরে ॥

শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার তরঙ্গ ।
গঙ্গা ও সাগর দুহে হয় এক সঙ্গ ॥
সংসারে তরিব স্বামী বরসার জলে ।
যুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে ॥
ভাদ্র মাসেতে স্বামী পাকিয়া পড়ে তাল ।
স্বামী বিনে যুবতীর যৌবন মহাকাল ॥
যুবতীর যৌবন প্রভু তরল সাঁতার ।
স্বামী থাকিলে বিরহ সাগর করে পার ॥
আশ্বিন মাসেতে স্বামী চণ্ডিকার পূজা ।
যার স্বামী ঘরে সেহ নারী চতুর্ভুজা ॥
স্বামীর কারণে সবে পূজে চণ্ডিকারে ।
অভাগীর স্বামী তুমি যাবে দুরান্তরে ॥
নব যৌবন প্রভু নিবেদেয় কালে ।
যুগী হয়ে প্রাণের নাথ এই ছিল কপালে ॥
স্বামীর নিকটে রাণী এই কথা বলি ।
ফেলায় গায়ের বসন বুকের কাচুলি ॥
যুগী হবে প্রাণের নাথ কি ধন পাবে নিধি ।
এ সুখ সম্পদ তোমায় বঞ্চিত হইল বিধি ॥
কান্দিয়া আদুনা কহে রাজার চরণে ।
নারীর যৌবন প্রভু স্বামীর কারণে ॥
পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল ।
তাঁতির বাড়ীর কাপড় নয় যে ধুবির বাড়ী দিব ॥
ধুবির বাড়ীর কাপড় নয় যে ভাঙ্গিয়া পরিব [১] ।
অন্ন ব্যঞ্জন নয় যে খাইব বসিয়া ॥
ধানের বাড়ীর সেন্দুর নয় যে রাখিব কৌটায় পূরিয়া ।
অস্ট অলঙ্কার নয় যে পেটারি ভরিব ॥

[১] 'পারিয়া ভাঙ্গিব'।

ধন সম্পদ নয় যে মোহর বান্ধিব।
স্বামী বিনা নারীর যৌবন কি দিয়া রাখিব॥
এ রূপ যৌবন নয় যে কার বাড়ীতে যাইব॥
কার বাড়ীতে যাব আমরা যাব কার বাড়ী।
স্বামী থাকিতে আমরা জীয়ন্তে হব আঁড়ী॥
এতেক শুনিয়া রাজা বদন তুলিল।
অদুনার গায়ে রাজা নিজ বস্ত্র দিল॥
লক্ষের কাবাই রাজা অদুনাকে দিয়া।
কহিতে লাগিল রাজা গুরুকে ভাবিয়া॥
রাজা বলে শুন রে অভাগী নারীজন।
নিশির স্বপন জান নারীর যৌবন॥
আষাঢ় শ্রাবণে গঙ্গা উথলে সাগর।
চৈত্র মাসেতে গঙ্গা দেয় বালুচর॥
ধন যৌবন যত দেখ জোয়ারের পানি।
আসিবার কালে দেখি যাইতে নাহি জানি॥
তেমনি জানিও রাণী[1] নারীর যৌবন।
রজনী প্রভাতে মিথ্যা নিশির স্বপন॥
স্বপনে যতেক দেখি নিধি পাই হাতে।
সব মিথ্যা হয় যেন রজনী প্রভাতে॥
নারীর যৌবন মহাকালের আকার।
উপরে সুচিক্কণ দেখি ভিতরে আঙ্গার[2]॥
নারীর যৌবন যেন মহাকালের ফল।
নজরের পাপ কারণ সংসার ব্যাকুল॥
মুখের সুন্দর দন্ত তোমার খসিয়া পড়িবে।
উভ আছে দুটী স্তন ভাটিয়া সরিবে॥
এই রূপ যৌবন ছারখার হয়ে যাবে।

---

১ 'রাজা'।　　২ 'আন্ধার'।

এতেক শুনিয়া কহে অদুনা যুবতী ॥
নিশ্চয় হইবে যুগী শুন প্রাণপতি ॥
যদি যুগী হবে প্রভু শুন রাজেশ্বর ।
দেবদারু বৃক্ষেয় তলে বান্ধ এক ঘর ॥
সেই ঘরের মধ্যে এক আসন করিয়া ।
যোগ ধ্যান কর প্রভু সেখানে বসিয়া ॥
কিসের কারণে প্রভু যাবে দূর দেশে ।
জ্ঞান সাধ্যে নাম জপ কেশ কর মাথে ॥
রাত্রি দিবা বসি প্রভু তুমি কর ধ্যান ।
ভিক্ষার সময় হইলে প্রভু আমরা দিব দান ॥
আপনার রাজ্যের জ্ঞান সাধিবে রাজন ।
আমরা থাকিব তোমার সেবার কারণ ॥
রাজা বলে শুন তোমরা রাণী চারিজন ।
দেশেতে থাকিলে মন কাঁপিবে ঘনে ঘন ॥
এ সুখ সম্পদ রাণী সদাই পড়িবে মনে ।
রাজ্যেতে থাকিয়া জ্ঞান সাধিব কেমনে ॥
রাজ্যেতে থাকিলে আমি না হব অমর ।
সেই ত কারণে আমি যাব দেশান্তর ॥
এতেক শুনিয়া কহে অদুনা যুবতী ।
ছাড়িবে আপন রাজ্য হবে দেশান্তরা ॥
পুনরায় অদুনা বলে শুন প্রাণনাথ ।
আমার বাপের বাড়িতে আছে যুগী পাঁচ সাত ॥
আমার পিতা হয় প্রভু তোমার শ্বশুর ।
সেই খানে চলুন সাধু হইয়া ঠাকুর ॥
আপন রাজ্যে থাকিলে মন টলিবে ঘনে ঘন ।
সেহি রাজ্যেতে জ্ঞান করহ সাধন ॥
যোগ সাধিয়া তুমি হবে মহাজ্ঞানী ।
সেবা করিব তোমার আমরা চারি রাণী ॥

কর্ণ পাতিয়া শুন যোগের কাহিনী।
হাতে সাদা গলে কাঁথা যোগী নাহিন হয়।
গুরু শিষ্য জ্ঞান সাধে তাকে যুগী কয়॥
তোমার বাপের যুগী যায় শুঁড়ীপাড়া।
মদ পানে নিদ্রা পাড়ে শুঁড়ীর দামিড়া॥
মদ পানে মত্ত হয়ে নাহি জানে জ্ঞান।
নাহি জানে গুরুর পদ নাহি জানে ধ্যান॥
আমার হইবে গুরু হাড়িফা জলন্ধর।
আমি রাজা হব যুগী তাহার কিঙ্কর॥
রাণী বলে শুন রাজা রূপের বিদ্যাধর।
এহি ত বয়সে তুমি হবে দেশান্তর॥
রাজ্য পাট কর তুমি প্রথম বয়সে।
পাকিলে মাথার চুল যাইবে দূরদেশে॥
রাজ পুত্র হও তুমি রাজ্যের অধিকারী।
কি দুঃখে হইবে যুগী ছাড়ি নারী পুরী॥
রাজা হয়ে যুগী হবে শুনিতে অসম্ভব।
ভুসন মাখিবে মুখে কিবা পাবে লাভ॥
রাজা বলে শুন তোমরা নারী চারি জন।
উনিশ বৎসর কালে আমার মরণ॥
আঠার বৎসর কেবল আমার প্রমাই।
উনিশে মরণ আমার শুনিনু মুনির ঠাই॥
রাজা বলে রাণীগণ তত্ত্ব কথা শুন।
কিরূপে পাকিবে চুল যম নিদারুণ॥
এত শুনি চারি রাণী পুনর্ব্বার কয়।
স্বামী তুমি হবেন যুগী যম রাজার ভয়॥
যম এক রাজা প্রভু তুমি এক রাজা।
তাহার ডরে ছাড় তুমি মৃকুলের প্রজা॥
সুখে রাজ্য কর রাজা পাটের উপর।

চারি রাণী যাব আমরা যমের গোচর ॥
যমের স্ত্রীর সঙ্গে আমরা সয়ালি পাতাব।
নানা উপহারে আমরা যমকে পূজা দিব ॥
মস্তকের চুল কাটিয়া চামুর ঢুলাইব।
জিহ্বা কাটিয়া আমরা পলেতা পাকাইব ॥
পৃষ্ঠের চর্ম্ম কাটি আমরা চান্দয়া টাঙ্গাইব।
দশ নখ কাটিয়া আমরা দশ বাতি দিব ॥
পায়ের মালই কাটিয়া মোরা প্রদীপ জ্বালাব।
নানান পুষ্প জলে যমের সেবায় মানাব ॥
সেবায় মানায়া আমরা স্বামী বর লিব।
রাজা বলে শুন তোমরা রাণী চারি জন।
কি মত প্রকারে যাবে যমের ভুবন ॥
যমের স্ত্রীর দেখা কোথা গেলে পাবে।
কি মত প্রকারে তোমরা সয়ালি পাতাবে ॥
চুল কাটিলে লোকে নেড়িয়া বলিবে।
জিহ্বা কাটিলে তোমরা কালা যে হইবে ॥
মালই কাটিলে তোমরা হাঁটিতে নারিবে।
মস্তক কাটিলে তোমরা পরাণ হারাবে ॥
চক্ষু কাটিলে রাণা অন্ধ যে হইবে।
নখ কাটিলে রাণী টুণ্ডা যে হইবে ॥
কি মত প্রকারে যমেক সেবায় মানাইবি।
কোথায় থাকিয়া তোমরা স্বামী বর নিবি ॥
এতেক শুনিয়া রাণী পুনরায় বলে।
একটা বালক দেও তোমার বদলে ॥
লালিব পালিব বালক কোলেতে লইব।
বালক দেখিয়া প্রভু তোমায় পাসরিব ॥
রাজা বলে স্ত্রীর মায়া এড়াইতে না পারি।
বালক দিয়া যাব আমরা কোন প্রাণে ধরি ॥

স্ত্রীর দাড়ুকা হবে বালক মনে হইল স্থির।
বেগর বন্ধনে পায়ে চড়িবে জিঞ্জির ॥
মায়া না কর অদুনা না বইস আমার আগে।
নিশ্চয় কহিলাম আমি যাইব বৈরাগে ॥
দেশান্তরে যাবে প্রভু বলি তোমার আগে।
দয়া করি গুণের স্বামী লয়া চল সঙ্গে ॥
তুমি রাজা হবে যোগী আমরা যোগিনী।
তোমার নিকটে আমরা বঞ্চিব রজনী ॥
দুরু দেশে তরুতলে থাকিবে বসিয়া।
আমরা আনিয়া দিব ভিক্ষা করিয়া ॥
ক্ষুধার সময় প্রভু রাঁধিয়া দিব ভাত।
অন্ধকার যামিনী হইলে থাকিব সাক্ষাত ॥
রাজা বলে যাবে রাণী হাঁটিতে না পারিবে।
বনের বাঘেতে রাণী ধরিয়া খাইবে ॥
রাণী বলে খাবে বাঘে তাতে কিবা মন্দ।
স্বামীর আগে মরণ হবে এ বড় আনন্দ ॥
ভাগ্যবতী নারী যেই স্বামীর আগে মরে।
অভাগিনী নারী যার স্বামী নাহি ঘরে ॥
স্বামী নারীর ঈশ্বর হয় শুনেছি পুরাণে।
সঙ্গে লয়ে চল প্রভু যাব তোমার সনে ॥
রাজা বলে শুন তোমরা নারী চারি জন।
স্ত্রী সঙ্গে করিয়া জ্ঞান সাধিব কেমন ॥
স্ত্রী সঙ্গে করিয়া যদি হইব সন্ন্যাসী।
সর্ব্বলোকে কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী ॥
নারী সঙ্গে করিয়া যে জন যুগী হতে চায়।
মাগুয়াযুগী বলি তারে সর্ব্বলোকে কয় ॥
স্ত্রী সঙ্গে করিয়া যদি নিজ জ্ঞান পাই।
তবে কেন তেজিব আমি মুকুলের রাজাই ॥

এত শুনি পুনরায় বলে ধীরে ধীরে।
স্ত্রী ছাড়ি তপ করে কোন মুনিবরে॥
অতুনা বলেন তুমি শুন প্রাণেশ্বর।
কোন দেব স্ত্রী ছাড়ি হইল অমর॥
স্ত্রী থাকিতে যদি না হয় অমর।
শচী কেনে নাহি ছাড়ে দেব পুরন্দর॥
ইন্দ্ররাজের দেব হয় গৌতম নামে মুনি।
গৌতম কেন না ছাড়িল অহল্যা নামে রাণী
সর্ব্বদেবের গুরু হয় নামে বৃহস্পতি।
সেহ কেন না ছাড়িল আপনার যুবতী॥
অগস্ত্য নামে ছিল মুনি সকলের প্রধান।
সেহ কেন স্ত্রী ছাড়ি না করিল ধ্যান॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ রচিল বাল্মীক।
সেহ কেন না ছাড়িল আপনার স্ত্রীক॥
স্ত্রী ছাড়িলে যদি অমর হয় কায়া।
কেন ভোলানাথকে না ছাড়িল মায়া॥
তোমার মা ময়নামন্ত্রি জানে সর্ব্বলোকে।
স্বামী লইয়া রাজ্য করিল মহাসুখে॥
স্ত্রী পুরুষে যদি নাহি করে শৃঙ্গার।
কেমনে হইল মুনির গর্ভের সঞ্চার॥
স্বামী সঙ্গে মুনি যদি না করিত ধর্ম্ম।
কেমনে হইল রাজা তোমার জন্ম॥
রাজা বলে শুন রাণী চারি জনা।
মনুষ্য হইয়া দিলেন দেবের তুলনা॥
রাজা বলে শুন রাণী অতুনা সুন্দর।
যেমত প্রকারে হইল দেব অমর॥
অমৃত হইল যত সমুদ্র মন্থনে।
অমর হইল দেব সেই সুধা পানে॥

যখন হইল দেব করিল বণ্টন।
আপন বাহনে আইল দেবগণ॥
ত্রিশ কোটী দেবতা আইল স্ত্রীপুরুষে।
আসিয়া বসিল সবে শিবের কৈলাসে॥
বসিল সকল সিদ্ধা স্ত্রী পুরুষেতে।
অমৃত খাইতে রাহু চণ্ডাল আছিল সভাতে॥
রাহু চণ্ডাল নামে সিংহিকার তনয়।
দেবমূর্ত্তি ধরে বৈসে দেবের সভায়॥
বসিল চণ্ডাল না চিনিল দেবগণে।
অমৃত না বাটে চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষণে॥
অমাবস্যা পায়ে চন্দ্র সূর্য্যদেব আইল।
তখনে অমৃত দেব বাটিতে লাগিল॥
অমর হইল দেব অমৃত ভক্ষণে।
না চিনিয়া অমৃত দিল রাহুর বদনে।
চন্দ্র সূর্য্য বলে দেব করিলে জঞ্জাল।
ও বেটা দেবতা নয় রাহুক চণ্ডাল॥
যেই মাত্র চন্দ্র সূর্য্য এতেক কহিল।
খড়্গ ছেদিয়া রাহুক মস্তক কাটিল॥
মুণ্ড কাটা গেল রাহুর হইল দুইখান।
তবু তো না মরে রাহু অমৃত গুমান॥
অমৃতপানে চন্দ্র সূর্য্য রাহুর দুস্মন।
সেই হইতে হইল চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ॥
মুণ্ড কাটা গেল তবু না মরিল রাহু।
চন্দ্র সূর্য্যেক ধরে বেটা নাহি স্কন্ধ বাহু।
নিত্য নিত্য রাহু চণ্ডাল চন্দ্র সূর্য্যেক হিংসে।
দেবগণে ভোগ দিল মনুষ্যের অংশে॥
মনুষ্যের অংশে রাহু থাকে বার মাস।
তিথি পাইলে করে চন্দ্র সূর্য্যেক গ্রাস॥

সেই তিথি পাইলে লক্ষণের যোগ।
সেই দিন চন্দ্র সূর্য্যেক রাহু করে ভোগ॥
সেই লক্ষণে যোগ পায়ে সেই তিথি।
রাহু যাইয়া চন্দ্র সূর্য্যেক ধরে শীঘ্রগতি॥
কাটা মুণ্ড যায রাহু অমৃত গুমানে।
অমর হইল দেব সেই সুধাপানে॥
সুধাপ্রানে দেবগণ হইল অমর।
এই জন্য দেবগণ করে স্ত্রী লয়া ঘর॥
মা মুনির কথা তোমরা কহিলে চারি রাণী।
যে মতে জন্ম আমার শুন তার কাহিনী॥
তিলকচন্দ্র নামে রাজা সান্তনা নগরে। ✝
আমার মা ময়নামন্ত্রি জন্মে তার ঘরে॥
যখন হইল মাতা পঞ্চ বৎসর।
জ্ঞান দিয়া গোর্খনাথ করিল অমর॥
সেবক হইয়া মাতা জিজ্ঞাসে গুরুর স্থানে।
বিবাহ হইবে আমার কোন রাজার সনে॥
শুনিয়া মুনির কথা কহে হরিহর।
মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে বিভা হইবে তোমার॥
না হইবে কামভাব না হইবে রতি।
এহি কথা কহেছিল গুরু গোর্খ যতি॥
মুনি বলেন গুরু করিলেন সেবক।
আটকুর বলিবে লোকে যদি না হয় বালক॥
এতেক শুনিয়া কহে গুরু হরিহর।
একটি বালক মুনি হইবে তোমার॥
স্বামীর চরণামৃত করিবে ভক্ষণ।
তাহাতে হইবে তোমার গর্ভের সৃজন॥
গোপীচন্দ্র নামে পুত্র হইবে তোমার।
আঠার বৎসর প্রমাই হইবে তাহার॥

আঠার বৎসর অন্তে উনিশে মরিবে।
সেবিলে হাড়িব চরণ অমর হইবে ॥
এতেক কহিয়া নাথ করিয়া সেবক।
গুরুর প্রসাদে মুনির হইল বালক ॥
পিতার চরণামৃত মাতায় খাইল।
যতি গোর্খের বরে আমার জনম হইল ॥
আমার জনম হইল যতি গোর্খের বরে।
দশ মাস দশ দিন ছিনু জননীর উদরে ॥
উদরে ধরিল মাতা নাহি দিল খির।
গুণবতীর দুগ্ধে আমার বাড়িল শরীর ॥
সাত বৎসর প্রমাই হইল রাজ কাম্য করি।
আঠার বৎসর পর আমি যাব মরি ॥
ইহার মধ্যে যদি জ্ঞান নাহি পাই।
উনিশ বৎসরে যাব যমের ঠাঁই ॥
মায়া দূর কর রাণী না বইস আমার পাশে।
নিশ্চয় হইব যুগী যাইব সন্ন্যাসে ॥
এ সুখ সম্পদ রাণী কিছু না লয় মনে।
চিত্ত বান্ধা আছি আমি হাড়িফার চরণে ॥
হাড়িফার চরণে আমার মন রৈল বান্ধা।
রাজ্য পাট নারী পুরী সব মিথ্যা ধান্ধা ॥
শুনিয়া অদুনা বলে মনে পায়ে ব্যথা।
নিশ্চয় যাইবে রাজা গলে দিয়া কাঁথা ॥
অখণ্ড সরল গুয়া বিড়া বান্ধা পান।
এ সুখ সম্পদ তোমাক বিধি হইল বাম ॥
এতেক বলিয়া তখন কান্দে চারি রাণী।
অন্ধার নয়নে পড়ে দুই চক্ষের পানি ॥
কান্দি কান্দি চারি রাণী অঝুরেতে ঝুরে।
বসন ভিজিয়া গেল নয়নের নীরে ॥

কান্দিতে কান্দিতে রাণী হইল ফাঁফর ।
যুক্তি বিচারে রাণী মারিতে জলন্ধর ॥
চারি রাণী বলে আমরা কান্দি অকারণ ।
হাড়িফাক মারিলে রাজ্যে রহিবে রাজন ॥
হাড়িফাক মারিতে যদি কোনরূপে পারি ।
তবে সে থাকিবে রাজা রাজ্যের অধিকারী ॥
এতেক ভাবিয়া সবে যুক্তি করিল ।
কিরূপে মারিব হাড়িক ভাবিতে লাগিল ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাণী স্থির কৈল মন ।
হাড়িক মারিব বিষ করায়া ভক্ষণ ॥
এতেক কহিয়া রাণী মহলেতে গেল ।
খেতু নফর বলি ডাকিতে লাগিল ॥
ডাক শুনিয়া খেতু সাক্ষাতে আসিল ।
খেতুকে দেখিয়া রাণী কহিতে লাগিল ॥
রাণী বলে বাছা খেতু টাকা লয়া যাও ।
একশত টাকার বিষ শীঘ্র আনি দাও ॥
শত মুদ্রা লয়া খেতু করিল গমন ।
বাজারের দক্ষিণেতে বিষের কারণ ॥
মৃকুল সহরে ছিল বাদিয়া এক হাজার ।
কালু সাপুড়ে ছিল সকলের সরদার ॥
সহস্র ঘর বাদিয়ার মধ্যে কালুসা ভাজন ।
তাহার বাড়ীতে গেল বিষের কারণ ॥
কালু বলে খেতু তোমাক দেখি যে চঞ্চল ।
কি কার্য্যে আইলে তাহার কহিবে কুশল ॥
খেতুয়া বলেন তবে শুনহ শ্রবণে ।
শত মুদ্রার বিষ কালু দেহ এহিক্ষণে ॥
এতেক বলিয়া টাকা দিল কালুর হাতে ।
টাকা লয়া গেল কালু বিষ আনিতে ॥

বাদিয়া সকলে বিষ দিল থোড়া থোড়া ।
শত টাকার বিষ কালু দিল দুই ঘড়া ॥
দুই ঘড়া বিষ খেতু লইল দুই হাতে ।
আনিয়া দিলেন বিষ রাণীর [১] সাক্ষাতে ॥
চারি রাণী দেখিল যখন বিষ দুই ঘড়া ।
খেতুকে বকশীস দিল কত জামা জোড়া ॥
চারি রাণী বলে খেতু শুনহ বচন ।
হাড়িফার তরে আজি করাব ভোজন ॥
চারি রাণী বলে খেতু শীঘ্র তুমি যাবে ।
হাড়িফাক যইয়া তুমি নিমন্ত্রণ করিবে ॥
এতেক শুনিয়া খেতু করিল গমন ।
হাড়িফার নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
গলে বসন দিয়া খেতু প্রণাম করিল ।
যোড়হাত করি খেতু সাক্ষাতে রহিল ॥
হাড়িফা বলেন খেতু রাজার নফর ।
কি কার্য্যে পাঠাইল রাণী কহিবে খবর ॥
খেতু বলেন গোঁসাই কি কহিব আমি ।
যে কার্য্যে পাঠাইল রাণী সব জান তুমি ॥
হাড়িফা বলেন খেতু আমি দিলাম বর ।
মৃকুলের রাজাই তোমাক করিবেন ঈশ্বর ॥
চারি রাণীকে যায়া কহ করিতে রন্ধন ।
শত টাকার বিষ আজি করিব ভক্ষণ ॥
বার বৎসর হইল আজি নাহি উদরে ভাত ।
ভোজন করিব আজ মনে বড় সাধ ॥
এতেক শুনিয়া খেতু ভাবে মনে মন ।
শত টাকার বিষ সিদ্ধা জানিল কেমন ॥

---

১ 'নারীর ।'

এত বলি ভাবে খেতু আপনার চিতে।
কাহার শকতি আছে গুরু হাড়িফাক মারিতে
প্রণাম করিয়া খেতু করিল গমন।
রাণীকে কহিল যায়া করিতে রন্ধন ॥
চারি রাণীর মধ্যে ছিল অদুনা প্রধান।
গঙ্গা জলে যাইয়া রাণী করিলেন স্নান ॥
স্নান করিয়া যায় রন্ধন করিতে।
এক অন্ন পঞ্চ ব্যঞ্জন রান্ধিল তুরিতে ॥
ভৃঙ্গারে ভরিল বিষ পূরি কলসিতে।
সুবর্ণের থালি খানি বিষ দিয়া তাতে ॥
এইরূপে চারি রাণী করিল রন্ধন।
সেইক্ষণে আইল হাড়ি করিতে ভোজন ॥
বিষ দিয়া হাড়িফা সিদ্ধা পাও প্রক্ষালিল।
বিষের পিড়িতে সিদ্ধা ভোজনে বসিল ॥
অন্ন পারশ করে রাণী মনের অতি সুখে।
শিবনাম লয়া সিদ্ধা তুলে দিল মুখে ॥
অন্ন ব্যঞ্জন রাণী ভরে সোণার থালে।
একবারে দিল মুখে না ভরিল গালে ॥
আর থাল ভরে রাণী অন্ন আনি দিল।
সে থাল তুলিয়া হাড়ি মুখেতে ঢালিল ॥
অন্ন দিতে না পারিয়া রাণী হইল ফাফর।
সব খায়ে বলে হাড়ি না ভরে উদর ॥
বিষ দিয়া রাণী যত করিল রন্ধন।
সকল খাইল হাড়ি না হইল ভোজন ॥
ভোজন করিয়া হাড়ি বিষিতে আঁচাইল।
চালের খেড় দিয়া সিদ্ধা দন্ত খুঁটিল ॥
ভোজন করিল সিদ্ধ মনের কৌতুকে।
ভৃঙ্গার ভরা ছিল বিষ তুলে দিল মুখে ॥

বিষ পান করিয়া সিদ্ধা জীর্ণ করিল।
মিথ্যা মরণে হাড়ি ঢলিয়া পড়িল ॥
অচেতন হইল সিদ্ধা মিথ্যা মরণে।
দেখিয়া আনন্দ বড় রাণী চরি জনে ॥
রাণী বলে ভালাই হইল মরিল হাড়িফা।
আগুনের পোড়া দিব হাড়িফার গোফা ॥
হাড়িফা মরিল এখন শব্দ যাবে দূর।
দেশেতে থাকিব এখন সাঁসের সেন্দুর ॥
হাড়িফার মরণে চারি জন হইল আনন্দ।
সুকুর মামুদ কহে হাড়িফার মায়া ছন্দ ॥

একখানি ভালাই রাণী বাহির করিল।
সেহিত ভালাই পরে হাড়িফাক রাখিল ॥
ভালাই উপরে রাণী হাড়িফাকে শুইয়া।
খেতুকে কহিল তখন বান্ধ দড়ি দিয়া ॥
ভালাইতে জড়িয়া খেতু বন্ধন করিল।
গঙ্গার তীরে দাহন করিতে চলিল ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি অগ্নি নাহি দিল।
ঢেকা দিয়া হাড়িফাকে গঙ্গায় ফেলিল ॥
গঙ্গা দিয়া খেতু চলিয়া গেল ঘরে।
হাড়িফা ভাসিয়া যায় জলের উপরে ॥
চারি রাণী গেল স্নান করিতে ঘাটেতে।
সেই ঘাটে গেল হাড়ি ভাসিতে ভাসিতে ॥
দেখিয়া হাড়িফার মরণ চারি রাণী হাসে।
মায়া করে হাড়িফা সিদ্ধা জলের উপর ভাসে
স্নান করিয়া চারি রাণী চলে গেল ঘরে।
ভাসিতে লাগিল হাড়িফা জলের উপরে ॥

সোয়া প্রহর রাত্রি যখন গগনেতে হইল।
সিদ্ধির ঘোটনা হাড়ির খাইতে মনে লৈল॥
হুহু শব্দ করি সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
শিবনামে ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন ছুটিল॥
যে সমুদ্রে ছয় মাসে পাথর না যায় তল।
সেই সমুদ্রে হইল হাড়ির হাটুখানিক জল॥
গঙ্গাজল দিয়া হাড়ি স্নান করিল।
শূন্যরাজে সিদ্ধের ঝুলী শীঘ্র আনি দিল॥
সোয়া মন সিদ্ধি হাড়ি হস্তে করি নিল।
সোয়া মন ধুতুরার ফল তাতে মিশাইল॥
সোয়া মন কুচলা হাড়ি একত্র করিয়া :
মুখেতে তুলিয়া দিল শিবনাম লইয়া॥
সিদ্ধি খাইয়া নাথ গঙ্গাজল খাইল।
এক প্রহরের পথ গঙ্গা বালুচর হইল॥
সুকুর মামুদে কয় ফকারের কিঙ্কর।
এহিত কারণে হাড়িফার নাম জলন্ধর॥

সিদ্ধি জল খাইয়া নাথ আনন্দ হইল।
ফুলবাড়ীতে যাইয়া নাথ গোফাতে বসিল॥
যোগ আসনে নাথ বসিল গোফাতে।
চারি রাণী ঘরে রইল হরষিত চিতে॥
ফুলবাড়ীতে গেল অদুনা ফুল তুলিতে।
দেখেন হাড়িফা আছেন গিয়া গোফাতে॥
হাড়িফাকে দেখে রাণী ভাবে মনে মনে।
বিষ পান করিয়া হাড়িফা বাঁচিল কেমনে॥
কল্য দেখিলাম হাড়িফা ভাসিতে জলেতে।
আজ বসিয়া আছে হাড়ি আপন গোফাতে॥
বিষ পান করি যার না হইল মরণ।

না জানি মনুষ্য রূপে আছে কোন জন ॥
মনুষ্যের শক্তি কিবা বিষ খাইবার।
নিশ্চয় জানিলাম হাড়ি চারি যুগের সার ॥
সিদ্ধি খায় সোয়া মন ধুতুরার ফল।
কি করিতে পারে তারে বিষের গরল ॥
ব্রহ্মজ্ঞান নিজনাম জপে সেই জন।
গরল অমৃত তারে একুই সমান ॥
কি কাজ করিনু আমরা নিজ মাথা খাইয়া।
হাড়িফার সঙ্গে রাজা যাউক সন্ন্যাসী হইয়া ॥
রাজ্য ছাড়িয়া রাজা যাইবে যখন।
মুকুলে হইবে ভুরা রাজা তিন জন ॥
পদুনা বলেন বিভা না করিল মোরে।
পিতা মোরে দিল দান বিভার বাসরে ॥
দান মোরে দিল পিতা না হইল বংশ।
কিরূপে পাইব আমি মুকুলের অংশ ॥
রাজ্য ছাড়িয়া যখন রাজা হইবে সন্ন্যাসী।
সকলে বলিবে পদুনা রাজার দাসী ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী আপনার চিত্তে।
রাজার নিকটে গেল কান্দিতে কান্দিতে ॥
সুকুর মামুদে কয় রাণীর করুণা।
নাচাড়ীতে কহে কবি শুন সর্ব্বজনা ॥

দিপদী।

করিয়া যুগল পানি, কহে কথা পদ্মিনী, দু/
শোন রাজা মোর নিবেদন।
শোন মোর দুঃখের কথা, প্রসব কালে মৈল মাতা,
মাসীমায়ে করিল পালন ॥
আমার যতেক দুঃখ, কহিতে বিদরে বুক,
কিছুই কারণ নাহি জানি।

দেখিয়া আমার মুখ, মাসীমায়ের মনে সুখ,
নাম থুইল পদুমিনী ॥
লইয়া চুকার মালা, সর্ব্বক্ষণ করি খেলা,
ধূলা মাটী লয়া নানা রঙ্গে।
এ বড় দারুণ ঘাত, না দেখিনু বাপ মাত,
সর্ব্বক্ষণ থাকি মাসীর সঙ্গে ॥
ভগ্নীর বিভার কালে, আইলাম বাপের কুলে,
বাদ্য নাচ দেখিতে কৌতুক।
মরি আমি মনস্তাপে, বিভা নাহি দিল বাপে,
পিতা মোরে দিলেন যৌতুক ॥
শুনিয়া যৌতুকের কথা, মাসীমা পাইল ব্যথা,
মনস্তাপে ছাড়ে রাজার বাড়ী।
বিভা না হইল মোর, না হইল স্বতন্তর,
অদুনার হইনু আমি চেড়ী ॥
কি মোর জীবনের আশ, না হইল গৃহবাস,
তাথে নাথ হইবে সন্ন্যাসী।
মোর না হইল বংশ, না পাইব রাজ্যের অংশ,
সকলে বলিবে রাজার দাসী ॥
জন্মিনু রাজার ঘরে, কি মোর কপালের ফেরে,
দুঃখ ভিন্ন সুখ নাহি জানি।
এই ভব ভূমণ্ডল, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল
পৃথিবীতে নাহিক [কেন] শুনি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত নাগপুরী, কত শত আছে নারী,
কোন নারীর এতেক অবস্থা।
তনু পাথরের প্রায়, সেও ফাটি নাহি যায়,
অন্তরে অন্তরে লাগে ব্যথা ॥
যেন চকমকী পাথর, তাতে অগ্নি নিরন্তর,
ডুবাইলে নাহি নিবে জলে।

অগ্নি যেন জ্বলে উঠে, কৈতে মোর বুক ফাটে,
এই বুঝি ছিলেন কপালে ॥
কিবা করি গুণমণি, আমি অতি অভাগিনী,
না ঘুচিল মন অভিমান।
কিবা জানি অপরাধ, কিবা বিধির ছিল বাদ,
জুড়াইতে নাহি কোন স্থান ॥
পতি হবে পরবাস, কিবা তার জীবনের আশ,
জল বিনে মৎস্যের কি জীবন।
দিবসে জুড়ায় বাতি, যেন অমাবস্যার রাতি,
কি করিবে স্বর্গের তারাগণ ॥
নারীর যৌবনকাল, কত দিনে ভালে ভাল,
কিরূপে হইবে নিবারণ।
নাহি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
কোন জন করিবে পালন ॥
কি মোর জীবনের ফল, আনি দেহ হলাহল,
করিব মাহুর বিষ পান।
মরিব তোমার আগে, তবে যাইও বৈরাগে,
আমার করিয়া পিণ্ডিদান ॥
যদি ইহা নাহি কর, কি গতি হইবে মোর,
স্ত্রীবধ[1] লাগিবে রাজেশ্বর।
তুমি যদি হবে যুগী, হইবে বধের[2] ভাগী,
ধ্যান জ্ঞানে না হবে সুসার ॥
পদুনার বিলাপ শুনি, রাজা মনে মনে গণি,
স্ত্রীবধে হইবে প্রলয়।
রাজা বলে পদুনা, নাহি কর করুণা,
রাজ্যে অংশ পাইবে নিশ্চয় ॥

১ 'স্ত্রীবদ'। ২ 'বদের'।

নাহি কর অনুরাগ, ছয় আনা তোমার ভাগ,
দশ আনা পাইবে তিন রাণী।
ন আনা সোয়া তের গণ্ডা, আর পোনে সাত গণ্ডা,
পত্র লেখি দিল দুই খানি ॥
লিখি পাঠ পত্রেতে, দিল পড়ুনার হাতে,
তিন রাণী মনে হৈল দুখী।
আলিম উদ্দিন কয়, ভাবিলে বাড়িবে লয়
ছাত্রগণ আছে ইহার সাক্ষী ॥

রাজা গোপীচন্দ্র যোগী হইয়া যায় তাহার বয়ান।

এহি মতে সকলেতে রহিল ঠাই ঠাই।
পুত্রেক যুগী করে এথা ময়নামন্ত্রি রাই ॥
নাপিতে আনিয়া রাজার মাথা মুড়াইল।
মুখেতে খেউর করি ভুসঙ্গ চড়াইল ॥
বগলে বগলি দিল সিংহ নাদ [গলে]।
রক্ত চন্দনের ফোটা দিলেন কপালে ॥
চকমকী পাথর দিল বাটুয়া আধারা।
মুঞ্জের (?) মেখলি দিল বাশের খপরা ॥
গলাতে পরিতে দিল রুদ্রাক্ষের মালা।
কটিতে পরিতে মুনি দিল বাঘের ছালা ॥
কর্ণ চিরি মুদ্রা দিল মালা দিল হাতে।
গুরু সেবিতে যায় রাজা মায়ের সাতে ॥
আগে যায় ময়নামন্ত্রি পিছে যায় রাজা।
দেখিয়া হায় হায় করে মুকুলের প্রজা ॥
কান্দে কান্দে প্রজাগণ করে হায় হায়।
ষোল বৎসরের রাজা দেখ যুগী হয়ে যায় ॥
প্রজা আদি পাত্র মিত্র লাগিল কান্দিতে।
সব মায়া ছাড়িয়া যায় গুরু সম্ভাষিতে ॥

যেখানে হাড়িফা সিদ্ধা আছিল বসিয়া।
সেইখানে গেল মুনি পুত্র সঙ্গে লইয়া॥
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দিল।
গলায় বসন দিয়া সাক্ষাতে রহিল॥
হাড়িফা দেখিল যদি যুগীরূপ ধারণ।
দেখিয়া বলেন সিদ্ধা না হবে মরণ॥
মুনি বলে শুন তুমি গুরু জলন্ধর।
আজ হৈতে হৈল পুত্র তোমার কিঙ্কর॥
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানে।
এতেক বলিয়া মুনির সঁপিল চরণে॥
হাড়িফা বলেন মুনি থাক [নিজ] বাস।
গোপীচন্দ্রেক লয়া আসি করিয়া সন্ন্যাস॥
এতেক বলিয়া সিদ্ধা আসন তুলিল।
সিংহনাদ পুরিয়া সিদ্ধা যাত্রা করিল॥
মায়ের চরণে রাজা প্রণাম করিয়া।
গুরু সঙ্গে যায় রাজা বিদায় হইয়া॥
সন্ন্যাসী হইতে রাজা গুরুর সঙ্গে যায়।
একুশ বুড়ি কড়ি রাজার ঝুলিতে দেয়॥
সন্ন্যাসে চলিল সিদ্ধা বালক লয়া সাথে।
রাজপথ ছাড়িয়া সিদ্ধা যায় বনপথে॥
মায়ের বচনে গোপী ছাড়ে গৃহবাস।
সুকুর মামুদে কয় রাজার সন্ন্যাস॥

রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসে যায় তাহার বয়ান।

ত্রিপদী।

বালক লইয়া সাথে, যায় হাড়ি বনপথে;
ভ্রমে হাড়ি সকল পর্ব্বতে।

শুন অবধান কর, যথা নাই মনুষ্য নর,
গমন করিলে সেই পথে ॥
যথায় মনুষ্য নাই, যায় হাড়ি সেই ঠাই,
নাহি নগর বসত বাস।
এলাং ঢুকার খাটা, যথা নাই পথ ঘাটা,
যথা নাই সূর্য্যের প্রকাশ ॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন, দিবা রাত্রি নাহি চিন,
তথা হাড়ি করিল গমন।
বসে পূর্ব্বমুখ আসনে, জপে নিজমন্ত্র মনে,
ডাকে হাড়ি পবননন্দন ॥
তুমি চন্দ্র তুমি ব্রহ্মা, তুমি সে পরম ধর্ম্ম,
তুমি গুরু বিনে নাহি পার।
তুমি জল তুমি স্থল, তুমি গুরু রসাতল,
তুমি গুরু সংসারের সার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিন সহোদর,
তাতে হয় তোমার জনম।
জানি সিদ্ধা তোমার জন্ম, তপ জপ তোমার কর্ম্ম,
শুন গুরু মোর নিবেদন ॥
শীঘ্র করি কহ গুরু, কি কাজ করিব গুরু,
বল গুরু সেই ত বচন ॥
তোমার আদেশ পায়া, হাতেমাথে আইনু ধায়া,
আজ্ঞা হইলে করি সে পালন।
হাড়ি বলে হনুমান, শীঘ্র কর এই কাম,
এথা আজি বঞ্চিব রজনী ॥
আদেশ পাইয়া খাড়া, আটিলেন পিন্দন ধড়া,
কেন মারে পবন নন্দন।
বড় গাছ হাতে ধরে, ছোট গাছ পদে মারে,
কেন মারি কৈল নিপাতন ॥

পবনের পুত্র হনু, পাথরের প্রায় তনু,
বল যার অপূর্ব্ব অপার।
যত গাছ ছিল বড়া, পদাঘাতে কৈল গুঁড়া,
দন্তে বন করে পরিষ্কার ॥
ঝোপ ঝাপ সব মারি, অতি স্থান নির্ম্মল করি,
বিদায় হইল হনুমান।
হৃদয়েতে জপি নাম, সাধিয়া হাড়ির কাম,
নিজ স্থানে করিল গমন ॥
এথা হাড়ি জলন্ধর, মনেতে জপে শঙ্কর,
সেবে হাড়ি ইন্দ্রের অপ্সরী।
ডাহিনে চন্দন বাটা, বাম করে সুবর্ণ ঝাটা,
আইলেন এক বিদ্যাধরী ॥
পরনে পাটের সাড়ি, আগে দিল ছড়া ঝাড়ি,
আমোদিত করিল চন্দনে।
হাতেতে তৈলের খুরি, দীপ জ্বলে সারি সারি,
আইল সব নাচনীর বেশে।
চাঁচর মাথার চুলে, কবরী জাতি ফুলে,
ভ্রমর গুঞ্জরে কেশপাশে।
সীমন্তে সিন্দুরের ফোটা, নয়নে কাজলের ঘটা,
কর্ণে ফুল দিছে কর্ণপূর।
অধর অরুণ আভা, মুখে যেন চন্দ্র শোভা,
দন্ত গুলি যেন মোতিচুর ॥
নাসিকা মোহন বাঁশী, যেন পূর্ণিমার শশী,
কর্পূর তাম্বল শোভা করে।
বুকে কুচ পদ্মকলি, মধুমর্ম্ম জানে অলি,
মধুলোভে শব্দ করি ফিরে ॥
গলায় মালতী মালে, রত্ন প্রবাল জ্বলে,
যেন শশী তারাগণ মাঝে।

বাহু যেন মৃণালনলে, করতল শতদলে,
শব্দ করি কঙ্কণ বাজিছে ॥
অপরূপ কর্ম্মস্থান, দ্বিতীয় অতি নির্ম্মাণ
তাহাতে কন্নি উপধর (?)।
হিয়া যেন পদ্মকলি, তাহাতে রত্ন কাচলী,
নিশ্বাসের আগে পঞ্চশর ॥
কটিয়া পরে কিঙ্কিণী, ইন্দ্রের সব নাচনা,
যৌবন যেন অমৃতকদলী।
চাম্পা যেন পদ অঙ্গুলি, হীরার কনক পাসলী,
যোগান্ত ভোগান্ত সব গলে।
কেওয়া ও গোলাপ বাসে, ফকীর যোগীর বেশে,
কবি সুকুর মামুদে ভুলে ॥
যোগ পাঁচলীতে গায়, নাচনা নাচিয়া যায়,
বাজে খোল মৃদঙ্গ পাখয়াজ।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজে, যেন তারাগণ সাজে,
নর্ত্তকী করিল নানা সাজ ॥
ঝনাঝন রণারণ, জয়ঘণ্টা ঠনাঠন,
নাচে যেন ইন্দ্রের অপ্সরা।
চরণে বাজে নেপুর, শুনিতে যেন মধুর,
ঝুমর ঝুমর শব্দ করি ॥
যেন চিত্তে বাদ্য শুনি, চলিতে নাগরী জিনি,
চটকে যেন পূর্ণিমার শশী।
নাগরী নাগর সনে থমকে থমকে চলে,
যেন দেখি পূর্ণিমার শশী ॥
সুকুর মামুদ ভণে, ইন্দ্রের অপ্সরীগণে,
গোপীচন্দ্রেক নারিল ভুলাতে।
হাড়িফার চরণেতে, শরণ করি গোপীনাথে,
ছিল গোপী বৈসে একভিতে ॥

এইরূপে নাচনীতে, নর্ত্তকী গায় আমোদিতে,
বঞ্চিলেন এক নিশি এথা।
নাচনী বিদায় হইল, যার যে পুরীত গেল,
গোপীচন্দ্র না ভুলিল তথা ॥
আর দিন তথা হইতে, রাজাকে লইয়া সাতে,
বনপথে করিল গমন।
দিবা নিশি ভেদ নাই, গেল হাড়ি সেই ঠাই,
পূর্ব্ব মুখে করিল আসন ॥
ঊর্দ্ধ করি দুই হাত, স্মরে হাড়ি ভোলানাথ,
বাঁকমন্ত্র জপিল যখন।
ভালুক বানর বাগ, সর্প অজাগর নাগ,
আসি হাড়ির বন্দিল চরণ ॥
চারি দিকে চারি নারী, বাঘ ভালুক প্রহরী,
দেখি রাজা মনে গণি ভয়।
খাইয়া আপন মাথা, রাখিনু গুরুক পোতা,
অপযশ হইল সঞ্চয় ॥
যার আজ্ঞাকারী নাগ, বনের ভালুক বাঘ,
যার তরে সহস্র জানয়ার।
ঘোড়ার পৈগরে পুঁতি, আমি হইলাম অধোগতি,
আমা সম পাপী নাই আর ॥
করিনু আমি কুকাজ, সংসারে পাইব লাজ,
কলঙ্ক হইল ঘোষণা।
যদি মোরে বাঘে খায়, বাঁচিব শমনের দায়,
এড়াইব লোকের গঞ্জনা ॥
এত বলে বাঘে খাও, সর্পের ধরি দুই পাও,
হাড়িফা জলন্ধরের ডরে।
নাগে নাহি চোট করে, দুই পাও জড়ে ধরে,
বাঘে খায় না মুনির কুমারে ॥

বাঘ সর্পে করে কাম, রাজার পায়ে প্রণাম,
ভাবিয়া মনে আপনার।
এহিরূপে রাত্র দিনে, গুরু শিষ্য দুই জনে,
কাননে ভ্রমেণ নিরন্তর॥
শূন্যপথে কাড়ি যায়, কাঁটা ফুটে রাজার পায়,
জরজর হইল কলেবর॥

গোপীচন্দ্রকে বেশ্যার ঘরে বন্ধক রাখে তাহার বয়ান।

পয়ার।

আব্দুল স্থকুর নাম পিতায় রাখিল।
স্থকুর মামুদ নাম কুলেতে ঘুষিল॥
শুন শুন সকল লোক বিধাতার নিরবন্ধ।
যেরূপে বেশ্যার ঘরে বান্ধা গোপীচন্দ্র॥
সাত দিন বন পথে ভ্রমে জলন্ধর।
কাঁটায় জরজর রাজার কলেবর॥
হাড়িফা জানিল রাজা হইল কাতর।
কেন ছাড়ি গেল নাথ কনক নগর॥
গোপীচন্দ্র বলে নাথ শুন নিবেদন।
হাটিতে না পারি নাথ করিব কেমন॥
স্কন্ধহ শাকা বৃক্ষ গুরু সরোবর কূলে।
এক দণ্ড বসি নাথ সেই তরু তলে॥
হাড়িফা বলেন তবে বৈস সেই ঠাই।
সিদ্ধি জল খাইতে আমি যদি কিছু পাই॥
গোপীচন্দ্র বলে গুরু খাও সিদ্ধের বড়ি।
নকুল করিতে নাথ আমি দিব কড়ি॥
এতেক শুনিয়া নাথ ধ্যানেতে বসিল।
একুশ বুড়ি কড়ি আছে আগমে জানিল॥

হাড়িফা বলেন আজ খিয়াতেক রাখিব।
একুশ বুড়ি কড়ি শূন্যে উড়াইব ॥
এতেক বলিয়া নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল।
ঝুলির ভিতর কড়ি শূন্যরাজে নিল ॥
ঝুলিতে আছিল কড়ি রাজার ছিল বল।
রাজা বলে গুরুদেব খাও সিদ্ধি জল ॥
রাজার বচনে নাথ সিদ্ধি খাইল।
নকুল করিতে নাথ হাত বাড়াইল ॥
ঝুলিতে হাত দিল রাজা ভাবিয়া হুতাশ।
কড়ি না পাইয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস ॥
নকুল করিতে নাথ পাতিয়া রৈল হাত।
দেখিয়া রাজার মুণ্ডে পড়িল বজ্রাঘাত ॥
কড়ি না পাইয়া রাজা করে হায়রে হায়।
গুরুর নিকটে আমি ঠেকিলাম দায়।
কান্দে কান্দে গোপীচন্দ্র চক্ষে পড়ে পানি।
এবে সে জানিনু দড় হারানু পরাণী ॥
আগে যদি জানিতাম ঝুলিতে কড়ি নাই।
তবে কেন করার করিমু গুরুর ঠাই ॥
প্রথমে গুরুর স্থানে হইবে করার।
অধঃপাতে রাজার বুঝি নাহিক নিস্তার ॥
এতেক বলিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
গলে বসন দিয়া টিপুল গুরুর চরণ ॥
চরণ ধরিয়া বলে হইয়া ব্যাকুল।
আমাকে বেচিয়া কর সিদ্ধের নকুল ॥
শুনিয়া হাড়িফা সিদ্ধা ভাবে মনে মনে।
রাজাকে বেচিব আজ নটিনীর স্থানে ॥
যোগী হইয়া গোপী ছাড়ে চারি নারী[১]।

১ 'রাণী'।

নটিনীর ঘরে বেটার বুঝিব চাতুরী ॥
চারি রাণী [1] হইতে আছে নটিনী সুন্দর
নটিনীর ঘরে বন্ধা দিব রাজেশ্বর ॥
নটিনীকে দেখে যদি না ভুলে রাজন।
শৃঙ্গার না ভঞ্জে আর না করে হরণ ॥
আপন রক্ষা করে যদি নটিনীর ঠাঁই।
তবে যোগী হবে রাজা মনে কিছু নাই ॥
বার মাস বঞ্চে যদি নটিনীর ঘর।
সেবক করিয়া তবে করিব অমর ॥
নটিনীর সঙ্গে যদি করেন শৃঙ্গার।
নিশ্চয় যাইবে তবে যমের দুয়ার ॥
এক দিন যদি বেটা ভুঞ্জয়ে সুরতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি ॥
নিগূঢ় শৃঙ্গার করে হইয়া সন্ন্যাসী।
তবে তো জানিব বেটা ভণ্ড তপস্বী ॥
আপনার মনে হাড়ি যুক্তি বিচারিল।
এক গাছি দড়ি রাজার হস্তে লাগাইল ॥
রাজার হস্তে সিদ্ধা দড়ি লাগাইয়া।
বান্ধা দিতে যায় নাথ নগর হাটিয়া ॥
নকর বান্ধা দিব নাথ বলে উচ্চৈঃস্বরে।
সুলোচনী [2] বেশ্যা যায় স্নান করিবারে ॥
রাজারে দেখিয়া বেশ্যা ভাবে মনে মন।
সুকুলের রাজা যোগী হইল কেমন ॥
ধন দিয়া পারে রাজা বান্ধিতে [3] সাগর।
কোন সম্ভবেতে হৈল যোগীর কিঙ্কর ॥

---

১ 'নারী'।
২ 'সুলচনী।' ৩ 'বান্দিত

কিছু বান্ধা রাখে লয়া অল্প ধন।
তবে বান্ধা লব আমি মৃকুলের রাজন॥
রূপে বিদ্যাধর রাজা মোহনমূরতি।
লইয়া রাজাকে আমি ভুঞ্জিব সুরতি॥
যার রূপ দেখে ভুলে কামিনীর মন।
অবশ্য লইব বান্ধা দিয়া কিছু ধন॥
এতেক ভাবিয়া কহে নটিনী সুন্দর।
কত ধন লয়া বাছা রাখ রাজেশ্বর॥
সিদ্ধা বলে যদি কড়ি একুশ বুড়ি পাই।
তবে নকর বান্ধা দিয়া কিছু কিনে খাই॥
এতেক শুনিয়া বেশ্যা লাগিল হাসিতে।
দাসীকে কহিল বেশ্যা কড়ি আনি দিতে॥
কড়ি আনিয়া দাসী হাড়িফার হাতে দিল।
রাজাকে বান্ধা দিয়া তখন হাড়িফা চলিল॥
একুশ বুড়ি কড়ি লইয়া করিল গমন।
বাজারে চলিয়া গেল নকুলের কারণ॥
মুদির দোকানে কড়ি দিল একুশ বুড়ি।
সিদ্ধের নকুল খাইল কামেশ্বরের বড়া॥
কামেশ্বরের নাড়ু খাইয়া আনন্দ হইল।
ফুলবাড়ীতে যাইয়া নাথ গোফাতে বসিল॥
আনন্দ হইল নাথ গোফার ভিতরে।
রাজাকে লইয়া হেথা বেশ্যা গেল ঘরে॥
রাজাকে লইয়া বেশ্যা হরষিত মন।
নানান অলঙ্কার বেশ্যা পরে আভরণ॥
রত্ন পেটারির বেশ্যা ঘুচাল ঢাকুনি।
যে স্থানে যে গহনা লাগে পরেন আপনি॥
হস্তে করি নিল বেশ্যা সুবর্ণ চিরুণী।
মস্তকে চিরিয়া কেশ গাথেন বিয়ানী॥

গন্ধ পুষ্প তৈল বেশ্যা পরিল মাথাতে।
সুবর্ণের জাদ বেশ্যা পরিল খোপাতে ॥
কামসিন্দূরের ফোটা দিলেন কপালে।
উদিত দিনকর যেন বিহানের কালে ॥
গৌর বরণ বেশ্যা দিব্য করতলে।
কপালে সিন্দূর যেন রত্ন হেন জ্বলে ॥
ভুরুর মধ্যতে যেন তিলকের রেখা।
সেন্দুরিয়া মেঘের আড়ে বিজলীর দেখা ॥
নয়ানে কাজল পরে মেঘের সাতে বাদ।
লক্ষের বেসর পরে আপন নাসিকাত ॥
মন্ত্র পড়ি তৈল বেশ্যা পরিল বদনে।
যুবজনের মন হরে দেখিয়া যৌবনে ॥
অধর শোভিত কৈল কর্পূর তাম্বূলে।
দশন ভ্রমর যেন বসিল কমলে ॥
কপালের সেঁতিপাটী হীরায় জড়িত।
কিঞ্চিত হাসিতে যেন তারা ঝলকিত ॥
গলাতে পরিল বেশ্যা গজমতিহার।
সোনার পুতলী যেন হরে অন্ধকার ॥
বাহু নির্ম্মল যেন নখ চাম্পার কলী।
আঙ্গুলে আঙ্গুঠী পরে বাহু তাড়ফলী ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল যেন নিশানাথের শোভা।
হৃদয়ে কমলকুচ অতি মনোলোভা ॥
অপুর্ব্ব কাচলী পরে হিয়ার উপর।
দেখিয়া যুবকজনের লাগে পঞ্চশর ॥
কটিত পরিল বেশ্যা লক্ষ মূল শাড়ী।
কর্ণেতে পরিল বেশ্যা হীরা গয়না কড়ি ॥
উরু যুগল বেশ্যার রামের কদলী।
বাঁক পাতা মল পরে সুবর্ণ পাশলী ॥

গোলাপ চন্দনের ফোটায় করিয়া ভূষিত।
মধুলোভে অলি ধায় দেখিয়া কিঞ্চিত॥
বসন পরিয়া বেশ্যা কান্যা মায়াধর।
বেশ করি হইল যেন দ্বাদশ বৎসর॥
নব যৌবন বেশ্যা রূপের মুরালী।
অলঙ্কার পরিয়া হৈল চন্দ্রের পুতলী॥
এতেক বেশ্যার মায়া রূপের নাই সীমা।
সুবেশ করিয়া নারী হইল তিলোত্তমা॥
রূপে বিদ্যাধরী যেন বেশ্যা সুলোচনী।
মর্ত্তেতে নামিল যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার সুবেশ হইল।
পাটবস্ত্র আনিয়া বেশ্যা রাজার তরে দিল॥
শীতল মন্দির ঘরে হিঙ্গুলের রং।
তাহাতে বিছায়ে দিল সুবর্ণ পালং॥
পালং বিছায় বেশ্যা না করে আলিস।
আশে পাশে লেপ গির্দ্দা কৌতুকের বালিশ॥
সুবর্ণের বাটা ভরি তাম্বূল আনিয়া।
সুবাসিত গঙ্গাজল রাখে ভৃঙ্গার ভরিয়া॥
উপরে টাঙ্গায়ে দিল ফুলগিরি চান্দয়া।
পালঙ্গে বসিল বেশ্যা সুবেশ করিয়া॥
স্নানের বস্ত্রে আনি রাখিলেন কোরা।
দাসীকে কহে রাজাক শীঘ্র স্নান করা॥
বেশ্যা বলে শুন রাজা মৃকুলের ঈশ্বর।
স্নান করি আসি বৈস পালঙ্গ উপর॥
না করিব আর আমি আপনার ব্যবসা।
এখন করিতেছি আমি তোমার ভরসা॥
অন্য বঁধু বলি আমার মনে কিছু নাই।
এ ধন যৌবন আমি সঁপিব তোমার ঠাই॥

রাজা বলে শুন তুমি বেশ্যা সুলোচনী।
ময়নামন্ত্রি নামে আছে আমার জননী॥
ধন মাল আছে কত লেখা নাই তার।
রজত কাঞ্চন আছে সপ্ত ভাণ্ডার॥
সুবর্ণ পালঙ্ক কত আছে ঠাই ঠাই।
তোসক মশারি কত লেখা জোখা নাই॥
পাটবস্ত্র আছে কত আর খাসা জোড়া।
পিলখানাতে হাতী আছে পৈঘরেতে ঘোড়া।
দালান কোঠা আছে কত সারি সারি।
তোমার অধিক আছে আমার চারি নারী॥
আর যত আছে তাহা কহিতে না পারি।
সকল ছাড়িয়া হইলাম কড়ার ভিকারী॥
তোমার সঙ্গে যদি আমি ভুঞ্জিব ছুরতি।
তবে কেন ছাড়িব আমি এ চার যুবতী॥
পুনর্ব্বার যদি আমি করিব শৃঙ্গার।
গুরুর চরণে আমার না হবে নিস্তার॥
তোমার সঙ্গে যদি আমি বঞ্চি এক নিশি।
গুরু কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী॥
তত্ত্বজ্ঞানী গুরু আমার নাম জলন্ধর।
তবে জ্ঞান নাহি দিবে না হব অমর॥
আঠার বৎসর মোট আমার প্রমাই।
সেই জন্য কৈল মুনি ময়নামন্ত্রি রাই॥
যোল বঙ্গের আমি ছাড়িয়া রাজাই।
সকল সার করিলাম হাড়িফা গোসাই॥
এ সুখ সম্পদ আমার কিছু না লয় মনে।
মন বান্ধা আছে আমার হাড়িফার চরণে॥
হাড়িফার চরণ বিনে আর নাহি জানি।
তোমাকে দেখি যেন আমার জননী॥

যেই মাত্র গোপীচন্দ্র জননী কহিল।
বেশ্যার মস্তকে যেন আকাশ পড়িল॥
বেশ্যা সুলোচনী বলে কাঞ্চনী নাম দাসী।
ইহাকে আনিয়া দেও বোকা এক কলসী॥
নেউড়া বান্দী তোরা আছ যত জন।
গৃহের মধ্যে সকলেতে করিবেক স্নান॥
স্নান করিতে না যাও সরোবরে।
যত জল লাগে আনি দিবেক নকরে॥
সুকুর মামুদে কয় কপালের নিরবন্ধ।
বেশ্যার ঘরে বান্ধা রৈল গোপীচন্দ্র॥

বেশ্যার ঘরেতে দাসী এতেক শুনিল।
বোকা কলসী আনিয়া রাজার তরে দিল॥
যত বস্ত্র লয়া বেশ্যা করেন শৃঙ্গার।
পানি যোগায় গোপীচন্দ্র কান্ধে লয়া ভার॥
শত ভার পানি রাজা তুলে প্রতিদিন।
সোনার বরণ তনু হইল মলিন॥
এহিরূপে পানি রাজা বহে বার মাস।
অন্ন জল নাহি খায় সদায় উপবাস॥
হাড়িফার নাম রাজা জপে দিবা রাতি।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রাজার কাছে না করে বসতি।
দিন প্রতি বহে রাজা শত ভার পানি।
গুরু স্মরিয়া রাজা পোহায় রজনী॥
এহিরূপে জল রাজা বহে নিত্য নিত্য।
অনাহারে বঞ্চে রাজা বেশ্যার পুরীত॥
আর দিন গেল রাজা জল আনিতে।
দৈবযোগে দেখা হইল ব্রহ্মজ্ঞানীর সাতে॥

ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছে যোগের কাহিনী ;
জল আনা বিস্মরিল ব্রহ্মজ্ঞান শুনি ॥
জ্ঞান কৈয়া ব্রহ্মজ্ঞানী যায় রাজপথে[১]।
ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া রাজা বৈরাগী হৈল চিতে ॥
যোগ ব্রহ্ম শুনে রাজা সরোবরকূলে।
দৈবনির্ব্বন্ধ রাজার দুঃখ কপালে ॥
এথা সুলোচনী বেশ্যা ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার।
জল বিনে না পারিল স্নান করিবার ॥
গোস্সায় জ্বলিল বেশ্যা যেন হুতাশন।
কাঞ্চনী দাসীর তরে ডাকে ঘনেঘন ॥
বেশ্যার নিকটে যখন কাঞ্চনী আইল।
কাঞ্চনীর তরে বেশ্যা কহিতে লাগিল ॥
বেশ্যা বলেন দাসী বাটার পান খাও।
জল আনা নকরকে বান্ধিয়া ফেলাও ॥
মধ্য উঠানেতে বেটাক চিত করিয়া।
বাইশ মণ পাথর দিবে বুকেতে তুলিয়া ॥
এতেক কহিতে রাজা জল লয়ে আইল।
ভার নামাইতে রাজাক চৌমুড়া বান্ধিল ॥
কাঞ্চনীর সাতে আর দাস শত জন।
রাজাকে করিল সবে বিপত্যা বন্ধন ॥
মধ্য উঠানেতে রাজাক চিত করিয়া।
বাইশ মণ পাথর বুকেতে তুলিয়া ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা বসন্তের খরা।
তাহাতে রাজার বুকে পাথরের ভরা ॥
যাহার শরীরে সয় না এক পুষ্পের ভর।
বাইশ মণ পাথর তার বুকের উপর ॥

১ 'সরোবর কোলে'।

বিপদে পড়িয়া রাজা করে হায় হায়।
প্রাণ বিদরে আমার পাথরের ঘায় ॥
হায় হায় বলিয়া রাজা পড়িল সঙ্কটে।
এহিত আছিল কানাই আমার কপালে ॥
সুকুর মামুদ কয় ভাব অকারণ।
সিদ্ধি হইল কাজ বেশ্যার ভুবন ॥

ত্রিপদী।

জন্মিনু গোরক্ষের বরে, ময়নামন্ত্রির উদরে,
আঠার বৎসর আমার প্রমাই।
আইনু মুনিক ভাড়াইয়া, পিতা দিল চারি বিয়া,
আর দিল মুকুলের রাজাই ॥
তবে ময়নামন্ত্রি মাতা, বুঝাইয়া কত কথা,
ছাড়াইল এ চারি সুন্দরী।
রাজ্য পাট ছাড়াইয়া, গলে কাঁথা পরাইয়া,
কৈল মোরে কড়ার ভিখারী ॥
অমর হইতে কায়, সঁপিল গুরুর পায়,
গুরু জ্ঞান দিলেন আমারে।
হইল আমার কুবুদ্ধি, না পানু জ্ঞানের সুদ্ধি,
গুরুকে পুতিলাম পৈঘরে ॥
স্ত্রীর উপরে মতি, গুরুকে পৈঘরে পুতি,
রাখিলাম পঞ্চ বৎসর।
আইল শুনে কানাই, আর ময়নামন্ত্রি রাই,
উদ্ধারিল গুরু জলন্ধর ॥
গুরু আমার জ্ঞানী বড়, মনেতে জানিলাম দড়,
মৃত্যু নাহি এ ভব সংসারে।
পঞ্চ বৎসর পোতা ছিল, অন্ন জল না খাইল,
উঠিল গুরু অপূর্ব্ব শরীরে ॥

সাবধান আছিল মাতা, নাহি দিল কোন ব্যথা,
বিধাতা দিলেন তাকে ঘর।
যেন মার গর্ভবাসে, বালক থাকে দশ মাসে,
তেমন আছিল জলন্ধর ॥
বুঝিয়া জ্ঞানের দায়, ধরিল গুরুর পায়,
গুরু বান্ধা দিল বেশ্যার ঘরে।
বেশ্যার ঘরে বার মাস, রাত্রি দিবা উপবাস,
বাঁচি আমি গুরু নাম জপি।
না জানি কি অপরাধী, কিবা বিধির ছিল বাদী,
বুকে রৈল বাইশ মণ পাথর।
প্রবল পাথর ভার, প্রাণ কান্দে থর থর,
এবে আমি যাব যমঘর ॥
যার যে নির্ব্বন্ধ থাকে, ফলে তার কোন পাকে,
সুখ দুখ ললাটের লিখন।
প্রভু রাম রঘুনাথে, পিতার সত্য পালিতে,
সীতা হরিল দশানন।
লঙ্কা ছিল অধিকার, চোদ্দ যুগ প্রমাই যার,
তবে তার নির্ব্বন্ধ ঘটিল।
রত্ন মটুক পর, বনে চরে বানর,
তবে তারে বিসর্জ্জন দিল ॥
এহিত সংসার সাজ, বিধির বাঞ্ছিত কাজ,
নির্ব্বন্ধ না লড়ে কোন কালে।
সংসারেতে ধন বড়, যাহার কপাল দড়,
এই লেখা আমার কপালে ॥
সুকুর মামুদ ভণে, ভাব রাজা অকারণে,
বড় জ্ঞানী মহন্ত গোঁসাই।
সম্পদ বিপদ কত, দৈবের নিরবন্ধ মত,
আপনার হাতে কিছুই নাই ॥

নটিনীর বাসরে রাজা গোপীচন্দ্র কান্দে তাহার বয়ান।

পয়াব।

কান্দে রাজা গোপীচন্দ্র লোহিত লোচন।
মায়ের বচন রাজার পড়িল স্মরণ ॥
রাজা বলে শুনেছিনু মা মুনির ঠাই।
আঠার বৎসর মোটে আমার প্রমাই ॥
দ্বাদশ বৎসরে পিতা দিল চারি বিয়া।
পঞ্চ বৎসর রাজ্য করি হাড়িফাক পুতিয়া ॥
পাঁচ আর বারয়ে হৈল সতের বৎসর।
এক বৎসর রৈনু বান্ধা নটিনীর বাসর ॥
একুনে হইল বুঝি আঠার বৎসর।
এখন যাইব আমি যমের নগর ॥
নির্ব্বন্ধ লিখন না লড়ে কোন কালে।
যত কিছু হইল হবে কপালের ফলে ॥
জনম মরণ বিভা বিধাতার হাতে।
বৃথায় রাখিলাম বাদ ঘোষণা ভারতে ॥
এহিত সংসারে আছে কত শত লোক।
উদ্ধার করিল গুরু করিয়া সেবক ॥
সংসারে জন্মিয়া আমি করিনু কিবা কাম:
সেবক হইয়া গুরুর ডুবাইনু নাম ॥
সংসারের মধ্যে ঘোষিবে সববলোক।
নটিনীর ঘরে মৈল হাড়িফার সেবক ॥
ত্রিভুবনের মধ্যে হাড়ির বড় নাম।
নটিনীর ঘরে মৈল হাড়িফার গোলাম ॥
এহি বড় ঘোষণা রহিল পৃথিবীতে।
জন্মিলে মরণ আছে শুনেছি ভারতে ॥

শাস্ত্রেতে শুনেছি আর লোক মুখে।
গুরুর ঘোষণা রৈল সেবকের পাকে ॥
আহা গুরু পরমব্রহ্ম সংসারের সার।
নটিনীর ঘর হৈতে করহ উদ্ধার ॥
যেই মাত্র গোপীচন্দ্র এতেক কহিল।
গোফাতে বসিয়া নাথ হাড়িফা জানিল ॥
তত্ত্বজ্ঞানী হাড়িফা সিদ্ধা জানিল অন্তরে।
আমার সেবক মরে নটিনীর ঘরে ॥
হুহু শব্দ করি সিদ্ধা ছাড়ে হুহুঙ্কার।
সাত তোলা ভারী হইল বাইশ মণ পাথর ॥
সোনার কবজ যেন দিলেন গলায়।
এইরূপে রৈল পাথর রাজার হৃদয় ॥
মন্দা মন্দা বাও তখন বহেত পবনে।
সন্তোষ হইল তখন মুনির নন্দনে ॥
আছিল রবির ছটা হইল আবছায়া।
সুখে নিদ্রা জায় রাজা মন্দা বাও পায়া ॥
হাড়িফা বলেন বেটা কি কাম করিল।
সিদ্ধার সেবক হইয়া বেটা নিদ্রা কেন গেল
অন্ন জল নিদ্রা তেজিল বার মাস।
বেশ্যার ভবনে রাজা সাধিল সন্ন্যাস ॥
নিজনাম ব্রহ্মজ্ঞান শুনাইব কানে।
অমর হইবে রাজা সেই ব্রহ্মজ্ঞানে ॥
এতেক ভাবিয়া নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল।
সপ্ত দিনের পথ সিদ্ধা তিন দণ্ডে গেল ॥
রাজার নিকটে যাইয়া সিংহনাদ পূরিল।
সিংনাদ শুনিয়া রাজার ধ্যান ভঙ্গ হৈল ॥
চেতন পাইয়া রাজা দেখে গুরুধাম।
বন্ধনে থাকিয়া গুরুক করিল প্রণাম ॥

নাথ বলে জিউ বাছা আমি দিলাম বর।
আর মরণ না হইবে চারি যুগ ভিতর ॥
নিজনাম দিব বাছা নাহিক অপেক্ষা।
সেবক হইয়া এখন জ্ঞান কর শিক্ষা ॥
এতেক বলিতে বেশ্যা আইল বিদ্যমান।
সুলোচনী এল যত বেশ্যার প্রধান ॥
সুলোচনী বেশ্যা বলে শুন জলন্ধর।
বৃথা বান্ধা লয়াছিলাম তোমার নফর ॥
কর্ম্ম নাহি করে চিড়া খায় আড়ি আড়ি।
তে কারণে নফরের পায়ে দিলাম বেড়ী ॥
নফরের কার্য্য নাই দেহ মোর কড়ি।
তবে তো তোমার নফর আমি দিব ছাড়ি ॥
হাড়িফা বলেন বেশ্যা সব আমি জানি।
কর্ম্ম নাহি করে নফর নিত্য বহে পানি ॥
এতেক বলিয়া সিদ্ধা শূন্যরাজকে ডাকিল।
অন্তরীক্ষে ছিল শূন্য সাক্ষাতে আইল ॥
হাড়ি বলে শূন্যরাজ শুন দিয়া মন।
বেশ্যার তরে কড়ি দেহ না এখন ॥
কড়ি আনিয়া শূন্য দিল গোপীর তরে।
গোপীনাথ লয়ে কড়ি ঝুলির মধ্যে ভরে ॥
রাজার ঝুলির মধ্যে কড়ি দিল ছাড়ি।
ঝুলি হইতে কড়ি পড়ে একুশ বুড়ি ॥
হুহুশব্দ করি সিদ্ধা ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দেখিতে দেখিতে কড়ি হইল সোনার ॥
সোনার কড়ি দেখি বেশ্যার মন কলপিল[1]।
কোছাত করিয়া কড়ি তুরিত তুলিল ॥

---

১ 'কলিপল।'

কড়ি পাইয়া বেশ্যার আনন্দিত মন।
শীঘ্র কাটিয়া দিল হাতের বন্ধন ॥
সোনার কড়িতে বেশ্যার বাড়িল উল্লাস।
সুকুর মামুদে কহে রাজার খালাস ॥

খালাস পাইয়া রাজা করে কোন কাম।
গলে বসন দিয়া কৈল গুরুকে প্রণাম ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া সিদ্ধা সঙ্গে করি নিল।
অনাত্ম সাগরকূলে [1] যায়া উত্তরিল ॥
অগাধ সাগরজলে করাইল স্নান।
অন্ধ ছিলেন রাজা পাইল চক্ষুদান ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে যে ছিল যেখানে।
দেখিতে পাইল রাজা আপন নয়নে ॥
পূর্ব্ব আসনে পুন বসায়ে ছামনে।
নিরাঞ্জনের নিজনাম শুনাইল কানে ॥
যোগান্ত বেদান্ত যত কৈল গুরুধাম।
ভেদ দিল বত্রিশ অক্ষর আর ষোল নাম ॥
নিজনাম ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বনামের সার।
যে নামে হইল চারি যুগের বিচার ॥
এক নাম অনন্ত নাম নাম অন্ত হয়।
সেই অজপানাম গুরুদেব কয় ॥
এক অক্ষরে তিন নাম নাহিক দোসর।
শুনাইল সেই নাম গুরু জলন্ধর ॥
মেরুদণ্ড স্থির করিয়া করিল আসন।
যোগ আসন সাধে হইল মহাজন ॥

---

১ 'কোলে।'

যোগভেদ দিল গুরু শরীরে বিচার।
স্তুতিমনা ভেদ দিয়া কয়া কর্ণসার ॥
শব্দচক্রেতে দিল শব্দ উয়ার।
চৌদ্দভুবন ভেদ দিল খিড়কীর দ্বার ॥
চারি কুণ্ডভেদ দিল শরীরের বন্ধ।
তিলাস্ত আড়াভেদ ভাঙ্গে মনের ধন্ধ ॥
আগু অনাগু বন্ধ দশনে দিল পাতি।
গগনে মন্দিরে যুবকের গাবুরাণী ॥
ভূমর শোভাভেদ দিল স্ত্রীবশর হাট।
পূর্ব্ব পশ্চিমে ভেদ দিয়া লাগাইল কপাট ॥
দক্ষিণভেদ দিল হেমন্ত বসন্ত।
বার কলাভেদ দিয়া ভাঙ্গে মনের ধন্ধ ॥
ষোলকলা ভেদ দিল কায়া সরোবর।
তিন্তিয়া আড়াভেদ দিয়া মন কৈল একস্তর ॥
আগু অনাগু ভেদ দিয়া তৃতীয় কৈল খানা।
একে একে ভেদ দিল সঙ্গে পঞ্চ জনা ॥
পিতার ঔরস বিন্দু জননীর সঙ্গ।
ভেদ দিল সব তত্ত্ব পৃথিবীর বন্ধ ॥
উজান বাহিয়া রাজা কামারিয়া শোনে।
ভঙ্গ দিল জরা মৃত্যু দুষ্ট কালযমে ॥
নিজনাম সাধিল রাজা গুরুর সাক্ষাতে।
আরোগ্য হইল রাজা মরণের হাতে ॥
নিকট আছিল যত মরণের ভয়।
মৃত্যুপথ দূরে গেল হইল অক্ষয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভেদ দিল করতার।
সুকুর মামুদে গায় যুগের বিচার ॥
এইরূপে যোগ সাধি হৈল তত্ত্বসার।
শরীরের ভেদ গুরুক লাগিল পুছিবার।

ত্রিপদী।

বুঝ গুরু তত্ত্বসার, সদা ধ্যান করিবার,
নিজ আত্মা চিনিতে না পারি।
বিরলে বুঝাও শুনি, জন্মে কোন ঘরে মুনি,
কোন নামে সঞ্চরিল শিব।
কোন মুখে দশ মাস, কোন মুখে উপবাস,
কেমনে উৎপত্তি হইল জীব॥
নিদ্রার উৎপত্তি কোথা, কোন খানে মন চিন্তা,
কেমনে উৎপত্তি হইল বাই।
অঙ্গুলির কুল কেবা, কহ গুরু ব্রহ্মদেবা,
শূন্যের স্থিতি কোন ঠাই॥
কোন মুখে পাহি ডাল, পরিচয় দেহ ভাল,
আহার উৎপত্তি কোন স্থানে।
কোথা বিন্দু কোথা মন, কোথা বৈসে পবন,
কোথা থাকে আইন গাইন॥
শিব শক্তি বলি কাকে কোন খানে ক্ষমা থাকে
কাকে বলি ত্রিবেণীর [১] ঘাট।
নাচার ফকীরে বলে, গুরুর চরণ তলে,
বসুমতী আদ্য জননী।
উৎপত্তিতে প্রলয় যখন যেমন হয়,
হেন তত্ত্ব গুরুর কথা শুনি॥
দুই চক্ষু সরোবর, অভয় পরে নিরন্তর,
তার কাছে স্ত্রীবশর হাট।
মাঝ দ্বারে বন্দি কুটা অকুলের কোন ছটা,
কর্ণ ভেদিয়া কৈল ঘাট॥

---

১ 'ত্রিপনীর'।

রসে নিদ্রা আইসে, পাতাল ভেদিয়া বৈসে,
সাগর করিয়া ঘোর বন্ধ।
বুকপর অগ্নি জ্বলে হেন তত্ত্ব গুরু বলে,
মন পবন তাহার ভেদ।
সিসেতে (?) পর্ব্বত ঢাকে, রবি শশী বলি তাকে,
পাতাল ভেদিয়া তার ছেদ ॥
* * হইল মেলা, তথায় জীবের খেলা,
তাথে উপজে বাইর পাক।
জন্মিয়াছে থাকে থাকে হেন কথা গুরুর মুখে,
জন্মাইল করে থাক থাক ॥
গরীব ফকীরে কয়, ভজিয়া গুরুর পায়,
বাই মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
গুরুকে করিয়া সার, বিচারিয়া ভাণ্ডার,
একে একে করিয়া উদ্দেশ[১] ॥

শিষ্যের ছওয়াল।

ত্রিপদী।

গুরু কোথা থাকে নিরাঞ্জন, কোন স্থানেতে আসন,
কোন দেব বৈসে কোন আকারে।
নাহি চিনি আপনে, কোথা বৈসে কোন জনে,
ভিন্ন ভিন্ন বোঝাবে আমারে ॥
কোথা বৈসেন শ্রীহরি, কোথা আছে ব্রহ্মপুরী,
ব্রহ্মলোক সব বৈসে কাত।
কোথা বসে মুনিগণ, কোথা বসে নারায়ণ,
কোন স্থানে বৈসে জগন্নাথ ॥
কোন স্থানে দেবের স্থিতি, কোথা বৈসে গণপতি,
কোথাতে বসেন পুরন্দর।

---

১ 'উদ্দিশ'।

কোথা বৈসে বসুমতী, কোথা বৈসে সরস্বতী,
কোথা আছে মনুরায়ের ঘর ॥
কোথাতে চন্দন বন, কোথা বৈসে পবন,
দিবানিশি কোথা রয় তারা।
চন্দ্র সূর্য্য দুইজন, কোন মুখেতে আসন,
কোথা বসে দুই তারা ॥
সপ্ত দিন পনর তিথি, কোথা কার বসতি,
কহ গুরু [সে] যোগের ধার।
সুকুর মামুদে কয়, কহ গুরু মহাশয়,
বুঝাইয়া কহ জলন্ধর ॥

গুরুর উত্তর।

ত্রিপদী।

দেহের মধ্যে নিরাঞ্জন, ভুলে ফিরে অকারণ,
সকল দেবতা বসে শরীর ভিতরে।
উত্তম আত্মা মহাদে, চিনিতে না পারে কে,
ভিন্ন দেব পূজেত বর্ব্বরে ॥
দ্বিতীয়তে বসে হরি, উপরেতে ব্রহ্মপুরী,
ব্রহ্মালোক সব বৈসে তাথ।
উদয়পুরে মুনিগণ, তাথে বৈসে নারায়ণ,
শূন্যস্থানে বৈসে জগন্নাথ ॥
মানসিক দেবের স্থিতি, কন্ধে বৈসে গণপতি,
তার পর বৈসে জলন্ধর।
কটিতটে বসুমতী, জিহ্বায় বৈসে সরস্বতী,
তোমার গোফা মনুরায়ের ঘর ॥
কস্তুরী চন্দন বন, মলয়া গিরি পবন,
দিবা রাত্রি বহে দুই ধারা।

চন্দ্র সূর্য্য দুইজন, যোগমুখে আসন,
গগন মন্দিরে রহে তারা ॥
সাত দিন পনের তিথি, ললাটে পূর্ণিমার স্থিতি,
বাম পদ নখের উপরে।
সুকুর মামুদ কয়, তিথি কর পরিচয়,
বুঝ তিথি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
এ ছাড়া পাথর পূজে, হত মূর্খ নাহি বুঝে,
ধন নখ না করে বিচার।
খাইতে বলিতে জানে, পূজে তাকে মনে মনে,
অনায়াসে ভবে হবে পার ॥

যোগীর পুথি সমাপ্ত।

প্রকাশকের পরিচয়।

কেতাব হইল শেষ খোদার মদতে।
তিনি অগতির গতি বিপদে আপদে ॥
তাঁহার করুণা শুধু ভরসা আমার।
তিনি নিত্য নিরাময় সকলের সার ॥
দীননাথ দয়াময় পতিত পাবন।
সর্ব্ব জীবে দয়া তাঁর সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
হে খোদা অন্তর মম কর পাক ছাফ।
জীবনের যত গুনা করে দাও মাফ ॥
তোমার হবিব নবি রছুল করিম ॥
ছাবেক তাঁহার দিনে রাখিও রহিম ॥
বন্ধুগণ অভাজন করে নিবেদন।
করিবেন খাতা মাফ দোওা বিতরণ ॥
আদ্যক্ষরে নাম সহ নীচে সমুদয়।
পাইবেন পদ্যে মম মূল পরিচয় ॥

গুনার সাগরকূলে রহেছি বসিয়া।
লাগিছে পাপের ঢেউ সতত আসিয়া॥
মহাম্মদ নাম পরে ভরসা আমার।
রছুল করিলে দয়া তবে তো নিস্তার॥
ছুটিল না মোহ ঘোর জীবনে আমার।
লক্ষ্যহীন পথে [আমি] ভ্রমি অনিবার॥
খোয়াইনু সব পুঁজি কি হবে আখেরে।
না হল নেকির কাজ তুনিয়ার ফেরে॥
কারু কেহ কেয়ামতে না হবে গমখার।
রহিবে আমাল নিজ কাছে আপনার॥
ফুরাইল পুঁজি পাটা হাটা খাটা সার।
জীবনের পানে নাহি চাহি একবার॥
এই তক জানি আমি মূল বিবরণ।
এ ঘোর জগতে আমি হীন অকিঞ্চন॥
খোন্দকার জহিরদ্দিন বাবাজীর নাম।
বংশেতে রইস বটে গরীবানা ঠাম॥
এক ভ্রাতা নাম তার রইসউদ্দিন।
বাহাল ইমানে রাখে এলাহি আলমিন॥
চারিটী ভগিনী মম আছে সহোদরা।
নেকই খাছলত নেক সবাই তাহারা॥
খোদার দরগায় করি এই মোনাজাত।
জেন্দেগী সবার হয় ইমানের সাথ॥
দিয়াছেন দাতা মোরে তুইটী তুহিতা।
দোওয়া করিবেন খোদা নেকি করে আতা॥
মুনসিপাড়া গ্রাম মাঝে বসতি আমার।
সে গ্রাম অধীন হয় জেলা নদীয়ার॥
মসহুর জুনিয়াদহে আছে ডাক ঘর।
মেলায় দোকান মম আছে বরাবর॥

চন্দ্র সূর্য্য দুইজন, যোগমুখে আসন,
গগন মন্দিরে রহে তারা ॥
সাত দিন পনের তিথি, ললাটে পূর্ণিমার স্থিতি,
বাম পদ নখের উপরে ।
সুকুর মামুদ কয়, তিথি কর পরিচয়,
বুঝ তিথি প্রতি ঘরে নরে ॥
এ ছাড়া পাথর পূজে, তত্ত মূর্খ নাহি বুঝে,
ধন নষ্ট না করে বিচার ।
খাইতে বলিতে জানে, পূজে তাকে মনে মনে,
অনায়াসে ভবে তরে পার ॥

যোগীর পুথি সমাপ্ত ।

টীকা টিপ্পনী

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

টীকাকারের নিবেদন

নানা অসুবিধার মধ্যে টীকাটি লিখিতে হইয়াছে। বিশেষ প্রযত্ন সত্ত্বেও অনেক বিষয় লক্ষ্য এড়াইয়াছে; উদাহরণাদি অতি অল্পই উদ্ধার করিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং টীকা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত না হইয়া পারে না। সেই জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মন্ এবং শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাস শব্দার্থ নিরূপণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পাঁচালী অংশের টীকা দেখিয়া আবশ্যক সংশোধন ও সংযোজনাদি করিয়া দিয়াছেন। অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' (অপ্রকাশিত) ব্যবহার করিতে সানন্দে অনুমতি দেন। এই সম্পর্কে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কম আনুকূল্য করেন নাই। ইঁহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এতদ্ব্যতীত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সাহায্য লইয়াছি। সেই সেই গ্রন্থকর্ত্তা, সম্পাদক এবং প্রবন্ধকারগণের নিকট আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকগণ কৃতজ্ঞ রহিলেন। পরম ভক্তিভাজন স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক-সম্পাদনে সুযোগ দিয়া সম্পাদকদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীবসন্ত রায়।

টীকা-টিপ্পনী

গোপীচন্দ্রের গান

জন্ম খণ্ড

রাজা—প্রাকৃত ও সংস্কৃত।

ছিল—√আছ (প্রাকৃত অ চ্ছ, সংস্কৃত অ স্)-ল' বা ই ল (ক্ত)>আ ছি ল এবং 'আ' লোপে ছি ল। কেহ কেহ এই ল'-মূলে প্রাকৃত আ ল, ই ল্ল প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন।

বড়—প্রাকৃত রূপ।

ময়নাক—বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষে দ্বিতীয়ার চিহ্ন কে' স্থানে ক' প্রচলিত।

বিবা—বিবাহ। প্রাচীন বাঙ্গালায় বি ভা।

করিল—মাগধী ক লি দে (কৃতঃ)।

তার—প্রাকৃত ত (তদ) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে তা ণং, তা ণ; এই তাণ হইতে তাঁর। পরে অনুনাসিকের চিহ্নটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজও স্থানে স্থানে তা ন, তা না র শব্দ প্রচলিত। বাঙ্গালা ও অসমীয়া প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহার অর্থে তা ন, তা হা ন শব্দের প্রয়োগ আছে। ষষ্ঠীর চিহ্ন ণ'র এই রকারে পরিণতি প্রায়শঃ সর্ব্বনাম শব্দে দেখা যায়।

নও বুড়ি ভারজা—মাণিকচন্দ্র রাজার ১৮০ রাণীর উপর ময়নামতীকে মহিষী করিলেন; তাহাতেও সাধ মিটিল না। অবশ্য রাজারাজড়ার কথা। নও—নয় সংখ্যা। প্রাকৃত ন অ, সংস্কৃত ন ব; হিন্দী নৌ।

বুড়ি—সংস্কৃত বো ড়ী।

করি—শৌরসেনী ভাষায় ক রি অ; প্রাকৃত পৈঙ্গলে ক রি (১৯৭, ১৯৯)। অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই' বা ই অ প্রত্যয় প্রাকৃতের অনুরূপ।

রাজার—ষষ্ঠীর উত্তর এই র' প্রত্যয় অপভ্রংশ ভাষার অনুকৃতি। মতান্তরে উহা প্রাকৃত স্ স (স্য) বিভক্তি চিহ্নের রূপান্তর মাত্র।

না পুরিল—আধুনিক বাঙ্গালায় ক্রিয়ার পরে নেতিবাচক (negative) এর ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা, প্রাকৃত, সংস্কৃত এবং হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি ভাষায় হয় না; ইংরাজিতেও না। প্রাকৃতে 'ণ', 'ণা'। চর্য্যাপদে 'ণ', 'ণা', 'ন', 'না' এই চারিটি রূপই পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণে 'ন', 'না'।

গেল—মাগধী গ দে, গ দ এ (গতঃ)।

হাবিলাস—অভিলাস; গোরক্ষ-বিজয়ে 'পাইতে সোন্দরি মোর মনে হা বি লা স॥' (পৃ° ২০), 'অমর হইতে স্বামী তান হা বি লা স।' (পৃ° ৩৪)।

আজি আজি কালি কালি—দেখিতে দেখিতে। আজি—প্রা° অ জ্জ। কালি—প্রা° ক ল্ল; ওড়িয়া ও অসমীয়া কা লি, মৈথিলী ক ল্ হি।

বার—প্রা° বা র হ।

বছর—প্রা° ব চ্ছ র।

হৈল—মাগধী হ বি দে (ভূতঃ)।

ডাহিনী—ডাকিনী। তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান। বামাচারে যাহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বী র বলে। ইঁহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান হন, তাঁহাদিগকে বী রে শ্ব র বলে এবং বীরেশ্বরদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাঁহাদের দেশী নাম ডা ক। যে সকল স্ত্রীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ডা কি নী। ডাকিনী, ডাকের স্ত্রী নহে। ইঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা বেশীর ভাগ বৌদ্ধগণের লিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায়। ডা ই ন, ডা ই নী প্রভৃতি শব্দ ডাকিনীরই রূপভেদ। [শাস্ত্রী মহাশয়]

দেখিবার—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর মতে দেখিবা শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে ক' বিভক্তি যোগে দে খি বা ক হয় এবং এই ক' হইতে র' আসিতে পারে। শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু বলেন, উহা তব্য প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন।

ব্যাগল—পৃথক, ভিন্ন। পশ্চিম-রাঢ়ে বে ল গ, হিন্দী ও মরাঠী বি ল অসমীয়া বে লে গ।

দিল—শৌরসেনী ভাষায় দা স্থানে দে আদেশ হয়; তাহার উত্তর ই ল প্রত্যয়।

সেই—অপভ্রংশ প্রাকৃত সো ই (স এব, তৎ) মাগধী শে হি।

ঘর—প্রাকৃত রূপ।

সতি—সৎ, pious গোরক্ষ-বিজয়ে 'সতি স তী গোর্খনাথ জ্ঞানে কৈল ভর।' (পৃ ৩৫)।

খানা—সংখ্যা নির্দ্দেশে সংস্কৃত খ ণ্ড।

খাজনা—আরবী খা জা না।

ঘ্যাড়—মাগধী দি ব ড্ ঢে।

কড়ি—প্রাকৃত ক ব ড্ ড (কপর্দ), ক ব ড ড্ডি অ; মারাঠী ক ব ডী।

বেটি—প্রা বি ট্টী (পুত্রী)।

বিআও—বিবাহ। প্রা বি আ হ।

পঞ্চাস—প্রা পং চা সা।

করে—প্রা ক র এ (হেম ৮।৩।১৪৫)।

বুড়া—প্রা বু ড্ ঢ অ; স্ত্রীলিঙ্গে বু ড্ ঢী, বু ড্ ঢি আ (বৃদ্ধিকা)।

রাজ্য করি খায়—(স্বচ্ছন্দে) রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। খায়—প্রা খা ই, খা এ (খাদতি)।

পাট—সিংহাসন। প্রা প ট্ট।

উপর—বেদ-সংহিতায় উ প র অর্থে নিম্ন বুঝাইত।

চরখা—আবশ্যক হইলে সেকালে রাজরাণীও চরখায় সূতা কাটিতেন। বেদে বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর উল্লেখ আছে (ঋক্, ৯ম, ৩ ও ৩৮ সূ)। আসাম অঞ্চলে একালেও ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকেরা এণ্ডী সূতা পাকাইয়া ও মুগার আঁশ বাহির করিয়া প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্রাদি বোনা গৌরব মনে করেন। স চ ক্র, ফা চ র্ খ শব্দ তুল।

ভাত—প্রা ভ ত্ত (ভক্ত)।

বন্দর—ফারশী।

ভিতর—প্রা ভী ত র, ভা ত র, ভি ত্ত রি, অর্দ্ধ মাগধী অ ব্ভি ত র; পশ্চিম-রাঢ়ে ভি ত র, ভি ত রি, মরাঠী ভী ত রী।

মাসড়া—মাসিক কর। আ মুশাহরা শব্দ তুল।

পৃষ্ঠা ২

জে—ব্যক্তি নির্দ্দেশে। প্রা জো, জে; হিন্দী, মরাঠীতে জো।

রাইয়ৎ—প্রজা। আরবী র ঈ য় ৎ।

দুস্কু—দুঃখ শব্দের গ্রাম্য রূপ; উপহাসাদিতেও উহার ব্যবহার আছে।

নাহি—প্রা না হিং (নহি); ম ও হি না হীঁ, ও না হিঁ।

পায়—প্রা পা র ই (প্রাপ্নোতি); হিন্দী পাবৈ।

কারও—প্রা কিং (কিম্) শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে কা ণং, কা ণ; এই কাণ হইতে কাঁর, কার এবং অবধারণে ও'।

মারুলি—গ্রাম্য পথ, আলি পথ। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'মাড়াল'।

দিয়া—তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন, (ইহার সহিত √দা'র কোন সম্বন্ধ নাই); মাগধী প্রাকৃত দে', রঙ্গপুরের প্রাদেশিক দি', ওড়িয়া দে ই।

কেহ—কে ও > কে হো > কেহ।

জায়—প্রা° জা ই (যাতি)।

কারও পুস্কনির জল ইত্যাদি—পুষ্করিণী বাহুল্য। গোরক্ষ-বিজয়ে 'কার পখরির পানি কেহ নহি খাএ।' (পৃ° ৫৪)। শুনিয়াছি, কুচবিহার অঞ্চলে কেহ কেহ এখনও অপরের পুকুর ব্যবহার করে না।

আথাইলের ধন কড়ি ইত্যাদি—মর্ম্মার্থ, অনায়াসলব্ধ টাকা কড়ি যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখা হইত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'অ থা ই লা পা তা ই লা চৌকা নেও বল আরোপিয়া।' (পৃ°৫৪); আ থা লি-পা থা লি, আ তা ল-পা তা ল (at random, without any system) শব্দ তুল°। গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে 'হীরা মন মাণিক্য লোক তলিতে সুখাইত।' আমরা বাল্যকালে জকের (যক্ষের) তালায়ে করিয়া টাকা শুখাইতে দিবার কথা শুনিয়াছি।

সোনা—প্রা° সো ণ্ণ, সো ণ্ণ অ।

ছাওআলে—রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তেও সন্তান অর্থে ছাওআল শব্দ প্রচলিত। প্রা° ছা ব-(ল); অস° ছা ব ল। এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। মাগধী ভাষায় (পুং-নপুংসক উভয় লিঙ্গেই) অকারান্ত শব্দের উত্তর সু' প্রত্যয়ের স্থানে ইকার বা একার হয়, এবং পক্ষে সু প্রত্যয়ের লোপ হয়; 'অত ইদেতৌ লুক্‌চ' (প্রা° প্র° ১১।১০)। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় ক্রমে বচননির্ব্বিশেষে এই এ' প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

খ্যালায়—প্রা° খে ল্ল ই (ক্রীড়তি)।

হ্যান—অপ° প্রা° হি ণ্ণি, হে ণ্ণ (এবং, অনেন); বৈদিক এ না (ঈদৃশ)।

ভুক্‌খি—প্রা° ভু ক্‌ খ-ই (ঈ) অস্ত্যর্থে।

কাঙ্গাল—মাগধী ক ঙ্কা লে (কঙ্কালঃ); প্রাচ্য হি° কং গা ল।

নাই—কামতা-বিহারী ভাষায় ও অসমীয়াতে ন হো ই > না হ এ > না হে > না হি > না ই; verb with negative। প্রা° ন থি (নাস্তি)।

ধরিয়া পালায়—idiom। ধরিয়া—প্রা° ধ রি অ (ধৃত্বা)। পালায়—প্রা° প লা অ ই, প লা ই (পলায়তে)।

পাত বেচা—যে পাত বেচে সে পাত-বেচা। পাত—প্রা° প ত্ত।

হইয়া, হৈয়া—√হ (প্রা° হো)-ই আ প্রত্যয়।

পুরুস—প্রাকৃত রূপ।

কিনিবার—√কি ন (প্রা° কি ণ) ভবিষৎ-কাল ভাববাচ্যে আ > কিনিবা; এবং এই কিনিবা শব্দে নিমিত্তার্থে র' বিভক্তি।

চায়—স° ইচ্ছা শব্দ হইতে; প্রা° ই চ্ছা অ ই। [?]

খড়ি—জ্বালানী কাঠ। দেশী প্রা° খ ড় হইতে; ডাকের বচনে 'রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রান্ধে। খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে॥' তামিল খ ট্টা ই শব্দ তুল°।

বুদ্ধি করি—বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়া; idiom।

দালান—ফা°।

সেল্কা—সেকালের। উত্তর-বঙ্গের প্রাদেশিক।

রাইয়তের—ষষ্ঠীর চিহ্ন এর প্রাকৃত সম্বন্ধ-বাচক কে র ক শব্দের বিকার।

সরঙ্গা—শর সদৃশ। পশ্চিম-রাঢ়ে স রু ঙ্গা।

ব্যাড়া—বেড়া, hedge। প্রা বে ঢ়ো (বেষ্টঃ)।

ব্রেতন—বেতনের গ্রাম্যরূপ।

দুআরত—প্রা দু আ র, দ য়া ব (দ্বার); সপ্তমীর চিহ্ন ত' সর্ব্বাদি শব্দের উত্তর প্রযুক্ত প্রাকৃত ত্ত,' থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর।

ঘোড়া—দেশী প্রা ঘোড়, ঘো ড় অ হইতে স ঘো ট ক ; (তেলিগু গু ব রা)।

ঘিনে—ঘৃণায়; ঘিন্ ঘিন্ শব্দ তুল।

বান্দি—ইংরাজি slave অর্থে যাহা বুঝায় এদেশে দাস বা বান্দা তাহা ছিল না, দাসেরা পরিবার মধ্যে গণ্য হইত এবং তাহাদের প্রতি সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করা হইত। স্ত্রীলিঙ্গে বা ন্দী, ফা বা ন্দা হ হইতে।

পিন্দে—স √পি-ন হ (cause to put on) হইতে ?

পাটের পাছড়া—রেশমের বস্ত্রভেদ; কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে 'রাজা গৌড়েশ্বর দিল পা টে র পা ছ ড়া॥', শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'পা টে র পা ছ ড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে বায়।'; স প্র চ্ছ দ হইতে পাছড়া আসিতে পারে।

হাল খানাএ খাজনা ইত্যাদি—১০-১১ পঙ্‌ক্তি মুকুল বা মেহারকুলবাসীর সুখ-সমৃদ্ধির কথা বর্ণিত। ভূমিকর নাম মাত্র ছিল। দেশে চোর ডাকাইতের ভয় আদৌ ছিল না।

পাঁঠা—ওড়িয়া রূপ পা ঠা; ছাগ অর্থে মেচ ও কোচ ভাষায় ন্টা মাসে, গোইশা পা ঠা, স্ত্রীলিঙ্গে বা ন্টি মাসে, গোইশা পা ঠি

গোঠে—গোটা, গুটি প্রভৃতি শব্দের তেলিগু রূপ ও ক টি।

বদলী—আ ব দ লা হ।

পাল খায়—বোধ হয় 'পাণ খায়', অর্থ—রেচাই দেওয়া হয়।

সুকৃথ সএ—সুখ সহা আবার কেমন? সুখ উপভোগ করা এবং দুঃখ সহ্য করাই রীতিসিদ্ধ।

কুমড়া—মাগধী ক ম ঢ় এ (কমঠকঃ), প্রা কু ম্ভ ণ্ড।

গুলা—বহুবচনার্থক গুলা, গুলি প্রভৃতি শব্দের প্রা তথা তামিল রূপ গ ল, স কু ল। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় গি লা ক, অস বি লা ক।

-ওরূপ, such।

সক্রয়া—কৃষ্ণকীর্ত্তনে স রু অ (সূক্ষ্ম)।

একতন যেকতন—এমন যেমন, যেমন তেমন অর্থাৎ কোন প্রকারে।

পৃষ্ঠা ৩

দক্‌খিন—প্রা দ ক্‌ খি ণ।

হৈতে—পঞ্চমীর চিহ্ন (ইহার সহিত √হু' র কোন সম্বন্ধ নাই); প্রাচীন বাঙ্গালায় হ ন্তে, হৈ তেঁ, হ তেঁ প্রভৃতি। প্রাকৃতরূপ হিং ত।

বাঙ্গাল—মুসলমান অর্থে প্রযুক্ত।

দরবার—ফা।

দাড়ি—প্রা দা ঢ়ি আ (দংষ্ট্রিকা)।

মুলুকত্ কৈল্ল কড়ি—মর্ম্মার্থ, পড়া-পতিত ভূমি হইতেও কর সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। গ্রীয়ারসন সাহেব তর্জ্জমা করিয়াছেন, made money from the country। কড়ি পাওয়া যাইবে, করের ভার ও দ্বিগুণ করা হইল। মুলুক—দেশ, রাজ্য। আ মু ল ক্।

দেওআনগিরি—ফা দী ৱা ন, মন্ত্রিসভা এবং গ র-ই (ঈ)।

চাকরি—প রি চা র ক হইতে।

পোন্দর—প্রা প দ্ম র হ; প্রাচ্য হি প ন্দ র হ।

নিল—মাগধী ল দ্বি দে (লব্ধঃ)।

রাম লক্‌খন দুটা গোলা—প্রাচীন বাঙ্গালাতে দুই মুঠ শাঁখার ও রা ম-ল ক্ষ ণ নাম পাওয়া যায়। লক্‌খন—প্রা ল ক্‌ খ ণ।

দুটা—প্রা° দু (দ্বে) এবং টা (তেলেগু টি)। গোলা—স° গোল হইতে।

দুআরে—৭মীতে এ' প্রাকৃতের অনুকরণ।

ছান্দিল—√ছান্দ্ (স° ছন্দ্ বন্ধনে)-ল।

মারি—প্রা° মারিঅ (মারয়িত্বা)।

ছাচিল—সঞ্চয় করিল, সাধিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় শাঁচে, সাঁচি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

খানে খানে—এক এক করিয়া বা প্রত্যেক খানি।

তালুক—ভূ-সম্পত্তি। আ° তাআলুক।

ছন—উচ্ছিন্ন।

সাদিতে নাগিল—সংগ্রহ করিতে লাগিল।

সুখিত—সম্পন্ন।

দুক্‌খিতা—দরিদ্র। গ্রাম্য প্রয়োগ: দয়া-যুক্তা, বিষ্ণুভক্তা প্রভৃতি পদ তুল°।

চাসালোক—প্রাকৃত চাস শব্দে হলফাটিত ভূমিরেখা।

গরু—প্রা° গোণো (গৌঃ)।

সাউত—সাধু, বণিক; সাধু মহাজন এক পর্যায়ের শব্দ।

সদাগর—বণিক। ফা° সওদাগর।

লাউ—অপ° প্রা° ণাব (নৌঃ); হি° নাব।

ফকির—আ° ফকির।

দরবেশ—ভিক্ষু। ফা°।

ঝোলা—তুল° ঝালি; দেশী প্রা° ঝোলিআ।

নাঙ্গল—প্রা°; স° লাঙ্গর।

জোঙ্গাল—টীকাসর্বস্বে 'জমাল্লেতি খ্যাতে যুগঃ'। প্রা° জুঅ- (ল)।

তাপত—পীড়া হেতু।

দুধের ছোআল—কোলের ছেলে, দুগ্ধপোষ্য শিশু, children at the breast; অদ্বৈতাচার্য্যের আত্মকাণ্ডে 'স্তনের ছাওয়াল'। দুধ—প্রা° দুদ্ধ। ছোআল—ছাওআল শব্দেরই রূপভেদ।

হাকিম—শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারী। আ°।

মালগুজার—মালগুজারি, ভূমিকর। ফা°।

ছোট—প্রা° ছুট্ট, ছুট্টঅ।

উঠি—প্রা° উট্ঠি (উত্থায়)।

বলে—প্রা° √বোল্ল কথনে।

ভাই—প্রা° ভাআ, ভায়া (ভ্রাতা)।

ভাটি—সুন্দরবন ও সমুদ্র সমীপবর্ত্তী ভূভাগ এক সময়ে ভাটি বা ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। উহার পূর্ব্বসীমা মেঘনা নদ এবং পশ্চিমে হিজলি-পরগণা। বর্ত্তমানে বাখরগঞ্জ ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশকে ভাটি বলে। ভাটি অর্থে নিম্নভূমি, দক্ষিণ দেশ। বুন্দেল খণ্ড অঞ্চলে প্রচলিত ভাটি যা (অনুর্ব্বর ভূমি) শব্দ তুলনীয়।

রাঁড়ী—প্রা° ও স° রণ্ডা। 'পাঅকহীণা রণ্ডা বেসা বহুণাঅকা হোই'—প্রাকৃত পৈঙ্গল, ১৬৩।

বরাবর—সম্মুখ, সমীপ। ফা°।

সব—প্রা° রূপ।

যেত, যত—প্রা° জেত্তিঅ, জেত্তক; প্রা° পৈ° এত্ত।

বাড়ি—মৌলিক অর্থ বাস্তু সংলগ্ন বেষ্টিত স্থান; বাগান উদ্যান। প্রা° বাডিআ, বাটিআ (বাটিকা) < √বৃৎ।

কেমন—অপ° প্রা° কমণ।

পৃষ্ঠা ৪

ধন কাঙ্গালি—কৃত্তিবাসে 'ধনের কাতর', বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'ধনেতে কাতর'।

বঞ্চিব—বঞ্চনা করার অর্থ to kill time; কাল কাটান, সময়কে ফাঁকি দেওয়া। স° √বঞ্চ।

মহত—মণ্ডল, প্রধান।

নাগি—নিমিত্তার্থক অব্যয়। লাগিয়া এই অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রমশ বিভক্তি বাচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ষষ্ঠ্যন্ত পদের ব্যবহার হয়। বা° √লাগ্; বিশেষ্য লাগ, নাগাল।

হাটিয়া—স° √অট্। শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু বলেন, স° √হিণ্ড্ হইতে।

আমার—প্রাচীন বাঙ্গালায় আ ম্মা র; প্রা অ ম্হা র (অস্মদীয়)।

বোলা—ভোলা। প্রা বি ব্ভ ল, ভি ব্ভ ল হইতে বা বিভোল, বিভোর তথা ভোল, ভোর প্রভৃতি।

ঠাকুর—প্রা ও অর্ব্বাচীন স ঠ ক্কু র।

তোলে ছাড়ে রাও—গলা ছাড়িয়া ডাকিতে লাগিল।

ছাড়ে—প্রাকৃতে √ত্য জ্ স্থানে ছ ড্ড আদেশে হয়; বা ছা ড়্।

রাও—শব্দ। সা রা ব।

বাহির—প্রা; 'বহির্ভূতে বহির'—প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, পৃ ৩৮।

পাও—শৌরসেনী পা ও (পাদঃ); প্রাচ্য হি পা ব।

সিবকে—কে' দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। প্রাকৃত নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত ক এ প্রত্যয় উহার মূলে মনে হয়। Bishop Caldwell এবং শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুর মতে উহা তামিল কু প্রত্যয়ের রূপান্তর মাত্র।

দেখিয়া—অপ প্রা দে ক্ খি আ (দৃষ্ট্বা)।

জীও জীও—গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে 'জিয়া থাক'।

দেউক—প্রাচীন রূপ দে উ (দদাতু); স্বার্থে ক। এক্ষণে এই ককারান্ত অনুজ্ঞা বিধি প্রভৃতি অর্থে প্রথম পুরুষের তিঙ্ চিহ্ন।

বর—আশীর্ব্বাদ।

এত—প্রা এ ত্তি অ (ইয়ৎ, এতাবৎ)।

আরিবল—আয়ুঃ বল।

কি—প্রা কি,' কী' (কিম্)।

চরিচর—আচরণ, conduct।

ছয় মাসের পরমাই ইত্যাদি—রাজার পরমায়ু ছয় মাস, ধরিয়া ফেলিলেন। ছয়—প্রা ছ, ছ অ।

নাগাল—সন্ধান, বিবরণ। স √লগ স্পর্শে।

মোর—প্রা ম হা র।

এক সত্য ইত্যাদি—হরির নাম লইয়া তিন সত্য করিতেছি অর্থাৎ শপথ করিতেছি।

তোমার—প্রাচীন বাঙ্গালা, অসমীয়া প্রভৃতিতে তো ক্ষা র; প্রা তু ম্ হা র (যুষ্মদীয়)।

কওঁ—কহি, কহিতেছি। প্রাচীন বাঙ্গালা ও অসমীয়াতে ক হোঁ; ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে ক রোঁ, জা ওঁ পা ওঁ প্রভৃতি।

হাটত—নিমিত্তার্থে নাগিয়া শব্দের যোগে ষষ্ঠী। প্রা ও অর্ব্বাচীন স হট্ট (সংঘট্ট)।

পাতিল—মৃৎপাত্রভেদ। সম্ভাবিত প্রকৃতরূপ প ত্তি ল্ল অ, স পা ত্রি লী; ম পা তে লী। ফা পা তী লা, প ত লী শব্দ তুল।

কৈতর—ফা ক বু ত র্।

খাঞ্চা—হি খাঁ চী।

ধওলা—প্রা ও স ধ ব ল; হি ও পঞ্জাবী ধৌ লা।

রসী—প্রা র স্ সি (রশ্মি), সি র সী।

সাইঙ্গ—ভারি জিনিস ঝুলাইয়া বহিবার বাঁশ কাঠ প্রভৃতি। সাঁওতালী সা ঙ্গা।

নিরা—পবিত্র। হি।

পারনী গঙ্গা—ব্রহ্মপুত্র নদ, কেহ কেহ তিস্তা নদী মনে করেন।

থান—প্রা থাণ (স্থান)।

কিনার—ফা কি না রা।

ধওলা পাটা দেন—বালিতে গর্ত্ত করিয়া ছাগবলি দেন ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা ৫

কত—প্রা কে ত্তি অ, ক ত্তো (কিয়ৎ)।

উছরগিয়া—উৎসর্গ করিয়া।

অফিন্না বিন্নার থোপ—আফুলা বেণার গোছা। বিন্না—টীকাসর্ব্বস্বে বি র ণ (বিরণ)। থোপ প্রা থ ব অ (স্তবক)।

উপারিয়া—প্রা উ প্পা ড়ি য়।

নাংটি—নেংটি, কৌপীন। মাগধী লি ং গ ব ট্ট (লিঙ্গপট্ট); প্রাচ্য হি লং গো ট।

চিপিয়া—স √চ প্ চাপনে।

আফিন্না বিন্নার থোপ ...... অঞ্চল পাতিয়া গ্রীয়ারসন অর্থ করিয়াছেন,—They rooted up unblown *binna* grass and brought it. And then wringing out his *langati* he (Siva) gave vent to the curse; and that curse they (the raiyats) took up in the corner of their garments.

কালো ধবল পাঠা ইত্যাদি—ডা' গ্রীয়ারসনের সংগ্রহে 'ধওলা পাঁঠা দেন বলি ছেদ করিয়া'।

ঘাটত ধরেয়া—ঘাটে রাখিয়া।

উখরিয়া—উৎপাটিত করিয়া, উন্মূলিত করিয়া; প্রা' উক্‌খোড়িঅ (সং উৎ-√খোট্ ক্ষেপণে)।

লাংটি—নাংটি শব্দেরই রূপভেদ।

এয়ার—ইহার শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্ম নিরঞ্জন—ভগবান্ বুদ্ধ। সোনা রায়ের গান প্রভৃতিতে ধর্ম্ম সেবার কথা আছে।

আঠার—প্রা' অট্ঠারহ; প্রাচা হি' অঠারহ, গু' অঢার।

ফেলাইল—প্রাচীন বাঙ্গালায় পেল্লাইল; প্রা' √পেল্ল ক্ষেপণে।

টুটিয়া—√টুট্ ভঙ্গে (সং ত্রুট্)।

পৃষ্ঠা ৮

রভিশাপ—অভিশাপ। উত্তর-বঙ্গের প্রাদেশিক।

ফের—প্রা' পুণো (সং পুনর); প্রাচা হি' ফিন্।

এজরি কাড়াল—একাজ্বরি হইল, অবিরাম জ্বরের উদয় হইল। **কাড়াল**—বা' √কাচ্ কর্ষণে।

বিধাতা—যম অর্থে প্রযুক্ত।

তলপ চিঠি—পরোয়ানা। আ' তলব, এবং হি' চিট্ঠী।

গোদা—(বুড়া বা সর্দ্দার), যম-দূত। গোদ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে আ'। যমের পায়েও গোদ।

নিগা—লও গিয়া।

জিউ—জীবন, জীবাত্মা। প্রা' অপ' জীউ।

আনেক—আন, লইয়া আইস।

সমুদ্র শুকাইল—ধাতু ক্ষীণ হইল।

পিছা—প্রা' পচ্ছা (পশ্চাৎ)।

পালঙ্কে ঢলিল—বিছানা লইল; পালঙ্ক—প্রা' পল্লঙ্ক (পর্য্যঙ্ক), সং পল্যঙ্ক।

রূম—প্রা' রূপ।

সাও—শাপ।

কাহিলা পড়িল—দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আ' কাহিল, (অলস, নিশ্চেষ্ট); সং কাহল (শুষ্ক শব্দ ভুল)।

পানি—পানীয়, জল। Specialization of meaning. এখন অপেয় দুর্গন্ধ জলকেও পানি বলে। প্রা' পাণিঅ। বর্ত্তমানে শব্দটি হি', ম', গু' প্রভৃতি ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গালায় অনাদৃত।

গুরু ছাড়িল—চৈতন্য হারাইল, gave up the ghost i.e. lost the power of sensation।

চিত্রগোবিন্দ—চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের অন্যতম।

দফতর নাগাইল পাইল—খাতাপত্রে বা হিসাবের কাগজে দেখিল। দফতর—নেকড়ায় বাঁধা বহি প্রভৃতি। আ'।

বেয়ামুখ—বিমুখ

সমন—প্রা' সমণ শমন।

যমালয়—ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ৩৫ সূক্তে যমভবনের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটী লোক আছে, দুইটী দ্যুলোক ও ভূলোক সূর্য্যের সমীপস্থ, একটী (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ *। বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে যম ও তাঁহার ভগ্নী যমীর জন্ম হয়। বিবস্বান অর্থ সূর্য্য বা আকাশ এবং সরণ্যু শব্দে প্রভাত বা ঊষা। আচার্য্য Max Muller যমজ ভাই-বোন যম ও যমীকে দিবা ও রাত্রি বলিয়াছেন। পরে যম যেমন করিয়া মৃত্যুর রাজা হন, তাহারও আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্ব্বদিককে জীবনের উৎপত্তিস্থল মনে করিতেন, পশ্চিমদিককে সেইরূপ জীবনের অবসান ভাবিতেন। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইতেন।

* 'তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থা একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট।'

মিঠাভরি পান—সুমিষ্ট পান। মিঠা—প্রা মিট্‌ঠ, মিট্‌ঠঅ। পান—প্রা পণ্ণ পর্ণ। হি. ম প্রভৃতিতে পান।

কাটাইর—কাতুরী। প্রা কট্টারী। কর্তরী।

তুই—প্রা দুএ।

পানের বুকে চুনের ইত্যাদি এক চির পানের উপর খয়ের মিশ্রিত খানিকটা চুনের লেপ দিয়া (অবশ্য সুপারি কুচা, মশলাদি সহ) লিখিতে ভরিল অর্থাৎ পান সাজিল। বুক—স বক্ক। চুন—প্রা চুণ্ণ, চূর্ণ। নেওয়া—লেপ কর্মের নাম। হেট—নিম্ন প্রা (অধস্তাৎ)। খিলি—স প্রতিরূপ কৃতি।

শোল পুটি জ্ঞান—অশেষ যাদু-বিদ্যা। শোল—প্রা সোলহ। পুটি—১৬ কুড়িতে ১ পুটি।

পৃষ্ঠা ১০

শিউরিয়া উঠিল—চমকিয়া উঠিল, ভয় বিস্ময়াদি হেতু রোমাঞ্চিত কলেবর হইল। প্রা শীহর, (শীকর) হইতে; অস শিয়রব, শিহরব।

জমক—ক' বিভক্তি-চিহ্ন।

নিকলিল—নিকলিল বহির্গমনে

যাত্রা করা—দেশান্তরে গমন জন্য শুভক্ষণে হরি স্মরণাদি পূর্বক প্রস্তুত হওয়া।

উত্তরিল—পৌঁছিল। স উৎ-তৃ অবতরণে, হি উতরনা।

তত্ত—তত্ত পাঠ সমীচীন মনে হয়, অর্থ তত্ত্ব।

তত্ত—তত্ত। প্রা।

আমার সরীরের জ্ঞান ঘর জুয়ান হইয়া—আমার নিকট মন্ত্র-তন্ত্র শিখিয়া লও, দেখিবে আমাদের বয়সে কত নদী প্রবাহিত হইয়া শুকাইয়া যাইবে কত বট গাছ জন্মিবে এবং কালে মরিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা উভয়ে পূর্ণ যৌবন লইয়া রাজত্ব করিতে থাকিব অর্থাৎ আমরা দীর্ঘজীবী হইয়া ভোগ সুখে রত থাকিতে পারিব। সরীর—প্রা। বোল—বাক্য প্রা। বসের—বয়সের। কন্দে—কোন দিক দিয়া বড় বৃক্ষ—দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া বট বৃক্ষের উল্লেখ। রাজকি—রাজত্ব। রাজ এবং কা গীত হইতে বোধ হয়। করিম—করিব। প্রাচীন বাঙ্গালাতে করিমু, করিবু, করিবো।

ঘর জুয়ান—'ভর জুয়ান' হইবে। প্রা জুআণো যুবা।

এখনি মোর মাণিকচন্দ্র ইত্যাদি—আমি মাণিকচন্দ্র রাজা আমার এখনই মরণ হউক, সেও ভাল; কিন্তু স্ত্রীলোকের বা পত্নীর জ্ঞান যেন সইতে না হয়। মোর—মোরে আমায়, তুল 'অকারণে রাধা মোর না কর নিবারণ'। জ্ঞান গরবে—জ্ঞান গৰ্ব।

হেলা—প্রা হেল।

ভাড়ুয়া—বেশ্যার পোষা। স ভণ্ড শব্দের বিকারে এবং উয়া প্রত্যয় যোগে বোধ হয়।

করিয়া গেল মেলা—দেখা দিয়া গেল চামলা দিয়া গেল।

মবে—প্রা মরই মিয়তে।

নাক—নাসা। প্রা নক্ক।

বেটা—প্রা বিট্টো পুত্র।

তখন—প্রা তক্খণ।

কার প্রানে চাও—কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছ, কি দেখিতেছ

কুড়ব—প্রা কুমারো কুমারঃ, প্রাচীন হিন্দী কুঅর

পৃষ্ঠা ১১

হেমতালের নাঠি—স হিন্তাল, নাঠি—প্রা লট্‌ঠি (যষ্টি)। চাঁদ সদাগরের কাধেও হেতাল-বাড়ি।

কোবকুল—করপুর শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

জিগায়—জিজ্ঞাসা করে।

তোর—অপ প্রা তোহর, তব, যুষ্মাকম।

আসিলু—আসিলে।

কহ—অপ প্রা কহ কথয়।

রানি—প্রা রণ্ণী, রণ্ণী, রাজ্ঞী। ম. গু, সি রাণী হি, নে রানী।

আছে—অপ প্রা আছে, অচ্ছই, ঋচ্ছতি।

সাত (সাথ)—সঙ্গে। পা সত্থ সংস্থ।

ককুক—প্রাচীন বাঙ্গালায় করউ, করু প্রভৃতি।

মুই—অপ প্রা মই; হি মৈ

জাইম—যাইব।

বিলাতের নাগর—রসিক শিরোমণি। বিলাত—দেশ। ফা বলায়ৎ। নাগর—নাগরিক, রসিক। 'গামক বসলে বোলিঅ গমার। নগরহু না গর বোলিঅ সঁসার॥' বিদ্যা। 'বিলাসের নাগর' পাঠও হইতে পারে।

তুমি—প্রাচীন বাঙ্গালা তুম্হি, তুহ্মে। প্রা তুম্হে, তুহ্মে (বহুবচন); ও তুম্হে।

তোমার বিআত টাকা কড়ি ইত্যাদি—তোমার বিয়েতে খুব খরচ-পত্র করিব। খরচ—ফা।

ঝাড়ি ছোট খাট। 'অল্প-বারিধানিকায়াং ঝারীতি খ্যাতায়ামিতি ভরতঃ'।

রকথা—প্রা রূপ।

পৃষ্ঠা ১২

বাওচঞ্চরে—বায়ুগতি; প্রা বাউ।

কপালে মারিয়া চড়—কপালে চড় মারাটা আক্ষেপ-ব্যঞ্জক। চড়—প্রা চবিড়।

ডর—প্রা; স দর।

আমি—প্রাচীন রূপ আম্হি, আহ্মে; প্রা অম্মি, অম্হি।

ছাচা করি দেই জ্ঞান ইত্যাদি—সত্যই আমি তোমায় মহাজ্ঞান দিতেছি; কিন্তু তুমি তাহা মিথ্যা মনে করিতেছ। (আমার কথা শুন), সুখ-স্বচ্ছন্দে তোমায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করাইব। ছাচা—সত্য। প্রা সচ্চ। মিছা—প্রা মিচ্ছা। রাজাই—রাজত্ব। রাজা-ই, ধর্ম্ম বা বৃত্তি অর্থে

অমনি মাণিকচন্দ্র রাজাক ইত্যাদি—ডাঃ গ্রীয়ারসনের পাঠে, 'এখনি মোর মানিকচন্দ্র যমে লইয়া যাউক। তাহাতেও স্ত্রীর জ্ঞান গরবে না শুনাউক।' অমনি—অবিলম্বে। স অমুস্মিন। নইয়া—প্রা √লহ, লে (স √লভ্); না ইয়া প্রত্যয়, প্রা ইঅ। স ক্ত্বা প্রত্যয়ের স্থানে মাগধী ও শৌরসেনী ভাষায় বিকল্পে ইঅ হয়; 'ক্ত্ব ইঅঃ' প্রা প্র ১২।৬। তবু—প্রা তহবি, তহবিহ।

তো—ও' অর্থে। তিরি—স্ত্রী। গাথা ইস্ত্রি; মৈথিলী তিরিয়া, ও তিরী। গব্ব—গর্ভ, ভিতর। প্রা গব্ভ।

সোন্দাবে—(সন্ধি যোগে) প্রবেশ করিবে।

তিরির ঘরের—বহুবচনার্থক ঘরের শব্দ লক্ষণীয়।

পাতি গ্যাল খ্যালা—ফাঁদ পাতিয়া গেল, ষড়যন্ত্রের সূচনা করিয়া গেল। খ্যালা—ক্রীড়া'এ খেড়া, খেড়ী। প্রা খেট্ঠ।

কম্ম—প্রা রূপ।

পৃষ্ঠা ১৩

চাইট্টা—চারিটা।

মোম—ফা।

বাতি—প্রা বত্তিআ।

রাতি—প্রা রত্তী।

চাইর—অর্দ্ধ-মাগধী চত্তারি (চত্বারি)।

কলসী—প্রা কলস; ক্ষুদ্রার্থে ঈ প্রত্যয়

বিরস—পাত্রভেদ, বেসারি, বেসালি। মালদহ অঞ্চলে জল বা দুধের বড় কলসী অর্থে রাশ শব্দ প্রচলিত।

জেই—প্রাচীন রূপ যেহি; প্রা জেহি।

দাওআ—ঔষধ। আ দবা।

আনিলে ধরিয়া—সংগ্রহ করিয়া আনিল

পইথান—পাওস্থলা বা পাস্তলা (পদস্থান); 'সিথান' এর বিপরীত। হি পৈঠান, পৈথান।

শুনেক—শুন

হামি—আমি; উত্তর-বঙ্গের প্রাদেশিক

নিগাব—লইয়া যাইব।

টাঙ্গন—টাটু। হি।

ঠে—স্থান।

খৈরত—দান। আ° খয়্রাৎ।

পৈতান—পইথান শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্যাংটা—আবদার, বায়না।

বুড়ি—প্রা° বুড্ঢী, বুড্ঢআ (বৃদ্ধিকা)।

আইছে—আসিয়াছে: প্রাদেশিক।

পৃষ্ঠা ১৪

তরে—নিমিত্ত। প্রা°; স° তহী।

বদল—আ°।

আইছেন—মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া।

মাই—প্রা° মাইআ (মাতৃকা)।

জ্যান কালে—যখন।

মোগ—মোক, আমাকে: প্রাদেশিক।

তিন—প্রা° তিণ্ণি, অপ° তিণ্ণি (ত্রি)।

পাঞ্জার—পার্শ্ব অর্থে।

ভিতর অন্দর—অন্তঃপুরের নিভৃততম প্রদেশে। অন্দর—ফা°; প্রা অন্দেউরং (অন্তঃপরম)।

অমর গিয়ান—সঞ্জীব সিদ্ধ-মন্ত্র অথবা যে জ্ঞানে অমর হওয়া যায়।

এড়াই—অতিক্রম করি।

বাই—সম্ভ্রান্তা স্ত্রী। মরাঠি ভাষায় সাধারণতঃ মাতা অথবা বয়োধিক। স্ত্রীলোক। হি° তে নর্ত্তকী অর্থেও প্রযুক্ত হয়।

এমনি—অমনি শব্দেরই রূপভেদ।

জাহান—প্রাণ। ফা° জান্।

মাইয়া—স্ত্রীলোক; রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে শব্দটি পত্নী অর্থে প্রচলিত। প্রা° মাইআ (মাতৃকা)।

পৃষ্ঠা ১৫

ডাকাবেন হামাক—আমায় সম্বোধন করিবে।

নিগি—লইয়া গিয়া।

তুই—অপ° প্রা° তুই (ত্বম্); অস° তুই।

ঝন—জন অর্থে।

ওয়ার—প্রা° অমু (অদস্) শব্দের প্রথমার একবচনে তিন লিঙ্গেই অহ: উহাতে ষষ্ঠ্যন্ত আর (ডার) প্রত্যয় করিলে অহার পদ হয়। এই অহার হইতে উহার, ওহার, ওয়ার প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

চত্র দিগে—গ্রাম্য প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

আইচ্ছে—আসিছে বা আসিয়াছে।

বোলে—প্রা° বোলই, বোল্লই; 'বদেবোল্লঃ', প্রা° স°, ১৭।৬৩।

পৃষ্ঠা ১৬

নাড়ু—প্রা লড্ডু, লড্ডুঅ।

ঝা ঝা—পূর্ব্বে ঝা ঝা।

থর থর—মৌলিক অর্থ কম্পন। প্রা°।

ন্যাদে—লাথিতে, পদাঘাতে। অর্ব্বাচীন স° লত্তা।

ন্যাদেয়ে—নামধাতু।

ভেটি—উপহার। স° ভেট্ মিলনে; প্রাকৃতে অব্ভুট্টই। অভ্যর্টতি।; হি ভেটৈ।

সেউ—প্রাচীন বাঙ্গলা সেহু, সেহি। সরোজ বজ্রের দোহাকোষে সেউ।

জমের ঘর—যমের।

পৃষ্ঠা ১৭

চণ্ডি কালি—কেহ কেহ বলেন, এই সকল স্ত্রীদেবতা মূলে অনার্য্য।

তৈল পাটের খাড়া—তৈল পাইনে প্রস্তুত খাড়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র। লৌহাস্ত্র উত্তপ্ত করিয়া ক্ষারের মধ্যে রাখিয়া শীতল করিলে মৃত, জল এবং তৈলে ডুবাইলে যথাক্রমে মধ্য ও তীক্ষ্ণধারা হয়। [সুশ্রুত]

নিগায় পিট্টিয়া—তাড়া করিয়া যায়, দ্রুত অনুসরণ করে।

ডাঙ্গর—বড়, শ্রেষ্ঠ, মম্মানাই। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের পুঁথিতে 'দিগল ডাঙ্গর খোপা'. বিদ্যাপতিতে 'ডগর'। 'টিগ্ঘরো পেরে'। টিগ ঘরো স্থবিরঃ)—দেশীনামমালা। কেহ কেহ 'দীগর' (দীর্ঘ) হইতে মনে করেন।

আট—প্রা অ ট্ ঠ।

সারা ঘাটা—সমস্ত পথ।

দান—দানব।

উলুক ভুলুক করা—উঁকি ঝুঁকি মারা বা আলি গলি করা।

নগ—লোক।

খাড়া—দণ্ডায়মান। হি খ ড়া।

মাটি—প্রা ম ট্টি, ম ট্টি আ।

সোল—প্রা সো ল হ।

পৃষ্ঠা ১৮

ময়দান—ফা।

পাটহস্তি—রাজহস্তী।

কুড়ি—বিশ। স ক ড ব।

ভয়ঙ্কর হইল—ভয় পাইল, ভীত হইল; অদ্ভুতাচার্যের আদ্যকাণ্ডে।

ইসারা—আ ইশারা।

বহুৎ— প্রা পৈ' এ ব হু ত্ত' বহুতর।

নোয়া—প্রা লো হ, লো হ অ।

এক ঘড়ি ঠিক থাক—একটুক্ষণ সাবধানে থাক

আসেঁ—আসি।

পৃষ্ঠা ১৯

ডাঙ্গাত—মাঠে। স ভুঙ্গ। 'ত' বিভক্তি চিহ্ন।

এলায়—এ বেলায়, এখন।

খারিজ করা—তাড়াইয়া দেওয়া, চ্যুত করা। আ খা রি জ্।

পাটত—সিংহাসনে। প্রা প ট্ট।

চরিত্তর—চরিত্র, আচরণ।

কড়াটিকের—'কোড়াকের' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

অইত—পূর্ব্বে ঐত (পৃ ২)।

বাওথুকরা—বায়ুদ্বারা যে থুকরা (আবর্জ্জনা) জড়াইতে পারে।

বাওন্মুরি—বাত-মণ্ডলী, ঘূর্ণী-বাতাস। দেশ-ভেদে বাওড়ী, বাওনডুলি।

নির্ব্বিয়া—নির্ব্বাপিত করিয়া।

বিড়াল—তেলিগু পি ল্ লি।

একতর করিয়া—একত্র করিয়া. collecting (herself) together।

নাঙ্গাকালি—নেংটা কালী। হি ন ঙ্গা।

আলগচিত্ দিয়া—শূন্যে ভর করিয়া। ফা আ ল গ সে শব্দ তুল।

হিড়া—জ্বালা।

পৃষ্ঠা ২০

জত—প্রা পৈ' এ।

নলুআ—নল শব্দের উত্তর উ আ প্রত্যয়; নল আয়ুধ যার সে ন লু আ।

ইন্দিরা—বড় পাতকুআ। হি, গু প্রভৃতিতে ই ন্দা রা।

ই—এ'র পরিবর্ত্তে।

শেত কুয়া—যে কুআর জল সুস্বাদ, মিঠা কুআ। আ সে হ ত (আরাম) এবং প্রা কূব, (কূপ)। অথবা পাকা কুয়া।

বজ্জর তিরসা—দারুণ পিপাসা।

মরন তিরিশ—মরণ তৃষা।

ঘড়িকে—ক্ষণেকে।

পার—'পাবং (পরমহি তীরমহি)'—অভিধানপ্রদীপিকা।

এন্দুর—ইঁদুর।

মজ্ঞিয়া—মজাইয়া. মাটি দিয়া ভরাইয়া।

পৃষ্ঠা ২১

ঐঠে—ঐ স্থান।

সন্দাইল—প্রবেশ করিল; চণ্ডীদাসে 'ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধ সাঁধাইল অন্তরে'।

দলান—দালান'এরই রূপভেদ।

গঙ্গা—নদী অর্থে।

ঢৌ—অসমীয়াতেও।

এপাক দিয়া—এদিক্ দিয়া, এই সুযোগ।

শুতিয়া—শয়ন করিয়া প্রাকৃতে ('স্ব প্'র স্থানে সু অ আদেশ হয়; বাঙ্গালায় সুঅ > শোয়া।

দরিয়া—নদী। ফা দ র ই য়া (সাগর)।

ঐত—সেই।

যেন মতে—যেমন।

হাঁচি জিঠি বাধা ইত্যাদি—শাকুন ... মতে হাঁচি-টিকটিকির শব্দ অশুভ-সূচক

> হাঁচি জিঠি যে জন বারে।
> বিঘ্নের সময় সে জন হরে॥
>
> —ডাক।

হাঁচি—'ক্ষুৎত্রয়' ভাঞ্ছি ইতি খ্যাতায়াম্ ...টী ম

জিঠি—'মুসলাম্বয়ন জেঠি ইতি খ্যাতায়াম্। জেঠা স্যাদ্ গৃহ গোধিকা ইতি বোপালিতঃ

পৃষ্ঠা ২২

তত—প্রা পৈ এ।

আজপুরি—রাজপুরী।

আস্তাএ—রাস্তাতে, পথে।

কাছাইতে—কাছে আসিতে।

ভগবান্—বুদ্ধ (?)।

আনছোঁ—আনিতেছি।

ধৈরন—ধৈর্য্য।

যেন ঘড়ি—যেই ক্ষণ, যখন; ঘড়ি—প্রা ঘ ডি য়, (ঘটিকা)।

চতুরা—প্রা চ ত্ত র (চত্বর); হি চ বু ত রা।

সাত দিয়া—সাত দিক্ দিয়া। সাত—প্রা স ত্ত।

সোন্দাইল—পূর্ব্বে সন্দাইল (পৃ ২১)।

দড়া—প্রা দো র (কটি সূত্র), স দো র ক।

ডাঙ্গাইবার লাগিল—ঠেঙ্গাইতে লাগিল, দণ্ড প্রহার করিতে লাগিল।

পৃষ্ঠা ২৩

কাজ—প্রা ক জ্জ

মোকাম—জায়গা, স্থান। আ ম কা ম।

বার ডাঙ্গ দিল—বার ঘা বসাইয়া দিল।

মরনন্ডুরি—মরণ-লড়ী, as opposed to জীওন মুরি।

ভোমরা—প্রা ভ ম র; নৈ ভ ম ব, ভ ম রা, ভঁ ব ব, ম ভো বঁ রা, সি ভো র।

হ্যাটমুণ্ড—মাথা নীচু।

চাক্‌খসে—প্রত্যক্ষে।

গ্যাঙ্গ গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী।

ওগো—দে পা আ গ।

জার প্রা সম্বন্ধবাচক জা শব্দ হইতে জাব এবং তাহার তথা জাহার হওয়া অসম্ভব নহে। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় স্থানে ডা র আদেশের বিধান আছে (হেম ৮।৪।৪৩৪)।

দুলাল—দুর্লভ, প্রিয়। মাগধী দু ল্ল হি অ (দুর্লভিক)।

গ্যাল পার হৈয়া—সরিয়া গেল, গত হইল।

ভাও ভাব।

কারে পঞ্চ রাও—পঞ্চ শব্দ করে। কাচা শব্দে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করা, টানিয়া বাহিরে আনা।

রসিয়া কানাই—রসিক নাগর মাণিকচন্দ্র। রসিয়া—প্রা র সি অ (রসিকঃ)। কনাই—প্রাচীন বাঙ্গালায় কানাই।

ঐঠিকোনা—এখানে, ঐ স্থানে।

পৃষ্ঠা ২৪

ডাঙ্গি—ঠেঙ্গাইয়া, ঘা মারিয়া।

শিশের—সিঁথার, শীর্ষের। মাগধী শী শ; এ র বিভক্তি-চিহ্ন।

মৈলান—ম্লান, মলিন। প্রা° ম ই ল, ম লি ণ।

চড়িয়া—চড় মারিয়া, করাঘাত করিয়া।

রামের—আমের; প্রাদেশিক।

জ্ঞাত—জ্ঞতি, সগোত্রীয়।

আগুরিয়া—আগ্‌লাইয়া, পথ বোধ করিয়া।

ঘাটাএ পথে—ঘাট ও পথ সহচর শব্দ।

ছিনিয়া—ছিনাইয়া, কাড়িয়া।

জত মোনে—যত ইচ্ছা, সংখ্যাধিক্যের ইঙ্গিত আছে।

গিয়াস্তা—জ্ঞাতি।

পহারা বান্দিয়া—সতর্ক হইয়া, সাবধানে।

পৃষ্ঠা ২৫

কতেক দুর জাএয়া—বহুদূর গিয়া।
কতেক—প্রা° কে ত্ত ক (কেয়ৎ)।

পন্থ—প্রা° পং থ (পন্থা)।

পাটিয়াল—পাটনী, ঘট্টপাল।

শশান মশান—সহচর শব্দ। শ্মশান'এর প্রা° রূপ ম সা ণ।

বিহুআ—বিধবা। বৈদিক বি ধ আ; (দুঃখিনী বা একাকিনী)।

গোআলনি—প্রা° গোআল শব্দের উত্তর নী' প্রত্যয়।

পসার—পসরা, পণ্যদ্রব্যের আধার; প্রা°।

কোন ঠাকার—কোথাকার।

চক্কর—চক্র, কুহক।

পৃষ্ঠা ২৬

বুদ্ধি আলয় হৈল—বুদ্ধি পরিষ্কার হইল।

ছয় মাস ওসার নদী ইত্যাদি—নদীর পর পারে যাইতে হইলে ছয় মাস লাগে এবং বৎসরে একবার মাত্র খেয়া হয়। সময়ের দ্বারা নদীর প্রসর বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ওসার—বিস্তার। টী° স°এ ও রা স(?)।
খেওয়া—নৌকাদি চালান। প্রা° খে ব অ (ক্ষেপক)।

কাছি—কচড়া। টী° স°এ ক চ্ছ র জ্জু (চুম্বাত্রয়ং কক্ষ্যা চর্ম্মরজ্জৌ)।

হাইল—স° হ ল হইতে কি?

কিরান—কিনার শব্দের বিকারে।

ধুয়া—গানের যে অংশ ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়, ধ্রুব-পদ, burden। প্রা° ধু অ, ধু ব, ধু বা।

সাড়ী—প্রা° সা ড়ী, সা ড়ি আ (শাটী, শাটিকা)।

বিছায়া—√বি ছা বিস্তারণে।

ধরম সরন করিয়া—ভগবান্ বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া। পূর্ব্বে 'এয়ার বিচার করবেন ধম্ম নিরঞ্জন' আছে।

যমপুরি, জমপুরি—যমালয় শব্দের টীকা দ্র°।

চুল—প্রা° চু লা বা চূ লা; স° চূড়া (top lock)।

জয় বিধি কর্ম্মের বোঁঝ ফল—বিধাতা জয়যুক্ত হউন, কর্ম্মের পরিণাম বিচিত্র। বোঁঝ—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

পৃষ্ঠা ২৭

পাতি গেল ধুম—হুলস্থূল বাধাইয়া দিল।

জত জমের ঘরে ইত্যাদি—আতঙ্কে অনেকের শিরোবেদনা আরম্ভ হইল, কাহারও বা মাথা ঘুরিতে লাগিল। বিস—প্রা° রূপ। ঘুম—হি° √ঘূ ম্ ঘূর্ণনে।

ওঝা বৈদ্য হৈয়া ইত্যাদি—ময়না ওঝা সাজিয়া মন্ত্রচিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইল, আর ঔষধ করিবার এই ছলে বা অবসরে যে যে দিকে পারিল পলাইল। ওঝা—গ্রাম্য চিকিৎসক। প্রা° ও জ্ ঝা য়, উ অ জ্ ঝা য় (উপাধ্যায়); সি° রা ঝো।

কেহ ঝাড়িবার লাগিল—মন্ত্রাদির সাহায্যে কাহারও বিষ অপসারিত করিতে লাগিল। কেহ—'কাহো' হইবে বোধ হয়। আলে—ছলে, অবসরে।

ঝোলঙ্গা—ঝুলি।

বৃধুমাতা—বুড়ো মা।

বিলাতক—নাগিয়া শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

ঘুলা—দিশা-হারা হইয়া একই পথে পুনঃপুন ভ্রমণ। প্রা° √ঘুল্ ঘূর্ণনে।

সুবুদ্ধ—সুবুদ্ধি।

কুবোধ নাগাল পাইল—দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল।

একটু—অল্পার্থে 'টু'।

কিছু করি—যৎকিঞ্চিৎ। কিছু—প্রাচীন বাঙ্গালার কিছ, কিছো; পদ্মাবতিতে কিছু; প্রা° পৈ এ কিছু, কিচ্ছ, কুছ; ও° ভাগবত কিছি। প্রা° কিংচিহু (স° কিঞ্চিৎ খলু)।

শুব শুব—শুভ-শুভ।

বোলে রাও দিয়া—ডাকিয়া বলে।

বালা—বলুকা।

ভরন হাড়ির—ভরা হাড়ির, পূর্ণ ভাজনের। হাঁড়ি—হাঁড় ('ভাঁড়' শব্দের উত্তর ক্ষুদ্রার্থে 'ই' প্রত্যয়।

পৃষ্ঠা ২৮

দোআদশ—করতী, platter। গোপীচন্দ্রের পাচালীতে 'সোমবারে দিবে তুমি হাতে দোয়াদশ।' (পৃ° ৩৭৭), সুকুর মহম্মদ কৃত গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে 'গলে কেথা পরহাইব দ্যাদশ দিব হাতে।'

নোহা—লোহা শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

রে—'রে অরে সম্ভাষণ রতিকলহে'—হেম।

গুজন—জুলুম্, জোর জবরদস্তি। আ° গর্জন।

আনছেন—মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া।

সে—মাগধী 'সে'।

ওরে—'রে' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

তোরা—'তো' শব্দের উত্তর বহুবচনের 'রা' প্রত্যয়।

কুন্তি—কোন্‌-টি। প্রাচীন পুঁথিতে কোন্ স্থানে কুন্ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে আজও কুন্ প্রচলিত। হি° তে কোন অর্থে কুণ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

হয়—কৃ° কী°'এ হএ। প্রা° হোই।

গলি—হি° গলী, ম° গল্লী।

জান—প্রাণ। ফা°।

গলা—প্রা° গলঅ।

পৃষ্ঠা ২৯

কোদ্দ—ক্রুদ্ধ, রুষ্ট।

মাও দায় দিয়া—মাতৃ সম্বোধনে। মাও—শূন্য-পুরাণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতিতে; কৃ° কী°'এ মাঅ। প্রা° মাআ, মাউ (মাতৃ); সি° মাউ।

কবুল—স্বীকার। আ° কবূল।

লকৃখি রাই—লক্ষ্মী মা বা লক্ষ্মী রাণী; কামতা বিহারী ভাষায় মাতা অর্থে রাই শব্দের প্রয়োগ আছে। শূ° পু°'এ 'লক্ষ্মী চারি জুগের রাই……' (পৃ° ১৩৪), কৃ° কী°'এ 'কদম তলাত রাধা রাহী॥' (পৃ° ৩৪৮)।

জদিকালে—যদিস্যাৎ।

পেণ্ঠি—পাঁচনী, পশুতাড়ন যষ্টি; টাঙ্গাইল অঞ্চলে পাণ্ঠী।

জুখিয়া—ব্যাপিয়া। √জুস্ পরিতর্কণে।

আইয়ত—রাইয়ত।

জাগা—স্থান। ফা° জায়গা।

মাসিয়া—প্রা° মাসিঅ।

ছেলে—দেশী প্রা° চিল্ল; স° ছল্লী।

হিদ্দের—গর্ভের, উদরের।

করদু—মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া।

নাম কলম লিখিয়া দিনু—নাম ধামাদি আবশ্যক বিবরণ লিখিয়া দিলাম, অথবা কলমের সাহায্যে লিখিয়া দিলাম, তাহার আর নড়-চড় নাই। কলম—আ° কলাম অর্থে সন্দেহ, স° কলম, কড় শব্দ ভুল।

পৃষ্ঠা ৩০

আর—কৃ° কী°'এ আঅর, আওব; প্রাচীন পদে অরু (পঞ্জাবী অর ভুল'); অস° রামায়ণে 'আউর ঘর মাগি শৈলস্থ রাজাত ভরতক দিতে রাজ॥', হেমকোষে আরু; ও° ভাগবতে 'আবর শুভ পশু যেতে। মোতে ভাবন্তি বিপরীতে॥'। প্রা° অবর (স° অপর); মেদিনীপুরের গ্রা° ভাষায় আউর।

বাজারত—'ত' সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত।

নেইক—লও না লউক।

চিনিয়া—কৃ° কী'এ চি হ্নি অাঁ।
আন্‌লু—প্রথম পুরুষের ক্রিয়া।
হসকাইয়া—ফসকাইয়া, খসাইয়া।
উনিশ—মাগধী উ ন বী সা।
একিক্কালে—একেবারে।
দিমু—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।
নি—না অর্থে।
নগতে—নিকটে, সঙ্গে। প্রা পে''এ ল গ।
পাঠামো—কৃ কী এ পা ঠা ওঁ।

পৃষ্ঠা ৩১

দোহাই—দিব্য, শপথ। হি ৃ হা ই।
রক্‌খা—প্রা ।
আইছে—আসিছে।
জংলানি—যম-রাণী।
যদি আচ্ছিস্—যখন আইস।
কল্‌কি—ছিলিম। স ক লি কা; হি ক লি অাঁ।
তামু—প্রায় চারিশত বৎসর হইতে চলিল পর্তুগিজদের দেখা-দেখি এদেশীয়েরা তামাক (tobaco) খাইতে শিখে। অর্ব্বাচীন স তা ম্র কূ ট (কুলার্ণব তন্ত্র); হি°, ম, উর্দ্দু প্রভৃতিতে ত ম্বা কু।
সাজা—শাস্তি, দণ্ড। ফা ।
বিছানা—হি বি ছৌ না।
খ্যাড়—'খড়ং তিণম্মি' (খড়ং তৃণম্) —দেশীনামমালা।
কোনা বাড়িত—কোণের ঘরে।
রাস্তা—ফা ; প্রা র চ্ছা শব্দ তুল ।
বৈন—প্রা ব হি ণী (ভগিনী); হি ব হি ন, ব হু ন, ম ন: গু বে হে ণ।
দিদি—প্রা তা দ হইতে দাদা এবং দাদার স্ত্রীলিঙ্গে দিদি।
বাপ—'বপ্পো……পিতেতাস্যে'—দেশীনামমালা।

বালক কালে বাপ মায়ে ইত্যাদি—বাল্য-বিবাহ ও কন্যা-বিক্রয় সূচিত করিতেছে।
গএনা—হি° গ হ না।

পৃষ্ঠা ৩২

আগিনা—হি° আ ঙি না (অঙ্গন)।
চ্যাঙ্গা বোড়া সাপ—বোড়া জাতীয় সাপ। ইহারা লাফাইয়া চলে।
আপনকার—মৃচ্ছকটিকে আপনার অর্থে আ প্‌ প ণো কে রি কং।
দৌড় করিল—দৌড় দিল; idiom। দৌড়—√ধা ব্‌-ড়।
ঐটে—ওখা, ঐ স্থান।
দিসা হারা হইল—দিগ্‌ভ্রান্ত হইল।
একতর করিয়া—একত্র করিয়া, collecting (herself) together।
মুরত—মূর্ত্তি, আকার। হি মূ র ত।
টাটী—বেড়া। প্রা ত ট্টি (বৃতি): হি ট ট্টি।
নি যায় পিটিয়া—তাড়া করিয়া লইয়া যায়, chased।
সত—শত। প্রা ।
হালুয়া—হলচালক, কৃষক। প্রা হ লি য়া (হলিক):
বয়—বাহিত করে, চালনা করে। √বা হ্‌।
নিধুয়া পাথারে—ধোয়া মোছা মাঠে, বৃক্ষশূন্য প্রান্তরে।
ইচলা—স ই ক্ষা ক।
মাছ—প্রা ম চ্ছ।
তুড় তুড়—যাদু মন্ত্রের সাঙ্কেতিক ধ্বনি।
বেয়ার্ল্লিস—অর্দ্ধমাগধী বা য়া লী স।
ভইস—প্রা ম হি স, হি ভৈ স।

পৃষ্ঠা ৩৩

চটকি—ঝটিতি
ঘাড়—স ঘা টা।
খার—এক প্রকার জলজ তৃণ, cress। দেশী খড় শব্দ তুল ।
ধরিল ঠাসিয়া—চাপিয়া ধরিল।
আটিয়া বজ্জর—বজ্রের মত দৃঢ়, mighty as the thunder-bolt।
ডাইন পিড়ের দণ্ড—ডা'ন পিঠের পাঁজরা।

লড়—√লড় চলনে।

ছেপলা মৎস্য—চেলা মাছ, ইং প্রতিশব্দ minnow।

পানকাউড়ি—পানিকাক; ক্ষুদ্রার্থে ড়ি' প্রত্যয়।

বানোয়ার—এক প্রকার মৎস্যজীবী পক্ষী।

পাথা—প্রা' পক্খ।

সাটতে—তাড়নে; প্রা সট্‌ঠি (যষ্টি) হইতে।

ঠোকাইয়া—ঠোঁট দিয়া চাপিয়া।

ঢেকেয়া—ধাক্কা মারিয়া। সং √ধ্বক্ষ ধ্বংসে।

কোন কাম করিল—পুরান ছড়া, গাথা প্রভৃতিতে এই প্রশ্নাত্মক বাক্যাংশের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে 'তৃণাবর্ত্ত মহাদৈত্য কোন কর্ম্ম করে।' (১০স্ক, ৭ অ)।

গচি মচ্ছ—ছোট বাইন বা পাঁকাইল মাছ। মচ্ছ—প্রা' রূপ।

ঘুগড়ি—পতঙ্গভেদ, (ক্ষুদ্র জাতীয় কপোত নহে)।

পাতালক লাগিয়া—পাতালের উদ্দেশে।

মোচড়ায় দাড়ি—তুল মোছে চাড়া দেওয়া।

সালী—প্রা সালিআ (শ্যালিকা)।

পৃষ্ঠা ৩৪

লাগ্য—লাগ, সন্ধান।

বিলই—বিড়াল।

তেলঙ্গা—তেলাপোকা।

উপর কৈরে—অধোমুখ করিয়া। উদ্ধস্থিত প্রাকৃতে উব্দড়িঅ শব্দ পাওয়া যায়।

হাপসাইল—অসাড় হইল। মৌলিক অর্থ কম্পিত হইল, আহত হইল। কৃকী'এ আপোঙস; কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণীতে আপসে, আপসিতে; বাঘের দেবতা সোনারায়ের গানে, 'মধ্যপথে লাগাইল পায়া বাঘে আপচায়'। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে ঠেঙ্গান অর্থে আপসান বা হাপসান শব্দ প্রচলিত।

চিতর—চিত, উত্তানভাবে। পূর্ব্ববঙ্গে চিত্তর।

নেদাবার—লাথাইবার, লাথি মারিতে।

ঘড়ানী—গৃহপালিত বা গ্রাম্য।

সিকিরা—ফা।

বাজ—শ্যেন, (hawk)। ফা।

টালিয়া—ঠেলিয়া।

সালেয়া—ছোট ইন্দুর।

কাঠিয়া তেলী—রাঢ়ের 'বীচতলা' আসামে 'কঠীয়াতলী', land on which rice is grown for transplanting।

মাচা—প্রা' মঞ্চঅ।

পৃষ্ঠা ৩৫

বাম গালসি—বাঁ-কস।

সুবোধিয়া গোদা যমক ইত্যাদি—শিষ্ট গোদা যমকে দুষ্টা (ময়নামতী) ধরিয়া ফেলিল।

টরকিয়া—লাফাইয়া।

গরদান—ঘাড়। ফা গর্দন।

সান্দি—সন্ধি, ফাক, interstice।

বৈষ্ণব রূপ হইল ইত্যাদি—এখানে বৈষ্ণবের বেশ-ভূষাটি লক্ষণীয়।

কাকড়া—মাগধী কক্কড়এ (কর্কটকঃ), প্রাচ্য হিক্কেকরা।

মাটিয়া—প্রা' মট্টিআ (মৃত্তিকা)।

সাইল—অপরাজিতা (?)।

মালা—কেহ কেহ অনুমান করেন শব্দটি তামিল ভাষা হইতে গৃহীত, যাহার অর্থ ফুল।

এণ্ডার ঠাল—এরণ্ডবৃক্ষের ডাল।

আসা—কাষ্ঠপীঠ সংলগ্ন দণ্ড বা যষ্টি (যোগী ফকিরের ব্যবহার্য্য)। স' আশা।

সেবার বাড়ী—মঠ, আখড়া।

মৌমাছি—প্রা মহু এবং মচ্ছিআ।

মাঝ—প্রা মজ্ঝ।

পৃষ্ঠা ৩৬

ওঠে—ওথা।

হাড়িয়া—(হাঁড়ির মত) বড়; 'হাড়িয়া হাড়িয়া তাল দিল খাইতে মধুর।' কৃত্তি-বাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি (১০৯১)। সি' হে ডো শব্দ তুল'।

একুকে—একই।

টাল—ঠেলা, খাবড়া।

মিতিঙ্গা—মৃত্তিকা।

সইস্যা—সরিষা।

ডুবুলা—দূর্ব্বা।

থারবাড়ি—দল বা দামপূর্ণ জলা।

পাঁজা—মৌলিক অর্থ ইষ্টকাদি পোড়াইবার ভাটা। ভাটাতে ইট প্রভৃতি সাজাইয়া দেওয়া হয়। তাহা হইতে সাজান স্তূপ। ফা' পজাবা।

এলুয়া খেড়—উলু খড়।

উর্কাড়িয়া—√উ খা ড়্ উন্মূলনে; প্রা ১ম পু এর ক্রিয়া উ ক্ক ড ড় ই (উৎকর্ষতি)।

বান পুটি—বাহান্ন পুটি। বান—প্রা বা ব ন্ন (দ্বিপঞ্চাশৎ)। পুটি—১৬ কুড়িতে এক পুটি।

কুচনি পাকায় তেপথীত বসিয়া—তে-মাথা পথ আভিচারিক ক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ঐরূপ বিশ্বাস ইউরোপেও আছে। কুচনি—কচড়া।

কমড়—ফা ক ম র্।

লাঠি—প্রা ল ট্ ঠি (যষ্টি)।

বসতে—বয়সে।

পৃষ্ঠা ৩৭

মুনিমন্ত্র—মহামন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র; বাঙ্গালা সাহিত্যে 'মণি-মন্ত্র' ও পাওয়া যায়।

মইস—প্রা° ম হি স।

জাবুরা—জঙ্গল; পশ্চিম রাঢ়ে জঙ্গাল অর্থে জ ব রা শব্দ প্রচলিত।

পুষ্পরথ—বিমান-যান। বেদসংহিতায় সর্ব্বত্রগামী অবাধগতি, ইচ্ছানুসারে নিয়মিত এবং সপ্তচক্র ও পঞ্চপক্ষবিশিষ্ট বিচিত্র বিমানের উল্লেখ দেখা যায় (ঋক্ ২।৪০।৩)। রাজা পুরূরবা (বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার পুত্র) বিমানে আরোহণ করিয়া অন্তরিক্ষে ভ্রমণ করিতেন (ঋক্ ১০।১২১।৫)। কুবেরের পুষ্পক লোকপ্রসিদ্ধ (সুন্দরকাণ্ড ৭৮, উত্তর-কাণ্ড ১৫ ও ৪১ সর্গ); কথাসরিৎসাগরে বায়ু-যন্ত্র বা যন্ত্র-বিমান নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ আছে (২৯, ৪৩ তরঙ্গ)।

বিদ্যাধর—তন্ত্রমন্ত্রাদি সিদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ।

ঢেকি—ঢেঁকির কচকচি কর্ণপীড়াকর। বোধ হয় তাই কলহপ্রিয় নারদের বাহন ঢেঁকি। √ধ ক্ক হইতে কি?

বাসায়া—বৃষভ। প্রা ব স হ; ম ব সো।

পিটি—পৃষ্ঠ। প্রা পি ট্ ঠি।

ঠাই ঠাই—স্থানে স্থানে। প্রা পৈ'এ ঠা ই, ঠা ই।

লেখা যোখা নাই—সংখ্যা হয় না, অসংখ্য; কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতির গ্রন্থে এই বাক্যাংশের ব্যবহার অবিরল। যোখা বা জোখা—√জুখ্ পরিতকণে।

মাথার চুল ময়না ইত্যাদি—তুল 'দুই ভাগ করি কেশ পড়িয়া ভূমিত।'—বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ।

চরণত পড়িল ভজিয়া—কৃপা প্রার্থিনী হইয়া পায়ে গড়াইয়া পড়িল।

পৃষ্ঠা ৩৮

পুটি—স° প্রো ষ্ঠী।

চিলকিতে—ঝক্‌মক্ করিতে, চমকাইতে; তাহা হইতে ফর্‌ফর্ করার ভাব আসে।

জটিয়া—ঝুঁটিওয়ালা, শিখাযুক্ত।

ভ্যারোতে—কাদায়।

কুড়িযা নাতুর—কুষ্ঠরোগে আতুর। প্রা° কু ট্ ঠ; প্রাচ্য হি° কো ঢ়, সি° কো ঢ়ু।

সরা—সড়া, গলা; √স ড় (স° সদ্ বা শদ্) বিশীর্ণে, অবসাদে।

ডালি ডালি মাছি—সংখ্যাধিক্যে।

পাছোতে—পাছু, পশ্চাতে। প্রা অপ° প চ্ছ হুঁ।

আম—কৃ কী°'এ আ ম্ব, আ ম্ব। মা° অ ম্ম, প্রা° অ ম্ব।

খ্যাদাইয়া—তাড়াইয়া। √খে দ্ (স° √খি দ্) বিতাড়নে।

খট্ খট্—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

হাসিয়া—শৌরসেনী প্রা° হ সি অ।

ত্যাগনিয়া—তবে নিয়া।

এই নাও পাড়াবো—এই নাম জাহির করিব। বাঘের দেবতা সোনারায়ের গানে, 'মুই যদি গোয়ালার মেয়ে এ নাম ধরাওঁ।' পদ্মাবতিতে না উঁ।

ঢন ঢনিয়া—ভন্ ভন শব্দকারী।

পৃষ্ঠা ৩৯

রোমা—মাগধী লো ম অং (স° রো ম ক ম্); প্রাচ্য হি° রো আঁ, রো বাঁ।

শিংরিয়া—দাড়াইয়া, খাড়া হইয়া (শিং'এর মত?)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে 'গায়ে শি ঙ্গ ড়া পড়ে'।

সোলাতে—তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

পাতল—হালকা, লঘু। প্রা প ত্ত ল।

বাইশ—প্রা° বা রী সা ; শু° বা রী স।

মোন—আ° ম ন্ ; অর্ব্বাচীন স° ম ণ।

পাথর—প্রা° প থ র।

মুত্তি—প্রা° রূপ।

[ময়নার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ তথা গোদা যমের পশ্চাৎ ধাবন—Folk Literature of Bengal পৃ° ১৫-১৬ দ্রষ্টব্য। তষ্টাকন্যা সরণ্যুর অশ্বিনী রূপ ধরিয়া পলায়ন এবং বিবস্বানের অশ্বরূপে তাঁহার অনুসরণ, শিবি রাজার উপাখ্যানে ইন্দ্র ও যমের যথাক্রমে শ্যেন ও কপোত রূপ স্বীকার, ধর্ম্মগুপ্তকন্যা সোমপ্রভার কথা প্রসঙ্গে অগ্নিদেব ও গুহচন্দ্রের ভৃঙ্গরূপ ধারণ এবং মহর্ষি গৌতমের ভয়ে ইন্দ্রের বিড়াল রূপ অঙ্গীকার (কথা-সরিৎ-সাগর, ১৭শ তরঙ্গ) প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।]

নাগাম—রাশ বা রাস। ফা° ল গা ম।

দেওছোঁ—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

হোতে—হৈতে শব্দ দ্রষ্টব্য।

মঞ্চকে—মর্ত্ত্যে।

হিরিদ—উদর, গর্ভ।

পৃষ্ঠা ৪০

নিকি—লিখিয়া।

খালাস—মোচন, মুক্ত। আ° অ খ্ লা স।

দোলা—নিম্নভূমি, জলা।

মাঝো—অপ° প্রা° ম জ্ ঝ হিং।

পাদ্য করিল—অধোবায়ু ত্যাগ করিল।

টিকরা—পাছা, (গুহ্যদ্বার)।

ডাবুয়া—দাড়া।

কচলে কচলে—কসিয়া কসিয়া, শক্ত করিয়া।

সবার—সহ্য করিবার, সহিবার > সইবার > সবার।

পৃষ্ঠা ৪১

আগে—অপ° প্রা° অ গ্ গ ই।

দৌড় ধরিল—পূর্ব্বে 'দৌড় করিল' idiom।

ঢুলানি খ্যালায়া—হেলেদুলে

ধরোঁ—ধরি।

ধম্ম—প্রা° রূপ।

হেউনালি—যাহা ঝুলিতেছে বা দুলিতেছে।

কাটা—মাগধী ক ণ্ট এ।

আদ্দূর—অতদূর, খানিক দূর।

টিকা—পাছা, (গুহ্যদ্বার)।

চামড়া—অর্দ্ধমাগধী চ ম্ম ড় অ। প্রাচ্য হি° চ ম রা, চ ম ড়া।

ঘাতে—ক্ষতে প্রা° ঘা অ ; তে বিভক্তি-চিহ্ন।

নুন—প্রা° লো ণ।

জাময়র—জামীর।

ঝালা—জ্বালা।

ছেবলাই মইচ্চ—চেলা মাছ।

ফুক্‌টি—শুঙ্গা, সূচাল অগ্রভাগ।

দাখিল—যথাস্থানে ও যথাপাত্রে অর্পণ। আ°।

পৃষ্ঠা ৪২

রক্‌খর ধরিরা—অক্ষর লক্ষ্য করিয়া।

নামঞ্জুর হৈল—অস্বীকৃত হইল। ফা° না ম ন্ জূ র্।

আঠারো জনম ইত্যাদি—আঠার বৎসর আয়ু অথবা ১৮ মাসে জন্ম, ১৯ বৎসরে মৃত্যু। জনম—ন্ম' এই যুক্ত বর্ণের বিপ্রকর্ষ বা অ' এই স্বরবর্ণের যোগে স্বরভক্তি প্রভাবে উচ্চারণ সৌকর্য হইয়াছে। ভাষা তত্ত্বে ইহাকে vowel augmentation বা

Swarabhakti বলে। প্রাচীন বা° ও হি°’তে জ র ম।

দোকলম করিয়া জদি দ্যায়—যদি (কাটিয়া) পুনরায় লিখিয়া দেয়।

আড়াই—প্রা° অ ড্ ঢ অ ই আ (অর্দ্ধ তৃতীয়া)।

শস্—মৃতের সংকার।

গঙ্গাক—ক’ সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত।

বাঙ্গলা—দুই চালবিশিষ্ট ঘর।

খুটা খড়ি—কাট-খড়।

কড়া—কড়া, কড়ি, কৌড়ি একই শব্দের বিভিন্ন রূপ।

আরোপিল—স্থাপন করিল, রচনা করিল।

খুটি—প্রা° খু ণ্ট (স্তম্ভ)।

বগল—পার্শ্ব। ফা°।

ভাড়ি—ভাঁড় (ভাঁড়) শব্দের উত্তর ক্ষুদ্রার্থে ই' প্রত্যয়। অর্দ্ধমাগধী ভং ড।

ছিটাইয়া—ছড়াইয়া। √ছি ট্ প্রক্ষেপে <প্রা' ছিট্ট (সং স্পৃষ্ট)

জার, জাড়—শীত। সং জা ড্য; হি° জা ডা।

কাটারি—কাটাইর শব্দ দ্র°।

ঠাল—ডাল। প্রা° ডা ল অ, ডা লা, ডা লী। সাঁওতালী ডা র।

সোতাইয়া—শোয়াইয়া।

ডাইন—প্রা° দা হি ণ (দক্ষিণ)।

পৃষ্ঠা ৪৩

রাম খুড়া ব্যাল খড়া—আম ও বেল কাঠ

সরিসা—প্রা° স রি স র (সর্ষপ)।

ত্যাল—প্রা° তে ল্ল (তৈল)।

ঘি—প্রা° ঘি অ (ঘৃত)।

কোড়োরা—কাটোরা, কাঠের বাটী।

মছলি—মাচুলি, ছোট খাট, bier। ম মা চো ল্লী।

নও কড়া কড়ি ইত্যাদি—নিজের জায়গায় মৃতের সংকার এদেশের একটি প্রাচীন রীতি।

পুড়া ঘর—পুরান ঘর।

বেগারি—বিনা বেতনের জন। ফা°।

সগ—সকল। প্রা° অপ স গ লং (সকলম্); হি° স গ র।

রাও দিয়া—ডাক দিয়া।

কাওয়াইর—প্রা° ক বা ড (কপাট) > কবাড়ী, কবাইড়, কওয়াইর প্রভৃতি; হি° কে বা র।

হরিগুন গান ইত্যাদি—ভগবানের গুণগান ও সংকীর্ত্তন, অথবা রাজা মাণিকচন্দ্র বৈষ্ণব ছিলেন, অথবা পরবর্ত্তী প্রভাব হইতে পারে।

পাহার—পাড়। * অপ মাগধী পা ঢ অ অ ঢে (প্রথিতকঃ, lit. spread out); অথবা পার শব্দ হইতে।

চিন্তা—'চিন্তাযামৃদ্ধানে'—মেদিনী।

পৃষ্ঠা ৪৪

জাই—√জা গমনে।

নগরি ঘরে ঘরে—নগরবাসীরা প্রত্যেকে।

আকাস—প্রা° রূপ।

জমিন—মর্ত্ত্য, পৃথিবী। ফা° জ মী ন্।

ঠেক লাগিল—স্পর্শ করিল।

চোয়া—গন্ধদ্রব্যভেদ, যাহা চুয়াইয়া পাওয়া যায়। হি° চোআ।

চন্দ্র সদাগর—মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর মাণিকচন্দ্র রাজার আত্মীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

এক রতি—এক জন (ও)। রতি শব্দ অল্পার্থক। প্রা° র ত্তি আ (রক্তিকা, গুঞ্জা°)।

পারনের—উদ্ধারের, ত্রাণের।

তাঁয়—তিনি।

উকা—পাকাল, উল্কা। প্রা° উ ক্ কা।

সাইঙ্গত—সঙ্গতি বা সঙ্গাতি হইতে বোধ হয়;

রাইত—রাত্রি। প্রা° র ত্তী।

কাপড়—মাগধী ক প্ প ড় এ (কর্পটকঃ); হি° ক প ড়া।

গোসাই—স্বামী, প্রভু। অপ° প্রা° গো সা মি উ।

ধুয়া—অপ° প্রা° ধু বঁ উ, ধূ ম উ (ধূমক); প্রাচ্য হি° ধু আঁ, ধু বাঁ।

ফিক দেও—ছুঁড়িয়া ফেল, ঠেলিয়া ফেল। হি° ফীঁ ক (প্র-√ইষ্)।

পৃষ্ঠা ৪৫

নোটা—ঘটি। হি° লো টা।

জোয়াব—উত্তর। আ° জ বা ব্।

বাওয়ায় কুটি কোচড়া—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

হুলিয়া গুতিয়া—তাড়া-হুড়া দিয়া।

সমতে—সহিত।

বোল—কথার মাত্রা; বোন শব্দও প্রচলিত।

মহলত—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

সামিল—সাথ, সহিত। আ° শা মি ল্।

চৌঢাল—চৌদোল, চতুর্দ্দোল।

পাছে—পশ্চাতে শব্দের প্রা° রূপ প চ্ছ ত্তি (পশ্চে)।

বহিন—বৈন শব্দ দ্র°।

একইস—অর্দ্ধমাগধী এ ক্ক বী স।

কড়া—কড়া, কড়ি, কৌড়া প্রভৃতি একই শব্দের বিভিন্ন রূপ।

দি—দিয়া শব্দ দ্র°।

ভুঁই—প্রা° ভু মি অ; প্রাচ্য হি° ভুঁই।

চাইর—অর্দ্ধমাগধী চ ত্তা রি (চত্বারি)।

গাথিয়া—প্রাচীন বাঙ্গালা গা ন্থি আঁ।

বামন—কু কী'এ বা ক্ষ ণ, প্ পু'এ বা ম্ব ন। প্রা° বা ম্ হ ণ।

আগুন—প্রা° অ গ ণী।

পৃষ্ঠা ৪৭

কাট খুড়া—সহচর শব্দ; প্রা° ক ট্ ঠ।

ধিক ধিক্—মৃদু সন্দীপনে। স° √ধু ক্ষ।

মাথা—প্রা° ম থা, ম ত্থ অ।

ভরি—ব্যাপিয়া অর্থে।

চকুথ—প্রা° রূপ।

দরিয়াত—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

শূন্য করি ধবল ইত্যাদি—বড় গোছের বান ডাকাইয়া দাও।

গিলা—গুলা শব্দেরই রূপভেদ।

কু ঘাটে ডুবিল ময়না ইত্যাদি—সোনারায়ের গানে, 'কুঘাটে নামিয়া কন্যা সুঘাটে উঠিল।'

হারিয়া কোন—ঈশান-কোণ।

দ্যাওআ—মেঘ। প্রা° দে ব আ।

আইও বাবা—বিস্ময়াদি সূচক অব্যয়।

পৃষ্ঠা ৪৮

বহ বহ—ধ্বন্যাত্মক শব্দ; ধূ ধূ।

লোহার কলাই, লোহার খাটি—মন্মার্থ নিরঙ্কুশ। স° ক লা য়। খাটি—প্রা° ক ট্ ঠ।

একান—এক খানা।

শিরের উপর—এক মানুষ উচু।

পাহাড়—তীর, পার।

জন্ম—প্রা° রূপ।

খুসি—ফা° খু শী।

ডুব—পা° √ডু ব্ব (স° ম স্ জ)।

কবট ফিরিল—পালট নিল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

খরুপা জ্ঞান—ক্ষুরপ্র সদৃশ বাণ বা অভিচার মন্ত্র। ক্ষুরপ্র বা খুরপ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্রভেদ।

দেওয়া—দ্যাওআ শব্দ দ্র°।

পৃষ্ঠা ৪৯

দাই—প্রা° ধা ঈ (ধাত্রী)। ম° দা ঈ।

ভাল—প্রা° ভ ল্ল (ভদ্র); ম° ভ লা।

ওঁয়া চোয়া—কোঙা কোঙা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শিশুর ক্রন্দন।

তিনি—প্রা° তি ণ্নি (ত্রি)।

রাও কাড়িল—শব্দ করিল। পূর্ব্বে 'এঞ্জরি কাড়াল'।

পায়—প্রা° পা অ (পাদ)।

পালকী—প্রা° প ল্লং কি আ (পর্য্যঙ্কিকা, পল্যঙ্কিকা)। ম° পা ল খী।

তম্বু বা—আ°।

বাজে—প্রা° ব জ্জ ই (বাদ্যতে)।

ভেউড়—বড় ঢাক, ভেরি, side-drums।

মুর্চ্ছল—নাকরা বা ডঙ্কা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, kettle-drums। স° মর্দল ভুল°।

বন্দুক—বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল। ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে শতঘ্নী (cannon), নালীকাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তুর্কীরা এদেশে বন্দুকের আমদানী করে। পুরান বন্দুকের ইংরাজি প্রতিশব্দ matchlock।

ধুরাধুরি—ধড়্ ধড়ানি অর্থাৎ আওয়াজ।

পুত—প্রা° পুত্ত (পুত্র)।

দাইয়ানি—wet-nurse; দাই-আনি।

পৃষ্ঠা ৫০

রাম ত্যাল—শ্রীগোপাল তৈল, নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈলের সাদৃশ্যে।

গুআ খোআ বিশি—সুপারির আধার।

খঞ্চনি—শিরোভূষণ।

খোপা—কবরী, বেণী। ১১শ শতকের রূপ খো প্য ক; স° ক্ষুপ শব্দ ভুল°।

নেউজ পাত—মাঝের পাতা, নবজাত পত্র; রাঢ়ে আঙট পাতা। সোনারায়ের গানে 'অখণ্ড কলার পাত'।

দোন—দুই। প্রা° দো ণি, দো ন্নি, দো ন্নি (দ্বৌ); স° দো নো।

পৃষ্ঠা ৫১

কাখে—প্রা° ক ক্‌ খা; একার বিভক্তি-চিহ্ন।

তিন দিন অন্তরে ইত্যাদি—তিন দিনে তিন কামান, চারি দিনে চতুর্থা, দশ দিনে দশা এবং ত্রিশ দিনে ক্রিয়া সুদ্ধু তথা জাস্তা-ভোজন ব্যাপারে প্রসূত নবকুমারের জাতকর্ম্মাদির সহিত মৃত রাজা মাণিকচন্দ্রের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যেন খানিকটা মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্তরে—পরে, অন্তে।

কামান—প্রা° ক ম্ম ণ।

পন্দর—প্রা° প ণ্ণ র হ।

নাপিত—বৈদিক ভাষায় শব্দটি পাওয়া যায় না। পা° ন হা পি ত।

পৃষ্ঠা ৫২

ক্রিয়া সুদ্ধু হৈল—অশৌচান্ত হইল। ক্রিয়া শুদ্ধ হইতে ক্ষৌরকর্ম্ম।

রাজ্য করি খায় ইত্যাদি—অন্তঃপুরে থাকিয়া ময়না রাজ্য শাসন করিতে লাগিল।

নাম কলম রাখিল—নামকরণ করিল। হিন্দুস্থানীতে কলম-করনা অর্থে নির্দ্দেশ করা।

বছরেক—বাঙ্গালা সন্ধি।

সম্বলব—সমর্পণ।

সংকীর্ত্তন করিবার লাগিল—শ্রাদ্ধ-বাসরে সংকীর্ত্তন প্রথা।

মৎস্য পরশ করিল—আদ্য শ্রাদ্ধের পর কর্ম্মকর্ত্তার জ্ঞাতিদের সহিত পঙক্তিতে বসিয়া মাছ ভাত খাওয়া এদেশের লৌকিক আচার। ইহাকে সাধারণতঃ 'নিয়ম-ভঙ্গ' বলে। কিন্তু বিধবা ময়নামতীর মৎস্য-স্পর্শ একটু বিচিত্র।

বাদে—পরে।

চারি কলমে রাজাক ইত্যাদি—চারি কথায় অর্থাৎ অনায়াসে ও অল্প সময়ে রাজাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইল। অথবা চারি শাস্ত্রে শিক্ষা দিল।

আজি কালী করিয়া ইত্যাদি—সাত বৎসর বয়সে রাজার নাম রাখা হইল। যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের একাদশ দিবসে এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের যথাক্রমে ত্রয়োদশ, ষোড়শ ও একত্রিশ দিনে নামকরণ বিহিত। কিন্তু এদেশে সাধারণতঃ অন্নপ্রাশনের কালেই নাম-করণ হইয়া থাকে।

খেতুয়া লক্ষেশ্বর—কুমিল্লার প্রাচীন নাম কমলাঙ্ক। কমলাঙ্ক সম্পর্কে খেতুয়া লক্ষেশ্বর হইয়া থাকিবে।

পৃষ্ঠা ৫৩

মাই—মাগধী মা ই আ। প্রাচ্য হি° মা ঈ।

সেঞেরা—বিবাহের টোপর।

দরগুআ—বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া প্রকাশ করা উপলক্ষে গুয়া-পান খাওয়ান।

বিবাহ সাজাইল—বিবাহ-সজ্জা করিল।

রতুনাক বিবাও কেল্লে ইত্যাদি—গোবিন্দচন্দ্র গীতে, 'উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইল দান।' (পৃ° ৫৮); গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে, 'মোর ভৈন অদুনারে পাইলা বেভার।' (পৃ° ৩৩৪)। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে এ প্রদেশেও একটি কন্যা বিবাহ করিয়া আরও ২।১টি যৌতুক স্বরূপ পাওয়া যাইত। নিত্যানন্দের বংশ বিস্তার গ্রন্থে, 'যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা॥' (পৃ° ১২)। [সূর্য্যদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধা এবং কনিষ্ঠা জাহ্নবা।] জলপাইগুড়ি অঞ্চলে নাকি এমনই একটা প্রথা প্রচলিত।

ব্যাবারের কারনে—উপভোগার্থে।

কন্যা যুড়িয়া আইস—এই 'জুড়নি' আজও চলিয়া আসিতেছে।

পৃষ্ঠা ৫৪

বন্দুকের জয় জয় ইত্যাদি—গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত পাঠে 'বন্দুকের ধুরা ধুরি ধুমায় অন্ধকার।'

গমন—আগমন অর্থে।

যা যা বলিয়া ইত্যাদি—যাও আমি [এই বিবাহে] সম্মত।

গুয়া পান কাটিবার গেল—গুয়া পান কাটা দেশাচার, বিবাহের পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয়।

সনিবার দিনা ময়না ইত্যাদি—শনিবারে রাণী গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা পুত্রের সংস্কার করাইলেন অথবা গন্ধ মাল্যাদি সংস্কার-দ্রব্য কন্যার বাড়ী পাঠাইলেন এবং রবিবারে বিবাহ-সজ্জা করিলেন।

গাছি—ঝাড়। গাছ—অপ° প্রা গচ্ছ, গাছ। অস ও ও° গচ্ছ, সিংহলীতে গছ বা গস।

সোনালী চালুন বাত্তি—বরণ-ডালার সোনার প্রদীপ।

পৃষ্ঠা ৫৫

গছি—গাছি দ্র°।

ত্যার—প্রা° তেরহ।

সুর—প্রা° সুংড; প্রাচ্য হি° সুঁড়।

বৈরাতী—আয়ো, আয়তি।

গাবি—প্রা গবী, গাবী, গাঈ। গাভী শব্দ সংস্কৃত নহে। যেমন নৌ > নাব > নায়, তেমি গো > গাব > গাঅ; স্ত্রী গাঈ। Aspirated it becomes গাভী।

উয়ার—প্রা অমু (অদস্) শব্দের প্রথমার একবচনে তিন লিঙ্গেই অহ; উহার উত্তর ষষ্ঠ্যন্ত আর (ডার প্রত্যয় করিয়া অহার পদ হয়। এই অহার হইতে উহার, ওহার প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

পৃষ্ঠা ৫৬

কুআ—প্রা কূবঅ (কূপক); প্রাচ্য হি° কূআ, কূবা, গু° কূবো।

রন্ন—অন্ন।

পারশ—√পরষ্ (স পরি-√বিষ্ পরিবেষণে; হি √পরোস্।

জাদু—বৎস, সম্বোধনে। প্রা জাদ (স জাত); আদরে 'উ' প্রত্যয়। ফা° জা[illegible] (সন্তান) শব্দ তুল°।

ভর পুন্নিমার চান—সারা পূর্ণিমার রাত্রি।

সুপারি—কেহ কেহ মনে করেন, শব্দটি অতি অল্প দিন হইল বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। In 1442 Abdur Razzak in describing the method of eating *pān* says "The bruise of portion of *faupal* otherwise called 'Sipari' and put it in the mouth."—*Dictionary of Products*.

পাক পাড়তে পাক পাড়িতে ইত্যাদি—হেমাই পাত্র দেশ-বিদেশ ঘুরে গুআ কেটে এসে বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাচাই করে দিলে

রাজা দান পড়িবারে ইত্যাদি—রাজা হরিশ্চন্দ্র কন্যাদানের মন্ত্র পাঠ করিতে গিয়া……।

রতুনাক নাম থুইলে ইত্যাদি—ছোট বোনকে সঙ্গে দাসী দিয়া বড় অদুনার সম্ভ্রম রক্ষা করা হইল।

পৃষ্ঠা ৫৭

মাঝার—দেশীনামমালাতে ম জ্ ঝ আ র।

ঘিরি—√ঘি র্ (স° ঘৃ) বেষ্টনে।

বৈদ্য ব্রাহ্মনে—শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুর অভিপ্রায়, দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে ইঁহারা বৈদিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। বেল্লাল উপাধিক এই সম্প্রদায় পূর্ব্বাপর পৌরহিত্য পেশা হইলেও রাজাদের অধীনে বিচার ও সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। যাঁহারা রাজ সেবা করিতেন না তাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইতেন। বেদে অধিকার হেতু তাহারা বৈদ্য। কর্ণাট দেশ হইতে আগত বেল্লাল বা বৈদ্য-ব্রাহ্মণেরাই এদেশীয় বৈদ্যগণের পূর্ব্বপুরুষ। [History of Bengali Language, pp. 50-53] বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ এ অর্থও হইতে পাবে।

ভাট—বংশচরিত কীর্ত্তনকারী, স্তুতি-পাঠক।

বুঝান্তের কাষ্টে—সচীবের আসনে।

হাতে পদ্দ পাএ পদ্দ ইত্যাদি—রাজ-চিহ্ন।

টলমল—ঝলমল। অদ্ভুতাচার্য্যের আদ্যকাণ্ডে।

আরানি—বড় ছাতা বা পাখা; আড় করে বলিয়া আড়ানি।

লসেক্কর—লস্কর, সেনা। ফা° ল শ্ ক র্।

খাসা মলমল্—খাস মহলমল, personal attendant। আ° খা স অর্থে নিজস্ব, বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষিত।

পাত্তর—পাত্র, সভাসদ্।

পুব—প্রা° পু ব্ব।

বৈসে—প্রা° ব ই স ই (উপাবিশতি)।

পির পয়গম্বর—সাধু ও মহাপুরুষ। ফা° পীর্ এবং পয়গম্বর।

বালা—প্রাচীন বাঙ্গালাতে বালকার্থক বালা শব্দের প্রয়োগ অবিরল। প্রাকৃতপৈঙ্গলে বা লা (বালকঃ) ২।১৪৭।

রাইয়ত জন—প্রজা পাঠক।

হিসাব—আয় ব্যয়ের বিবরণ। আ°।

পৃষ্ঠা ৫৮

ভরা কাচারি—পুরা দরবার। হি° ক চ হ রী।

ডাম্বাডোল—কোলাহল, কলরব। হি° (?)।

সোর—গোল, শব্দ। ফা° শো র্।

ঝেচু—'ঘেচু' হইবে; অর্থ—ফিঙ্গা পাখী।

আগুন পাটের সাড়ি—সোনালী রঙ্গের রেশমী শাড়ী। কমলার বারমাসীতে 'অগ্নি পাটের সাড়ি', বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে 'অগ্নিবর্ণ পাঠ শাড়ী'।

দরবার উঠিল—সভা ভাঙ্গিল।

ঘরাঘরি হইল—যে যার ঘরে ফিরিল।

একলাএ—অর্দ্ধমাগধী এ ক ল্ল এ।

রেক্তি ছুরি—রেক্তি ও ছুরি একার্থ বোধক; সহচর শব্দ।

মরছোঁ—মরিতেছি।

জুআনি—যুবা। প্রা জু অ ণ।

জিন্তা দম—প্রাণ-স্পন্দন, জীবন। ফা দম্ অর্থে নিশ্বাস।

পৃষ্ঠা ৫৯

বাসনা—সুবাস।

জায় তায়—যে সে, সকলে।

বরখাস্ত—ভঙ্গ। ফা°।

করদস্ত—জোড়-হাত, বদ্ধাঞ্জলি। [দস্ত অর্থে হাত] ফা°।

জিও—বাঁচিয়া থাক

ধম্মে দিলাম বর—ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া অশীর্ব্বাদ দিলাম।

জাবু—যাইবে।

ওমর—আয়ু। আ উ ম্ র (বয়স)।

পৃষ্ঠা ৬০

কন্ন—কুমারপালচরিতে।

ডুবালু—ডুবাইলে।

সব্ব—প্রা° রূপ।

বাইস দণ্ড রাজা—বাইশ দণ্ডে যতটা স্থান যাওয়া যায় তত বড় দেশের রাজা। গ্রাম্য কবির বৃহত্ত্বের কল্পনা!

সামটে—পরিষ্কার করে। স° সম্-√স্থা একত্রী করণে; হি° স মে ট না।

কথা—কোথা। প্রা° ক থ (কুত্র)।

খাটি—স° √ক ঠ্ কৃচ্ছ্র জীবনে।

খাটের তল—তাঁবে, অধীনে।

রসুই—স° র স ব তী (পাকশালা) হইতে; হি° র সো ই।

এমন সেমন—যেমন-তেমন, যে-সে।

কবে ভজবার নই—কখন ভজিব না। কবে—অপ° প্রা° ক ব হু (স° কদাপি); হি° ক ভী।

জিওন—জীবন।

রুজুপতি—উরূপতি অর্থাৎ উৎপত্তি।

নিলু—লইলে।

বাবা—বাপ শব্দ দ্রঃ।

জাক—যাও।

শিখেক—শিখ, শিক্ষা কর।

খোলা হাড়ি—প্রাচী বাঙ্গালা কো° দ্রঃ গো° মী: খলপৃ. সম্মার্জনকারী বা খলাদি মার্জনকারী।

ধরিম—ধরিব।

কোঠে—কোথায়।

পৃষ্ঠা ৬১

এদেশিয়া হাড়ি নয় ইত্যাদি—তদ্দেশীয় লোকের বিশ্বাস ছিল আগন্তুক মাত্রের নিবাস বঙ্গদেশ এবং তাহারা জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতিতে দেশীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চান্দ—প্রা° চ ন্দ।

সুরুজ—সূর্য্য। হিন্দী প্রভৃতিতে।

কান—কু° চ° তে ক ন্ন।

ঢুলায় চওর—চামরের বাতাস দেয়।

আন্দে বাড়ে—রাঁধে ও পরিবেষণ করে।
বাড়া—স° √ব ট্ বিভাজনে।

কুরুম—কাছিম, কূর্ম্ম।

ছুঁআ পাত—উচ্ছিষ্ট পাতা।

কুমর—প্রা° কু ম রো (কুমারঃ)।

পাঙখা—পাখা। হি°।

খড়ম—হি° খ ড়ৌ ঙ্।

চিলা চাঙ্গি—চেলা-কাবড়।

পহর—প্রহর। প্রা°।

জবাব—কথা। আ°;

জঞ্জাল—অস্বস্তি। ম° জং জা ল (জগজ্জাল)।

পৃষ্ঠা ৬২

ইগ্‌লা—এগুলা।

চেতে—অপেক্ষা। মেদিনীপুরের গ্রা° ভাষায় ছে য়।

আউল—কেহ কেহ আ° অ উ লি য়া (দৈবশক্তি সম্পন্ন, সাধু) হইতে শব্দটি উৎপন্ন মনে করেন।

কণ্ড—কহি।

ছাড়—অধম, হীন। মহারাষ্ট্রী প্রা° ছা র (ক্ষার)।

স্বেতখানা—মলত্যাগের স্থান। আ°-ফা° সি হ ৎ খা না, সে হ ৎ খা না।

নিকাইয়া—পরিষ্কার করিয়া। স° √নি ক্ত নির্ম্মলীকরণে।

চুপ করিয়া—আস্তে। √চু প্ মন্দগমনে।

মরিব—মরিবে।

নগরিয়া—বিশেষণ পদ।

সুধ—প্রা° সু দ্ধ (শুদ্ধ)।

গুটি—গোঠে শব্দ দ্রঃ।

অত—প্রা° এ ত্তি অ (ইয়ৎ, এতাবৎ)।

খপরা—ক্ষুদ্র গৃহ, কুটির।

কাহার—প্রা° কিং (কিম্) শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে কা ণ; এই কাণ হইতে কার এবং স্বরের বল বৃদ্ধি হেতু কা হা ণ তথা কা হা র।

জোওয়াব—কথা। আ° জ বা ব্।

বেচরিত—বিচলিত।
গোলাম—ক্রীতদাস। আ॑।
তবে—প্রা॑ ত ব হিং; তুল॑ ত হ বি (তথাপি)।
গোটা—গোটে শব্দ দ্র॑।
চারি—অপ প্রা॑; অর্দ্ধমাগধী চ ত্তা রি (চত্বারি)।
দিলু হয়, রহিল হয়, পালু হয়—যথাক্রমে দিতে, রহিতে এবং পাইতে।

পৃষ্ঠা ৬৩

দিলেন হয়, রইল হয়, পাইল হয়—যথাক্রমে দিতেন, রহিতেন এবং পাইতেন।
সত্য রাজার পুত্র ইত্যাদি—প্রকৃত রাজ-পুত্র বলিয়া নাম রাখিতে পারিত। **নাকা**—ন্যায়, তুল্য।
পার্তাক গেইছেন মেলা—পূর্ব্বে 'পাতি গাল খালা' (পৃ° ১২)।
জহর বিস—সহচর শব্দ; ফা॑ জ হ র্।
কছু—কহিয়াছি।
বৈভবে—এই বা ঐ ভবে।

পৃষ্ঠা ৬৪

নাখান—নাকা শব্দ দ্র॑।
বেটা হএয়া কলঙ্ক ইত্যাদি— তুল
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিঞা দিল
রাধিকা কাহ্নাঞি'র সঙ্গে আছে॥
নগেরে দোসর—সঙ্গের সাথী। **দোসর**—হি° দু স রা (দ্বিতীয়)।
রসাত্তল—রসাতল, এখানে যমের বাড়ী।
কলু মনের গৈরবে—মনের গুমরে কহিলে।
বৈরাগ হএয়া বান্দা রবু—সন্ন্যাসী হইয়া বন্ধক রহিবে।
থেইল বরন—অভিসার।
ধরবু, জোগাবু, গণিবু—যথাক্রমে ধরিবে যোগাইবে, এবং গণিবে।
গনাইতে—সংখ্যা করিতে।
কানা কড়ি—ফুটা কড়ি। প্রা ও স॑ কা ণ।
সিকিয়া—পা ও প্রা॑ সি কা (শিক্য)।

বাউঙ্কা—বাঁক, বাঙ্গী। কৃ॑ কী'এ বাঁ হু ক। পা॑ ব্যা ভা ঙ্গী (বিহঙ্গিকা)।
উবিয়া—বহিয়া, তুলিয়া। স॑ উ দ্ব হ ন হইতে।
খাবু, আনবু—যথাক্রমে খাইবে এবং আনিবে।
জেও—যেই।
সেনালিয়া—সোনালী, স্বর্ণময়।

পৃষ্ঠা ৬৫

রজ্জোগতির মাও—রাজ-জগতের (সব জগতের) মা। **মাও**—শূ° পু°, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতিতে।
এক অদ্দ মস্তকের ক্যাশ ইত্যাদি—প্রণামের রীতি। ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের গানে, 'একত্র মাথার কেশ দুই অদ্ধ করিয়া॥' **অদ্দ**—প্রা° অ দ্ধ।
পড়িল ভজিয়া—ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রণাম করিল।
কান্দুবু—কান্দিবে।
খোপরি—খোবর (গহ্বর)। পূর্ব্বে খ প রা (পৃ॑ ৬২)।
রোজন—পরিমাপ। আ॑ ব জ ন।
সিদা—ভোজ্য। স সি দ্ধ হইত।
অকারিয়া—আছাঁটা, unshifted। স্॑কা ড় (স॑ কণ্ড) ভেদনে।
চাউল—শূ পু॑এ তা ড় ল, তা উ ল; চৈ॑চ, কবিক॑এ চা লু। 'চাউলাঃ তণ্ডুলাঃ'—দে না॑ মা॑।
সানা—চটকাইয়া মাখিয়া। আ॑ স ন (প্রস্তুত করণ) শব্দ তুল।
মানা—স মা এব, বা না।
চৌদ্দ—প্রা॑ চ উ দ্দ হ চো দ্দ হ। ম চৌদা, গু॑ চ উ দ, চৌ দ।
মধুকর—স্বনামখ্যাত সুবৃহৎ বাণিজ্য পোত।
নজর—দৃষ্টি, চক্ষু। আ॑।
থাকে জলিয়া—আলোকময় হইয়া থাকে।
পটকিনা—প্রভাব।
খিরলি ধুতি—গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে 'কাপড় নামে খি র ব লি'। ক্ষীরের ন্যায় কোমল শ্বেত বস্ত্র কি?
রগুকুলে—আগলে, অগ্রভাগে।

পৃ° ৬৬

ভোমা—নির্বোধ, stupid, foolish।

কায্য—মাগধী ক য।

আটকুড়া—অনপত্য; আট (স° আত্ত, গৃহীত বা হৃত) এবং কুড়া (স° কুল)।

বাড়েয়া—√বা ড় (স° ব ট্) বিভাজনে।

জুআয়—যুক্ত হয়।

বৈদেশ—বিদেশ, দেশান্তর; স্বার্থে আদ্য স্বরের বৃদ্ধি।

সহর—ফা° শ হ র।

জঙ্গল বাড়ি—মরু প্রদেশ। জঙ্গল—বারিশূন্য দেশ।

পরতি—পরন, পরিধান।

থেমা—প্রা রূপ।

জিব্বা—প্রা জি হ্বা।

আগাল—আগ, অগ্র।

অবসে—অবশ্য। প্রা;

জয়মালা—যত মালা, যত পরিমাণ।

ঘসায়—স° √ঘৃ ষ্ ঘর্ষণে।

দিনান্তরে—দিন শেষে।

শয়ন—স্থান অর্থে প্রযুক্ত।

খুপুরি—পূর্ব্বে খো প রি (পৃ° ৬৫)।

লগ্গি—লঘী, মূত্র।

ঝেচু পাঙ্খি—'ঘেচু' হইবে বোধ হয়; ফিঙ্গা পাখী।

নয়া—নূতন। অপ° প্রা° ণ আ, ন আ।

বাঙ্কুআ—বাউঙ্কা দ্র°।

নাগ্রি—(মাটির) কলসী। নগর হইতে বোধ হয়।

উঁাব—পূর্ব্বে উঁাবিয়া (পৃ° ৬৪)।

কমি—ফা° ক ম্।

মদ্দ—পুরুষ। ফা° ম র্দ।

নাগি দিয়া—লাগাইয়া দিয়া।

জোড় বাঙ্গালা—একখানি ঘরের সম্মুখে আর একখানি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইত যে গৃহদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিত না। উহা সেকালে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক ছিল। গোপীচন্দ্রের পাচালীতে 'জোড় মন্দির' (পৃ° ৩২৪, ৩৩৫)।

রাজসূস—রাজকীয়; রাজসই শব্দ তুল°।

বন্ন—প্রা° ব ণ্ণ (বর্ণ)।

৬৮

দ্যাখন—দেখোঁ, দেখি।

চিলা—স° চি ল্ল।

ভোঁরি ছান্দে—ঘুরপাক ছলে। কৃত্তিবাসী সুন্দরাকাণ্ডে, 'চুলে ধরি সীতাবে সে দিল চাক-ভাউরী॥'; ঘনরামে, 'চাক ভাওরিতে, ফিরিয়ে নাচিতে, হৈল তালভঙ্গ॥' ও° ভ উঁ রি; স° ভ্রা ম র।

ফ্যালাও°—ফেলি।

পাড়া দিয়া—মাড়াইয়া।

ভমক ছাড়ে—ঘুরপাক দেয়।

টুলটুলি—ঝুলাঝুলি।

বলদ—চর্য্যাপদে। স ব লী ব দ।

শিয়র—শিরস্থান। প্রা সি হ র (শিখর)।

ঘাটা—পথ।

ডাকু—দস্যুর আক্রমণ। হি ডা কা।

পৃষ্ঠা ৬৯

সত্য গ্যাল দোআপরি ইত্যাদি—যুগপর্য্যায়ে গ্রাম্য কবির গলত্।

সকাল—সত্বর। সু-কাল, (তুল° হি স বে রা < সুবেলা)।

অকুগুল নারী হএয়া ইত্যাদি—গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে, 'অকুমারা নাবী সবে মাগিব শৃঙ্গার।' (পৃ° ৩২৩)।

বাছিবে—বা° √বা ছ্ নির্ব্বচনে।

কুহ—মোহ বা ঘোর।

সোনার চান্দ—সোহাগের সম্বোধন।

যোজকের (দোজকের) ঘোড়া—তুল° 'ছ্যাগড়া গাড়ীর ঘোড়া'।

পবিত্র হবে মুখ—মুখ উজ্জ্বল হইবে বা কুল ধন্য হইবে।

বিবাহ সকালে—বাল্য বিবাহ।

পুত্র হইয়ে না করে ইত্যাদি—পুত্র পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্ম করে না।

আরতি—পূজা, সম্মান।

চারিটা ভাণ্ড—জরায়ুজ অণ্ডজ ও স্বেদজ এই ত্রিবিধ স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ।

অধগতি—তুল উ র স্থ ল, ব ক্ষ স্থ ল, স ব ব র প্রভৃতি ; উহা প্রাকৃতেরই আদর্শে।

অরাবিষ্ণু দেহা—অবৈষ্ণব দেহ, অপবিত্র দেহ।

কাগা—প্রা অপ কা গু (কাকঃ)।

ছাড় খার—সহচর শব্দ। মহারাষ্ট্রী ছা ব এবং শৌরসেনী খা র।

পৃষ্ঠা ৭০

কৈয়া দ্যাওছোঁ—কহিয়া দিতেছি।

আত্তমা—আত্ম।

মোর একেলাএ কানাই—তুল° 'সবে ধন নীলমণি'।

এলা মেলা—বাজে কথা বা বৃথা আড়ম্বর।

ভোজ—প্রা° ভো জ্জ (ভোজ্য)।

ছাচা—প্রা° স চ্চ (সত্য)।

পিণ্ডি—পিণ্ড, দেহ।

অপমৃত্যু—অপবিত্র ?

চাইলাম—খুঁজিয়া দেখিলাম।

হেন্দুস্থানি পড়ি বুঝোঁ ইত্যাদি—স্ত্রী-শিক্ষা। হেন্দুস্থান—হিন্দুশাস্ত্র। দারায়ুস্ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ পার্সিপোলিস ও নক্শ-ই-রুস্তম্ শিলালিপিতে ভারতবাসী বুঝাইতে হিন্দু শব্দের প্রয়োগ আছে ; উহা ৫০০ খ্রী° পূ°'র কাছা কাছি। বুঝোঁ—বুঝিলাম।

মোছলমান—ফা° মু স ল্ মান্, আ° ম স্ লি ম্। কিতাব—আ°। কোরান—আ°।

জোগি ধম্মে—যোগ শাস্ত্রে। জোগ—প্রা°।

শাস্ত্রের না পাও ঠাঁঞ্রে—শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহ হয় না। পাওঁ—পাই।

বিনে—'বিনা' শব্দ উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ বি নে। পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের প্রভাবে আকারের একারত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে।

ভেদ—রহস্য।

আমি জ্যান জিয়ে থাকি ইত্যাদি—যাহাতে আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় এবং দেহাত্ম বোধ বিলীন হয়।

নিরলে বান্দ আলি—মর্ম্মার্থ—একান্তে বসিয়া সাধন-ভজন কর। হি° নি রা লা, নি রা রা।

ভাজন—উপযুক্ত, যোগ্য।

গালি—প্রা° গ রি হা (গর্হিকা)।

কোন দিয়া—কোন দিকে।

দেখোঁ—দেখি।

পৃষ্ঠা ৭১

চাওঁ—চাই।

বট বৃক্খের ছায়া—শান্তিদায়িনী।

রঙ্গের জরু—কৌতুক বিলাসের প্রণয়িনী। জরু—স্ত্রী। হি°।

নালুয়া পতনি—নবীনা পত্নী ; সুকুমারী।

হালুয়া—হেলিয়া, ভাঙ্গিয়া।

রাম ডালি—বরণ-ডালা। আম্র পল্লবও হইতে পারে।

কেকেআ কোকেআ—চীৎকার করিতে করিতে।

সান্দাইল—পূর্ব্বে 'সোন্দাইল'।

ঝাট—প্রা° ঝ টি (ঝটিতি)।

নিবুদ্ধি—বৃথা।

আপ্ত—প্রা° অপ° অ‍া ত্ প (আত্ম)।

কলিজা—হৃৎপিণ্ড। 'কালখণ্ডদ্বয়মুদরদক্ষিণ-পার্শ্বস্থে কালচেতি খ্যাতে'—টী স°। হি° ক লে জা।

হাকিম নয় আপনার ইত্যাদি—গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে, 'রাজা নহে আপনা কোতওাল নহে মিত' ইত্যাদি। কোটোআল—কোট্টপাল বা রক্ষী। ফা° কো ত্ ৱা ল, পদ্মাবতীতে কো ট বা র। রিশ—হিতৈষী। স° রি ষ্ট।

লায়েক—নায়ক, (গৃহ) স্বামী।

শিকাই—ঘুনসি, কটিসূত্র।

মাগ—স্ত্রী। কেহ কেহ মনে করেন মাগ, পুরান বা° মাগু, উত্তর বঙ্গের মাউগ প্রভৃতি মাতৃবাচক পালি মা তু গা ম (মাতৃগ্রাম) শব্দেরই রূপান্তর।

আড়—অন্তরাল।

থ্যাকার—দেমাক।

নাকসিরিয়া—নাগেশ্বরী বাঘ।

রন্ন—প্রা° র ন্ন (অরণ্য)।

বাঘ—প্রা° ব গ্ ঘ (ব্যাঘ্র)।

বগতুল—বাদুড় (বাতুলি)।

আট রূপের বানি—খাঁটি কথা, দৃঢ় বাক্য। আ টো প (দম্ভ) শব্দ তুল°।

আশপশি—পাশ-পড়সী। বেদের ভাষায় আ শ অর্থে পার্শ্ব এবং প্রা° প ডি বে শ (প্রতিবেশ)। প্রাচ্য হি° প রো স।

গুন—পৈশাচী প্রা°।

কুকিধন্নি—কুক্ষিধারিণী, গর্ভধারিণী।

ওলা ঝোলা—দরদরিত।

ঘাম—প্রা° ঘ ম্ম ; পারসিক গ রে ম শব্দ তুল°।

জাবত ব্যারায় কাম—যাবৎ প্রয়োজন। কাম—প্রা° ক ম্ম।

জপ্তে—যাবৎ।

বেসেবার—এখানে মশলার দোকান। বেসবারের মৌলিক অর্থ ঝাল-বাটনা। 'হরিদ্রা সর্ষপং পিষ্টমার্দ্রকঞ্চ মরীচকং। জীরকং শুষ্কপত্রঞ্চ বেসবারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥' —ইতি সূদশাস্ত্রম্।

কোচ—বস্ত্রাঞ্চল। ক চ্ছ শব্দ তুল°।

এছিলা—ঈদৃশ।

গাবুরা—যুবক। পূর্ব্বকালে গ র্ভ রা নামে এক প্রকার নৌকা ছিল। গর্ভরার মাঝিরাই গাভুর বা গাবর হইবে। ভৃত্য অর্থেও গাবুর শব্দের ব্যবহার আছে। Eliot সাহেব গবর শব্দে an infidel in general বুঝিয়াছেন।

খসম—স্বামী, পতি। আ°।

পাকড়িবে—ধরিবে। হি°√প ক ড়্ প্রগ্রহে।

সিসের—শিশের দ্র°।

হাটুআ—পণ্যক্রয়ের নিমিত্ত যে হাটে যায়।

পৃষ্ঠা ৭২

সরু সরু—মৃদু মধুর।

হাড়—প্রা° ও স° হ ড্ড।

দেওছোঁ—দ্যাওছোঁ দ্র°।

৭৩

ঢোকা—ঠেকা, অবলম্বন।

ছাড়েক—মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া।

খাওঁ না নে—খাই না কেন।

তার নাই দায়—তাহাতে ক্ষতি নাই।

জমের দায়—যমের উপদ্রব।

পৃষ্ঠা ৭৪

সাত জাতি নারি—চারি জাতি নারীর কথাই প্রসিদ্ধ।

শোনেক, হএক—মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া।

এঙ্গা পেঙ্গা—রঙ্গচঙ্গে, চিত্রবিচিত্র।

পর্শে—পারশ বা পরিবেষণ করে। হিং প র স্ না।

কতুমনি—পদ্মিনী'র (পদ্মিনী) অনুকরণে।

উপদশা—উপবাস।

সাঙ্কিনি—শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ,—

দীঘল শ্রবণ দীঘল নয়ন
দীঘল চরণ দীঘল পাণি।
সুদীঘল কায় অল্প লোম হয়
মীনগন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি॥

দীর্ঘাতিদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা
কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা।
রেখাত্রয়েণ চ বিভূষিতকণ্ঠদেশা
সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা॥

সাঙ্কাএ উলমতি—শাঁখার জন্য পাগল অর্থাৎ বেশভূষায় অত্যধিক আসক্ত।

দন ঝকড়া—দ্বন্দ্ব কলহ।

সাঙ্কাএ ভগতি—শঙ্খানুরক্তি।

সামি—পা° ও প্রা° সা মী (স্বামী)।

ভাল পুরুষ—সুপুরুষ।

বৈয়া—বহিয়া, অতিবাহন করিয়া।

হিঞালি—সান, সঙ্কেত।

ভ্রমরা—নাগর, প্রণয়ী।

নিম—মাগধী * নিম্ম, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী ণি ম্ব; প্রাচ্য হিং নী ম।

তিতা—প্রা° তি ত্ত, তি ত্ত অ (তিক্ত)।

মিতা—প্রা° মি ত্ত, মি ত্ত অ (মিত্র)।

এই কিনা—ঈদৃশ।

পাছ—প্রা° প চ্ছা।

বাঞ্জা—প্রা° ব্ং ঝা (বন্ধ্যা)।

খর্শে—কর্কশ হইয়া।

দেউল—দেবালয়, দেবকুল। প্রা°।

না—নৌকা।

গুড়া—নৌকার এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠ খণ্ডকে গুড়া বলে।

পৃষ্ঠা ৭৫

হস্তিনী—হস্তিনী নারীর লক্ষণ,—

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর
স্থূল পদকর ঘোর নাদিনী।
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রখর পরগামিনী॥
ধর্ম্মে নাহি ডর দম্ভ নিরন্তর
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী।
সুপ্রশস্ত কায় বহু লোম হয়
মদ গন্ধ কয় সেই হস্তিনী॥

স্থূলাধরা স্থূলনিতম্ববিম্বা
স্থূলাঙ্গুলি স্থূলকুচা সুশীলা।
কামোৎসুকা গাঢ়রতিপ্রিয়া চ
নিতান্ত ভোক্ত্রী খলু হস্তিনী স্যাৎ॥

হস্তখানি মাঞ্জা—ঝাড়া হাত; সন্তানহীনার সংসারে করিবার অল্পই থাকে। মাঞ্জা—মার্জ্জিত, পরিষ্কৃত। হিং √ম ঞ্জ (মৃজ্) মার্জ্জনে।

কাখে কোলে—সহচর শব্দ; তুল° 'কোলে পিঠে'।

তায়—তাঁয়, সে।

রসন্তুষ্টি—অসন্তুষ্ট। স্ত্রীলিঙ্গে কি 'ই' প্রত্যয়?

রসন্তোসে গেল মন—যার মন অসন্তোষ পূর্ণ।

কুর কুর করিয়া—(রাগে) গর্‌গর্‌ করিয়া।

মরদ—পূর্ব্বে মদ্দ।

উড়ুন নোটাই—উদুখলের গর্ত্ত মত।

দোরোঙ্গ—ভাঙ্গন পাড়।

পিড়া—প্রা° পী ঢ়, পী ঢ়ি আ (পীঠ)।

এক দুপুর—বহুক্ষণ, দীর্ঘকাল।

হাতকুরা পাড়িয়া—'হামকুড়া পাড়িয়া' হইবে বোধ হয়; অর্থ—উপুড় হইয়া।

নপক খানেক—অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত।

রন্ধক—ক' প্রত্যয় নিমিত্তার্থে বা তাদর্থ্যে।

সেই কোনা—সেইটা বা সেই।

বুদ্ধির নাগর—বুদ্ধির ধাড়ী।

সোল কাহন বুদ্ধি—অশেষ বুদ্ধি। কাহন—১৬ পণ। প্রা° ক হা র ণ (কর্ষাপণ)।

নিন্দের—ঘুমন্ত, নিদ্রিত।

তিক্তাবে—তিত করিবে, বিরক্ত করিবে।

পঞ্চম রাও ছাড়ে—পঞ্চমে স্বর তুলিয়া চীৎকার করে।

এ বাড়িত ভাত ইত্যাদি—অভাগার কপালে এ বাড়ীতে ভাত খাওয়া নাই। আ° ক ম্ র ক ৎ (অল্পভাগ্য), স্ত্রী° ক ম্ ব ক্তি।

নিগান—লইয়া যান।

দিন্মনি—সমস্ত দিনের পর।

অসাধন—আস্বাদন।

জোলা—মৌলিক অর্থ মুসলমান তন্তুবায়। তন্তুবায়েরা নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাহা হইতে নির্ব্বোধ অর্থে প্রযুক্ত। ফা° জো লা হা।

বনুস—স্ত্রী।

পৃষ্ঠা ৭৬

সোনার বউক্কে কামাই করে ইত্যাদি — মর্ম্মার্থ, যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, কিন্তু অন্ন সংস্থান হয় না। কামাই—কাম-আই।

আটে—আঁটে, সংকুলান হয়।

চিত্তিনি—চিত্রাণী নারীর লক্ষণ,—

প্রমাণ শরীর সর্ব্ব কর্ম্মে স্থির
নাভি সুগভীর মৃদুহাসিনী।
সুকঠিন স্তন চিকুর চিকণ
শয়ন ভোজন মধ্যচারিণী॥
তিন রেখাযুত কণ্ঠ বিভূষিত
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী।
কামিনীর কায় অল্প লোম হয়
ক্ষার গন্ধ কয় সেই চিত্রাণী॥

ভবতি রতিরসজ্ঞা নাতি খর্ব্বা ন দীর্ঘা
তিলকুসুমসুনাসা স্নিগ্ধনীলোৎপলাক্ষী।
ঘনকঠিনকুচাঢ্যা সুন্দরী বদ্ধশীলা
সকলগুণবিচিত্রা চিত্রিণী চিত্রবক্ত্রা॥

আগ্‌গল—প্রথম বা উৎকৃষ্ট।

ভুঞ্জায়—ভোজন করায়।

থাক পরে লবি ইত্যাদি—পয়গম্বরের কথা কি স্বয়ং লক্ষ্মী ইত্যাদি। লবি—নবী, ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। আ° ন বী হ্। লক্‌খি—ধনৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডল-স্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মী দেবী উৎপন্ন হন। পুছে—প্রা° পু চ্ছ ই (পৃচ্ছতি)।

গিতানি—গৃহিনী, কর্ত্রী। কোচ ও রাজ-বংশী ভাষায় গি র থা নী।

সন্দায় বানে বাড়া—সন্ধ্যাকালে ধান ভানে।

বাশের তলে কান্দে ইত্যাদি—(সন্ধ্যা-কালে ধান ভানিলে) লক্ষ্মী দেবী খিন্না হন; কিন্তু (পরিশ্রমী গৃহস্থকে ত্যাগ করিয়া) অন্যত্র যাইতে পারেন না। হাবাতি পাড়া—নিরন্নের পল্লী।

প্রবোধ—পরিচয়, অভিজ্ঞান।

চারি চকরি পুকুর খানি ইত্যাদি—৩৬৪ হইতে ৩৮০ পঙ্‌ক্তি তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন। চারি চকরি পুকুর—বৌদ্ধমতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই ধাতু চতুষ্টয় হইতে বিশ্ব চরাচরের রচনা কল্পিত। প্রাচীনগণের মতে পৃথিবী চতুষ্কোণ। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে মহাভূতের অন্যতম ক্ষিতিকে চতুরস্র বলা হইয়াছে। পুকুর—প্রা॰ পো ক্ খ র। মধ্যে ঝলমল—সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, 'জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি এবং তাহারই ব্যক্তাবস্থা জগৎ।' বোধ হয় ঝলমল শব্দে এই ব্যক্তাবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে।

কোন বিরিখের বোটা ইত্যাদি—আমার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কি? বিরিখ —(বৃক্ষ), যথাক্রমে মন ও তনু। বোটা —প্রা॰ বে ণ্ট,বো ণ্ট, (বৃন্ত)।

পৃষ্ঠা ৭৭

কেবা আন্ধি কেবা বাড়ি ইত্যাদি—কর্ত্তা এবং ভোক্তা কে? স্বপ্ন ও নিদ্রা কাহাকে বলে? জগতে সমস্তই চঞ্চল, স্থির কোন্‌টি? গয়াগঙ্গাদি ক্ষেত্রের অবস্থান কোথায়? নামজপাদির কারণ কি? পর দেবতা কোন্ স্থানে থাকেন? যোগের প্রধান সহায় কি কি? ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক চেষ্টা ও তাহার শান্তি কেমন করিয়া হয়? বিনা বাতাসে নড়ে কোনটা? ইত্যাদি। সপ্তহাজার আনল—যাবতীয় তেজ-পদার্থ। হাজার—ফা॰ হ জা র। নিনড়—অটল, স্থির। বানারসি—বরণা ও নাসী (বা অসি) এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ক্ষেত্রের নাম বারাণসী। প্রা॰ বা ণা র সী; প্রাচ্য হি॰ ব না র স।

তুলসী—এখানে উপাস্য অর্থে প্রযুক্ত মনে হয়। তুলসীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত দেখা যায়। একটি এইরূপ—গোলকে ইনি রাধার সহচরী ছিলেন; পরে শঙ্খচূড় দৈত্যের পত্নী হন। শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলে ইনি সহমৃতা হন এবং কৃষ্ণের বরে ইঁহার কেশ হইতে তুলসী বৃক্ষের জন্ম হয়। তদবধি জগতে তুলসীর পূজা ও প্রতিষ্ঠা। বড়সি—বড়সি শব্দে নাড়ীত্রয়ের অন্যতম সুষুম্না লক্ষিত হইয়া থাকিবে। সুতা—বায়ু। প্রা॰ সু ত্ত (সূত্র)। বড়সির ছিপ—মেরুদণ্ড। স॰ ব ড়ি শ। ফুলতা—ফাতনা; চোখের পারিভাষিক শব্দ। হানে—হইতে। ফুটিক—টুকু বা বিন্দু। পাতা—চোখের পাতা।

দুই বিরিখের একটি ফল ইত্যাদি—পিতার রেত ও মাতার রক্তে সন্তানের উৎপত্তি এবং মাতৃগর্ভে স্থিতির কথাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পোট—গ্রন্থি; অপরে কহেন উহা পোত শব্দেরই রূপভেদ; অর্থ—ভিত্তিমূল।

৭৮

কত বড়ি দায়—কত বড় কথা অর্থাৎ কিছুই নয়।

কলু কলু কথা জাদু ইত্যাদি—বাবা, উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ; কথার মত কথা বলিয়াছ। রাজা হইলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না। রাজাকেও হস্তিপকের পশ্চাতে বসিতে হয়। মাঙ্গা—সং মজ্জা। মাহুত—প্রং মহামত্ত (মহামাত্র), অপং মহাবঁত্তু; প্রাচ্য হিং মহৌত।

তন—তনু, দেহ।

মনুহর—মন। মুসলমানী বাঙ্গালায় মনাই, মনুরা। আং মনবরা।

রসিয়া—জীব-দেহ। প্রাং রসিঅ (রসিক)।

গাছের ফল গাছে ইত্যাদি—কারণ কার্য্যে বিলীন হয়।

কাটিলে বাচে গাছ—নাড়ীচ্ছেদেই শিশুর জীবন।

জিতা—জীবিত।

মহতি—মৃতরূপে। আং মো (মৃত্যু) হইতে।

মোহতে—মৃতরূপে

পৃষ্ঠা ৭৯

নিজ নাম—ইষ্টমন্ত্র।

হুতাসন—জঠরাগ্নি।

মিরডারা—শীড্‌ডাড়া, মেরুদণ্ড।

ডোর—দেশী প্রাং দোর (কটিসূত্র)।

রাক্ষি—চক্ষু। প্রাং অক্‌খি (অক্ষি)।

অনাথ—নিরবলম্ব, উদাস।

ডাইনে বায় রাজার ইত্যাদি—রাজা একবার রাজমাতার দক্ষিণে একবার বাম দিকে দণ্ড সদৃশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ডারে—দণ্ডাকারে। প্রাং ডণ্ড।

পামুড়ি— ?

ঠার—ইঙ্গিত। হি

তবুনিয়া—তবে সে, তবেই।

গাঞ্জা—হিং গাঁজা; সং গঞ্জা (মদিরা গৃহ শব্দ তুল।

পৃষ্ঠা—৮০

আজকার মনে—অদ্যকার মত।

বঙ্গের বিনোদিয়া—বঙ্গদেশের সম্রাট

জবদিল—অধিকৃত হইল, পরাজয় মানিল।

প্রভাও—প্রভাত হও।

আড়গৈড় মালগৈড়—গড়াগড়ি, একান্ত ওকান্ত।

গৈড়—অবলুণ্ঠন।

মন রাশি—মণ খানেক। মণ, অর্ব্বাচীন সং আমন্।

আসি প্রা আসীই (অশীতি)।

পাটা—পাট।

সিকাই—কটিরজ্জু।

চৌরাসি—প্রা চউরাসী (চতুরশীতি)।

টোপ—মস্তকাবরণ। হিং।

ওতো হাড়ির নামে ইত্যাদি—ও ব্যক্তি নামে হাড়ি, আচরণে ও চাসা (বহুভোজী)। হালই—হলিক, কৃষক।

ম্যালে—বিস্তার করে।

নাড়িয়া তালের গাছ—মুড়া তাল গাছ।

শ্রি কবিলাস—শ্রীকৈলাস; পদ্মাবতিতে 'সিংঘল কবিলাস'।

জবতে, তবতে—যথাক্রমে যাবৎ ও তাবৎ।

কোড়ত কোড়ত—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

গাও মোড়া—গা ভাঙ্গা।

চট্‌স করিয়া—সশব্দে।

ঝাড়—ঝাঁটপাট। হি।

ঠুটা—মুড়া। দেশী প্রা° টুং ট।
এখান—একখানা।

পৃষ্ঠা ৮১

নায়র দিদি—মা'র পেটের বোনটি আমার; হি° নৈ হ র (স্ত্রীলোকের পিত্রালয় বা স্ত্রীর মাতৃকুল)।

সামটা—জঞ্জাল, আবর্জ্জনা; সামটে শব্দ দ্র°।
ভরি—ভইড়, পায়ের পাতা।
সরলা পুকুরি—দীঘি।
সোআ—প্রা° স ব্বা ও (সপাদঃ)।
হাটখোলা—হাটের আবর্জ্জনা। খলা' শব্দে জঞ্জাল।
ছান—গোবর গোলা জল।
কুলাইলে—সংকুলান করিল, সারিল।
পাগলা—পা° পু গ্‌ গ ল (মানুষ)।

পৃষ্ঠা ৮২

বার গাণ্ঠি ধড়ি—বার গ্রন্থিযুক্ত নেকড়া। ধড়ি-স° ধ টী।
শিশু—শিশুক, শিশুমার নামক জলজন্তু।
ঘড়িআল—(বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট) কুম্ভীর-ভেদ।
লপ্‌ লপ্‌—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।
উপরিয়া—উপ্‌ছিয়া, উপচিত হইয়া।

পৃষ্ঠা ৮৩

শব্দ শুনছি—সকলে বলে।
দরবারের উপর—সভার মাঝে।
জ্যতি—জ্যোতি, দীপ্তি।
শুকনা—প্রা° সু ক্‌ খা ণ (শুষ্ক)।
ঝপার ঝপার—ক্ষিপ্রতায়।
কানি নৌক—কনিষ্ঠাঙ্গুলি।
এইলা—এগুলা।
চর্চ্চিয়া মরিবে তোর—তোমার কুৎসা করিবে

পৃষ্ঠা ৮৪

উজানি প্রহর—প্রথম বেলা।
দ্যাখাওছোঁ—দেখাইতেছি।
রসাই ঘর—স° রসবতী।
পাখালিয়া—বা° √পা খা ল প্রক্ষালনে।
সাইট—প্রা° স ট্‌ ঠী (ষষ্টি)।
পারশিয়া—পারশ করিয়া বা পরিবেষণ করিয়া। হি° প র স্‌ না।
টুকুস টুকুস—ধীরে ধীরে।
মাথা দোমকাইল—শিরোনমন করিল।

পৃষ্ঠা ৮৫

একদণ্ড দুইদণ্ড ইত্যাদি—একটু পরে।
জাওঁ—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।
সতি গ্যাছেন কই—সহমৃতা হন নাই কেন?
সতি গ্যালেন হয়—সহমরণে যাওয়া উচিত ছিল।
সত্য রাজার পুত্র ইত্যাদি—পূর্ব্বে 'সত্যে রাজার পুত্র হওয়া নাওঁ পাড়াইন হয়॥' (পৃ° ৬৩)।

তামাম—সমস্ত। আ° ত মা ম।
ডুলি—বংশাদি নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র ভেদ। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে ডি লি, ডে লি।
চিড়া—টীকাসর্ব্বস্বে চি ড়, চি ড উ।
ফাকাড়া মারিয়া—মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, chuking in the mouth।
পিয়াজি—ফা° পি য়া জ।
ভজিয়া পৈল—প্রণত হৈল।
পড়ি গ্যাল ভুলে—বিভ্রান্ত হইল।
পত্তুস বিয়ানে—অতি প্রত্যুষে। শূন্যপুরাণে 'পত্তুস বিহানে'। বিয়ান—প্রা° বি হা ণ (বিভাত)।
পুছ করি আইসেক—জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। প্রা° √পু চ্ছ (প্রচ্ছ) প্রশ্নে।
বন্দরিয়া—বন্দরবাসী, townsman।
সাক্ষি—স্বয়ং দ্রষ্টা।

৮৬

নোহার কলাই—অক্ষত।
গাঙ্গের ভাটি—নদীর নিম্ন স্রোত। গাঙ্গ —গ ঙ্গা হইতে।
শ্রীসংবাদ—সুসমাচার বা সত্য সম্বাদ।
কায়—কে।
পইতায়—প্রত্যয় করে।
নিকিন—না কি?
মানুস—মাগধী মা ণু শ।
জিয়তে—জীবন্ত।
গেছুঁ—গিয়াছি।
শুক্‌টা করি মারছুঁ—শুকাইয়া মারিয়াছি।
জ্ঞান্তার—জ্ঞাতি অর্থে জ্ঞান্তা শব্দের প্রয়োগ ৪৪, ৪৫, ৫২ পৃ° দ্র°।
খেসুরা—(পাটের) আঁশ।
আছোঁ—আছি।
পৈতায়—প্রত্যয় করে।

পৃষ্ঠা ৮৭

হাতে হাতে—সদ্য।
মৈল—মৃত।
বাও—বাম।
চাবাও—চর্ব্বণ কর।
আতালি পাতালি—যেমন তেমন করিয়া। 'আথাইল পাথাইল' শব্দ দ্র° (পৃ° ২)।
চৌকা—উনান, চুল্লী। প্রা° চ উ ক্ক (চতুষ্ক); হি°।
তেহরা—ঝোঁক। গো° বি°'এ তি হ রী।
খুচিয়া—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'তেচিরা খিচিয়া'। √খি চ্ বা খে চ্ আকর্ষণে। হি° √খেঁ চ্ বা খে চ্।
না থাকিল রৈয়া—বিলম্ব করিল না।
নিরাসী সুকল—যাদের দিয়া কোন আশা নাই।

৮৮

সুলকিয়া—ধরাইয়া। হি° সু ল্ গা না।
কড়েয়া—প্রা° ক ড়া অ (কটাহ); ম° ক ঢ় ঈ।
শিশলং—শিলং; কেহ কেহ শিশু বলেন।
ছাবনি—ঢাকনি।
নিধাউস—মা° চ° রা° গানে 'নিদম' (ceaselessly)।
গরম—প্রা° ঘ ম্ম; আবেস্তা গ রে ম।
অক্ত—রক্ত।
বৃথা—অমান্য।
হরিস—হর্ষ। প্রা°।

পৃষ্ঠা ৮৯

ধপ্ ধপ্—ধূ ধূ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ।
জলের থরা থর—জল ঢালিয়া বাঁধন শক্ত করা।
বান—বন্ধন।

পৃষ্ঠা ৯০

টাকুয়া—স° ত র্কু (spindle)।
সিমুল—প্রা° সি ম্ব লী (শাল্মলী)।
পাঁইজ—স° প ঙ্ক্তি।
হাউস—সাধ, আশা।
বাছা—প্রা° ব চ্ছ, ব চ্ছ অ (বৎস)।
দিবা রাত্রি প্রনাম ইত্যাদি—কালে-ভদ্রে আসিয়া একটি প্রণাম করিয়া যাও না।
জানালু—জানাইলে।
কুহুরা ভক্ত—কপট ভক্তি।
দরজা—ফা° দ র্ বা জ হ্।

ছোছা—শঠ ; টাঙ্গাইলে 'ছোছ'। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে লোলুপ অর্থে ছেঁাচা শব্দ প্রচলিত।

পৃষ্ঠা ৯১

নালিশ—অভিযোগ। ফা°।

আসলু—আসিলে।

গল্ল—গর্ব্ব, আস্ফালন। জ ল্ল শব্দের অপভ্রংশে।

সেঁওয়ালী গামছা—(লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত) বড় গামছা। হিঁ আ ঙ্গো ছা।

রাই—মাতা ; আই শব্দের বিকারে।

পৃষ্ঠা ৯

কাচা বাশের খাট পালঙ্কি ইত্যাদি—কাঁচা বাঁশের আসবাব পত্র ও শুকনা পাটের দড়ি যেমন নিতান্তই অকেজো, তোমায় লালন পালন করাও সেইরূপ বৃথা হইয়াছে। খাট—প্রা° খ ট্টা। পালঙ্কি—প্রা° প লং কি আ ; স° প র্য্য ঙ্কি কা বা প ল্য ঙ্কি কা। বান্ধলু—বান্ধিলে।

সিঙ্গের চোর—সিঁধেল চোরে।

নাগড়া—নাকারা। আ ন ক্ কা রা ; হিঁ না গা রা।

সান—সাড়া। প্রা° স ণ্ণা বা স ন্না (সংজ্ঞা)। সি সৈ না।

নিশান—ধ্বজা। ফা°।

ত্যালেঙ্গা—প্রাচীন বাঙ্গালাতে তেলেঙ্গা সৈন্যের বিবরণ লক্ষণীয়।

তবিল—থানা। আ° ত হ্ বী ল্।

সিপাহি—সৈন্য। ফা° সি পা হী।

হিন্দু মুসলমান —যথাক্রমে হেন্দুয়ানি ও মোছলমান শব্দ দ্রষ্টব্য।

৯৩

চোট—প্রভাব। √চু ট্ ছেদনে।

এক সত্য দুই সত্য ইত্যাদি—ভগবানের নাম লইয়া তিন্য সত্য করিতেছি।

খৈলা—দেশী প্রা° খ লি (তিল পিণ্ডিকা)।

হাটু—টা° স°এ অ ণ্ঠু (অষ্ঠীবৎ)।

সুদ—প্রা° সু দ্ধ (শুদ্ধ)।

হিয়া—প্রা° হি অ, হি অ অ।

বউল—বকুল। প্রা°।

ফুল—প্রা° ও স° ফু ল্ল।

পৃষ্ঠা ৯৪

পুত্র—সন্তান অর্থে।

মাগিল পদতল—বিদায়।

শুকটা করি—খাইতে না দিয়া শুকাইয়া।

জিগা—জিওল গাছ।

ঠ্যাক—ডাল, শাখা।

তাল—বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমার মধ্যস্থ প্রসারণ পরিমাণ।

পৃষ্ঠা ৯৫

থু—'থু থু ছি ছি কুৎসায়াং' (দেশী মালা)।

পয়ান—ছিটা, প্রক্ষেপ।

কবিদারনি—স্ত্রী-কবি।

ছুইত—শিখা।

গর খ্যামটা—গর, স্বতন্ত্র এবং খেমটা, সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি তাল অর্থাৎ অভিনব তাল।

ঘোঙ্গর—ঘোমটা, অবগুণ্ঠন।

ডোমনা কাওড়া নোটন—কেওড়া প্রভৃতি নৃত্যের প্রকার ভেদ।

ছাপরিয়া—হেঁট হইয়া, অবনত হইয়া।

গালা হাতে—গলা পর্য্যন্ত।

ভুকিয়া—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'মুকঠিয়া' (মুঠা মুঠা করিয়া)।

খ্যাদও—দূর করি। √খে দ্ (স° খি দ্) বিতাড়নে।

কুসুম কুসুম—ঈষদুষ্ণ। স° কদুষ্ণ।

খানিক—বাঙ্গালা সন্ধি।

পৃষ্ঠা ৯৬

বাকি—আ° বা কী।

বুদ্ধি আলো হৈল—বুদ্ধি পরিষ্কার হইল।

পৃষ্ঠা ৯৭

হাড়ায় হুড়ি—হাড়গোড় সমেত।

টালাইয়া—অপসারিত করিয়া।

চিনি—ফা° শাঁ র (নী) হইতে?

ননি—প্রা° নো ণী অ।

সগাতে—সকল হইতে।

বল্লম—স° ভ ল্ল।

উসনা আলু—সিদ্ধ আলু। প্রা° আ লু অ।

হানিয়া—আঘাত করিয়া।

কোচা—মৎস মারিবার অস্ত্রভেদ।

পৃষ্ঠা ৯৮

হানিতে—স° √হ ন্।

হান—খোঁচান।

ন্যাদেয়া গুড়িয়া—লাথি মারিয়া মাড়াইয়া।

ভিতা ভিতি—দিকে দিকে।

হাস্তিয়া—হাতড়াইয়া।

সাইঙ্গ করিয়া—ঝুলাইয়া।

দুবা—দুর্ব্বা ঘাস।

পৃষ্ঠা ৯৯

ট্যার চোকে—আড় চোখে।

পায় ডুব ডুব—পদ-শব্দ।

বাও সঞ্চার হৈয়া—বায়ু-সঞ্চারে।

লায়লুট—আছাড়ি-বিছাড়ি।

হাড়াহাড়ি—হাড়গোড় সমেত।

কিএলা—কি এখন

পৃষ্ঠ ১০০

গহিন গমিন—গভীর জমিন।

পুতের দয়া—পুত্র-স্নেহ।

বক্‌খ—প্রা° রূপ।

শ্যাল—শাল, শলা।

বউ—মানভূম অঞ্চলে ব হু। প্রা° (বধূ)।

পৃষ্ঠা ১০১

আকালি—লঙ্কা মরিচ।

কুন্দি এলা—কোন্ দিক্ দিয়া।

খন্দ—খানা, গর্ত্ত। ফা° খ ন্ দ ক্।

হিয়াল—প্রা° সি আ ল (শৃগাল)।

কুত্তা—হি°।

স্যার—৬৪ বা ৮০ তোলায় এক সের। ফা°।

অকারণ—অকরুণ, করুণা।

পৃষ্ঠা ১০২

চাপড়—প্রা° চ বি ড় (চপেট)।

গাল—প্রা° ও স° গ ল্ল।

ইছে—ইচ্ছায়।

শাসুর—শাশুড়ী। প্রা° সা সু; পা° স স্ সু (শ্বশ্রূ)।
আলাই বালাই—আপদ-বিপদ; সহচর শব্দ। আ° ব লা হ্।
গাইন—মুশল।
হটে—ঐ স্থান।

পৃষ্ঠা ১০৩

ছোরান—চাবিকাঠি।
নাসের—বেশ বিন্যাসের; বোধ হয় লাস্য হইতে।
কাকই—টী স°এ কা ঙ্ক [ঈ]; স ক ঙ্ক তী।
কাকেয়া কাকেয়া—আঁচড়ে আঁচড়ে।
জালি—জড়ি, জট।

পৃষ্ঠা ১০৪

পরিকসাল—পরীক্ষা-শালা।
ঘেউ—ঘৃত।
হাতে—থেকে।
ঢ্যাটেং ট্যাঙ্গরা—উঁচু নীচু।
মনতে না থায়—মনে ধরে না।
নাটি—নাতি।
কলহার—কলরব।
গায়েতা—গায়ক।
নটুয়া—নর্ত্তক।
নাচন—প্রা° ণ চ্চ ণ (নর্ত্তন)।

পৃষ্ঠা ১০৫

সুজ্য—প্রা সু চ্ছ।
কাউয়ারঙ্গি—নীলাম্বরী।
আট তবপ—আট ফের। আ ত ব ক্।
গহুর—সোনালী। স গৌ র।
দিঘল—প্রা দি গ্ ঘ ল (দীর্ঘল)।
গোটা কৈল্লে—গুটাইলে।
মুটু—মুষ্টি।
দাসর—কাপড়ের পাড়, প্রান্ত বা আঁচলা। শতপথ ব্রাহ্মণে দ শা।
থেও—কাপড় বুনিবার প্রথম গো।

বাহনা—বাহার বাহন।
গহুর বানে—গরুড় বাহনে।
কাগের সরস্বতি—খাগের (কলমের) হিং খ গ্ গ ড়।
ছাঁটা—কাটা। √ছাঁ ট ছেদনে।
মগ্র—মকর।

পৃষ্ঠা ১০৬

দুবলা—দূর্ব্বা।
হুগুই—ঐ যে।
মোকা—মৌরলা (?)।
আচালে—?
বগিলা—বক।
গহিন—গম্ভীর।
ছাত্তি—প্রা ছ ত্ত।
পেপুলা মচ্ছ্য—শামুক।
চুন—প্রা চু ণ্ণ, চু ন্ন (চূর্ণ)
মারোয়া—ছায়ামণ্ডপ।
গাড়ে—√গা ঢ় প্রোথিত করণে।
ফিকিতে—(ক্রোধে) ফুলিতে।
ছুকড়ি—ছোক (প্রা ছা ব, স° শা ব) স্বার্থে রা প্রত্যয় করিয়া ছোকরা; স্ত্রী ছোকরী, ছুকরী।
কাকো—কাহাকে।
থাবড়া—চাপড় শব্দ দ্র°।
গুড়ি—লাথি।
তালাস—আ তা লা শ্।

পৃষ্ঠা ১০৭

থাকলা—কাতলা।
কামান কাজান—ক্ষৌর কর্ম্ম।
সৈলন্তা—পলিতা।
চকোআ—চক্রবাক।
চোঙ্গভরা—বাবুই।
মৌ—প্রা° ম হু।
রাজু—আজু, মাতামহ।
ঘউ—ঘুঘু।
কোরা—কোড়া।
বুলাবুল—আ বুল্ বুল্।
তোতা—হিং।

মুল—প্রা° মু ল্ল (মুল্য)।
ঢাল কাউআ—দাঁড়কাক।
কাক্থান—কাক খাও (কাহাকে খাই)।
কানা—প্রা ও স° কা ণ।

পৃষ্ঠা ১০৮

নাজির—আ° না জী র্।
উজির—আ° ও ফা° র জী র্।

টারি টারি—টাঁড়ি টাঁড়ি, পাড়ায় পাড়ায়; মানভূম অঞ্চলে ডাঙ্গা অর্থে টাঁইড় শব্দ প্রচলিত।

পৃষ্ঠা ১০৯

খুট—?
সয়াল—সকল।
ডিয়া—সোনা।

পৃষ্ঠা ১১০

বৈতরনি নদি—নরকদ্বারস্থিত নদী, এই নদীর বেগ অতি প্রবল, জল অতিশয় তপ্ত ও অতি দুর্গন্ধ এবং ইহা অস্থি, কেশ ও রক্তে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পরে এই নদী পার হইয়া যমভবনে যাইতে হয়।

নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশাতরঙ্গিণী॥
—প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত জমদগ্নিবচন।

পাপী সকল মৃত্যুর পর এই নদী পার হইবার সময় অশেষ প্রকার কষ্ট পাইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যমদ্বারে অবস্থিত বৈতরণী নদী সুখে সন্তরণ কামনায় মুমূর্ষু ব্যক্তি সবৎসা কৃষ্ণা গাভী দান করিবে। সেই দান-পুণ্য-ফলে মৃত ব্যক্তি এই নদী অনায়াসে পার হইয়া থাকে। ইহা হইতে গাভীর লাঙ্গুল ধরিয়া বৈতরণী পারের কল্পনা।
উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবাহিত বৈতরণীও যমদ্বারস্থ তপ্তস্রোতের ন্যায় পাপ মোচনকারিণী এবং পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য।

হাণ্ডয়া—ফা° হা বা।

ছামুরে—সম্মুখের। প্রা° স মু হ।
ভুটকিয়া বা'র হৈল—প্রথম বাহির হইল।
চাম্পা—প্রা° চ ম্প অ।
চাকুলা—পঙ্গু।
চাক—প্রা চ ক্ক (চক্র)।
গাড়ি—প্রা° গ ড্ডী (গন্ত্রী)।
খালি—শূন্য। আ° খা লী।

পৃষ্ঠা ১১১

ঝোড়া—বাত্যা। 'সংততনবিসপ্পি ঝড়া' (ঝড়ী নিরন্তরবৃষ্টিঃ)—দেশীনামমালা।
পুতা—নোড়া, শিলাপুত্র। প্রা° পু ত্ত, পু ত্ত অ।
পাটিকা—ইট।
জব—জবাব।
কুটি—গুঁটী।
সওদা—পণ্য। ফা।
মতুআ—থলিয়া, ঢাল।
শেশু—শিশু, ছোট।
উড়ন—উদূখল।
আগিনা—উঠান।
তামান—তাহাদের।
কাঞ্চাএ—ধারে ধারে।
দিক দিক করিয়া—এদিক ওদিক করিয়া।
ছরদ্দানে—চলচ্ছক্তিদান।
গোড় পাইয়া—গভীর গর্ত; 'গঢো দুর্গম' এবং পালি (টী স)।
ঘুমায়—ঘুরায়।
কুমার—প্রা ক ম্মা র।

পৃষ্ঠা ১১২

ভোটা পিঁকিড়া—বড় কাল পিঁপড়ে।
কাণ্ডারি—কর্ণধার। কৃ° কী"এ কা ণ্ডা রী, কা ণ্ডা র; শূ° পু'এ কা ণ্ডা র; চর্য্যাপদে ক ণ্ণ হা র। হি° ক ন হা রা।
ডারি মাজি—দাঁড়ী মাঝি সহচর শব্দ। চীনারাও বঙ্গদেশের উপর এক সময় কম

উপদ্রব করে নাই। যে সকল চীনা নৌকা-যোগে বাঙ্গালা আক্রমণ করিত, তাহারা মা ঝি নামে খ্যাত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, বাঙ্গালার নৌকার মাঝি শব্দের উৎপত্তি এইখানে। সাঁওতালদের প্রধানকে মাঝি বলে। সিন্ধী-ভাষায় মা ন্ ঝী শব্দে সাহসী পুরুষ।

হউক—প্রা° হো উ (ভবতু); ক' প্রত্যয় স্বার্থে।

ছোড়া—প্রা° * ছু ড্ড অ; প্রাচ্য হি° ছো রা।

সদ্দার—প্রধান, দলপতি। ফা স র দা র।

আছেতো দেখিয়া—দেখিতেছে।

বাৎসা—ফা বা দ্ শা হ, পা দ শা হ।

খবরদার—সাবধান। ফা।

খাবার পাবেন না—অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

রগগুলা—শিরা সমূহ।

সিদা—হি° সী ধা।

কিরন চাপাইয়া—কিনারায় তুলিয়া।

মাও দায় দিয়া—মাতৃ সম্বোধনে।

চৌবাড়ি—চারি দিক্।

পৃষ্ঠা ১১৩

রাজমিস্ত্রি—প্রধান কারিকর; সাধারণতঃ বাস্তুশিল্পী; Portu. mestre।

পাইলা—প্রথম। মাগধী অপ°: প ঢ় ই ল্লে, মাগধী প ঢ় মি ল্লে (প্রথমঃ°; প্রাচ্য হি প হি লে।

তত্ত—প্রা° রূপ।

পৃষ্ঠা ১১৪

বিধু মাতা—তুল 'বৃধ মাতা'।

পৃষ্ঠা ১১৫

ছোড়াইলে—ছাড়াইল।

বলো বলিতে—বলিতে না বলিতে।

পাইক—প্রা° পা ই ক্ ক (পদাতি)।

পাড়া—প্রা° * পা ড় অ (পাটক)।

তেলি—মাগধী তে লি এ।

মালি—মাগধী মা লি এ।

ধুবি—স° √ধূ প্ সন্তপ্তী করণে।

পৃষ্ঠা ১১৬

হুর ময়ালে—ঐ চক্রবালে; ঐ দূরে।

এত জোকো মরদ হইলু—এত বড় হইলে। জোকো শব্দে পরিমাণ।

গপ্প—গল্প, স্পর্দ্ধা। জল্প শব্দের অপভ্রংশে।

পৃষ্ঠা ১১৭

আইসঁ—আসি।

খাল—প্রা°।

চাপাইল—অন্যত্র 'চাপাই'।

আলা—ছেকা।

পৃষ্ঠা ১১৮

শুত—শুদ্ধ।

পুব্ব—প্রা° রূপ।

জল বাড়াইয়া—তর্পণ করিয়া।

ব্যাল—প্রা° বি ল্ল, বে ল্ল।

পৃষ্ঠা ১১৯

সয়াল—সংসার।

সেন্দুর—প্রা° সে ন্দূ র।

আলক রথ—বিমান-যান।

রসাই—আপদ।

পৃষ্ঠা ১২০

চেলি—শিষ্য। প্রা° চে ড় অ (চেটক) হইতে চেলা, স্ত্রী চেলী।

পৃষ্ঠা ১২১

গ্যায় নানে—লউক না কেন।

জেদি, সেদি—যে দিক্, সে দিক্।

ঔয়—উহা।

সুজান—নিপুণ। প্রা° সু জ্জা ণো (সুজ্ঞানঃ)।

নড়ি ঝড়ি করিব—নাড়াচাড়া দিব।

পৃষ্ঠা ১২৩

ঠসোক—হাবভাব সহ গতিভঙ্গি, দেমাক।
সিঙ্গিনা—শিঙ্গা।
উজান ধায়—Comp. V.। স' উ জ্জা ন (?)।

পৃষ্ঠা ১২৪

মাল্লে আলকচিত—লাঠি ঘুরাইয়া সজোরে সহসা লম্ফ প্রদান করিল।
খপ্—আচম্বিত।
আগা করিয়া—অগ্রসর করিয়া।
উন্টা—'অল্লটপলট্টমঙ্গপরিবত্তে' (অল্লট্ট পলট্টং পার্শ্বপরিবর্ত্তনম্)—দেশীনামমালা।
নালে—লাল। ফা° লা ল।
তিয়াস—তৃষ্ণা।
আসে—ত্রাসে।
কুলা—স° কু ল্য।
এলুয়া বাড়ি—উলুখড়ের ভূমি।
বেলুয়া বাড়ি—বালুকাময় ভূমি।
শিয়াল—প্রা° সি আ ল।
জনওয়ার—বাঘ।
উবজিল—উপজাত হইল, উৎপন্ন হইল।
আগুন ক্যামন নালে ইত্যাদি—আট পঙ্ক্তি নিম্নলিখিত পদাংশের সহিত তুল°।

মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হল।
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল॥
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হল বুড়া।
অনিত্য কুলেতে একি বিপরীত
ন মাতা ন পিতা খুড়া॥
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ।
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ॥
মাটির জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাস।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস॥

পৃষ্ঠা ১২৫

বাস—বাজ, ধ্বনি।
বহ বহ করি—হু হু শব্দে।
করাল—আ° ক রা র্।
চরিৎকার—আচরণ, সিদ্ধাই।
জোগার—প্রা° জো ক্কা র (জয়কার)।

পৃষ্ঠা ১২৬

রহোবন মন্ত্র—পানি-সার মন্ত্র।
নিরাসি সকল—পূর্ব্বে 'নিরাসা সকল' (পৃ ৮৭)।
তবুনি—তবেই।
ডাহায়—মায়ায়। প্রা ডা হো (দাহঃ)।

১২৭

তুল পরিক্‌খা—প্রাচীন কালে কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই ক্ষেত্রবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে কতকগুলি পরীক্ষার অধীন হইতে হইত। স্মৃতিশাস্ত্রে তুলা, অগ্নি, জল প্রভৃতি নয় প্রকার পরীক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা বিশ্ব-বিশ্রুত। চার্লশ (Charles the Fat)-পত্নী রিচার্ডীশ (Richardis)'এর অগ্নি-প্রবেশ অন্যতম উদাহরণ। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের

নবোঢ়া বধূ খুল্লনাকে এইরূপ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। এখানে জ্ঞান-পরিচয় উপলক্ষ করিয়া ময়নামতীর পরীক্ষা লওয়া হইতেছে।

নিক্তি—সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড। হি° নি ক্ তি।

বানিয়া—প্রা' বা ণি অ, ব ণি অ।

পৃষ্ঠা ১২৮

পোস্ত—আফিম-বীজ। ফা°।

রোজন—ওজন। আ' র জ ন্।

পৃষ্ঠা ১২৯

এক পাক—এক দিক্ বা পাশ।

কোন্ বা ঠাকার—কোথাকার।

ছুস্কিয়া—গলিয়া বা ঝরিয়া।

কানা পিক—ভাঙ্গা পাল্লা; পূর্ব্বে 'পাক'।

পৃষ্ঠা ১৩০

তেউনিয়া—তবেই।

পণ্ডিত খণ্ড

পৃষ্ঠা ১৩২

খোসা—ঘোসা, উৎকোচ।

ছোট রানির অবশ্যাসে—ছোট রাণী গত হইলে।

পৃষ্ঠা ১৩৩

সাইবানি—ফা' সাহেবা হইতে সাহেবানী।

বিচিতে বাইগন—জড়-পড়, বংশ। টী° স°এ বা তি ঙ্গ ণ; মাগধী বং গ ন।

চটকিয়া—তাড়াতাড়ি।

পৃষ্ঠা ১৩৪

সিয়ান—চতুর। স' স জ্ঞা ন; হি° স য়া ন।

আক—অপর।

সুকিয়া—সুখী।

পৃষ্ঠা ১৩৫

শুয়া—শুকপক্ষী। প্রা' সু অ।

এলকার মোনে—আপাততঃ, সম্প্রতি।

পৃষ্ঠা ১৩৬

কানি নঙ্গুল—কনিষ্ঠাঙ্গুলি।

ব্যালকা—বেলার।

চাল—স° শা লা হইতে কি? টী° স°।

কুসাইত—কুযোগ। আ° সা অ ৎ।

ধরম স্মহরিয়া—ধর্ম্ম (দেব)-কে স্মরণ করিয়া।

শালকিরানি—শালপেড়ে।

শালবন—শালবৃক্ষ।

পেটুকা—পেটী।

চাল্লিশ পাগড়ি—চল্লিশ হাত লম্বা কাপড়ের অথবা ৪০ পেঁচের পাগড়ি। প্রা' চ ত্তা লী সা।

বাজুবন্দ—ফা' বা জু (বাহু) এবং ব ন্দ।

কোড়া—প্রা ক ড় অ (কটক)।

ভাল মানুস—বড়লোক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

নাগরা টুকিয়া—ডঙ্কাবাদ্য করিয়া।

চটক ধুতি মঠক ধুতি—গুরুবস্ত্র ও গরদের উত্তরীয়। হি চ ট ক-ম ট ক।

পৈতা—প্রা' প বি ত্ত অ (পবিত্রক); কেহ কেহ উপবীত হইতে বলেন।

দফ তর—নেকড়ায় বাঁধা বই-পত্র। আ' দ ফ্ ত র্।

১৩৭

গুলাল—গুলতাই।

বাটইল—মৃন্ময় গুলিকা। প্রা° ব টু ল (বর্ত্তুল)।

মাল্লু—মারিলে।

ভাবনা—জল্পনা-কল্পনা।

চুল—চূর্ণ।

উন্না—রুয়া, মটকা তুলিয়া ধরিবার নিমিত্ত সাঙ্গার উপর স্থাপিত লম্বমান কাঠ, তীর। স°রো প।

বারে—বাহিরে।

পাউচান—পশ্চাৎগমন।

পৃষ্ঠা ১৩৮

হয় নানে—হয় না কেন

পুথি—প্রা পো থী।

থনে—প্রা থ ণে।

বেরন—গাছ।

১৩৯

তিন কোন পৃথিবি—ভগবান্ ক্ষীরোদ-সাগরে বট-পত্রের উপর শয়ান ছিলেন। অপর কিছুই ছিল না। একদা তাঁহার সৃষ্টি করিবার বাসনা জন্মিল। অমনি নাভিকমলের কিঞ্চিৎ মল তুলিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইল। কিন্তু শক্তি ব্যতীত সৃষ্টি করে কাহার সাধ্য, ইহা ভাবিয়া নারায়ণ পুনরায় ললাট ফলক হইতে এক বিন্দু স্বেদ ত্যাগ করিলেন। তাহাতেই আদ্যাশক্তির উদ্ভব। আদ্যার গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন পুরুষ-রত্ন জাত এবং যথাক্রমে সৃজন, পালন ও সংহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন শক্তি ভগবান্‌কে কহিলেন, ঠাকুর, আমায় কি অনুমতি করেন, আমি কাহার আশ্রয় লইব? উত্তরে ভগবান্ বলিলেন, তোমার তিন জনের যাহাকে অভিরুচি তাহাকে ভজনা কর। তাহা শুনিয়া শক্তি একে একে দেবত্রয়ের নিকট গমন করিলেন। দেবগণ ত্রাসে তিন দিকে পলাইলেন। এই হেতু পৃথিবী ত্রিকোণ।

[নারদ-সংবাদ]

ঠাঞতে—দেশ ও কাল উভয়ই লক্ষিত হইয়াছে; then & there।

গত্ত—প্রা° রূপ

রাও দিয়া—ডাক দিয়া।

দখল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডি, চত্বর। আ° দা খি ল

কুরসিত—কুর্নিস?

১৪০

সিলাব—সেলাই করিব।

ভুসঙ্গ—ভস্ম।

পৃষ্ঠা ১৪২

মইসাসুরা—হাড়িকাঠ।

বদ্দ—বধ।

পৃষ্ঠা ১৪৩

খিল—প্রা° কী ল অ (কীলক)।

অক্‌থা—রক্ষা

মৈসুরা—হাড়িকাঠ।

মরিম বলিয়া—প্রাণপণে।

জোর—ফা।

পৃষ্ঠা ১৪৪

কাতরা—হাড়িকাঠ।

ছচি—ছিচ, শিষ্য।

হেটাউছল—তল-উপর, ওলট-পালট

নাবালক—ফা° ন বা লি গ্।

পৃষ্ঠা ১৪৫

তবনিসে—তবে তো।

মোড়া—বেত্রাসন ভেদ। হি।

তাজি—আরব দেশীয় ঘোড়া। ফা।

পৃষ্ঠা ১৪৬

এমন স্থামন—গা-তা।

কবে—কভু, কখন।

পৃষ্ঠা ১৪৭

হাউক দাউক—অস্তেব্যস্তে।

সত্যারু—প্রকৃত।

থির—প্রা° ।

আস্তে—ধীরে ফা° আ হি স্তা ।

শন্য—শূন্য ।

পর—প্রহর ।

পৃষ্ঠা ১৪৮

ভিক্‌খা—পুরস্কার অর্থে। প্রা° রূপ।

কাগজ—অপ্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থে কা গ দ নাম পাওয়া যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খ্রীষ্টীয় ৯৫ অব্দে চীনেরাই অংশুমান পদার্থ হইতে সর্ব্ব প্রথম কাগজ প্রস্তুত করে।

কিন্তু পঞ্জাব-বিজয়ী গ্রীক্‌সম্রাট্ আলেক্‌জেণ্ডারের সেনাপতি নিয়ার্কস লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে উত্তম মসৃণ চিক্কণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী তুলোট কাগজের অনুরূপ পদার্থ দেখিয়াছিলেন। ফা কা গ য; ম কা গ দ।

কানপয়ি ঘোড়া—কাম্বোজ দেশীয় ঘোড়া?

দিনি—দাও নিয়া।

গোড়া ছেঁচুবিয়া—(কোঁচার) আগা লুটাইয়া।

পিরান—ফা পী র। হ ন; প্রা প রি হা ন (পরিধান)।

পাছেড়া স প্র চ্ছ দ হইতে পারে।

কোতল সাজাইয়া—একত্র করিয়া।

আসোয়ার—আরূঢ়। স বা র; গ্রাম্য হি আ স বা র।

দাবড়াইয়া—দৌড়াইয়া

পৃষ্ঠা ১৪৯

কাটির ব্যালা—কাটিবার কালে।

মানি গ্যাল—মানত করিয়া গেল।

ঘোড়া মারি দিল—ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

মিনতি—সানুনয় প্রার্থনা। প্রা° বি ণ ত্তি, বি ন্ন ত্তি (বিজ্ঞপ্তি)।

বহুত—প্রা পৈ"এ ব হু ত্ত (বহুতরং)।

পৃষ্ঠা ১৫০

দৌলত—সম্পত্তি। আ° দ ও ল ৎ।

গ্যাদর—গিদারী, নোংরা।

ভাস—শৃঙ্খলা, ধারা। কৃ কী"এ 'এভেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভা ষ।' শূ পু" এ 'কান্দন্তি কামিন্যা ভাই কাজের ভা স স নাই।'

পবিস্তর—পবিত্র।

শিশু—ছোট।

চাকর—মেদিনীপুরের গ্রা ভাষায় চা কে র।

নফর—ভৃত্য। আ।

সম্মল—সম্বল, যোগাড়।

পৃষ্ঠা ১৫১

উত্তি সবেক—ঐ দিকে সরিয়া যাও।

অক—ওকে।

পৃষ্ঠা ১৫২

পৈরানা—বস্ত্রালঙ্কার।

নাপিত খণ্ড

পৃষ্ঠা ১৫৩

জলদি—ফা° জ ল দী।

ভুঞিঘরা—মেজের নীচের ঘর বা গহ্বর।

পৃষ্ঠা ১৫৪

বিছন—বীজ, সন্তান-সন্তুতি।

কনি—নথ অর্থে।

মুসৃট—মুঠা, মুষ্টি।
ভাংনিয়া—খনক, বেলদার।
মাজোত—মেজেতে বা মধ্যে।
খোরাক—ফা° খু রা ক্।
এক সাঞ্জ—এককালে। প্রা° স ঞ্জ্ ঝা হইতে।
চুমুক—চুমা।

পৃষ্ঠা ১৫৬

দার—প্রা° রূপ।
খোলায়া খাপর—খোলাকুচি, যার কোন মূল্য নাই।

পৃষ্ঠা ১৫৭

খুড়া—খুরা, পায়া।
শুড়—প্রা° সুং ডা (শুণ্ডা); প্রাচ্য হি° সুঁ ড়।
বাড়িবনটা—ভিটা।
ভাং—ভঙ্গা, সিদ্ধি।
নাউআনি—নাপিতানী।
খুরের তোরপা—খুরভাঁড়।
পাচ তুআর—খিড়কী।
জুরকুট মারিয়া—সন্তর্পণে।

পৃষ্ঠা ১৫৮

দেরি—ফা° দে র্; প্রা° দী র ত, দী হ র (দীর্ঘ); হি° দী র, দে র।
ভাইর খুর—খুরভাড়।
চিবা—ছিন্ন।
চাদর—ফা°।
চোকরি—চৌখুণ্টী; জল চৌকি।

সন্ন্যাস খণ্ড

পৃষ্ঠা ১৬০

কলার নোকা—কলার ভেউড়।
মারোআ—ছায়ামণ্ডপ।
চিন—প্র চি হ্ন, চি ণ্ হ; প্রাচ্য হি চি ন।

পৃষ্ঠা ১৬১

ব্রহ্মাচুলি—শিখা।
উবাইবে—বহিবে।
হাজামত—ক্ষৌরকর্ম। আ° হ জ্জা ম্ (নাপিত)

পৃষ্ঠা ১৬২

ঝিঞ্জির—শিকল। ফা° জি ন্ জী র্।
সোতা—সোত্তা, (বুলান), পোঁচ।
এহানে—এখান হইতে।
চাইলন বাতি—ববণ-ডালার প্রদীপ।
মণ্ডপ—মর্ত্ত্য।

পৃষ্ঠা ১৬৩

দরশনের বৈরাগি—এক সম্প্রদায়ের যোগী।
পরিবাস—বহির্ব্বাস।
খিল্কা—ফকির-সন্ন্যাসীর অঙ্গাবরণভেদ।
সিকই—ঘুনসি।
অবল ধবল—অমল ধবল।
হর দেখ—ঐ দেখ।
শুক্লার—চরকার কাটা সুতা।

পৃষ্ঠা ১৬৪

মাল্লা—ঝোলা-ঝুলি, সন্ন্যাসীর আসবাব।
তুম্বা—শুকনা লাউয়ের খোলা। স° তু ম্বি।

তাকর—বিষত-প্রমাণ।

কান কাটা হাড়ি সিদ্ধা—কানফট্ হরপা জাতীয় যোগী।

সন্ত্রাট—উপস্থিত বিপদ।

১৬৫

কদু—লাউ। ফা° ক দ্দ।

পৃষ্ঠা ১৬৬

মুড়িয়া দু প্রহর—প্রায় দুই প্রহর (কিছু কম)।

গমর—গুমর, লজ্জার্থে।

পৃষ্ঠা ১৬৭

রুদ্ধবাহু—ঊর্দ্ধবাহু।

১৬৮

চৌকিয়া পিড়া—জল-চৌকি

পৃষ্ঠা ১৬৯

বিদুর—বিরক্ত।

রুসিয়া—উর্সিয়া, ঝরিয়া।

উচ্ছিয়া—উর্সিয়া।

১৭০

কেউতে—কেতুতে।

মোহর—স্বর্ণমুদ্রা। ফা°

১৭১

সরুআতে সরু—দীন হইতে দীন।

তবনি—তবে সে, তবেই।

পরভুম—বিদেশ।

দপ্প—প্রা° দ্রপ।

গৈড় হইয়া—ভূমিষ্ঠ হইয়া। বোধ হয় গো ড় হইতে। হি° 'গোড় লাগি' বাক্য তুল°।

ডম্ব—দম্ভ।

হাতের হিঞালি দিয়া ইত্যাদি—পূর্ব্বে 'হাতের হিঞালি দিয়া বধু ভ্রমরা ভুলায়॥' (পৃ° ৭৪)।

সারিসাতে সরু ইত্যাদি—তুল° 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' সরিসাতে, দুবলাতে—তে' পঞ্চমীর চিহ্ন।

ঢেল—'ডলো লোষ্টুঃ'—দেশীনামমালা।

পৃষ্ঠা ১৭২

গুরুকে নাগিয়া—গুরুর উদ্দেশে।

তিল ভর আসিবেন—তিলেকে আসিবে।

পৃষ্ঠা ১৭৩

দারতে—তে' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

নিবা আগুন জলের আসিল—নিবান আগুন জ্বালাইতে আসিল।

কোটা—প্রা° ও স° কো ট্ট।

পৃষ্ঠা ১৭৪

সয়াল মন্দির ঘর—সুখের সংসার, শান্তি-নিকেতন।

গাবুরালি—যৌবন-শ্রী বা তরুণ বয়োচিত দর্প। গাবুরের ভাব অর্থে আলি প্রত্যয়।

ব্রথা গাবুরালি ইত্যাদি—আমাদের যৌবন-শ্রীতে ধিক্! রাজার পক্ষেও লজ্জার চরম।

গাস—গ্রাস।

নিন—নিদ্রা। নিন্দ—নিদ্রা।

দশ গিরি—যাবৎ সংসার, যত গৃহস্থ।

খালী ঘর জোড়া টাটি ইত্যাদি—মর্ম্মার্থ,—ঘরের মানুষ না থাকিলে পর-পুরুষ আসিয়া কপাট ঠেলাঠেলি করে। তাহাতে আবার স্ত্রীলোক যুবতী হইলে সহজেই কলঙ্ক রটে।

লাঠি—প্রা° ল ট্ ঠি (যষ্টি)।

ঠা ১৭৫

পরানের রঘুনাথ—জীবন-সর্বস্ব।

ভোক—ক্ষুধা, বুভুক্ষা। পশ্চিম রাঢ়েও 'ভুক', 'ভোক', 'ভোখ'। প্রা° ভু ক্ খা।

রজ্জনি—রজনী।

জারের কালে ওড়ন ইত্যাদি—'শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা। বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥' স্মরণীয়। ওড়ন—আবরণ, আচ্ছাদন; 'ওহাড়ণী পিহাণীএ'—দেশীনামমালা।

ঠাসিব—ডলিব, সম্বাহন করিব।

ডাবিব—দাবিব, মর্দ্দন করিব।

রঙ্গ কৌতুকের ডালা ইত্যাদি—কেলি-রহস্যে প্রধান উপকরণ পাণ যোগাইব।

জাহা তাহা—যেথানে সেথানে, যত্র-তত্র।

আইল পাতার—আলি পথ ও প্রান্তর অর্থাৎ সর্বত্র।

গুরু স্বাম—গুরু ঠাকুর বা গুরু গোসাঞি।

বালীস—উপাধান। ফা°।

হাউস রঙ্গে—আনন্দোৎসুক্যে। স° হৈ স ঔৎসুক্য।

যাতিমু—টিপিয়া দিব, দাবিয়া দিব।

এরঙ্গ কৌতুকর বেলা ইত্যাদি—এই রঙ্গ-রহস্যের মধ্যে তোমার পাশে শয়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব ও করাইব।

মাঘ মাসি সিতে ইত্যাদি—মাঘ মাসে তোমার ঝালের ঝোল ও ইন্দ্রমিঠা নামক উপাদেয় জিনিস পাওয়াইব; একা এক শত হইয়া (বিবিধ উপায়ে) তোমায় সুখী করিব।

পৃষ্ঠা ১৭৬

গোঞার—গ্রাম্য। 'গামক বসলে বোলিঅ গমার। নগরহ নাগর বোলিঅ সঁসার॥'—বিদ্যাপতি।

বুদ্ধি আলচিরা—ভ্রষ্ট-বুদ্ধি।

তোর আমার বড় আর ইত্যাদি—ওগো বড় লোকের মেয়ে, তোমার আমার [আর] কিছুই বলিবার থাকিবে না। সাহেব অর্থ করিয়াছেন, গৃহস্থ লোক তোমার আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না। বড় আ—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

মাল—ধন, অর্থ। আ°।

দায়—ঋণ।

জাঁয়—যে।

আরতি—আদেশ।

বংস হরির গুয়া ইত্যাদি—বংশহরি গুয়া খাইয়া দাঁত শোলার মত সাদা করিয়াছ। কথা বলিতে দন্ত-বিকাশ হয়, শ্বেত পুষ্প ভ্রমে ভ্রমর আসিয়া গুঞ্জন করিতে থাকে। [কিন্তু সুপারি চিবাইলে দাঁতে কষ ধরিবার কথা এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে 'মিশি' লইবার প্রথাও ছিল।]

পৃষ্ঠা ১৭৭

তোকে মোকে শোবা করি ইত্যাদি—গৃহপালিত কপোত কপোতীরাও আমাদের অপেক্ষা সুখী। তাহারা কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না। কিন্তু তুমি নীড় শূন্য করিয়া বিদেশে চলিয়াছ। তাহারাও ঠোঁটে ঠোঁটে মিলাইয়া ও শব্দ করিয়া প্রণয় জ্ঞাপন করিতে জানে। আর তুমি! খোপ—বোধ হয় স° গ হ্বর। ঠোঁট—প্রা° তোং ডং (তুণ্ডম); ও° থ ণ্ট। তাওঁরা—তাহারা। বাটে—স° √ ব ট বিভাজনে। নালি—লালা. (এখানে) অধরামৃত। বাকে—বাকম বাকম্ শব্দ করে।

শয়াল—আনন্দ।

সঞ্জাত—সঙ্গতি, সামর্থ্য।

কপিন—কু-পিধান।

স্তন—স্তন; কৃ কী ও অস রামায়ণে। প্রা° থ ণ, থ ণ।

নেত—প্রাচীন সাহিত্যের একটি চিহ্নিত শব্দ। রেশমী কাপড় বা ক্ষৌম বস্ত্রভেদ। স° নেত্র অর্থে অংশুক: 'স্যাজ্জটাং শুকয়োর্নেত্রং'—অমর।

ঘেরা—√ ঘে র্ আচ্ছাদনে, স° √ ঘৃ।
আউটাক—হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত।

পৃষ্ঠা ১৭৮

কাহিনি—কথা, বৃত্তান্ত। প্রা° ক হা ণী, ক হা ণি আ; হি° ক হা নী, ও° কা হা ণি।
আন্দার—প্রা° অ ন্ধ আ র।
দুজ্জন—প্রা° দু জ্জ ণ; বিদ্যাপতি 'দু জ্জ ন হাসা'।
কাঁয়—কে।
রাজা বলে জয় বিধি ইত্যাদি—রাজ বলিতেছেন, হা বলবান্ বিধি আমি মায়াতে আবদ্ধ হইলাম। স্ত্রীলোকের প্রতি আমার এ কেমন ভালবাসা!
মোর সঙ্গে যাবু ইত্যাদি—আমার সঙ্গে যাওয়াও যা' যোগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাওয়াও তাই।
মরা—প্রা° ম ড় অ (মৃতক)।
ভাতিজি—প্রা° ভ ত্তি জ্জ অ (ভ্রাতৃজক) হইতে ভাতিজা; স্ত্রী° ভাতিজি।

পৃষ্ঠা ১৭৯

আগল দিগল—লম্বাচওড়া।
নাইওরি—বাপের আদরের।
ঝুটমুট—রহস্যে। দেশী প্রা ঝু ট্ ট্ . তি।

১৮০

ওরস—ছারপোকা। হি° উ ড়ি স।
গাঁওয়ার—গোঙ্গার শব্দ দ্র°।
ওড়ে—গায়ে দেয়।
নিদ—চর্য্যাপদে নিং দ. নি দ। প্রা° ণি দ্দা, নি দ্দা, ণে দ্দা।
গুন্দা বিলাইর ছাও—মোটাসোটা বেরাল বাচ্ছা। ছাও—প্রা° ছা ব (শাব)।
ক্যাঁথার অবতার—কেঁথার গুরুত্ব।
কুরুস—পালসেকঞ্চুক।

রুপা—প্রা° রু প্পা, রু প্প অ।
গুনা—সূতা।
দর্জ্জি—সূচীজীবী। ফা° দ র জী।
বানি—বানাই পারিশ্রমিক। স° বা ণি (বস্ত্রাদি বয়নের নাম)। শব্দ তুল°।
চারু পাকে—চারি পাকে।
কন্দুআ—মাথা-উঁচু, গর্ব্বিত। কেঁদো শব্দেরই রূপভেদ।
মানে—বেশে।
ভাটিঘরা—মদ চুলাইবার স্থান, শুঁড়ীখানা।
মাতোআল—দেশী প্রা° ম ত্ত বা ল।
পওঁন ঘরা—কুমারের পোআন বা পাকশালা। 'পবনং কুম্ভকারস্য পাকস্থানে'—মেদিনী।
বুদ্ধি আলোকচিয়া—অল্প-বুদ্ধি।
খাট—ছোট। প্রা° * খু ট্ট (ক্ষুদ্র)।
মুড়িয়া ডাঙ্গ—খাট (কিন্তু মোটা) লাঠি। 'মুড়া ঝাঁটা' তুল°। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে ক্ষুদ্রার্থে ম ড়ি য়া বা ম ড়্যা শব্দ প্রচলিত।

পৃষ্ঠা ১৮২

ছুরি—প্রা° ছু রি য়া।
বিয়াও—প্রা° বি আ হ।
আচলে শিশুমতি—কোলের ছেলে।
যোগ্যমান—কথা ভাষায় 'জুগ্‌গিমন্ত', 'সমস্ত'।
তুমি হবু বটবৃক্ষ ইত্যাদি—তুল° 'শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা?'
পড়ুক গড়িয়া—বিগত হউক।
লইয়া—অবনত হইয়া।
ছান্দিয়া—স° √ছ ন্দ গোপনে, সংবরণে।
ঝোড়ে—ঝুরে। প্রা° ঝু র ই (ক্ষরতি)।

১৮৩

কাজি—(মুসলমান) বিচারপতি। আ°।

খামাত—খাস-খামার ?

দেওয়ান—দরবার, রাজসভা। ফা° দা রা ন।

বল—কথার মাত্রা।

তোমার আছে বাপ ভাই ইত্যাদি—তুল°.

আনের আছয়ে আন জন যত
আমার পরাণ তুমি। —চণ্ডীদাস।

এমন পিরিতি ঘর ইত্যাদি—ডা° গ্রীয়ারসনের তর্জ্জমা. The king spoke : 'How can I break such love in my house ? 28. I will take alms from one door, and will go to the door of another ; esily will I lose my Kshetri birth and my Baniya Caste.' কিন্তু রাণীর উক্তি মনে করিলে উহার নিম্নলিখিত রূপ অর্থ হইবে। 'কেমন করিয়া এই সুখের সংসার ভাঙ্গিবে? কোথায় দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইবে? তুমি জাতিতে ক্ষেত্রীকুলের বেণিয়া, কেন হেলায় জাতিটা হারাইবে ?'

কাড়িলু কাল রাও—(এমন) নিদারুণ কথা মুখ হইতে বাহির করিলে।

চেঙ্গড়া কালে—শৈশবে। ছা ব ড়া হইতে চেঙ্গড়া আসিতে পারে।

ডাব—দর্ভের ন্যায় বর্ণ বলিয়া বোধ হয় কচি নারিকেলকে ডাব বলা হয়। প্রা° দ র্ব্ভ।

নারিকল—Dravidian *nal* (good) *kel* in response. [History of Beng. Lang.]

আছিল ফল ইত্যাদি—কর্ত্তব্যের অবহেলনে ৫৬ পুরুষ নরকে গমন করে। স্মৃতি শাস্ত্রেও উহা প্রত্যবায় বলিয়া গণ্য।

পৃষ্ঠা ১৮৪

কাকো আটে ইত্যাদি—তুল° 'যার ভাগ্যে যা লিখেছ হে সখা' ইত্যাদি। নছিব—ফা° ন সী ব। দোস—প্রা°।

ডিঙ্গা—স° দ্রো ণী হইতে বোধ হয়।

ছ্যাক—দোহন কর।

অসুৎ—অশুদ্ধ, অস্পৃশ্য।

খোব—ঝাড়। খোপ শব্দ দ্র°।

ছাড়ঙা হাড়ির ঝ্যাটা—মেথরের ঝাঁটা।

হাট খোলা—হাটের আবর্জ্জনা।

বড় বাঙ্গলা—তীর্থক্ষেত্র (গ্রীয়ারসন)।

১৮৫

দলিচা—দাওয়া বা সদর দরজার পার্শ্বস্থ বসিবার স্থান। ফা° দ হ্ লী জ্।

দাও—কাতি। স° দা ত্র।

পাসরিব—ভুলিব। √পা স র (বিসর)।

মহাদেই—মহাদেবী, প্রধানা মহিষী।

রঙ্গ তামাসা—কৌতুক বিলাস, কেলি রহস্য। তামাসা—আ° ত মা শা।

ছাল—প্রা° ও স° ছ ল্লী।

ছাওয়া—প্রা° ছা ব অ।

সুমরনে মরি—নদী স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াও স্পৃহনীয়।

মিছা থাকি ইত্যাদি—আমার কেবল কর্ম্ম-ভোগ। গ্রীয়ারসন সাহেব অপর একটি গানের উল্লেখ করিয়া বলেন, এইখানে যেন খেতুয়া লঙ্কেশ্বর সম্পর্কে রাণীদের চরিত্রে কটাক্ষ করা হইতেছে। ভেরন—বাঁকুড়া অঞ্চলে বে রু ন; স ভ র ণ (বেতন)।

১৮৬

কামাইস খাবার—উপার্জ্জন করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবার।

দে—অপভ্রংস দে উ (দেহ)।

মাটি দিবে কে—ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কে করিবে? এখানে সমাধির কথা বলা হইতেছে।

শিওর—মাথার নিকট, শিরস্থান। প্রা° সি হ র (শিখর)।

পসরি—প্রহরী।

পৃষ্ঠা ১৮৭

নিভায়া—নির্ব্বাপিত।
পুতুলা—প্রা° পু ত্ত লি য়া ; স° পু ত্রি কা।
ব্যাজার—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। ফা°।
বায়না—অগ্রিম মূল্য। আ° ব য় আ না।

১৮৮

জুতা—হি°।
বিয়াস্তা সোআমি—বিবাহিত স্বামী। নিম্নশ্রেণী হিন্দুর মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, তাহাকে সা ঙ্গা বলে।
গাড়িয়া শুঅর—পাতী শূকর। অর্দ্ধমাগধী সূ অ ল।
ছোকড়া ছাগল—বোকা পাঁঠা। ছোক (প্রা ছা ব) স্বার্থে রা প্রত্যয়।
পয়জার—জুতা। ফা°।
বোক্কা—পুং পশু। 'বোক্কড়ো ছাগঃ'—দেশী নামমালা।
বেসাব—কেনা-বেচা করিব।
নারিকুল বিষ্ণুকুল—পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল।
আঙ্খি—প্রা অ ক্ খি।

পৃষ্ঠা ১৮৯

জিতায়—বাঁচাইয়া দেয়।
জিয়ায়—বাঁচায়।
পৈঘর—পশুশালা, অশ্বশালা।
গরব—গর্ব্ব, অন্তর।

পৃষ্ঠা ১৯০

সুক্‌খ—সুখ। প্রা°।
ডম্প কথা—দম্ভ বাক্য, গর্ব্বিত বচন।
এক পায়ে দুই পায়ে—ধীরে ধীরে।
জেই জেটে গুরু ইত্যাদি—মর্ম্মার্থ, আমার এমনই ভাগ্য যে, যেটি ভয় করি সেইটি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে।
জেই জেটে—যেই যেখানে।
মুত্তি—মূর্ত্তি। প্রা°।
দায়ে খাড়া হৈল—খাড়া দাঁড়াইল।

১৯১

রসের পাচেরা—উৎকৃষ্ট পাছড়া।
রহোবন করিয়া—পানি-সার মন্ত্র পাঠ করিয়া।
খিলনী পাচরা—পূর্ব্বে 'রসের পাচেরা'।
গোত্তা—পদাঘাত।

পৃষ্ঠা ১৯২

ত্যার—প্রা° তে র হ।
দাম্বা—দামামা।
সারি শুআ—সারিকা (শালিক) ও শুক পক্ষী।
চুরি—চূর্ণ।

পৃষ্ঠা ১৯৩

হাটি হাটি—রাস্তায় রাস্তায়; তুল° 'ঘাটি ঘাটি'।
কানো—কাহন।
নাও—নৌকা। স° নৌ; হি°, ম° না ব।
তেইস—প্রা° তে বী সা।
গলেআ—গলুই, নৌকার অগ্রভাগ।
বিসাসয়—এক শত বিশ সংখ্যা।
শিকার করিতে—শিকার করিবার।
দুগ্ধ খাইতে—দুগ্ধ খাইবার।
গাই—প্রা° গা ঈ।
রুপুত—উচ্চ বা উর্দ্ধ।
পিপিড়া—টী° স°এ পিং প ড়ী। প্রা° পি প্পি ড়ি অ।
মুট—মুড়, মুণ্ড। প্রা° মু ড্ ঢ, মুং ঢ়া; সি° মুঁ ঢ়ী।
গাছানি—ছোট গাছ।
বালাখানা—পাকা ঘর। ফা°।
ছোকরান—ছেলেদের। ছো ক (প্রা° ছা ব) স্বার্থে রা প্রত্যয়।

হাওয়াখানা—ফা° হা বা।
তালীমখানা—পাঠশালা। আ° তা আ লী ম্, প্রাথমিক শিক্ষা।

১৯৪

মাছিয়া—উচ্চাসন। মছলি দ্র°
তাজিবা—আরব দেশীয় ঘোড়া। আ° তা জী।
তুরোকি—তুরক দেশের ঘোড়া।
স্থটান—চটান, শুষ্ক স্থান।
রুত—উত, উদ্বিড়াল।
বাছুর—প্রা° অপ° ব চ্ছ ড় উ (বৎস); প্রাচ্য হি° ব ছ র্।
তোসাখানা—আসবাব-পত্র রাখিবার স্থান। ফা°।
গোকুল—গোশালা।
পাটমহল—রাজপুরী।
জামা জোড়া—পোষাক পরিচ্ছদ। ফা° জা মা এবং হি° জোড়া, a suit of clothes।
গাবি—প্রা° গ বী, গা বী।
পিলখানা—হস্তীশালা। স° পী লু; প্রাচ্য হি° পি লু; ফা° ফি ল।
উবত—ঊর্দ্ধ।

পৃষ্ঠা ১৯৫

এলাগান—?
হেঙ্গল—কুকুর।
গাভি—গাভী শব্দ সংস্কৃত নহে; প্রা° গা বী হইতে।
চকি—চৌকি, পাহারা।
থানা—সৈন্ত সমাবেশ।
চুংগি—বাঁশের চোঙা।
পান্তার—প্রান্তর।
গুদারের ঘাট—পার-ঘাটা।
খ্যাড় কান্তার—পতিত ভূমি।

পৃষ্ঠা ১৯৬

লপটাইয়া—লটকান হইলে সুসংলগ্ন হয়।

১৯৮

আটিয়া খ্যাচর—পুরা সয়তান।
টেঁড়িয়া—বাঁকা। প্রা° তে র চ্ছ, তি রি চ্ছ (তির্য্যক্); হি° টে ঢ়ী।
পাতারি—পাতা
মাউরিয়া—মাওড়া, মাতৃহীন; অনাথ।
মোকোর—নির্দ্ধারিত, নির্দ্দিষ্ট। আ° মু ক র্ র্।
সোল স্যার ছিল ইত্যাদি—এতটু হইয়া গেল।
পাইকালি—পাইক সম্বন্ধীয়।

পৃষ্ঠা ১৯৯

বাউরা—পাগল। হি°; প্রা° বা উ ল শব্দ তুল°।
আধ ঘাটা—অর্দ্ধ-পথ। প্রা° অ দ্ধ এবং ঘ ট্ট।
ভিতি—দিকে।
গুরু জিগ্ গাস না করাতে—গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, গুরুর অনুমতি না লইয়া।
আউটহাতে হাড়ি সিদ্দার ইত্যাদি—[এই আকস্মিক ব্যাপারে] হাড়ি সিদ্ধা আপাদমস্তক তেত হইয়া উঠিল। আউট হাতে—মৌলিক অর্থ হাঁটু পর্য্যন্ত।
দস্তখিরন—দন্তধাবন।

। ২০০

গোড়া—গোড়ালি, পাদমূল। প্রা° গো ড়।
বাহ—বার।
রাজুঙ্গি—আজুলি, স্থাকা।
আজল—ন্যাকামি।

পৃষ্ঠা ২০১

আম্ম হয়—আনিতাম।
গেইলাম হয়—যাইতাম।
গাএ মাখিয়া নিল—ধরিয়া বসিল।
কুআ—কুয়াসা।
ঘটি মারিলে—অস্ত গেলে।
উড্ডা—এক প্রকার দীর্ঘ ঘাস।
ভারনি—কাশ জাতীয় তৃণ।
গাজার—গজারি বৃক্ষ।
বাকআছুরা—কণ্টকী লতাভেদ।
পানিমুথারি—এক প্রকার কাঁটা গাছ।
ৰিশকুড়ুলি—বিশল্য-করণী।
ডেকিয়া—ঢেঁকে।
ইম্নি বিম্ন—এখানে ওখানে, এটায় ওটায়।

২০২

সোআর—আরোহী। ফা সবার. হি আসওয়ার।
দানা—চণকাদি শস্য। ফা দানা অর্থে শস্যের বীজ।

পৃষ্ঠা ২০৩

খুদ—খুঁত, দোষ।

২০৪

চারা—পশুর খাদ্য। হি ।
ঝগড়া—অস জগর শব্দ তুল ।
লাএক—লক্ষ।
নাকাড়ি—নেক্‌ড়ে বাঘ।
থাড়ি—খেড়ি বাঘ।
বিড়াম্বার—?
বাহান্ন—প্রা বা ব ন্ন (দ্বিপঞ্চাশৎ)।
মহুও—গ্রীয়ারসন সংগৃহীত গাথায় 'মহুত লেখা পায়'।
আ ম উ ত অর্থে মৃত্যু।

২০৫

শুনাই—উত্তর

পৃষ্ঠা ২০৬

অরুন—নিবিড় অর্থে; অ র ণ্য হইতে।
চইঁর—চামর। পো বি এ চো য় র, চো ও র, চো ম র।
জমলানি—যমরাণী।
শুনি—উত্তর।

পৃষ্ঠা ২০৭

রকম—আ র ক্ ম্।
জিত্তাশঙ্ক মন্ত্র—জীবদান মন্ত্র।

পৃষ্ঠা ২০৮

দেবুর নাগি—জাড়াইয়া, বাধিয়া।
ব্যাত্যন্ত চাপর—বজ্রচাপড়; পরে 'বাজ্জন্ত চাপড়'।
স্যান্হ—স্নেহ।

পৃষ্ঠা ২০৯

দমটি রক্থা কর—প্রাণ বাঁচাও। ফা দম অর্থে শ্বাস।
ডেবু বর্সার হুলের নাকান—মেঘের শর-ধারা বর্ষণের স্থায়।
না পাও দিসা—নির্ণয় করিতে পারি না।

২১০

একোটে—একটে, একত্র।

পৃষ্ঠা ২১২

জেনা—প্রা জে এবং নিশ্চয়ে না'।
হাটুয়া—হাটু, জানু।
নিহি কিহিলি বাও—মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ; পরে 'হিঞালি পবনের বাও'।

পৃষ্ঠা ২১৩

নিদ্রালি—নিদ্রাকর্ষক মন্ত্র বা নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
হিঞালি—হিঙ্‌ল, শীতল।

পৃষ্ঠা ২১৪

আচ্ছা—স° অ চ্ছ (স্বচ্ছ); হি° অ চ্ছা।

খোছা গাঞ্চা—কাঁটা খোঁচা; সহচর শব্দ

গড়াঅন্যা—গড়নিয়া, (মূর্ত্ত)-শিল্পী।

ডিট্‌মুণ্ড—?

২১৫

হুজুর—(প্রভুর) সম্মুখ। আ° হু জূ র্।

মাল্লি—গ্রাম্য পথ: পূর্ব্বে 'মারুলি' পরে 'মাড়াল'। মেদনীপুর-নারায়ণগড়ের রাজাদের উপাধি ছিল 'মাড়ি সুলতান' (পথের বাদশা)।

সিদ্দাক—ক' ৬ষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

পৃষ্ঠা ২১৬

রসের কাটি—এক প্রকার কণ্ঠী।

সৌক—সকল।

কাড়ি—রাশি, দল।

ছুআরধরা—ভিখারী গোছের, lean and thin।

তুক্কুর পড়া—মৃগীরোগগ্রস্ত, (গালাগালির ভাষা)

পারায়ওঁ—পবে।

পৃষ্ঠা ২১৭

কোদালক—ক' ৬ষ্ঠীর অর্থের প্রযুক্ত।

ফরমাইস—ফা° ফ র্ মা য় শ।

চাপা—ঘাসের চাপড়া।

চাপারে উঠিয়া—চাপড়া বহিয়া।

বিরধু—বৃদ্ধ।

বুক ঢাকুরি—বুক ছেঁচড়া।

পৃষ্ঠা ২১৮

কুচিয়া—কেঁচোর সদৃশ এক প্রকার মৎস্য মাগধী কিং চু ল এ (ঃ); প্রাচ্য হি° কেঁ চু বা।

ন্যাট—লালাবৎ পদার্থ।

আতর—আ° ই ত র্।

গুলাপ—ফা° গু লা ব্।

সউক—সকল।

মঞ্জিয়া—মুড়িয়া, শুকাইয়া।

পির—কলা প্রভৃতির কাঁদি।

২১৯

ডাড়াই হএ—দাঁড়াইল।

টেটিয়া বজর—ঠেঁটার অগ্রগণ্য, হাড় বজ্জাত।

পৃষ্ঠা ২২০

তিন কোনার মানুষ ইত্যাদি—(আমরা) অসাধ্য সাধন করিতে পারি।

বাগুচা—ফা বা গী চা, (ছোট বাগান)।

টে—ঠে, স্থানে।

কাঁটাল—ক কাঁ'এ ক ঠো আ ল, টা স'এ ক ণ্ট ভা ল; মাগধী * ক ণ্ট অ হা ল; হি ক ট হ ল; কামতা বিহারী ভাষায় ক ঠো আ র।

পৃষ্ঠা ২২১

ডিগি—দীঘি

কুটি—গুটি।

নটক—ফলের গাছ।

কানসিসা—দ্রোণপুষ্প।

বেশআল—বেশবার, মশলা।

আদোন—অর্দ্ধ দ্রোণ, অঢ়ক পরিমাণ।

২২২

গিট—প্রা° গ ণ্ঠি (গ্রন্থি)।

তাপ—জোর, প্রভাব।

২২৩

ছাওআয় ছোটায়—ছেলে ছোকরায়

গৈড় পাড়ি—গড়াগড়ি দিয়া।

তাপ—প্রতাপ, বিক্রম।

দোবান—দমক

২২৪

সোগ—সকল।
শয়াল—সংসার।
সিমানা—সং সীমন্‌।
প্যাঁচ—পাক। হিং পেঁচ।
নড়—লড়াই কর। সং √ল ড্ উৎক্ষেপণে।
খুরুপা বান—ক্ষুরপ্র সদৃশ বাণ বা অভিচার মন্ত্র, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ।
বোকনা—পুঁটুলি, ঝুলি; বিদ্যাপতিতে 'গনহি ভসমে ভরু কাঁথ বো কা ন॥'
জং ঘড়ি—যেই মাত্র, যখনই।
পোআইল—ঘটিল।
মাড়াল—গ্রাম্য পথ।

পৃষ্ঠা ২২৫

বাজ্জন্ত চাপড়—বজ্র চড়।
জঙ্গল বেড়—জঙ্গল-বাড়ী, মরু-প্রদেশ।
নঙ্গুল—অঙ্গুলি।

পৃষ্ঠা ২২৬

তবেনি—তবেই।
আইম—আসিব বা আসিবে।

পৃষ্ঠা ২২৮

জিদ্দি—নির্ব্বন্ধ। আং জি দ্‌।
ডুগিবার—টুঙ্গিতে।
কাউসিবার লাগিল—পুনঃ পুন ডাকিতে লাগিল।
গোস্‌সা—আং গু স্‌ সা।
আচম্বিতের—আশ্চর্য্যের।

২২৯

বার গাইটা দড়ি—ছিন্ন বস্ত্র। দড়ি—ধড়ী (ধটী) শব্দের বিকৃত রূপ। গ্রীয়ারসন সংগৃহীত গাথায় 'তোর রাজার পরিধান হবে বার গাইটে দড়ি॥'
বোল্লা চাকি—বোল্‌তার চাক; ভিড়, জনতা।
বাই—বৎস অথবা ভগ্নী অর্থে।

হ্যার—কামতা-বিহারী ভাষায় কোন বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে হ্যা র শব্দ ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম রাঢ়ে উহা কথার একটা মাত্রা।
চট—ঝট, (ঝটিতি)।
হেরন তেরন—?

পৃষ্ঠা ২৩০

কালাই পট্টি—সং ক লা য় এবং হিং প ট্টি।

পৃষ্ঠা ২৩১

দোকান—ফাং দু কা ন্‌।
মরিম বলিয়া—প্রাণপণে।
তেগারন—ত্যাগ।

পৃষ্ঠা ২৩২

হলদি—প্রাং হ ল দ্দী (হরিদ্রা)।
ঘিচাঘিচি—টানাটানি।
মোলাবেচি—মোয়াওয়ালী, মোদক-বিক্রেত্রী।
মাই—মেয়ে অর্থে।

পৃষ্ঠা ২৩৪

ঘুঙ্গানি—রিমিঝিমি।
বৈসৃসন—বর্ষণ।
ফ্যারেস্ত ম্যাঘ—জলুয়া মেঘ।
খরা—রৌদ্র।
এলা হানে—এখনই।
ঝাড়ি—'সংততবরিসম্মি ঝড়ী' (ঝড়ী নিরন্তর-বৃষ্টিঃ)—দেশীনামমালা।
বৈস—প্রাং উ ব ই স।
জরমিল—জন্মিল। কৃষ্ণকীর্ত্তন, হিন্দী পদ্মাবতি প্রভৃতিতে জ র ম; কৃত্তিবাসী রামায়ণে জর্ম্ম।

পৃষ্ঠা ২৩৫

সুন্দর রূপ দেখি ইত্যাদি—এই সুপুরুষ রাজ-ভোগে অভ্যস্ত দেখিতেছি।
গোয়াল—প্রাং গো বা ল।

কাড়িয়া ভরিয়া টাকা ইত্যাদি—আমার কেঁড়ে-ভরা টাকা ফিরাইয়া দাও, তোমার জিনিস ঝোলায় ভর এবং আমার বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চেষ্টা দেখ। কাড়িয়া—সং কা গু হইতে কি?

আড়ই বেচি—অড়হর-বিক্রেত্রী।

হুত্তিয়া তুই—তুই দূর হ; পশ্চিম-রাঢ়ে দূরার্থক হ তু শব্দ প্রচলিত।

২৩৬

ছেছড়ি—সং ছি ত্ব র হইতে মনে হয়।

মেদ্দারা—মেরুদণ্ড।

জড়েয়া—সামলাইয়া।

হেচ্‌কে হেচ্‌কে—খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে।

সিকিম করিয়া—শক্ত করিবা।

২৩৭

বাঙ্গালিয়া বরকন্দাজ—পূর্ব্বদেশীয় গোলন্দাজ। আং বর্ক, বজ্র এবং অ ন্দা জ, ক্ষেপক।

খড়—'খড়ং তৃণম্'—দেশীনামমালা।

বস্‌সি গিট—শক্ত গিরো।

ঢুলানি করিয়া—ঝুলাইয়া।

ছাড় বোল—ছাড়্‌-ত।

ননভন—লণ্ডভণ্ড।

পৃষ্ঠা ২৩৯

ন্যাংরা—মোটা দড়ি।

ওক—উহাকে।

পৃষ্ঠা ২৪০

ঘটাইছে তনু—শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছে।

হাকাইয়া—হৈ হৈ শব্দে।

মাচিয়া—ঘরের দাওয়া (?)।

পৃষ্ঠা ২৪১

নকরি—কাঠি। হিং ল ক্‌ ড়ি (a stick)।

ভৈচাল—ভূমিকম্প।

গড়্‌ভিয়া বচন—গর্ব্বিত বাক্য।

ফিকাইল—হিং √ফী ক্‌, to fling।

২৪২

বাত্তা—প্রাং ব ত্তা (বার্ত্তা)।

দপ্তর—নেকড়ায় বাঁধা বই-পত্র। আং দ ফ্‌ ত র্‌।

সরকার—হিসাবরক্ষক ফাং।

পৃষ্ঠা ২৪৩

নিদ্দাম—ক্রমাগত, অনবরত। তুলং বেদম।

টকটকি—তাক্‌, আশ্চর্য্য। টা ট ক শব্দ তুলং।

গুণ্ডা—প্রণয়-পাত্র। স গু ণ ক।

পৃষ্ঠা ২৪৪

সোড়া—লাঠি। প্রা স ট্‌ ঠি [?]; হিং সোঁ টা, ও সো ণ্ঠা।

ঝাড়ি খেওয়া—ধান্যাদি শস্য ঝাড়িবার।

সোমার—সবার, সকলের। কৃ কী'এ স মা র।

পৃষ্ঠা ২৪৫

বাসা খোড়া—বাঁশের তৈলাধার বাসা এবং মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত পাত্র খোরা।

পৃষ্ঠা ২৪৬

বানাত—পশুলোমজাত বস্ত্রভেদ, broad cloth। হিং।

কারোআল—কানাৎ, কাণ্ডার।

লাস ঠ্যাস—বেশবিন্যাস।

পৃষ্ঠা ২৪৭

দেউড়ি—প্রাং ও সং দে হ লী।

প্যাটেরা—প্রা পে ড়ি আ; স পে টি কা।

ঢাকনি—দেশী প্রাং ঢং ক ণী।

নগুল—অঙ্গুলি।

নাস—বেশবিন্যাস

পৃষ্ঠা ২৪৮

খত—মৌলিক অর্থ রেখা, আঁচড়। আং।

মহাজন—মহাপুরুষ; sematology: (১) জন-সঙ্ঘ, বহুলোক, 'মহাজনো যেন গতঃ

স পন্থাঃ'—ভারত; (২) জনতা, 'মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি'—কুমার ৫।৭০; (৩) খ্যাতনামা পুরুষ; (৪) বণিকশ্রেষ্ঠ; (৫) উত্তমর্ণ।

কিত্তা—খণ্ড। আ° কি তা, ক তা।

দোয়াত—আ° দো য়া আ ৎ।

সন—অব্দ। আ°।

দস্তখত—ফা° দ স্ত্ খ ত্।

পৃষ্ঠা ২৪৯

মাথা দমকাইল—শিরোনমন করিল।

রং তামাসা—রঙ্গ কৌতুক। আ° ত মা সা।

ভুটুয়া কাগজ—ভোট দেশে নির্ম্মিত কাগজ।

পৃষ্ঠা ২৫০

কপাল ফাড়িয়া হাড়ি ইত্যাদি—তুল 'গোরু মেরে জুতা দান'।

পাতাল ভেজি হইল—পাতালে প্রবেশ করিল। √ভে জ্ প্রেরণে <স° অভি-√অ জ্।

বাণ্ডী—স্ত্রীলোক অর্থে।

পৃষ্ঠা ২৫১

জেটে—যেটা, যাহা।

হাউসাত থাকি—সোৎসাহে।

রিদয়ের কুম্মর—মনোমত কম্বল বোধ হয়।

গাড়ু—স° গ ড়ু, গ ড় ক, গ ড্ ডু ক।

মছরা—?

পৃষ্ঠা ২৫২

শাল—পশমী শীতবস্ত্রভেদ। ফা°।

গিরদা—গোল বালিশ। ফা° গি র্দা।

মারিবে আলিস—বিশ্রাম করিবে।

হুকা—আ° হু ক্ কা।

ছিলিম—ফা° চি ল ম্।

পৃষ্ঠা ২৫৪

ভুড়িয়া—ভুলাইয়া

নেহালায়—দেখে। বা √নে হা ল বা নে হা র <স নি-√ভা ল্।

মরুআ—গন্ধতুলসী।

বাঙ্গাল গাইয়ার টুনি—পূর্ব্বদেশীয় ক্ষুদ্র পক্ষীভেদ।

২৫৫

ছাটা—ছটা, রূপ।

ভনি—ভুনি, সূক্ষ্ম রেশমী শাড়ী।

নিয়র মেলানি সাড়ি—যে শাড়ী শিশিরে (নীহারে) মিলাইয়া যায়।

শতেশ্বরী হার—শতকণ্ঠী হার।

আলোআ খোআর ম্যালা—দিনাজপুর জেলার মেলা।

পৃষ্ঠা ২৫৬

বাহা—বাহু। পা° ও প্রা° বা হু, বা হা

তার—তাড় বা টাড়, বলয়।

বাগটি—বাঁক-মল জাতীয় কিছু হইবে।

কাঙ্কিনি গুআ—কাঁকনি গুআ।

রুপ—উপর।

মহর বান্দিয়া—মুদ্রাঙ্কিত করিয়া।

২৫৭

ডাবন—চাবান, চর্ব্বন।

ওকোলে—উগারে, উদ্গিরণ করিয়া।

খাপা—বিরক্ত। ফা° খ পা।

২৫৮

পাজা—স্তূপ। ফা° প জা রা।

থু থু—'থূ থূ ছি ছি কুৎসায়াং'—দেশীনামমালা।

সার চন্দন—শ্বেত চন্দন।

খেওয়া ঘাট—পার-ঘাটা।

আদমি—আ° আ দ ম হইতে।

ছার—নীচ, ক্ষুদ্র। প্রা°।

পৃষ্ঠা ২৫৯

বেওলালি—বেহায়া, চরিত্রহীনা। ফা° বে এবং আ° লি ল্লা হ (ঈশ্বর); অর্ব্বাচীন স° বে ল্ল হ ল।

স্থান—স্তন অর্থে।

পুন্নি রোজাব মন—বোঝা গেল না।

জোড় বাঙ্গালা—গৌড়-বঙ্গ। [?]

পৃষ্ঠা ২৬০

পোসাক—ফা°।

চটি—স° স্থ্য ত।

বছাল—বচসা, বাক্-কলহ। তুল° ক চা ল।

সড়ি—চটি শব্দেরই রূপভেদ।

পৃষ্ঠা ২৬১

হাটকুড়া বাসনা—মাটির ছোট ভাঁড়।

নাগিরি—ছোট কলস; নগর হইতে ?

পৃষ্ঠা ২৬২

আটতে—নিকট।

পৃষ্ঠা ২৬৩

মুখ ধরিয়া—নীরবে।

আশ্রা—আশা।

ছান—স্নান।

পৃষ্ঠা ২৬৪

আওদা—কয়ার। আ° বা দা হ্।

পৃষ্ঠা ২৬৫

পাকাএ মারলে সাত—পরে 'পাকাত মাইল্ল সাত; পাকসাট মারিল, পক্ষ আস্ফোট করিল। পাকা<পাখা<পক্ষ; সাত< সাট<সাপট।

কহন—কথন।

পাতি—শলা।

নিচিয়া—আঁচড়াইয়া।

রাওদা—মেয়াদ। আ° বা দা হ্।

দক্ষিণ পাটন—দক্ষিণাঞ্চল। পাটন<পট্টন<পত্তন।

পৃষ্ঠা ২৬৬

ভোমরিয়া—ভ্রমরের মত ঘুরিয়া।

ধুমাফো—সাঁজাল।

বাড়ি—লাঠি। ও° বা ড় শব্দ তুল°।

সাগাই সোদর—কুটুম্ব সজ্জন।

ট্যার—তির্য্যক্।

পৃষ্ঠা ২৬৭

কোক—উদর। প্রা° কো ক্ খি; স° কু ক্ষি।

নাতি—প্রা° ন ত্তি অ (নপ্তৃক)।

আই—ঠাকুর-মা; বড় আই'র সংক্ষেপে। প্রা° আ তা, আ ত্তা (অত্তা); ম° আ ঈ। তুল° মা আ>মা ঈ>মা ই; ভা আ>ভা ই। অধ্যাপক Gune'র মতে শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। যোগেশ বাবু আর্য্যা হইতে আ ই করিয়াছেন।

ছেকিয়া—তুলিয়া, শুষ্ক করিয়া।

পৃষ্ঠা ২৬৮

তিথ—প্রা°।

কিরন চাপে দিল—ডাঙ্গায় উঠাইয়া দিল।

মজ্য—মৎস্য।

পৃষ্ঠা ২৬৯

ছন্দন—চাল-চলন, চেষ্টা-চরিত্র।

ফিরতি—যাচাই।

ঘাড়ু—পর্ব্বে গাড়ু।

ধজা গজা—আকার-প্রকার।

পৃষ্ঠা ২৭০

অব ছায়া—অস্পষ্ট আকার।

এই দান্তি—এইরূপ।

পৃষ্ঠা ২৭১

[illegible]—আত্মীয়। স° অ ন্ত র ঙ্গ।

পার সায়া—আসিয়া পরশ কর।

পৃষ্ঠা ২৭২

খানা—কাণা, ফুটা, সছিদ্র।

পৃষ্ঠা ২৭৩

মএলা—প্রা° ম ই ল (মলিন); হি° মৈ লা।

ঘোলা—প্রা°√ঘো ল ঘূর্ণনে।

ধোপানি চিলাত—গোদা-চিল। ত' প্রথমার অর্থে প্রযুক্ত।

সোত—প্রা' সো ত্ত (স্রোতস্)।

পৃষ্ঠা ২৭৪

শন্য করি—উপরে তুলিয়া, উৰ্দ্ধে উঠাইয়া।

নাকর পাকর—অশ্বত্থাদিবর্গের তরুভেদ। কৃ° কা°'এ না ক ড়ী পা ক ড়ী; রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে নাকুড় পাকুড় নামে প্রসিদ্ধ। নাকুড়ের পাতা শাদা, পাকুড়ের লাল।

মাঠাইলে—(কাটিয়া) সূক্ষ্মাগ্র করিল।

২৭৫

হিল্লা—আশ্রয়, অবলম্বন। আ° হী ল।

হিরার—হীরা প্রদত্ত।

কুটুরি—পূর্ব্বে খুপুরি, খোপরি।

কাঞ্জী অঙ্গুলী—কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ।

দুনা—মাগধী দু উ ণ এ (দ্বিগুণকঃ); প্রাচ্য হি দু না।

পৃষ্ঠা ২৭৭

গাইলাইতে—নামধাতু।

ভাউজ—প্রা° ভা উ জ্জা, ভা উ জা আ (ভ্রাতৃজায়া)।

ছড়ি—প্রা° স ট্ ঠি (যষ্টি)।

পৃষ্ঠা ২৭৮

নড়ি—প্রা° ল ট্ ঠি (যষ্টি)>ল ড়ি>নড়ি।

পৃষ্ঠা ২৭৯

সোয়ারি—পাল্কী। ফা° স ৱা রী।

কাহার—জলাদিবাহী কর্ম্মকর প্রা° ক ন্ধ আ র (স্কন্ধকার); প্রাচ্য হি° কঁ হা র।

মইল কি বত্তিল—মরিল না বাঁচিল; কি' সন্দেহে। √বর্ত্ত (স° বৃৎ বর্ত্তনে)।

চাক ভাঁয়—চক্রাকারে।

সরদি সাগর—শীতল সমুদ্র। ফা° স র্দী।

পৃষ্ঠা ২৮০

আর গৈড় মার গৈড়—পূর্ব্বে 'আড় গৈড় মাল গৈড়'।

পৃষ্ঠা ২৮১

পুঠি—১৬ বিশ পরিমাণ।

কুমল—কমর।

ন্যাঙ্গা—খঞ্জ। ফা° ল ঙ্গ্; হি° ল ঙ্গ ড়া। গ্রীয়ারসন সংগৃহীত গাথায় 'নেঙ্গড়ী কোটওয়াল'।

পৃষ্ঠা ২৮২

টোরা মাছ—কচ্ছপ।

লকুড়ি—কাঠ। হি° ল ক্ ড়ি।

দামা—দামামা।

পৃষ্ঠা ২৮৩

ও খেপির—ওবারের।

ঝাম্পা—পেটিকা।

মেহি—সূক্ষ্ম। ফা° ম হী ন্।

পৃষ্ঠা ২৮৬

মোনে—মত।

বৈসৃটম বৈধরন—ধীরতা বৈরাগীর অন্যতম লক্ষণ।

শুয্য—মাগধী

হাড়ি ম্যাঘ—কাল মেঘ; 'হাড়িয়া মেঘের বন্ন্য পর্ব্বত আকার'॥' —কৃত্তিবাসী কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের পুঁথি।

২৮৮

আগিলে—উপর। অপ॰ অ গ্‌ গ অ ড়িআ (অগ্রক); প্রাচ্য হি॰ অ গা ড়ী।

ধড়—মস্তকহীন দেহ; তাহা হইতে শরীর, দেহ প্রভৃতি অর্থ আসিয়াছে।

পাছিলা—নিম্ন। অর্দ্ধমাগধী প চ্ছি ব অ ড়ে (পশ্চিমকঃ)।

২৮৯

ডেঠিয়া—?।

ভাতার—স্ত্রীলোকের ভাষা। প্রা ভ ত্তা র।

বত্রিস—প্রা॰ ব ত্তি স, ব ত্তী স (দ্বাত্রিংশৎ)।

পৃষ্ঠা ২৯০

হাগ—√হা গ্‌ (স॰ হ দ্‌) মলত্যাগে; হি॰ প্রভৃতিতে √হ গ্‌।

মুক্‌খ শস্ জাও—মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ কর।

ফম—বুদ্ধি, অবধান। আ॰ ফ হ্‌ ম্‌।

চেকা মাছ—শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু চাঁদা মাছ অর্থ করিয়াছেন।

পৃষ্ঠা ২৯১

সরম—ফা॰ শ র ম্‌।

পৃষ্ঠা ২৯২

জেনা—না' নিশ্চয়ে।

হিলিয়া—টুয়াইয়া, লেলাইয়া।

নিদয়া—তুল॰ 'হরি হরি নি দ য়া বিধি কি লেখিল'—কৃ॰ কী॰। প্রা॰ নি দ্দ য় (নির্দ্দয়)।

নিঠুর—প্রা॰ নি ট্‌ ঠু র, নি ঠ্‌ ঠু র (নিষ্ঠুর)।

পৃষ্ঠা ২৯৩

শিয়ান—সিকনি, নাসিকা-মল। স॰ সি ঙ্ঘা ণ, সিং হা ণ।

ঘ্যাঙ্গর—কফ, শ্লেষ্মা। হি॰ খ খা র, খ ঙ্খা র।

চেড়াই—কেঁচো, মহীলতা।

ঘুগরি—ঘুরঘুরে। স॰ ঘু র্ঘু রী।

মুঠ—মুঠা। প্রা॰ মু ট্‌ ঠি।

থুকরা—জঞ্জাল, আবর্জ্জনা।

থুক—থুথু, নিষ্ঠীবন। হি।

মিসরি—গুড়বিকার। কেহ কেহ মনে করেন উহার উৎপত্তি মিসর দেশে। ফা মি স রী।

সাইল, কেল্লা—ডা গ্রীয়ারসন *Sāil* seeds, *kelā* seeds লিখিয়াছেন।

হাপরে ঝাপরে—?

পৃষ্ঠা ২৯৪

এই দিয়া—এদিক দিয়া।

পৃষ্ঠা ২৯৫

ধাস্তি—প্রকার। পূর্ব্বে দাস্তি।

কুকুতা—কুকুর।

জখন মতে—যেমন, যেই মাত্র।

অমেত্র—গ্রাম্য উচ্চারণ।

পৃষ্ঠা ২৯৬

কেলনা—মুথাঘাস।

অমরি—অমর।

লিজু—মৃ হী বৃক্ষ (?)।

ছলী—শিখা-গ্রন্থি, top-knot।

খোঁড়া—'খোড়-পোরো তু পঙ্গুকে'—হেম'

পৃষ্ঠা ২৯৭

রোজা—ওঝা শব্দেরই গ্রাম্যরূপ; সাধারণতঃ বিষ-বৈদ্য, অপদেবতার চিকিৎসক।
ছিরি—স্ত্রী অর্থে।

পৃষ্ঠা ২৯৮

চক্কর—চক্র, কুহক।

পৃষ্ঠা ২৯৯

ডমপাইয়া—দাম্ভিক।
চুন্নি—চোরণী।

পৃষ্ঠা ৩০০

ন্যাংড়া—হালের মোটা দড়ি।
শ্রি সৃংবাদ—কুশল সমাচার।
আবাগন—অভ্যাগত।
রাশা—আশা।

পৃষ্ঠা ৩০৫

মাথার ছত্তর—স্বামী।
সঞ্জা—প্রা° স ঞ্ ঝা, সং ঝা (সন্ধ্যা)।
বিত্রি ধান—আশুধান্য। ধান—প্রা° ধঃ, ধন্ন (ধান্য)।
হতস্তুসি—অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত।

পৃষ্ঠা ৩০৬

মান্ত্রা—সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। স° মা ত্রা।
গোপাল ডাং—আশা-দণ্ড।
ফাফব খাইয়া—দম আটকাইয়া।
সিংনাদ বাজায়—শিঙ্গাধ্বনি করিল।
দাম্বা ঘড়ি—দামামা।
বহিবার লাগিল—সন্তরণ করিতে লাগিল।

পৃষ্ঠা ৩০৭

ডুবাইল—ঢুকাইল, প্রবেশ করাইল।
ছত্তর—মাথা।
স্রীবৃন্দাববন রাজা ইত্যাদি—ডা° গ্রীয়ারসনের তরজমা, --The king saw the delights of holy Vrindāvana before his eyes। বোধ হয় 'সুখ লস' হইবে।

পৃষ্ঠা ৩০৮

ত্রিসাল কোটি—ত্রিশ কোটি।
কিরা সুদ—ক্রিয়া শুদ্ধ হইতে ক্ষৌরকর্ম্ম।
ভানা দিল—প্রস্তুত করিল, সাজাইয়া দিল। হি° ভা না।

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী

কলিকাল—চারিযুগের অন্যতম; বর্ষ-পরিমাণ ৪,৩২,০০০। এক্ষণে উহার ৫০২৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। পুরাণাদিতে কলির নিন্দা-প্রশংসা উভয়ই পাওয়া যায়। [গোপীচন্দ্রের গানে কলিকালকে মন্দ বলা হইয়াছে। পৃ° ৬৯] পাপের প্রাবল্য হেতু উহার নিন্দা এবং অল্পায়াসে মোক্ষ বা মুক্তির সম্ভাবনা বলিয়া উহার প্রশংসা। পাপ ও পুণ্য পরস্পরের প্রতিক্রিয়া মাত্র। একের অতিবৃদ্ধিতে অন্যের উৎপত্তি। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা ক্রমান্বয়ে চারি যুগের আবির্ভাব ও তিরোভাব কহেন। কলি ও কাল শব্দ তৎসম। কাল—পঞ্জাবী ক ল।

না রহিব—থাকিবে না। ক্রিয়ার পূর্ব্বে নেতিবাচক (negative)-এর উদাহরণ। স° √ র হ ত্যাগে বা বর্জ্জনে; র হ তি, র হ য় তি। রহিত—জ্ঞান-রহিত। 'রহয়ত্যাপদুপেতমায়তি'—কিরাত, ২।১৪। [আয়তি অর্থাৎ ভাগ্যলক্ষ্মী আপদ্‌গ্রস্তকে ত্যাগ করেন।] শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'শব্দকোষ'এ লিখিয়াছেন, অ-স্থানে র' ও স-স্থানে হ' করিয়া √অ স > √ র হ উদ্ভূত। ভাষাতত্ত্বে এরূপ কল্পনা সমীচীন নহে। স° √ র হ সকর্ম্মক, বাঙ্গালায় তাহা অকর্ম্মক। অর্থও একটু বিভিন্ন। Sayce—'Words change their signification according to their use as active or passive, as subjects or as objects.' Cf. 'The sight of a thing' and 'The enjoyment of sight.' [বস্তু বিশেষ দর্শন ও দৃষ্টি জন্য আনন্দ।] স° √ র হ'রও ক্রমে অকর্ম্মকত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে, 'সুরসরি সিরমহ রহই' (১।১১১), [সুরসরিৎ শিরোমধ্যে বসতি]; 'সুপুরুস গুণেণ বদ্ধা থির রহই কিত্তি সুদ্ধা' (২।৮৫), [সুপুরুষগুণেনবদ্ধা স্থিরাবতিষ্ঠতে কীর্ত্তিঃ শুদ্ধা]। এই অর্থই বাঙ্গায় আসিয়াছে। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—√ র হ অসম্পূর্ণ ধাতু। যেমন √ আছ বা স° √ অ স্ বা ইংরাজি to be verb' এর সর্ব্বকালে রূপ পাওয়া যায় না, ইহারও সেই প্রকার 'রহিয়াছিলাম', 'রহিতেছিলাম', 'রহিতে থাকিব' প্রভৃতি রূপ হয় না। 'রহিবে' স্থানে 'রহিব' প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ। পূর্ব্বে বঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় এখনও এইরূপ প্রচলিত।

প্রথম পংক্তি খণ্ডিত; 'কলিকালে না রহিব ধর্ম্ম ধরা মাঝ॥' এইরূপ কিছু ছিল।

প্রণাম করি—আধুনিক; যুক্ত-ক্রিয়া (compound verb)। প্রাচীন বাঙ্গালায় করি ক রোঁ হইত।

চরণ—স° সম। বিকল্পে চ ল ন; যাহা দ্বারা চলা যায়। শব্দটির অর্থ-পরিবর্ত্তন লক্ষণীয়। (1) walking, (2) foot, (3) foot of a metre, (4) conduct, আচরণ, (5) root of a tree। সমাস—চরণ-কমল, চরণামৃত ইত্যাদি।

নাথ—বিভু; শিবের এক নাম। গোরক্ষবিজয়ে 'নাথ নিরঞ্জন'। কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন-বিলোপ মাগধীর অনুমত।

কহিব—স° √ ক থ্ স্থানে প্রাকৃতে ক হ আদেশ হয়। ভবিষ্যতে ই ব রা ব'। প্রাচীন রূপ ক হি বোঁ।

পাচালী—তান-লয় যোগে গান করিবার উপযোগী রচনা। স॰ পঞ্চালী অর্থে a system of singing। প্রকৃতেও প ঞ্চা ল ছন্দ ছিল। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে 'পাঁচলি প্রবন্ধ', 'পাচালির ছন্দ,' পাঁচালির গাথা,' 'পাচালির কথা' এবং 'পাঞ্চালী', 'পাঞ্চালিকা' ও 'পাঁচালী'র প্রয়োগ অবিরল। শূন্য পুরাণে,—

শ্রীজুত রামাই রচিত পাঁচালী সঙ্গীত ॥
(পৃ॰ ৪০)

গোরক্ষবিজয়ে,—

গৌর্খের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ॥
(পৃ ১৫৩)

কেহ কেহ মনে করেন, পাঁচজনে মিলিয়া যাহা গান করা যায় তাহাই পাঁচালী। বিশ্বকোষ এই মতের সমর্থক। অপরে কহেন গান, সাজ-বাজান, ছড়া-কাটান, গানের লড়াই এবং নাচ এই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট গীতি-কৌতুক পাঁচালীর বাচ্য। অবশ্য ১৯শ শতাব্দীর পাঁচালীই উহা দ্বারা লক্ষিত।

এক সময়ে এদেশের সর্ব্বত্র 'পুতলো নাচ' প্রচলিত ছিল; এখনও কোথাও কোথাও আছে। পুতলো-নাচে পুত্তলির সাহায্যে প্রধানতঃ পৌরাণিক উপাখ্যান বিশেষের অভিনয় দেখান হয়, এবং বিষয়ের অনুরূপ গীত ও তৎসহ বাদ্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকার গানের পরিণতি পা ঞ্চা লী বা পাঁ চা লী হইতে পারে। চৈতন্য-ভাগবতের 'পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে ॥' উক্তি যেন তাহাই সূচিত করে।

তোহ্মার—কুমারপালচরিতে তু ম্ হা র (যুষ্মদীয়), ৮৷৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ডা র আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ' সিদ্ধহেম ৮৷৪৷৪৩৪। প্রাকৃত ম্ হ স্থানে বাঙ্গালা সাহিত্যে হ্ম' পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তু হ্মা ণ (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃ॰ ৩৪৬)। বস্তুত এরূপ বর্ণবিন্যাস বঙ্গীয় উচ্চারণের অনুকূল নহে।

গতি—(১) গমন, (২) উপায়, (৩) লক্ষ্য। এখানে গমন-কার্য্য বা গমনের ভাব অর্থ নহে। অর্থ—চরম-লক্ষ্য (abstract for concrete, part for whole) অথবা ভব-পারের উপায়। শেষের অর্থ গ্রহণ করিলে চরণ শব্দের লক্ষ্যার্থ 'চরণে আশ্রয়' করিতে হয়। কিন্তু ঐ চরণই একান্ত আরাধ্য, লক্ষ্য, সর্ব্বশেষ উদ্দেশ্য *Summum bonum* এইরূপ অর্থই ভাল; কবির উদ্দেশ্য যাহাই হউক।

দিব্যজ্ঞান—[দিবি ভবং দিব্যং], দিব্ শব্দের অর্থ দীপ্তিমান্ আকাশ; আমরা উহাকেই স্বর্গ অথবা দেবতাদিগের দেশ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি। তাই দেবতাদিগের নাম দিবিস(ষ)দ, দিবৌকস্ (সঃ), দিবোকস, দিবিজ, দিবিষ্ঠ, দিবিস্থ ইত্যাদি। দিব্য—স্বর্গীয়, অতি-প্রাকৃত, উজ্জ্বল। জ্ঞান—philosophy which teaches a man how to understand his own nature and how he may be re-united with the Supreme Spirit: *Cf.* জ্ঞান-যোগ। এখানে philosophy নহে, মন্ত্র বিশেষ। অথর্ব্ব-বেদের মন্ত্র, ভূত-প্রেত-সিদ্ধি এই ধর্ম্মের অঙ্গ; 'আড়াই অক্ষর জ্ঞান রাখ ধড়ের ভিতর ॥' (পৃ॰ ৩৪৬)। দিব্যজ্ঞান—অ-মর্ত্ত্য-সম্ভব অতি দুর্ল্লভ জ্ঞান-মন্ত্র, যাহার সহায়তায় ভব-পারে যাওয়া যায়, যমকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

সাক্ষাতে—প্রত্যক্ষে, সম্মুখে। আবার সাক্ষাতে পদটিকে পোতা পদের বিশেষণ করিলে সাক্ষাৎ পোতা, 'মূর্ত্তিমান্, প্রত্যক্ষী-ভূত' অর্থ হয়; যেমন 'সাক্ষাৎ যম', 'সাক্ষাৎ ধর্ম্ম' ইত্যাদি।

পোতা—পারের তরণী। স॰ পোত; পোতা শব্দের অন্ত্য আকার একটি লুপ্ত

ক-কারের জ্ঞাপক। কবিকঙ্কণে 'পো তা মাঝি'। পোতা শব্দের অপরাপর অর্থ, (১) ভিটা, ঘরের মেজে, (২) পৌত্র, (৩) মুষ্ক (ফা° ফোতা), (৪) প্রাচীন সাহিত্যে পুস্তক অর্থে পোতা, পোথা।

দিব্য জ্ঞান দিয়া ইত্যাদি—গুরুদেব জ্ঞান-মন্ত্র উপদেশ করিয়া ভবপারে যাইবার (যম এড়াইবার) তরণী দান করিয়াছেন। আড়াই অক্ষরের মন্ত্রই তরণী তুল্য।

পুত্র—'পুন্নামো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥' বংশরক্ষা বা সংসার বন্ধনের পবিত্র কারণ। প্রকৃতির নিয়মে এইরূপ জ্ঞানকে instinct for the preservation of the species বলা হয়। এই জ্ঞান সর্ব্ব জীবেই সমান। ইহার অভাবে সৃষ্টি নাশ।

গুবিচন্দ্র—প্রাচীন বাঙ্গালায় ও-কার স্থানে উ-কার এবং প-কার স্থানে ব-কার বিরল নহে।

যোগ—[চিত্তবৃত্তির নিরোধ। 'সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা'—কুমার, ১।২১; 'যোগে-নান্তে তনুত্যজাম্'—রঘু, ১।৮।] এখানে মুক্তির উপায় বা তদ্বিষয়ক ধ্যান।

কর মন—যুক্ত ক্রিয়া, comp. verb। মনোযোগ কর, মন দাও। বাঙ্গালা-ভাষায় মন শব্দ সকারান্ত বা বিসর্গান্ত নহে। সুতরাং মনান্তর, মনাগুন, মনানন্দ, মনাতঙ্ক মন-গড়া প্রভৃতি যে সকল শব্দ এতকাল বাঙ্গালা-ভাষার সম্পত্তিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিয়াছে, সংস্কারের ধুয়ায় তাহাদিগের ত্যাগ করা অনুচিত। তাহাতে আমাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। মনোযোগ মনোভিনিবেশ, মনশ্চক্ষু প্রভৃতি সংস্কৃত সমাসনিষ্পন্ন শব্দ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। এ উপায়েও ভাষার সম্পদ বাড়িয়াছে।

ধর্ম্মরাজ—ধার্ম্মিক রাজা। এখানে মাতা ধর্ম্মরাজ সম্বোধনে পুত্রের সৎপ্রবৃত্তি জাগাইতেছেন।

শুনহ—প্রা° সু ণ হ (শৃণুধ)।

ব্রহ্মজ্ঞান—আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, 'এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়' এই জ্ঞান। এখানে মন্ত্র-মাত্র (যোগের অঙ্গ বিশেষ)।

হইবার—হইবারে, হইবার নিমিত্ত। এইরূপ নিমিত্তার্থ কৃৎ প্রত্যয়ের বহু দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে এবং প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

নাহিক--ক্রিয়ার উত্তরেও এককালে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। তাহার ফলে অনুজ্ঞার্থক দিউক, যাউক, হউক প্রভৃতিতে ক আসিয়াছে। ইহাদের প্রাকৃতরূপ ক-বিহীন। বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের ভাষায় ভবিষ্যৎ কালেও এই ক-প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে; বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালার ইহা একটি বিশিষ্টতা। **নাহিক মরণ**—মৃত্যু হইবে না। প্রা° ম র (স° মৃ)।

পৃষ্ঠা ৩১৪

বাপু—পুত্রার্থে বাপ শব্দের প্রয়োগ আদরে; তুল° স° তাত। উ-প্রত্যয়ও আদরে; হি°, ম°, গু° প্রভৃতি ভাষাতেও বাপ। প্রা° ব প্‌ প (বপ্র); Cf. Eng. papa।

গোবিন্দাই—যোগেশ বাবু বলেন আদরে আ ই প্রত্যয় (বা ব্যা°, পৃ ১১৪)।

তোহ্মারে—তোমাকে।

পন্থের—পরপারের পথের।

সম্বল—সংবল, পথের খাদ্য; provisions for a journey। গৌণ অর্থ (secondary meanings)—পথ-খরচা, পাথেয়; পুঁজি, মূল-ধন। সাধারণ ব্যবহার 'পথের

সম্বল'। জীবিকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ঘরে এক কড়ার সম্বল নাই। নিঃস্বম্বল, স্বম্বলহীন।

ধন—অর্থ, মূল্যবান বস্তু, সঞ্চয়। স° সম।

রাখিবা—সঞ্চয় করিবে। অন্তে আকার প্রাচীন। প্রা° √র ক্ খ। জ্ঞান-মন্ত্রের উপদেশ লইয়া যোগী না হইলে তুমি যমের হাত এড়াইবে কি করিয়া ?

রতন—রত্ন. সার পদার্থ; এখানে রেত বোধ হয়। সংনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে কএকটি সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার আছে। 'মণি' তাহার একটি; অর্থ—শুক্র। ত্ন' এই যুক্ত বর্ণের বিপ্রকর্ষণ ও আকারাগম স্বরভক্তি।

হারাইবা প্রাণ—স° √হৃ-ণিচ্ হারয়তি, প্রা° হা রে দি (তি), বা° হারায়। এখানে ণ্যন্ত অর্থ নহে। প্রয়োজক কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে এ কাজটি হইয়া থাকে; rather passive (neuter)। প্রাণ শব্দে হৃদয়স্থ বায়ু; লক্ষ্যার্থ জীবন।

রতন খুশিরা গেলে ইত্যাদি—গোরক্ষ-বিজয়ে,—

শনিবারে বহে বায়ু শূন্যে মহাতিথি।
পূর্ব্বে উলে ভাস্কর পশ্চিমে জলে বাতি॥
নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল ঘন ঘন।
আজুকা ছাপাই রাখ অমূল্য রতন॥
রবিবার বহে বাউ লৈয়া আত্ম মূল।
আগুন পানিএ গুরু এক সমতুল॥
আগুন পানিয়ে জদি হএ মিলামিলি।
নিবি জাইব আগুনি রইয়া জাইব ছালী

(পৃ° ১৪০

পলিও—স° √পা-ণিচ্ পালয়তি; অর্থ রক্ষা করা, to preserve। এখানে কিন্তু অর্থ 'মানা', to observe। প্রা° পা লি হ>বা° পা লি অ, পা লি ও। পূর্ণিমা—কর্ম্মকারক; বিভক্তি-চিহ্নের অভাব।

না জাইয়—ক্রিয়ার পূর্ব্বে নেতিবাচকের প্রয়োগ। প্রা° জা ই হ>বা° জা ই অ, জা ই ও।

সাক্ষাৎ—সমক্ষে, দৃষ্টিপথে। অব্যয়; স° সম।

অমাবস্যা পালিও ইত্যাদি—গোরক্ষ-বিজয়ে—

রবি শশী অমাবস্যা এ তিথি পূর্ণিমা।
প্রতিপদ নবমী না জাইয় নারী সীমা॥
জতনে মাসান্ত [পাল] দশমীরে।
বাঘিনী শোয়াসে আউ জায় ধীরে ধীরে॥

(পৃ° ১৮৮)

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, প্রতিপদ, শনিবার ও রবিবার পর্ব্বদিন বলিয়া গণ্য হইত। এইজন্য স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ।

শনিবার রবিবার ইত্যাদি—এই দুইটি মিলনের দিন। মুসলমানগণ যেরূপ শুক্রবারে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্ম-চেষ্টা করেন ইঁহাদের সেইরূপ শনি-রবিবার। 'কিশোরী ভজনী'-দের উপাসনা-সভার নাম মেলা।

বর্ব্বর—অসভ্য. নির্ব্বোধ। 'বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ'।

পাশে—নিকট। প্রা° প স্ স (পার্শ্ব); বা° পা শ। তালব্য শকার মাগধীর প্রভাব অথবা সংস্কৃতের অনুরূপ বর্ণবিন্যাস।

রএ—রহে; disaspiration। প্রা° র হ ই। পূর্ব্বে দ্র°।

দিনখানি—Peculiar idiom। কৃ° কী°এ 'নাতিনি খানি'. শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে 'পোখানি', কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'কন্যা একখানি', কবিকঙ্কণে 'চলন খানি'।

গৃহস্থাপনা—গৃহস্থালি, গৃহস্থের আচরণ।

ভহুচে [মাপা]—রাশিচক্রে সুনির্দ্দিষ্ট। ভহুচ, বৃ রু চ, প্রভৃতি আ° বুর্জ (sign of the Zodiac) শব্দের বিকার।

ঘাগরহ, ঘাগরি—ঘাগরা।

উম্না, উনা—উন্না। ফরিদপুর-পাবনা অঞ্চলে খুলিয়া ফেলা অর্থে উ দ্‌ লা শব্দ প্রচলিত।

দণ্ডেক—ক্ষণেক, বারেক, জনেক, দিনেক, অর্দ্ধেক প্রভৃতি বাঙ্গালা সন্ধি। পালি ও প্রাকৃতের ন্যায় বাঙ্গালা-সন্ধিতে সন্নিহিত স্বরদ্বয়ের একটির লোপ ও একটির প্রতিষ্ঠা হয়। অকার সাধারণতঃ লোপ পায়, কারণ ইহার উচ্চারণ আমরা করি না।

৩১৫

অখন—এখন, এক্ষণে।

না বুঝ—যদি না বুঝ, সংযত না হও। Mark the Bengali idiom that না can not here (subjunctive) be used after the verb। প্রা° ৲ বু জ্‌ ঝ (স° √বু ধ্‌)।

পদ্ধনামে—পরিণামে, ভবিষ্যৎ কালে, কৃতকর্ম্মের পরিণতি কালে। Aspiration।

সুখুনাএ—শুষ্ক স্থানে, ডাঙ্গায়। প্রা° সু ক্‌ খা ণ (শুষ্ক)।

ডুবাইলা—পালি ভাষায় √ম স্‌ জ্‌ স্থানে ডু ব্ব আদেশ হয়।

ভরম—ভ্রম, ভ্রান্তি। বিপ্রকর্ষণ।

টলমল—অস্থিরতা, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িতা প্রকাশক।

ক্তেনমতে—ক্ব° কী°এ তেহ্‌ মতেঁ।

যৌবন সকল—সমগ্র যৌবন। No idea of plurality but of locality। Note the সকল is now invariably used with plural nouns। কচু পাতার জল যেমন চঞ্চল তোমার যৌবন সেইরূপ; তু° 'নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং'।

নল খাগ—নল ও খাগ (খাগড়া), শূন্যগর্ভ তৃণভেদ।

পড়ে—প্রা° প ড় ই (পততি); হি° প ড়ৈ।

নল খাগ কাটিলে ইত্যাদি—খাগড়ার পর্ব্বে পর্ব্বে জল সঞ্চিত থাকে। কাটিলে জল পড়িয়া যায় ও নলটি এক দিনেই শুকাইয়া যায়। যৌবনের অপব্যবহার করিলে তাহাও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। এই কয় পঙক্তির বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের চমৎকারিত্ব। ইহাকে উত্তম কাব্য বলে।

বধূ—পত্নী। সমাস ভিন্ন অন্যত্র বধূ শব্দের পত্নী অর্থে প্রয়োগ সংস্কৃতে দেখা যায় না। সমাসে মৃগবধূ, ব্যাধবধূ, গোপবধূ ইত্যাদি।

রূপ—সৌন্দর্য্য, গঠন-সৌন্দর্য্য।

দেখি—প্রা° দে ক্‌ খি অ।

রোল—মৌলিক অর্থ কোলাহল। বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য।

হলদির ফুল—অ-ফল-প্রসবী কুসুম। সেই হেতু অশুভশংসী ও বৃথা। রমণীর রূপও তদ্রূপ।

কলা—হাব-ভাব, ঠাট-ঠমক।

ভটরি—জাদু, সম্মোহন। তি° ভ ড় রী।

দেখন্তি—দেখ বা দেখিতেছ অর্থে।

কুমারের কাটারি—কামারের কাটারিই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

কেন্দা ফল—স° কাকেন্দু, a species of ebony (Diospyros melanoxylon)।

খাইলে—মাগধী খা ই দে (খাদিতঃ)। যোগেশ বাবু বলেন, ভূত কালের ইল বিভক্তির উত্তর কারকের এ' বিভক্তি যোগে ইলে প্রত্যয় (ব্যাকরণ, পৃ° ১৪৯)।

পৃষ্ঠা ৩১৬

অনলে ডুবি মরিবা—শ্রীকৃষ্ণের দাবানল পান স্মরণীয়।

অব্রেথা—বৃথা ; গ্রাম্য ভাষা।

পিহ্নতি—পিরীতি, প্রীতি, প্রণয় ; দাম্পত্য প্রেম। Aspiration and vowel augmentation। বৈষ্ণব-সাহিত্যে পিরীতি শব্দের অর্থসংকীর্ণতা ঘটিয়াছে।

আগে তিতা পাছে মিঠা ইত্যাদি—দুঃখ-লেশ-সংস্পর্শ প্রীতি প্রীতিই নহে। নিরবচ্ছিন্ন সুখই জীবের ঈপ্সিত।

সর্ব্বজএ—যাহা ধারণে সর্ব্বত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

দণ্ডবত—উপমাগর্ভ অর্থ। দণ্ড বা যষ্টি সদৃশ সরল হইয়া পতন। অর্থ সংকীর্ণতা ব্যবহারে।

মাএর—প্রা মা আ (মাতৃ) : এ র বিভক্তি চিহ্ন।

জিয়া থাক—বাঁচিয়া থাক।

চারি বধূর দুগ্ধ ইত্যাদি—পত্নী চতুষ্টয়কে মাতৃজ্ঞানে সংসার ত্যাগ কর। গোরক্ষ-পন্থী সম্প্রদায়ে প্রবেশ-কালে বিবাহিত ব্যক্তিকে গুরুর নির্দ্দেশ মত মাতৃসম্বোধনে স্বীয় পত্নীর নিকট ভিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। খাএ্যা—প্রা খা ই অ (খাদিত্বা) : পান অর্থে বাঙ্গালা ভাষায় √খা'র প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ঘোষা—ধুআ, ধ্রুবপদ, chorus of a song। মাধবাচার্য্যের জাগরণে ধুয়ার পরিবর্ত্তে 'বিষ্ণুপদ' ও 'গোপীভাব' এই দুইটি শব্দ পাওয়া যায়। বাসু ঘোষের গৌরাঙ্গ চরিতে 'ঠাট'। অসমীয়াতে ঘো ষা শব্দ প্রচলিত।

অগ—ওগো। দেশী প্রা আ গ।

মাএ পুত্রে কথা কৈতে ইত্যাদি—মাতা ও পুত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তর দোষাবহ নহে। তুমি দশ মাস দশ দিন আমায় গর্ভে স্থান দিয়াছ, সুতরাং তোমায় আমায় বড় অধিক পার্থক্য নাই। মাএ পুত্রে—দ্বন্দ্ব সমাসের দুই দুই পদেও বিভক্তি থাকিতে পারে ; যথা—আগে-পাছে, বুকে-পিঠে, কোলে-কাঁখে, চোখে-মুখে, ঘরে-বাহিরে ইত্যাদি। [যোগেশ বাবুর ব্যকরণ, পৃ° ২১৪] এখানে সহার্থ পরিস্ফুট।

সহজে—স্বভাবতঃ।

উনাহি, উনাই—উষ্ণ হইয়া। প্রা° উ হ্ণা ব ই (উষ্ণায়তে)।

পশর—আলোক। চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষায় 'পঅর', অস° পোহর। প্রভা> পরভা> (পোহর)>পহর>পশর।

প্রশনে—পরশনে, স্পর্শে।

গিহ—ঘৃত। Vowel augmentation।

পুনি—পুনঃ। প্রা° পু ণি, পু ণী।

ঘৃতেতে রাখিয়া ইত্যাদি—ঘৃতের প্রদীপ লক্ষ্য কর, [ক্ষুদ্র] দীপ-শিখায় ঘৃত উনাইয়া পড়ে। [বৃহত্তর] অগ্নি-সংস্পর্শে ঘৃত উনাইয়া পড়িবে তাহাতে আর কথা কি ? [তুল° 'অবশ্য উনাইব ঘৃত আনল পরশে।' —দৌলত উজীর কৃত লয়লী মজনুর পুঁথি] এক্ষেত্রে ভাণ্ডে লবনী অর্থাৎ ঘনীভূত ঘৃত রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। মর্ম্মার্থ—যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য সাধন সহজ সাধ্য নহে।

লনি—নবনীত ; ঘৃত। প্রা° লো নী, লো নী অ।

বুজাই—disaspiration ; প্রাচীন রূপ বু ঝা ওঁ।

নিবিলে—স° নির্ব্বাপিতে সতি ; ভাবে ৭মী।

৩১৭

ছুটি গেলে—নিষ্কাশিত হইলে, having escaped। ছুটি—শৌরসেনী √ছু ট (ক্ষিপ্) ; বিক্ষিপ্ত হওয়া, বেগে বহির্গত হওয়া।

শিখড়—'শিফাদ্বয়ং শিহর ইতি খ্যাতে' —সর্ব্বানন্দ।

কথাতে—কোন স্থানে। The suffix তে' is altogether redundent।

প্রদীপ নিবিলে ইত্যাদি—প্রদীপ নিবিয়া গেলে স্নেহ পদার্থ আলোক দান করিতে পারে না। জীবন না থাকিলে রক্ত-রসাদি পদার্থ বৃথা। দৃষ্টান্ত অনেক—জমির জল নিষ্কাশনের পর আলি বন্ধনে কি লাভ? মূলচ্ছেদন করিলে বৃক্ষ বিনষ্ট হয়। বিনা জলে মৎস্য জীবিত থাকে না। গোরক্ষ বিজয়ে,—

প্রদিব নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে।
কি কাজ বান্ধিলে য়াইল জল না থাকিলে॥
শিখড় কাটিলে তবে পড়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে জিএ মাছ॥
(পৃ° ১০৮)

তুল° 'নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানম্' ইত্যাদি।

রাজা নহে আপনা ইত্যাদি—রাজা, রাজ-কর্ম্মচারী কেহই আত্মীয় নহে। পত্নীও সদা আত্মসুখে রত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ,—

রাজা নহে আঅনা কোট্টাল নয় মিতা।
ঘরর স্তিরী আঅনা নয়...... ॥

স্তিহ্ন—অপ্রচলিত রূপ; aspiration and vowel augmentation।

আপনসুক্য—আত্মসুখী।

সৃ—শ্রী। প্রা° সি রী, সি রি।

নারী সবে—সব শব্দের যোগে বহুবচন; দৃষ্টান্ত—

কছবি সবে বাপে পুত্রে শৃঙ্গার মাগিব।
(পৃ° ৩২৩)
মহা মহা সতী সব হৈব মিথ্যাকার॥
(ঐ)
অকুমারী নারী সবে মাগিব শৃঙ্গার।
(ঐ)
এহি সব এড়ি জাবে আপনে জানিয়া।
(পৃ° ৩২৫)
এরূপ যৌবন সব চারি গুন হেরি।
(পৃ° ৩৩৮)
ইত্যাদি।

তোই—অসময়ে; তুই শব্দ দ্র°।

হএ—হয়। বা° √ হ; এই এ' প্রত্যয় প্রা° হ স এ, ক র এ, প ঢ় এ প্রভৃতি স্থায় (প্রা° প্র°, ৭।৫ ও সিদ্ধ হেম°, ৮।৩।১৪৫)।

নিত্যএ—নিত্যই, প্রত্যহ।

বিকল—অবিকল, অবিমিশ্র।

কপাল তুলিয়া—মাথা তুলিয়া বা ভ্রূকুটি করিয়া।

আএউ—আয়ু।

টুটি জাএ—কমিয়া যায়, হ্রাস হয়। √টুট্ (স° ত্রুট্) ভঙ্গে।

আজু কাইল—অদ্য কিম্বা কল্য, সত্বর। অপ° অ জ্জু; সি° অ জ্জু।

ভাবি চাহ—ভাবিয়া দেখ, বিচার কর।

রাজার পাপে ইত্যাদি—তুল°

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥

রজু—রজ্জু, শৃঙ্খল, মিল, discipline, control।

কুকুর বরণ—কুকুরের জাতি।

চারি জাতি নারীর লক্ষণ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা ৩১৮

খাছিয়ত—স্বভাব, লক্ষণ Per. Khāṣṣiyat, peculiar nature, natural disposition।

কহিমু—কহিব। চৈ° ভা° প্রভৃতিতে; কৃ° কী°'এ কহিবোঁ।

এহি—এই। অপ° প্রা° এহি, এহী।

হস্তিয়া—হস্তিতুল্য ধীর (গমন)। হস্তী শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয়।

জানেন্ত—জানে, মনে করে। প্রা° জাণন্তি (জানন্তি)। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই ন্ত-ভাগান্ত ক্রিয়া পদের প্রচুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

জে—পাদপূরণে। প্রা।

দন্দ—দন্দ, বিবাদ, কলহ।

নিত্য প্রতি—নিয়ত, সতত।

হস্তিনী নারী সবের ইত্যাদি—হস্তিনী রমণীর (স্থূল দেহ হেতু) গতি হস্তিসদৃশ মন্থর। সে পতি সেবায় সুখ না পাইয়া পরপুরুষ কামনা করে। এবং সে কলহ-প্রিয়া।

নরক—মৃত্যুর পর যে স্থানে যাইয়া দুষ্কৃতি জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়। মন্বাদিতে নরক-সংখ্যা একবিংশ; যথা—তামিস্র অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, নরক, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন প্রভৃতি। নরকের নাম ও সংখ্যা লইয়া শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। [বিস্তৃত বিবরণ ভাগবত, ৫ম স্ক° ২৬ শ অ° ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড ২৭-২৮ শ অ° দ্র°।] খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের জেহেন্না (Gehenna) এবং মুসলমান-গণের জহান্নম্।

অনুদিন—প্রতিদিন, দীর্ঘকাল; অর্থ বৈচিত্র।

গোঁআইব—√গোআ, যাপন করা, কাটান; ভবিষ্যতে ই ব প্রত্যয়।

তোর—পাদপূরণে অথবা প্রকৃত পাঠ 'তার'।

শঙ্কা শঙ্কা চিত্ত—সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্ত। বীপ্সা (দ্বিরুক্তি) উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক।

দিবা রাত্রি—সর্ব্বদা, ২৪ ঘণ্টা। বাঙ্গলায় দিবারাত্র ও দিবারাত্রি উভয়ই প্রচলিত।

বিদিত—বিদ্যমান, নিকটে।

খিন্য মাঞ্জা—ক্ষীণ মধ্য। টা° স°'এ মাঝা।

লম্পা তন—তুল° 'স্থূলকুচা'।

আউল—আকুল, অবিন্যস্ত। লুপ্ত ককারের প্রভাবে আকার।

শঙ্খিনী নারী তোর ইত্যাদি—শঙ্খিণী রমণী পতিকে বিশ্বস করিতে না পারিয়া অনুক্ষণ পতির নিকটে থাকে। তাহার শরীর দীর্ঘ, মধ্যদেশ ক্ষীণ। সে 'সম্ভোগ-কেলি-রসিকা'।

পদ্মতলে বাস—গায়ের গন্ধ পদ্ম তুল্য এইরূপ অর্থ বোধ হয়। একখানি রতি-শাস্ত্রের পুঁথিতে, 'পদ্মিনীর শরীরে লাগে পদ্মের সমান। পদ্ম প্রায় অঙ্গ তার দেখি অনুপাম॥'

আশ—আশা, কামনা, উপভোগের স্পৃহা।

আপনা—লুপ্ত ককারের প্রভাবে আকার। প্রা° অপ্পণো।

প্রণতি—প্রণয়, প্রীতি।

বেগনা—অপরিচিত। ফা° বেগানহ্।

পদ্মিনী নারী তোর ইত্যাদি—'পদ্মিনী পদ্মগন্ধা'। সে আপন পতির সহিত প্রণয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরকীয়া প্রীতি উপভোগ করে। পরপুরুষ দেখিলেই কামতৃষ্ণায় উৎকণ্ঠিতা হয়।

৩১৯

কৌড়ি—কড়ি ও কড়া শব্দ দ্র°।

করেন্ত জতন—যত্ন করে।

চিত্রাণী নারী তোর ইত্যাদি—চিত্রাণী রমণী (নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূলা) সর্ব্বদা স্বামীর মঙ্গল কামনা এবং সংসারের হিত চিন্তা করে।

বৈকুণ্ঠ ভুবন—স্বর্গ।

লাগল—নাগাল, সন্ধান; বিবরণ। স° √ল গ্ স্পর্শে।

মুখে মধু দিয়া ইত্যাদি—মিষ্ট কথায় (ও রূপের মোহে) মুগ্ধ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে।

ব্যাঘ্র দৃষ্টে—শিকারীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

জোঁখের মতন হবে—জোঁকের ন্যায় অজ্ঞাতে রক্ত শোষণ করে।

মেউরের ফেঁকা ধরে—ময়ূরের ন্যায় (রোষে) পক্ষ বিস্তার করে অর্থাৎ বিরক্তি প্রকাশ করে। **মেউর**—প্রা° ম উ র। **ফেঁখা**—প্রা° প ধ ম; পা° পে ক্ খু ণ।

অক্ষি ঠাএরে—আঁখি ঠারে, নয়ন সঙ্কেতে।

ভাল কোন চাই—শ্রেষ্ঠ কে?

মোটা—তামিল মোট অর্থে কাপড়ের বস্তা।

গমন—সহবাস; mark the sematology।

পৃষ্ঠা ৩২০

আর্জ্জিয়া—অর্জ্জিয়া, উপর্জ্জন করিয়া।

সুখা এ—সুখী হয়; তল° দুখাএ (গো° বি°)।

জনম—আজন্ম, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত।

নামে—মোটেই, আদৌ।

উঠিয়া পড়ে—উড়িয়া পড়ে।

শখিনী—শকুনী।

মহামুনি—পুত্রের প্রশংসা।

খণ্ডিত স্থলে 'করে পরিধান' এইরূপ কিছু ছিল বোধ হয়।

শাড়ী—সাড়া শব্দ দ্র°।

শোয়াস—শ্বাস। বিপ্রকর্ষে।

মহা হএ—গন্ধে ভুর ভুর করে। অনন্ত রাসের পদে, 'যতনে সাজানু ফুলের সেজ গন্ধে মোহ মোহ করে।' কথ্য ভাষায় 'মহ মহ করতেছে'। প্রা° ম হ ম হ ই (অতি সৌরভমুদ্বহতি)।

সেই সে—সেই-ই। সেহি হি (হি অবধারণে) >সেহি সি >সেই সে; সেই <সহি। সে' is due to attempt at corrections। *Cf.* 'তুমি সে শ্যামের সরবস ধন শ্যাম সে তোমার প্রাণ।'; 'যাকে যার অভিরুচি সেসি তারে ভায়।' (কবিশেখরের গোপাল-বিজয়); 'সিসি ধন্য সিসি শুদ্ধ সেহি-সে পণ্ডিত।' (কীর্ত্তন ঘোষা)। অন্যথা সে শব্দ অনর্থক।

প্রাণ—প্রাণ-সমা।

আহ্মি—প্রা° অ ম্ হি (অহম্)।

তুহ্মি যারে চিন্ত ইত্যাদি—'ভাল কোন চাই' বলিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছিল, চারি জাতীয়া রমণীর মধ্যে কে উত্তমা। তদুত্তরে এখানে চিত্রাণী নারীর প্রশংসা করিয়া বলা হইতেছে গোবিন্দচন্দ্র চিত্রাণীতে অনুরক্ত তাহা ময়নামতীর অবিদিত নাই। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পদ্মিনীর শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে।

চন্দ্রে—চন্দ্ররূপ তোমাকে।

ষোল কলায় বেড়ি লৈল—ষোলকলায় পরিপূর্ণ, পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন। **ষোল**—স° সো ড়শ, গু° স ড়স। **কলা**—A digit। **বেড়ি**—প্রা° √বে ঢ় বেষ্টনে।

যম ঘর—যমালয় দ্র°।

পৃষ্ঠা ৩২১

পৌরুষ—পুরুষোচিত কর্ম্ম। পরের পুত্র-কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করা ও ব্যবস্থাদি করিয়া দেওয়া পূর্ব্বে পুরুষোচিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

শূন্য প্রান্ত পাইয়া ইত্যাদি—পথ-পার্শ্বে বা প্রান্তরে বৃক্ষ রোপণ, পুষ্করিণী খনন,

রথ্যাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি এক সময়ে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অঙ্গ ছিল। রুইলা—বাং √রু (সং রুহ)।

লাগি—অব্যয়। নিমিত্ত। অপং লগ্গি (সং লগ্নে)।

জাঙ্গাল—উচ্চ আলি বা পথ। অর্ব্বাচীন সং জঙ্গাল।

হীরা মন মাণিক্য—হীরা-মণি-মাণিক্য। এই বাক্যাংশ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অবিরল। প্রাং হীরঅ।

তলি—চেটাই; বাকুড়া অঞ্চলে তালাই, তেলাই।

উদার—ধার, ঋণ সং উ র; হিং উধার।

ঢেপুয়া—মুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রচলিত তাম্রখণ্ড; the unstamped lumps of copper used in Northern India as pice। হিং ঢেবুআ।

এমতে—শূং পুং এ এমন্ত।

গোআইল—কাটাইল, যাপন করিল।

হরিস অপার—অপার আনন্দ, immense pleasure। সমুদ্রের সহিত উপমাগর্ভ অর্থ।

মুলি বাস—পাইয়া বাঁশ বা তল্লা (তলদা) বাঁশ। প্রাং বংস।

বেড়া—hedge। প্রাং বেঢো (বেষ্টঃ)।

গরিব—আং।

ফিরে—প্রাং ফিরই, ফেরই (সং পর্য্যেতি; পরি-√ই)।

খাশা—উৎকৃষ্ট। আং খাস, বিশেষ; প্রাং উক্কোস, উকস শব্দ তুলং।

গাহে—গায়ে, গাত্রে; aspiration

কাপড় জোড়া—দোপাট্টা।

মুজুরি—ফাং মজ্দুর হইতে

আরঙ্গি ছত্র—রাজ-ছত্র। ফাং আউরঙ্গ, a throne।

পৃষ্ঠা ৩২২

পিড়িতে—প্রাং পীঢ়, পীঢ়িআ (পীঠ); 'তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত।

পাতর—প্রান্তর।

কানি খেত—এক বিঘা সাড়ে চারি কাঠা ভূমি। প্রাং খেত্ত।

মোহর—নিরুপিত মূল্য। আং মকরর?

দশ টাকার ইত্যাদি—যে বাড়ীর মূল্য দশ টাকা, তাহার রাজস্ব ছিল দেড় পয়সা। খাইত—ভোগ করিত; sematology।

বার মাস ইত্যাদি—বৎসরের বার মাস ধরিয়া অর্থাৎ প্রতি মাসে।

লাড়ি—নাড়িয়া, পরিবর্ত্তিত করিয়া, বর্দ্ধিত করিয়া।

খেত পিছে—কানি প্রতি।

এক পোন কৌড়ি—এক আনা। পোন—সং পণ।

এহার—প্রাং এআণ (এতেষাম্)।

সুখ সম্পদ—উপচর শব্দ।

জানিয়া নিশ্চয়ে—নিশ্চিতরূপ অবগত হইয়া।

এ কারণে—অতিরিক্ত পদ।

পৃষ্ঠা ৩২৩

অনাচার—যথেচ্ছাচার, কুব্যবহার নঞ বৈপরীত্যে।

কছবি—কশবি, বারনারী। আং কস্বী, ব্যবসায়ী।

বাপে পুত্রে—পিতা পুত্র উভয়কে।

ব্রাহ্মণ আলিম—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। আ° আ লে ম, জ্ঞানী।

জ্রে—পাদপূরণে।

মিথ্যা সাক্ষি—মিথ্যা সাক্ষ্য, false witness।

হরিব—অপহরণ করিবে। বলপূর্ব্বক বা গোপনে সহবাস করিবে; sematology।

হিংসিব—হিংসা করিবে, will be jealous of। হিংসা—হননেচ্ছা; sematology।

বাদ পরিবাদ—বাদ-প্রতিবাদ, বিবাদ-বিসম্বাদ।

অকুমারী—কুমারী, অবিবাহিত কন্যা। অঘোর, অমন্দ প্রভৃতি শব্দ তুল°। আবার অমূল্য, মূল্যের অধিক; অপর্য্যাপ্ত, পর্য্যাপ্তের অতিরিক্ত। সেইরূপ অকুমারী, কুমারী অপেক্ষা অল্প পক্ষে অধিক বয়স্ক।

মাগিব—চাহিবে, প্রার্থনা করিবে।

ভক্তিএ মাঙ্গিব ইত্যাদি—লোকে সম্মান পাইবার লোভে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (স্পৃহা সহকারে) কদাচার খুঁজিবে অথবা লোকে ভক্তি ও মান্য চাহিবে, কিন্তু পাইবে না। লোভবশতঃ কদাচার অনুষ্ঠিত হইবে।

পৃষ্ঠা ৩২৪

তার অধিক নাই—সেটা আর বেশী কথা কি? idiom।

আমি রাজা যোগী ইত্যাদি—মাতার কথায় অসম্মত হইতে না পরিয়া গোপীচাঁদ নানা আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। বলিতেছেন, আমার অতুল সম্পত্তি কাহার নিকট দিয়া যাইব? এ বিরাট রাজ্যভার কে গ্রহণ করিবে? তরুণী পত্নী চতুষ্টয়ের দশা কি হইবে? বিদেশে আমার সেবা-শুশ্রূষা কে করিবে? যদি প্রত্যয় না হয় তবে আমার প্রতাপ প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া তিনি সাজ-সাজ আদেশ করিবা মাত্র অপার বাহিনী মাতা-পুত্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হংসরাজ ঘোড়া—রাজহংসের সদৃশ শ্বেত-বর্ণ ঘোড়া। গ্রাম্য ছড়াতে 'হাঁসা ঘোড়া জামা জোড়া উত্তম পাগুড়ি'।

লেঙ্গা—ভল্লভেদ। ফা° নে জা।

কাতে—কাহাতে, কাহার নিকট।

তাম্বু বাণ—অর্দ্ধচন্দ্র বাণ; তাম্বু অর্থে চন্দ্র।

ঝাকে ঝাকে—অসংখ্য।

গাঙ্গেত—নদীতে। গঙ্গা>গাঙ্গ, গাঙ; ত' প্রত্যয় অতিরিক্ত।

এড়িয়া জাবে—ত্যক্ত হইবে। Passive voice।

বত্তিস কাহন নাও—অসংখ্য নৌকা। বত্তিস—প্রা°।

ফিলঘর—পিলখানা দ্র°।

হাতী—প্রা° হ থী।

কে ধরিবে ছাতি—রাজা, রাজপুত্র বা তৎসদৃশ ব্যক্তি ঘরের বাহির হইলে ভৃত্য ছত্র ধারণ করিত।

আস্তবিলা—আ° ই স্ত ব ল্।

শাহেমানি—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যোগ্য। আ° সা হ ব বা সা হি ব শব্দের উত্তর আনি প্রত্যয়।

দোলা—প্রা° দো ল অ।

পঞ্চ পাত্রবর—পঞ্চ সভাসদ্‌বর, উৎকৃষ্ট সভাসদ্‌বর্গ। বোধ হয় পাঁচ জনে রাজ-সভা গঠিত হইত; তুল° পঞ্চায়েত্। ঋগ্বেদে 'পঞ্চজন' (৯ম°, ৬৫সূ°) অর্থাৎ পঞ্চজন-পদের লোক।

পান জোগানি—যে সকল কন্যা রাজা বা কুমারগণের সঙ্গে থাকিয়া পান যোগায়।

[৩৭২ পৃ° য় 'তাম্বুলী' এবং ৩৭৩ পৃ° য় উহাকে 'বিজ্ঞ' বলা হইয়াছে।] স° প্রতি-শব্দ তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী।

উনশত—এক কম শত বা শতকল্প।

শেত বান্দা—ইরাণীয় ভৃত্য। ফা° বা ন্দা হ্।

হারিয়া ছোঁহর—বড় চামর। হারিয়া অথাৎ হাঁড়ীর মত। গো° বি°'এ চো য় র, চো ও র, চো ম র। তুল° 'কুল্লরা পসরা করে নগর চাতরে। হাঁড়িয়া চামর বেচে চারি পণ দবে॥' ক° ক° চ°।

বাতান—গোষ্ঠ। স° অ ব স্থা ন কি?

সত্তর—প্রা° স ত্ত রী (সপ্ততি); ম স ত্ত র।

বেত—প্রা° বে ত্ত (বেত্র)।

গোঞাইল—গোশালা। ও° গো হা ঠ।

৩২৫

জানিয়া—প্রা° জা ণি অ (জ্ঞাত্বা)।

মিরাশ—পৈত্রিক সম্পত্তি। আ°।

চল্লিশ—প্রা° চা লী সা, মাগধী চ ত্তা লী সা (চত্বারিংশৎ); গু° চা লী স।

কোন—কৃ° কী°'এ কো ণ; ম° কো ণ, ও° ক ণ।

আইল—মাগধী আ বি দে (আপ্তঃ, come)।

বাসভেুর—প্রাচ্য হি° ব হ ত্ত র, বা হ ত্ত র, ও° বা আ স্ত রি, সি° বা হ ত্ত রি।

মহা মহা বীর—বড় বড় [বহু] বীর: repetition for plurality।

অপার সৈন্য—উপমাগর্ভ অর্থ। এক প্রান্ত হইতে দেখিলে অপর প্রান্ত দেখা যায় না, এমন বাহিনী। সৈন্য—Colective noun

বাসট্টি—প্রা° বা স ট্ ঠি ( ); প্রাচ্য হি° বা স ঠি, ও° বা আ স ঠি।

শিকদার—যাঁহাদের উপর ভূমির রাজস্ব আদায়ের ভার থাকিত, তাঁহারা মুসলমান অধিকারে শিকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। অপরাপর উপাধির ন্যায় শিকদারও বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। ফা°।

হস্তে ঢাল—বহুব্রীহি সমাস; তুল° মাথায় পাগড়ি ও, কাঁধে বাড়ি ঝ।

ধনুকি—ধানুকী, ধনুর্ধারী

টঙ্কারিয়া—ধ্বন্যাত্মক শব্দ; গুণ টানিলে যে শব্দ হয় সেই শব্দ করিয়া অর্থাৎ আস্ফালন করিয়া।

বন্দুকি—বন্দুকচি, বন্দুকধারী।

পলিতা—প্রা° প লি ত্তং (প্রদীপ্তম্)।

ধরিল জোগান—অনুগমন করিল।

তা—তাহা। প্রা°।

পৃষ্ঠা ৩২৬

বসেত—বয়সে।

দুনিয়া—ফা°।

কায়া মায়া ইত্যাদি—শরীরের প্রতি (কিঞ্চিৎ মাত্র) মমতা না দেখাইয়া।

খাক—মাটি। ফা°।

[দেহ] কৈলা পাত—Comp. v.। পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হওয়া।

কি বুলি জোয়াব ইত্যাদি—প্রভু অর্থাৎ ধর্মের নিকট কি কৈফিয়ৎ দিবে।

লেঙ্গটা—লংগোট (প্রা° লিং গ ব ট্ট) আছে যার সে লংগোটিয়া বা লেঙ্গটা; প্রায় নগ্ন।

জাবা শূন্য—শুধু হাতে আসিয়াছ শুধু হাতে ফিরিবে। পাপ পুণ্য ভিন্ন অন্য কোন সম্পদ সঙ্গে যাইবে না তুল° 'ভল মন্দ দুই সঙ্গ চলি যায়র পর উপকার সে লাভ॥' বিদ্যা°।

৩২৭

টঙ্গি—উচ্চ (বিলাস)-ভবন। : ট ঙ্ক (শিখর): ম° টং, ট ঙ্গ, ট ঙ্।

দিল—দিলাম; প্রাচীন রূপ দি লোঁ।

ভেট ঘাট—উপহারাদি। ভেটি দ্র°, পৃ° ১২।

চরন—চড়ন, চড়িবার।

বাঁউর পরে—ভাঁউর পাড়ে, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভোঁরি ছান্দে দ্র°, পৃ° ৬৮।

আই—আঞি দ্র°।

জোলা—ঝোলা, বিত্তমাত্র। দেশী প্রা° ঝো লি আ।

পৃষ্ঠা ৩২৮

বাত—কথা। প্রা° ব ত্তা (বার্ত্তা)।

মাহে—মায়ে; aspiration।

ধনের কাতর—ধনাকাঙ্ক্ষী, দারিদ্র-ক্লিষ্ট: sematology।

পাপিষ্ঠ—নৃশংশ।

মাগ—ওগো মা। প্রা° মা আ এবং আ গ (সম্ভাষণে)।

সাচানি—সত্যই না? [প্রা° স চ্চ, স চ্চ অ এবং ণ (নঞ)।] নি' অবধারণে বা প্রশ্নে।

লোহাএ বান্ধিবে পুনি যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুর হাত এড়াইবার উপায় এইরূপই কল্পনায় আসে লখিন্দরের লোহার বাসর মনে পড়ে। **বাসর**—শোবার ঘর, শয়ন গৃহ। এখন যে ঘরে বর-বধূ সর্ব্বপ্রথম শয়ন করে; sematology 'গর্ভাগারদ্বয়মীশ্বরাণাং বাসহর ইতি খ্যাতে। দেবস্থান ইতি কেচিৎ। বাসস্য শয়নস্য গৃহং বাসগৃহং।'—টী° স°। বাসঘর > বাসহর > বাসঅর > বাসর।

জাতনি—জাফরি

পশর—প্রহরী।

মুহি—মুই।

৩২৯

রূয়া—উয়া দ্র°, পৃ° ১৩৭।

শাল—শল্য অথবা শূল। প্রা° স ল্ল।

জমেতে—যম হইতে।

পাই ভাহঙ্কার—ভয় পাইয়া।

অনদেখা—অদৃশ্য।

সাচন রূপে জাএ—শ্যচান সদৃশ বেগে ফিরিয়া যায়

সামাএ—প্রবেশ করে। চর্য্যাপদ ও বিদ্যাপতিতে সমায়, কৃত্তিবাসী সামাএ, কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে সাম্ভাই, কবিকঙ্কণে সম্ভায়। স° √স ম্ অথবা √সা ম্ গমনে।

তাহাতে—তাহা সত্ত্বে, inspite of that।

ভৈন—বৈন দ্র°, পৃ° ৬১।

পৃষ্ঠা ৩৩০

হিন্দুগণ—মেরুতন্ত্রে 'হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে' (one who does not appreciate the acts of the base)। হিক্রু হ ন দ (গৌরবান্বিত রাজা) < আবেস্তা হি ন্দ ব। হেন্দুস্থানি দ্র°।

করে খাটী আর পাটি—খড়-কাঠ দিয়া জ্বালাইয়া ফেলে।

মাটী দেএ—সমাধি দেয়।

আর্জ্যনিয়া—অর্জ্জন-ক্ষম, উপার্জ্জনশীল

বেইলের আড়াই পহর—আড়াই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত। **বেইল**—প্রাচীন বাঙ্গালায় বে লি।

লোকের আস পাস—লোক-দেখানী [একটু আধটু কাঁদিবে]।

শঙ্খ সোনা সাড়ি ইত্যাদি—যে রমণীকে পুরুষ কত উপহার দিয়া বিবাহ করে সে যদি স্নেহপরায়ণা হয় তবে চারি দিন পর্য্যন্ত কাঁদিবে। [স্নানাহার বর্জ্জন পূর্ব্বক ?]

বড় দয়ার—অতি সহৃদয়হৃদয়া।

ফিরি বর লএ—বিধবা-বিবাহ। পূর্ব্বে 'এছিলা গাবুবাক দেখি খসম পাকড়িবে।' (পৃ° ৭১)। ভারতীয় আর্য্যগণও বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করিতেন বলিয়া মনে হয়। অথর্ব্ববেদে একটি মন্ত্র আছে তাহার অর্থ,—'হে মর্ত্ত্য, তুমি মৃত। পতিলোকপ্রার্থিনী হইয়া এই নারী পুরাতন ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য তোমার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছে। তুমি ইহলোকে ইহাকে সন্তান এবং ধন প্রদান কর।' [১৮।৩।১] বিধবার সন্তান ও ধন-প্রাপ্তি কিরূপে হইবে? তাৎপর্য্য—বিধবা পুনরায় পরিণীতা হউক। পরবর্ত্তী মন্ত্র আরও সুস্পষ্ট 'হে নারি, জীবলোকের অভিমুখে (অর্থাৎ জীবিত মানবগণের মধ্যে) আইস। তুমি যাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছ, সে গতাসু। যে তোমার হস্তগ্রহণ করিতেছে, সে তোমার দ্বিতীয় স্বামী, তাহার সহিত আইস; তাহার সহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ হইয়াছে।' [১৮।৩।২] 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা পাওয়া যায়। আর্য্যেতর সমাজে বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

প্রাণি—প্রাণ, জীবন।

উচ খোচ—উঁচ-নীচু। তুল° গলি-ঘুঁজি।

নালু—নালা, জল নিকাশের পথ; drain।

সে—সি; হি (নিশ্চয় বা অবধারনার্থক অব্যয়)। Popular attempt at correction।

বেদন—বেদনা, দরদ; স্নেহ।

গর্ব্ভের সাল—গর্ভশল্য, গর্ভযন্ত্রণা। গর্ব্ভে পুত্রকে ধারণ করিয়া মাতা যে কষ্ট সহ্য করেন তাহার ফলে তাঁহার পুত্রস্নেহ গভীরতা প্রাপ্ত হয়। এতটা অন্য কাহারও হইতে পারে না।

পুত্র কন্যা নাই ইত্যাদি—গোপীচন্দ্র ময়নামতীর একমাত্র সন্তান। অন্যত্র 'বড় ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বরী।' (পৃ° ১৫৩)। মাধবচন্দ্র গোপীচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই হইবেন।

পৃষ্ঠা ৩৩১

খুড়া—প্রা° খুল্ল অ (ক্ষুদ্রক)।

জেঠা—প্রা° জেট্ঠ অ (জ্যেষ্ঠক)।

কথ সা—কত মত। তুল° হি° কি ত্তা সা, কে তা সা। In Hindi সা means like, resembling (most commonly by way of adjunct; like the English *ish*), as *Kālā-sā*, blackish; an adjunct the meaning of which is at times scarcely perceptible, though often it seems to give intensity to the preceding word as *bahut-sā*, much, many, very much।

মাণিকচান্দ গোসাই—No case-suffix, apposition with পিতাকে; idiom।

আলাপ—পরামর্শ, পাত্রমিত্র সহ মন্ত্রণা।

তে কারণে—সেইজন্য।

তবে কেনে বালক কালে ইত্যাদি—বাল্যবিবাহ। তুল° 'তুমি সাত আমি পাচ এমত কালের বিয়া।' (পৃ° ৩৩৪)।

চান্দে—গোপীচন্দ্র। মা এর সাক্ষাতে ইত্যাদি পঙ্ক্তি অতিরিক্ত।

এক বিভা করাইল। ইত্যাদি—বহু-বিবাহ।

আর বিভা ইত্যাদি—কন্যাপক্ষকে প্রহারাদি করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যা হরণকে স্মৃতিতে রাক্ষস-বিবাহ বলে। **খাণ্ডাএ**—অস্ত্রে।

উরয়া রাজার—উড়িষ্যার রাজার। হইতে পারে- রাজেন্দ্র চোলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

লড়াই—স° ৵ল ড্ বিবাদে।

৩৩২

মহিম—যুদ্ধ। আ° মু হি ম, a dangerous enterprise।

এ চারি সুন্দরী বধূ ইত্যাদি—পুরীর মধ্যে চারি বধূকে রাখিয়া একা আমাকে দেশান্তরে বিদায় করিবে।

পয়ার ছন্দ—দুই চরণের চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিলযুক্ত পদবন্ধ ছন্দ। প্রা° প অ (পদ) শব্দের উত্তর আ ল বা আ র প্রত্যয়।

গাব—প্রা° গ ব্ব।

মেদিনী যায় চির—পৃথিবী চু-ফাঁক হয়।

পৃষ্ঠা ৩৩৩

জে দেশে জাইবা ইত্যাদি—অদুনা প্রমুখ রাণীদিগের উক্তি।

প্রিয়া—অন্ত্য আকার লুপ্ত ককারের প্রভাব।

সঙ্গতি—সংহতি।

সে—অবধারণে।

সে পন্থে বাঘের ভয় ইত্যাদি—রামচন্দ্র এক দিন বনপথ শ্বাপদসঙ্কুল বলিয়া সীতাকে ঐরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন।

থাউক—অপ° থা উ।

মোহর—আমার। প্রা° ম হা র।

চুলে ধরি মারিবারে ইত্যাদি—রাজ-পরিবারে এরূপ আচরণ অসঙ্গত। কবি আপন সময়ের লোকব্যবহার লক্ষ্য করিয়া এ কথা লিখিয়া থাকিবেন।

পান ফুল—উপহার। তুল° 'আন্ধার হাতত দেহ কিছু ফুল পানে।' কৃ° কী° পৃ° ১৪।

৩৩৪

জোড়া দিল—পূর্ব্বে 'কন্যা ঘুড়িয়া আইস' (পৃ° ৫৩)। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে বরের বাড়ী হইতে কন্যাকে বস্ত্রা-লঙ্কার প্রভৃতি উপহার প্রেরণ পূর্ব্বাঞ্চলে 'জুড়নী' বা 'জোরণ নামে পরিচিত। ইহা কতকটা 'গায়ে হলুদ' পাঠানর অনুরূপ। **নবম বৎসরের** ইত্যাদি—দ্বিরাগমন।

মোর ভৈন অদুনারে ইত্যাদি—পূর্ব্বে রত্নাক বিবাও কৈল্লে ইত্যাদি দ্র° পৃ° ৫৩।

তৈল গিলা—তুল° 'তেল-হলুদ'। **গিলা**—আবাটা জাতীয় পদার্থ। হি° গী লা, আর্দ্র।

আবের কঙ্কই—অভ্রনির্ম্মিত কাকুই। **আব**—প্রা° অ ব্ভ। **কঙ্কই**—কাকই দ্র, পৃ° ১০৩।

কেশ বিলাসিলে—কেশ বিন্যাস করিয়া দিলে।

জাদ—কেশ-বন্ধন-রজ্জু, রেশমী ফিতা। তুল° আ° জা দ্ ব ল, প্রত্যন্ত রেখা, border line।

পিন্ধিবারে—পরিধান করিবার নিমিত্ত।

মেঘনাল সাড়ি—অভ্রখচিত শাড়ী, (মেঘের ন্যায় না- রঙ্গের বা লাল মেঘের বর্ণ বিশিষ্ট শাড়ী নহে)। অভ্রের অপর নাম মেঘনাল বা মেঘলাল। লৌকিক বিশ্বাস মেঘ পাহাড়ে পালা (পাতা) খাইতে আইসে, এবং পত্র-ভক্ষণ-কালে উহার মুখ হইতে

প্রচুর লালা নির্গত হয়। ঐ লালাই অভ্র। কবিকঙ্কণে 'মেঘ ডম্বরু কাপড়'।

নেপুর—গুজরাটীতেও।

ঝামুর জুমুর—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

কাম সিন্দুর—উদ্দীপক সিন্দুর-বিন্দু। কৃ কী°এ 'শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দুর।' (পৃ° ৬৮), বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'আর এক আইও বলে আপন কপাল নিন্দ। কাম-সিন্দুর হয় লখাই কপাল ভরিয়া পিন্ধ॥' (পৃ ১১৭)। হিন্দু-সমাজে সধবা স্ত্রীলোকদিগের সীমন্তে সিন্দুর ধারণ একটি প্রাচীন প্রথা। গোভিল-গৃহ্যসূত্র ও সংস্কারতত্ত্বাদিতে উহার উল্লেখ আছে। পতিব্রতা ভর্ত্তার আয়ু ইচ্ছা করিলে সিন্দুর, করভূষণ প্রভৃতি কখন ত্যাগ করিবে না।

হরিদ্রাং কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দুরং কজ্জলং তথা।
কার্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্॥
কেশসংস্কার-কবরী করকর্ণ-বিভূষণম্।
ভর্ত্তুর্ আয়ুষ্যম ইচ্ছন্তী দূষয়েন্ ন পতিব্রতা॥
—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ৪ অধ্যায়।

আবার বিধবার পক্ষে ঐ ঐ দ্রব্য-ধারণ বা উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ন ধত্তে দিব্যবস্ত্রঞ্চ গন্ধদ্রব্যং সুতৈলকম্।
স্রজঞ্চ চন্দনঞ্চৈব শঙ্খ-সিন্দুর-ভূষণম্॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৮৩ অধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৩৩৫

জোড় মন্দির ঘর—পূর্ব্বে 'জোড় বাঙ্গালা' (পৃ° ৬৭, ২৪৯, ২৫৩)।

রূপ রঙ্গ—রূপের লীলাবৈচিত্র বা সুরত-শোভা।

দয়ার বন্ধু—সোহাগের স্বামী।

তোমার আমার—আমাদের তোমায়।

তার—তারে, তাহাকে।

প্রভু নিরঞ্জন—'নিরঞ্জন' শব্দ বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্ম্মের তথা শিবেরও দ্যোতক।

আহে—সম্ভাষণে।

পরাণি—প্রাণ, জীবন; বিপ্রকর্ষ।

চরা করে—বিচরণ করে, ঘাস খায়।

হরিণা—প্রা° হ রি ণ অ।

পাসরএ—প্রা° প স্ স র ই (প্রস্মরতি)।

সেই পশুর বুদ্ধি ইত্যাদি—তুমি রাজা, কিন্তু তোমার পশুর ন্যায় বুদ্ধিও নাই। ভৎর্সনা।

এতবারে—পুনঃ পুন।

আঠার বৎসর হৈল ইত্যাদি—এখানে রাজা ও রাণীদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছয় বৎসর; কিন্তু 'তুমি সাত আমি পাচ' ইত্যাদি চরণে মাত্র দুই বৎসরের তফাৎ হয়।

বিমশিল—বিচার করিল, চিন্তা করিল।

পৃষ্ঠা ৩৩৬

অদুনাএ বোলে বৈন গ ইত্যাদি—ভগিনি পদুনা সুন্দরি, ভাবনা কি? আমি কম বুদ্ধিমতী নহি। কায়স্থ জাতি বুদ্ধিজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তুলনায় তাহাদের প্রতিভাও আমার নিকট হারি মানে।

অদুনাএ—nom. sing, মাগধী 'ইদেৎসো'; বাঙ্গালায় আকারান্ত শব্দেও প্রযুক্ত হয়। সুন্দর—বিশেষ্য-পদ, স্ত্রী-প্রত্যয়ের অভাব। সুন্দরী রমণী। সাত অঙ্কের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়: 'সাত রাজার ধন এক মাণিক', 'সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ', 'সাতেও নাই পাঁচেও নাই', 'সাত নকলে আসল খাস্ত', 'সাত চড়ে রা নাই', 'সাত সমুদ্র তের নদী', 'সাত পাঁচ', 'সাত সতের', 'সাত কাণ্ড', ইত্যাদি। কাইত—ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণে

কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে নানা কথাই পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অল্প কএকটি এই :— 'রাজ সভায় রাজা কর্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্বিবাকের কর চিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রাঙ্কিত যে লেখা তাহাই রাজসাক্ষিক।' * 'চাট, তস্কর, দুর্বৃত্ত, মহাসাহিক, বিশেষতঃ কায়স্থদিগের হস্ত হইতে রাজা পীড়ামান্ প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন।' + ১১শ শতকে রচিত বিজ্ঞানেশ্বরের যাজ্ঞবল্ক্য-টীকায় লিখিত হইয়াছে, 'গণক ও লেখকগণই কায়স্থ। তাহারা রাজবল্লভ, অতিশয় মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া, তাহাদের কবল হইতে উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন।' ‡ অপরাদিত্য কৃত যাজ্ঞবল্ক্য ভাষ্যে কায়স্থগণকে করাধিকারী (Revenue officer) বলা হইয়াছে। § শূলপাণির দীপকলিকাতে 'রাজবল্লভ প্রযুক্ত কায়স্থ প্রভাবশালী।' ¶

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে 'পৃথিবীতে ব্যবহারোপজীবী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহার অন্তর্গত' এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

অশোক-অনুশাসনে 'রাজুক'-গণ শাসন ও রাজস্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠাধিকারী। মৌর্য্য-সম্রাট্ কর্তৃক ইঁহারা 'ধর্ম্মমহামাত্র' পদেও প্রতিষ্ঠিত হইতেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বুলহার (Dr. Bühler) 'রাজুক' শব্দে কায়স্থ বুঝিয়াছেন। আবার কেহ কেহ যাজ্ঞবল্ক্যের 'রাষ্ট্রাধিকৃত' (১।৩৮) এবং 'রাজুক' ও 'রাজবল্লভ' একই অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন।

* 'রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদাধ্যক্ষকর-চিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।' বিষ্ণুস্মৃতি ৭। ।

\+ 'চাটতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ। পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥' যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩।

‡ 'কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ, তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ। মিতাক্ষরা।

§ 'কায়স্থাঃ করাধিকৃতাঃ' অপরার্ক।

¶ 'কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ'।

সান্ধিবিগ্রহিক (Minister of War & Peace) পদ যে এক সময়ে কেবল কায়স্থ দ্বারা পূর্ণ হইত তাহা 'সন্ধিবিগ্রহ-লেখক' (অপরার্ক ৩৮৬, বীরমিত্রোদয় ও কেশববৈজয়ন্তী অ ১), 'সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ' (কথাসরিৎসাগর ৪২।৯১) প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞাতে সুব্যক্ত।

রাজতরঙ্গিণীতে লেখক ও গণকেরা 'দিবির' নামে পরিচিত (৮।১৩১)। কাশ্মীর-কবি ক্ষেমেন্দ্র কৃত লোক-প্রকাশে আয়ব্যয়-লেখকের পারিভাষিক আখ্যা 'দিবির' (৩য় প্র°); এবং তাঁহারা কায়স্থ।

তাম্রশাসনাদিতে 'সন্ধিবিগ্রহাধিকরণাধিকৃত দিবিরপতি', 'জ্যেষ্ঠকায়স্থমহামহত্তরদশগ্রামিকাদিবিষয়ব্যবহারিক', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ প্রমুখনধিকরণ', 'মহাকায়স্থ' এই প্রকার উল্লেখ বিরল নহে।

কায়স্থের মধ্যে 'রাজধানা' (রাজস্থানীয়), 'রাজু' (রাজুক) প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ আছে। এবং রাজে, রায়, চৌধুরী, রায় চৌধুরী, পাত্র, মহাপাত্র, মুনশী, চাকি, শিকদার প্রভৃতি পদবী যাহা এখন বংশগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই।

গুণ-কর্ম্ম-ভেদ যদি জাতি-বিভাগের মূল কারণ হয় তাহা হইলে এখন নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণকার কায়স্থ নামধারী অক্ষরোপজীবিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সামান্য লেখকের কর্ম্ম হইতে রাজপ্রতিনিধিত্ব পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন।

১১৫ বৎসরের উপর কাশ্মীর-রাজ্য কায়স্থ রাজগণের শাসন-কর্তৃত্বে ছিল। আবুল ফজল বলেন, সুবে বাঙ্গালার ভূস্বামী প্রায় সকলেই কায়স্থ; মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে এই প্রদেশ বিভিন্ন কায়স্থরাজ-বংশের শাসনাধীনে ছিল।

কায়স্থের বিদ্যা-চর্চ্চা লোক-প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের 'মহাসিদ্ধাচার্য্য', 'উপাধ্যায়', 'মহামহোপাধ্যায়' প্রভৃতি উপাধিও ছিল।

[কায়স্থ-সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহার অধিকাংশেই 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' হইতে গৃহীত।]

নানা বর্ণে—বর্ণ-প্রিয়তা।

সহহ্বষ—সহর্ষ।

সুন্দি বেত—এই জাতীয় বেত আসাম অঞ্চলে জন্মে। গাছ বড় হয় না; ইহাতে লাঠি হয়। প্রা° বে ত্ত।

তসর—মোটা রেসমী কাপড়। স° ত্র স র (সূত্র-বেষ্টন-ভেদ)।

খিরবলি [কাপড়]—পূর্ব্বে ধুতি' (পৃ° ৬৫)।

অলি—পীর, মুনি-ঋষি। আ° র লী, saint।

রাম লক্ষণ দুই মুট শঙ্খ—পূর্ব্বে 'রাম লক্খন দুটা গোলা' (পৃ° ৩) পাওয়া গিয়াছে।

উলিল—উদিত হইল, প্রকাশিত হইল। গো° বি'এ 'পূর্ব্বে উলে ভাস্কর' (পৃ ১৪০)।

খঞ্জন গমন—গো° বি°'এ 'ময়র গমনে'।

হালিয়া ডুলিয়া—হেলে-দুলে।

পৃষ্ঠা ৩৩৭

কত কাল রাখিবে ইত্যাদি—ক্ক কী'এ 'কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িঅঁ।' (পৃ° ৩৯২)।

বাহের হৈল যৌবন ইত্যাদি—মুকুলিত যৌবন প্রস্ফুটিত হইয়া বক্ষোজরূপে প্রকাশ পাইল।

স্বামীএ দিছে কাপড় ইত্যাদি—স্বামী গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইয়া বস্ত্র দেন; কিন্তু সকলে কিছু তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না।

না শোনএ বোল—কথা শুনে না, যৌবন ঢাকিয়া রাখিতে পারে না

চটকিয়া—ফাটিয়া চটিয়া। হি° চ ট ক্ না, to crack।

কবু—কখন। অপ° ক ব হু (কদাপি); হি° ক ভী।

টুটে—প্রা° টু ট্ট ই (ত্রুটয়তি)।

রাজাএ রাজাএ ইত্যাদি—রাজয় রাজায় লড়াই নয় যে অর্থ যোগাইয়া নিষ্কৃতি পাইব।

দাবিদার—স্বত্ব-প্রার্থী। আ° দা আ বী এবং ফা° দা র।

খোশাইয়া দিমু—মুক্ত করিয়া দিব, মিটাইয়া দিব।

বাদসাই জাচক—রাজদ্বারে প্রার্থী। ফা° বা দ শা হী।

আবের কাঞ্চলি—অভ্র-খচিত কাঁচুলী। প্রা° ক ঞ্চ লি আ।

ঝাড়া বদলিমু—ছাড়িয়া দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করিব। আ° ব দ ল শব্দের উত্তর ভবিষ্যতের ই মু প্রত্যয়।

পৃষ্ঠা ৩৩৮

ধর্ম্মঘটী—ধর্ম্মের আধার। ঘট শব্দের উত্তর ক্ষুদ্রার্থে ঈ' প্রত্যয়।

হস্তী ঘোড়া জাএ—হাতী ঘোড়া প্রভৃতি রাজপরিচ্ছদ যাহাতে অথবা রাজপরিচ্ছদের বিস্তৃত বিবরণে। হি° জায় অর্থে যত সংখ্যা হিসাব।

ভূঞ্যা—ভৌমিক, ভূস্বামী।

চারি ভৈন ইত্যাদি—(মর্ম্মার্থ) যুবতীর গৌরব প্রথম যৌবন

হেরি—দেখিয়া। প্রা° নি ভা লি য়; বা° নে হা র বা নে হা ল, হি° নি হা র, ম° নি হা ঢ।

দিন দুনিয়া—ধর্ম্ম ও পৃথিবী। আ° দী ন্ ও দু নি য়া।

হাড়িয়ার লগে ইত্যাদি—এখানে ময়নামতীকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। হাড়িয়া শব্দে হাড়িফা লক্ষিত হইয়াছেন। খাএ—খায়। প্রা°।

বেবুদ্ধিয়া—নির্ব্বোধ।

বুদ্ধ মাএর ইত্যাদি—বুড়ী মা'র কথা মনে স্থান দাও কেন?

পৃষ্ঠা ৩৩৯

ধরাধরি করি—সকলে মিলিয়া ধরিয়া।

নিকুঞ্জ মন্দির—বিলাস-ভবন।

দণ্ডকে দণ্ডকে—ক্ষণে ক্ষণে।

চণ্ডরের বাও—চামরের বাতাস।

পৃষ্ঠা ৩৪০

আরের মাহে বেটা ইত্যাদি—স্থকুর মামুদে 'নিশ্চয় জানিলাম তোমার পুত্রের রয় নাই' ইত্যাদি (পৃ ৪৩৫)।

নাতি পতি—নাতি-পুতি, পুত্র-পৌত্র। প্রা পু ত; নাতি'র সাদৃশ্যে পতি।

যেহেন—যেমন।

গর্ভশোগা—ব্যর্থ-গর্ভ বা গর্ভস্রাব।

হাবুদ্ধিয়া—অবোধ, অল্পবুদ্ধি। পূর্ব্বে 'বেবুদ্ধিয়া'।

দিল—হৃদয়। ফা।

ভোল—মোহ, ভ্রম।

সে সমে—সে সকল; প্রাচীন বা স স্কে।

নাঙ্গল গড়াএ জে ইত্যাদি—গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে 'লোহা দিয়া বাকে লাঙ্গল মাটিতে যায় ক্ষয়' ইত্যাদি (পৃ ৬৩৮)।

খএ—প্রা° খ অ (ক্ষয়)।

পৃষ্ঠা ৩৪১

থোড়—কচি, ক্ষুদ্র। প্রা থোড় স° (স্তোকম্)। -প্রা°।

নারীর সনে সংগ্রাম—নিধুবন, সহবাস।

মহারস—রসের সার, বীর্য্য।

বর্ব্বরের চাস—নির্ব্বোধের কাজ।

জিব—বাঁচিয়া থাকিবে।

ব্যাঘ্রের সাক্ষাতে জেন ইত্যাদি—গোরক্ষ-বিজয়ে,—

> পর্ব্বতের মংস্য সব সপিআছ উদে।
> বিড়াল পহরি দিলা ঘন বর্ণ দুধে॥
> স্বর্ণকারের হস্তে তুম্মি সমর্পিলা তরু।
> ব্যাঘ্রের সমুখে জেন সমর্পিলা গরু॥
> ডাকাইতের হাতে গুরু সমর্পিছ ধন।
> সাপের মুখেত দিলা বেঙ্গ ততক্ষণ॥
> শকরের হাতে তুমি সপিআছ গেজা।
> মানকচু সপিআছ জত সব সেজা॥
> ধান্তের গোলাতে মূষিক পহরি থুইলা।
> কাকের মুখে সমর্পিলা রন্ধন সব করু॥
>
> (পৃ ১১১-১১২)

উদ—উদ্বিড়াল; স উদ। পহরি—প্রহরী। হেজা—সেজা, হেজা প্রভৃতি শব্দেরই রূপ-ভেদ। খিঞ্জুর—শকর। আ খিনযির। গেজা—কন্দ। আ। উন্দুর—ইন্দুর।

উড়ি জাএ পক্ষিরাজ ইত্যাদি—আমার জ্ঞান কতটুকুখানি? পাখী উড়িয়া গেলে দেখিতে পাই না, তত্ত্বজ্ঞান জানিব কেমন করিয়া? আর জানিলেই বা কি হইবে; তুমি এমন যোগিনী মা, তোমার নিকট কি তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে পারি?

পৃষ্ঠা ৩৪২

অবসরায়—অবসর মত।

খিলে—খেলি।

পূর্ব্বেত—পূর্ব্ব হইতে।

জতীশা—যতীশ্বর, শ্রেষ্ঠ যতি।

কবু—কোথাও। প্রা কৈ এ ক (কুত্রাপি)।

রথ—ঘোড়াচারা রথ।

ধর ধর—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।
মুষ্টেক—বাঙ্গালা সন্ধি।
পাইল, দিলেন্ত—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।
বিচার—অন্বেষণ।
মলিয়া—বাঁ ১' ম ল মর্দ্দনে।
লাহুর—লাউএর।

পৃষ্ঠা ৩৪৩

জতেক—প্রা ছে ত্ব ক।
চৈত্র মাসের রৌদ্র ইত্যাদি—[তা ছাড়া]
চৈত্র মাসের ধর্ম্মই এই যে সে সময়ে রৌদ্র-তাপ অত্যন্ত প্রখর হয় এবং সেই জন্য বাতাসে তপ্ত ধূলি উড়িতে থাকে। কাজেই আমায় থার-পর-নাই আকুল করিয়া তুলিল। প্রথম পংক্তিতে ১৫ অক্ষর এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৬ অক্ষর।

চৈত্র|মাসের|রৌদ্র|তাপে|ধম্ম|ধূলি|উড়ে।
মাথার|ঘাম|মৈনা|মতির|পদ|তলে|পড়ে।

আগ্য মাটী—নাথ-ধর্ম্মের প্রথম প্রচার ক্ষেত্র। পুব্ব মাটীও তাই। স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের 'চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব' প্রবন্ধ হইতেও জানা যায় যে, তৎকালে চাটিগ্রাম মহাযান বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান প্রচার-কেন্দ্র ছিল। নিজ মাটী—গোরক্ষনাথ বিক্রমপুরে মঠাধ্যক্ষ ছিলেন; নিজ মাটী শব্দে তাহাই সূচিত করিতেছে।
কুদাইয়া—খেদাইয়া। ১' কু দ্ উল্লম্ফনে; প্রাকৃতে কু দ্দ ই (স্কন্দতি)।

পৃষ্ঠা ৩৪৪

যোগীঘাট—মুর্শিদগঞ্জের উত্তরে ইছামতী ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল; ধলেশ্বরীর ভাঙ্গনে উহা এখন চরে পরিণত হইয়াছে।
বানাইল—নির্ম্মাণ করিল। ১ ব নূ বা ব না নির্ম্মাণে।

আধারি—কাষ্ঠ-পীঠ সংলগ্ন দণ্ড বা যষ্টি (যোগী ফকিরের ব্যবহার্য্য), যাহা সাধারণতঃ আসা নামে প্রসিদ্ধ। এই আসা অনেক সময় ফুলের মালা, কড়ি প্রভৃতি দিয়া সাজান দেখা যায়। হিন্দী পদ্মাবতিতে অ ধা রী।
বিচারি—খুঁজিয়া, অন্বেষণ করিয়া।
বট—কড়ি।
দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে ইত্যাদি—মন্ত্রের প্রভাব। অথর্ব্ববেদে এইরূপ বহু প্রকার মন্ত্রের কথা আছে।
ঊন কোটী—অসংখ্য; অর্থটা বিরক্তি-সূচক।
হাএয়াত—আয়ু। আ।
অন্ধি আর সন্ধি—রন্ধ্র ও তৎপ্রতিষেধ।
জর্ম্মে জর্ম্মে কৈল ইত্যাদি—যাহাতে পীড়াদি কখন না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইল। খারা বন্দি—ঘেরা, বেষ্টন বা অবরোধ ফা খা র ব ন্দী

পৃষ্ঠা ৩৪৫

খন্ত—ছাড় সনদ। ফা।
রাজা—সম্বোধনে।
অগ্নিএ—অগ্নিদ্বারা।
তল—তলস্থ।
বান্ধি মাঙ্গাইব—বাঁধিয়া আনাবই।
চন্দ্র সূর্য্য মরণে ইত্যাদি—দিনে বা রাত্রিতে মৃত্যু হইলে আড়াই প্রহর গত না হইতেই অর্থাৎ অচিরে বাচাইয়া দিব।

পৃষ্ঠা ৩৪৬

আমাদের—আমা-আদি-র।
গঙ্গাজল পাটী—গজ-দন্ত নির্ম্মিত পাটী।
গালিচা—carpet। ফা।
বিছান—হিঁ বি ছৌ না।

চান্দয়া—হিং চ ন্দ রা।

হের—এখানে।

প্রভু গদাধর—সম্মানার্থক।

পৃষ্ঠা ৩৪৭

ঝি—প্রাং ধী আ, পাং ধি তা, ধী।

জে—পাদপূরণে।

গিরি—গৃহী, স্বামী।

দাবীদারী—স্বত্বাধিকার, claim ; abstract noun।

শেলাম—অহিন্দুর নমস্কার। আ সলাম্ (কুশল)।

প্রাণের কাতর—প্রাণ-রক্ষার্থ কাতর।

যজ্ঞ নষ্ট পুরুষ—পত্নীর নিকট দীক্ষা অশাস্ত্রীয়। সেই হেতু প্রত্যবায়-ভাগী।

হেন কালে তিন সন্ন্যাসী ইত্যাদি—প্রত্যাখ্যাত সন্ন্যাসীদের কুত্যায় মাণিকচন্দ্র গতাসু হইলেন। সিদ্ধারা মারণ-উচাটনাদি ক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন। কামেশ্বর বাণ—আভিচারিক ক্রিয়াভেদ, যাহকে তদ্জ্ঞাপক বাণ বলা হইত। গোপীচন্দ্রের গানে প্রজাদের অভিচার রাজার মৃত্যুর কারণ।

পৃষ্ঠা ৩৪৮

নিশাভাগে—অর্দ্ধরাত্রে।

পাইল—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া। কৃ কীং, অসং রামগণ, চৈ ভা প্রভৃতিতে পা ই লোঁ।

রায়—প্রাং রা ব, রা অ।

হস্তে গলে দড়ি ইত্যাদি—রাজার মৃত-দেহ হাত-পা বাঁধিয়া সংকারার্থ লইয়া যাওয়া নিতান্ত বিসদৃশ।

পুড়িবারে—Causative।

গাছ গাছেরা—কাঠ-কুটা।

লোকে বুলিবেক করি ইত্যাদি—(১) লোকে পাছে কিছু মনে করে বলিয়া অধিক কাঁদিলাম না, (মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিলাম)। (২) লোক-লজ্জার খাতিরে একটু কাঁদিলাম নচেৎ কাঁদিতাম না। দ্ব্যর্থ। বুলিবেক—মন্দ বলিবে।

দুই আখর—আড়াই নয়। প্রা অ ক্খ র।

পৃষ্ঠা ৩৪৯

সমুদ্রের গঙ্গাদেবী—সমুদ্রবাসিনী গঙ্গা।

তিন পহরের পন্থ লই—তিন প্রহরের পথ জুড়িয়া অর্থাৎ বিস্তীর্ণ।

সুতিলাম—শয়ন করিলাম। কৃ কী'এ সু তি লোঁ।

কাঁচা হইআ ইত্যাদি—রাজার অঙ্গ সরস হইয়া থর থর করিয়া (অগ্নিস্পর্শে) গলিয়া পড়িতে লাগিল। প্রা থরতরেদি (প্রকম্পতে)।

ব্রাহ্মণের কোলে—ব্রাহ্মণের নিকটে। তুল 'এত অন্ধকার যে কোলের মানুষ দেখা যায় না'।

নি—না। প্রা ণ (স ন হু) প্রশ্নে।

জানাও—জানান ; abstract noun, ও' কৃৎপ্রত্যয়। অথবা আনাও স্থানে জানাও হইতে পারে। পরে আনিয়া আছে। কৃ কী'এ জা ণা ওঁ ও জা ণো স্থানে যথাক্রমে আ ণা ওঁ ও আ ণো। প্রাকৃতেও আণাদি, আ ণা মি প্রভৃতি পদ বিরল নহে।

চাই—আবশ্যক অথবা ইহাই প্রার্থনা।

পৃষ্ঠা ৩৫০

সত্য যুগে—দীর্ঘকাল।

হাসিতে হাসিতে ইত্যাদি—সে কালের প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব এই কথা ভাবিতে

ভাবিতে প্রমাণের সন্ধান হওয়ায় ভাস্ত। ইহার পূর্ব্বে দুই এক পঙ্‌ক্তি বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

একেত ছাওালে ইত্যাদি—রাজার আদেশ পাইবামাত্র রাজভৃত্য ব্রাহ্মণের নিকট চলিল। অর্থটা এইরূপ,—একেত ছাওালে (page), তাহাতে রাজাদেশ; সুতরাং সত্বর প্রতিপালিত হইল।

তে কাজে—সেই কারণে। কাজ—নিমিত্ত; sematology।

চল ভাই—আমার সঙ্গে এস, let us come।

পৃষ্ঠা ৩৫১

কাষ্ঠ কৈল—দাহ-কার্য্য করিল।

মিথ্যা সাক্ষি দিতে—মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অথবা তোমার মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য।

ইর্শাদ—খোস কৌতুক, উপায়ন। A. irshād, marzi।

আধা বস তোর—তোমার অল্প বয়স, সুতরাং এরূপ গুরুতর কথা ইত্যাদি। অথবা তোমার বয়স কম নহে। এরূপ অসঙ্গত কথা।

পৃষ্ঠা ৩৫২

সম্ভাসা—সম্ভাষণ, সম্বৰ্দ্ধনা।

দিজ—দ্বিজ। প্রা°।

জেরূপে রহিতে পারি ইত্যাদি—যাহাতে সিংহাসনে থাকিতে পারি অর্থাৎ সন্ন্যাস লইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা কর। প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ সন্ধিহরকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

চৌদ্দ গণ্ডা পুরুষ ইত্যাদি—মনে রাখিও মিথ্যা বলিলে তোমার ঊর্দ্ধতন ছাপান্ন পুরুষের অধোগতি হইবে।

আগু—প্রা° অ গ্‌ গ; সি° অ গু।

লাঘব—অমর্যাদা, অপমান।

পৃষ্ঠা ৩৫৩

এক প্রাণি নিয়া ইত্যাদি—আমি একা দেশান্তরী হইব।

খের্ত্তা—খেতুয়া শব্দেরই রূপভেদ।

তাম্বরী—প্রা° তা ম্ব লি অ (তাম্বূলিক); হি° ত মো লী, ম° তা ম্বো লী।

পৃষ্ঠা ৩৫৪

ছারে খারে—অধঃপাতে। মহারাষ্ট্রী ছা র এবং শৌরসেনী খা র।

বালাই—বিপদ, অমঙ্গল। আ° ব লা; হি° ব লা য়।

বাসি—প্রা° বা সি অ (বাসিত)।

পান্তর—প্রান্তর।

সুরজ কানিয়া—কাণ-খড়কে, তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তিযুক্ত।

পৃষ্ঠা ৩৫৫

গেলাপ করিয়া—ঢাকিয়া, আবরণ দিয়া। আ° গি লা ফ।

বাটার পান খাও—পান খাইতে দেওয়া শিষ্টাচার। আজকালকার মত পান তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইত না; পান, চুন, সুপারি প্রভৃতি মশলা সহ আধার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইত। যাঁহাকে দেওয়া হইত তিনি ইচ্ছামত প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

আাছি—আসিতেছি।

পান খাইবার—পুরস্কার।

কাপাই—কার্পাস-বস্ত্র। অস° ক পা হী (কার্পাস নির্ম্মিত)।

তুমি পিন্ধিবারে—idiom।

বোলএ—বলহ, বল।

সুমেরু পর্ব্বত ইত্যাদি—বজ্রাহতের ন্যায় হইল, হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তুল° 'মাথায়

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুমেরু—সুবর্ণগিরি। রামায়ণে সুমেরু হিমালয়-পত্নী মেনকার পিতা। এই পর্য্যন্ত সূর্য্য বিচরণ করেন (বালকাণ্ড, ৩৫ সর্গ)। বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্গণ এই পর্ব্বতে সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিয়া থাকেন (কিষ্কিন্ধ্যা, ৪২ সর্গ)।

পৃষ্ঠা ৩৫৬

একেত বানিয়ার পুত্র ইত্যাদি—একে জাতিতে বেনে, তাহাতে বিক্রয়ের সুযোগ উপস্থিত। বিকি—বিক্রয়; তুল 'বিকি কিনি'।

তরাজু—তুল-দাঁড়ি, তুলাদণ্ড। ফা: তেরাজু।

ভাণ্ডার—ভাণ্ডাগার হইতে।

হরিনা বিস—হরিণা (হরিণিয়া) বিস, প্রাণঘাতক তীব্র বিষ।

লাড়ু—প্রা ল ড্ডু, ল ড্ডু অ।

তোলা—প্রা তো ল অ।

আলওা চাউল—ফি আরোয়া চাল।

কুলপিত কলা—কবরী কলা।

সেবা—ভোজন: sematology।

নারাঙ্গি—নাগ-বসতি রঙ্গপুর অঞ্চলের কমলা লেবুর না গ র ঙ্গ, সংক্ষেপে না র ঙ্গ, না র ঙ্গি নাম হইয়া থাকিবে। নাগ-জাতির বাস মধ্যভারতের নাগপুর এবং আসামের নাগা পর্ব্বতে।

খাঞ্চা—থুঞ্চা, small tray। ফা খা ঞ্চা।

শাইল ধান—শালী ধান্য।

বিন্নি ধান—শূন্য-পুরাণের দীর্ঘ তালিকায় 'বিন্ধসালী' ধানের নাম পাওয়া যায়। কা বি র ঞ্জ তুল।

দই—প্রা দ হি, দ হি অ।

বেগার—বিনা বেতনের চাকর, a person forced to work and carry burdens। ফা।

অন্তরে—দূরে।

উনমত বেশ—অন্যমত বেশ, ভিন্ন সাজে।

সন্দেশ—দুগ্ধবিকারজাত মিষ্টান্নভেদ; এখানে উপহার। আঁচিরী শব্দ (কলহমালা)।

কিসের কারণ—কোন প্রয়োজনে।

পৃষ্ঠা ৩৫৭

তিন কোণ পৃথিবী ইত্যাদি—পৃথিবীর কোথায় কি আছে এবং হইতেছে সমস্তই গণিয়া দিতে পারি।

বরিস্যা—প্রা পৈ এ ব রি সা (বর্ষা)।

ফোটা—স স্ফাটক অর্থে জলবিন্দু।

হইব না হৈব—হব-নয়, সত্য মিথ্যা। কু ব্যা এ হঅ নাহ'।

পৃষ্ঠা ৩৫৮

তেরিয়া আছিল—তেরিয়ে আছিল, দেখিতেছিল।

দ্বাদশ—১২, ২২, ৩২, ৫২, ৫২, ৬২ প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার খুব বেশী।

দশ দ্বার—চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু, ও উপস্থ এই নব-দ্বার। গো বি এ 'ভেদিয়া দশমী দ্বার খোলে জোর ভর।' (পৃ ১৬৯), 'দশমীর দ্বার ভেদি চোকে চোকে তোল।' (পৃ ১৬৫), মাধব-আচার্য্যের কৃ ম এ 'নিরোধিল দৈত্য দশ দ্বার' (পৃ ৯৯); কৃ কী এ দশমী দুয়ারে দিলো কপাট।' (পৃ ৩৫৯); চর্য্যাপদে 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ আইল গরাহক অপণে বহিআ॥' (পৃ ৭)। টীকায় নবদ্বারের অতিরিক্ত দশমি দুআর-কে বিবোচন দ্বার বলা হইয়াছে। দশম দ্বার

ব্রহ্মরন্ধ্র। কঠোপনিষদে যমী বল্লাতে 'পুরমেকাদশদ্বারম্' [শরীরাখ্যং পুরমেকাদশদ্বারমেকাদশদ্বারাণ্যস্য সপ্তশীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহাবাঞ্চি ত্রীণি শিরস্যেকং তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্]।

মৈল করি—মৃতের ভাণ করিয়া বা মৃতবৎ।

কথখানি গুড় ইত্যাদি—রাজনীতিকুশল চাণক্যও নাকি এইরূপ উপায়ে কুশতৃণের বিনাশ সাধনে প্রযত্ন করিয়াছিলেন।

চাহে—পরীক্ষা করিয়া দেখে। প্রা উচ্ছাহই (উৎসাহয়তি)।

পৃষ্ঠা ৩৫৯

লক্ষীবিলাস শাড়ি—বহুমূল্য বস্ত্রভেদ।

ছইল—ছাইল, আবর্জনা; আপদ। পরে ছাগি।

প্রসাদ কৈল—পরসাদ দিল। আনন্দের দান প্রসাদ।

বৈল—গরু। প্রা বইল্ল বলীবর্দ।

হাতাহাতি করি—একের হাত অপরে সরাইয়া অর্থাৎ ঠেলাঠেলি করিয়া।

দম নাহি লড়ে—শ্বাস বহে না।

টোকর অঙ্গুলিসংতাড়ন। ঠ কী এ টা কা ব; অস টো ক ব।

উলু—স উলূক।

কাছরা—কচড়া, কাছি। টী স এ কচ্ছ রজ্জু।

পৃষ্ঠা ৩৬০

একেত ময়নামতি ইত্যাদি একে ময়নামতী [সতক] তাহাতে আবার ব্রহ্মজ্ঞান জানা আছে। তুল 'একেত ছাওয়াল রাজা এ হুকুম পাএ।' (পৃ ৩৫০), 'একেত বানিয়ার পত্র বিকির লাগল পাএ।' (পৃ ৩৫৬)। জানে—প্রা জাণই (জানাতি)।

লাথি—অর্ব্বাচীন স লত্তা।

তৈক্ষণ—প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ততিখণ'; অস 'তেত্তিক্ষণ'।

চেচাএ—চেঁচড়ে বা হেঁচড়ে লয়।

খেনে—প্রা খণে।

সঙ্গারি—সংহারি, সংহার করিয়া।

গজ—দুই হাত পরিমাণ। ফা।

খুদ—খনন কর। স খুড্।

তুরমান—ত্বরমান, সত্বর।

পৃষ্ঠা ৩৬১

খুর নাপিতের অস্ত্রভেদ। প্রা।

চোঙ্গাইয়া—ছুঁচাল করিয়া, তীক্ষ্ণাগ্র করিয়া।

আড় চৌক্ষে—আড়চাহনি, বক্রদৃষ্টি।

পৃষ্ঠা ৩৬২

এবে —অধুনা প্রা এব হিং।

সাগর দীঘি—ময়নামতীর পূর্ব্বাংশে।

দিব্ব শাড়ি বধূ প্রতি ইত্যাদি—এ প্রসাদের অর্থ কি?

খাই—অপ; প্রা খাইঅ (খাদিত্বা)।

বাদ—অপবাদ।

পৃষ্ঠা ৩৬৩

তলওয়ার—হি তলবার।

পোলা বধূ—পুত্রবধূ অথবা বালিকা-বধূ। টী স এ পো হা ল (স পোতাধান, পোনা)।

সউক—সহু হউক।

ফজর সকাল, প্রাতঃ। আ ফজর (প্রত্যূষ)।

হেন্টমুখী—অধোমুখ; সংস্কৃত করিবার প্রয়াস।

পৃষ্ঠা ৩৬৪

তোমা সঙ্গে প্রীতি ইত্যাদি—তুল° 'এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুনে পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে।' (কৃ° কী° পৃ° ১৩২)।

নয়ান হইয়া গেল ঘোর—চোখে ঘোলা পড়িয়া গেল, দৃষ্টিশক্তি খাট হইল।

বিথি বর ইত্যাদি—শ্লেষ।

গেল গঞ্জিয়া—গত হইল।

পৃষ্ঠা ৩৬৫

তাপ দুঃখ—আধুনিক 'দুঃখ তাপ'।

বিমৰিশব—বিমর্শ অর্থে যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করণ। [বি-√ মৃশ্-অ]।

সাছা মিছা—সত্য-মিথ্যা। প্রা° স চ্চ এবং মি চ্ছা।

পৃষ্ঠা ৩৬৬

জৈতা—জন্তু, লাঙ্গল।

জৈতার আটনি ঘর ইত্যাদি—তুল° 'জোয়ের ছাটনী দিল জোয়ের বান্ধনি। বোল (সোল) পাট দিয়া কৈল জোয়ের ছাউনী॥' ক° ক° চ°।

আনাবান্ধে—বিনা বন্ধনে। **টাউনি**—ঘরের চাল টাঙ্গন।

আগর—অগুরু। প্রা অ গ রু

পৃষ্ঠা ৩৬৭

ছালি—ছাই।

হোন্তে—হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হন্তে' 'হন্তেঁ', 'হনে' প্রভৃতি।

ছালা—স° স্যূত।

তানে—তাহাকে।

ছালাতে—তে' পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত।

বিচারউক—অন্বেষণ করুক।

পৃষ্ঠা ৩৬৮

আগুবাড়ি নিল—প্রত্যুদ্গমন করিল।

টেপা মৎস্যের জ্ঞান—মাছ জলের ভিতর থাকে, শ্বাসরোধে হইয়া মরে না। তন্ত্র-মন্ত্রও জানে না।

সাকোয়া—চর্য্যাপদে সা ঙ্ক ম, টী° স°'এ সং ক্রা ম; স° সং ক্রম; ও° শ ঙ্ক।

খুরের ধারনি—দড়ির সাঁকোতে হাটিতে হইলে হাতে ধরিবার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক হয় তাহাকে ধরণী বলে। ক্ষুরের ধারের সদৃশ সূক্ষ্ম অথবা তীক্ষ্ণ ধরণী।

এহি বড় কাম—চট্টগ্রামের প্রাদেশিক।

পৃষ্ঠা ৩৬৯

লেখাএ ডাঙ্গর—গণনায় বড়।

সাত পাঞ্চ ঘর—সাং হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া ঘর। পশ্চিম রাঢ়ে 'আট-পাচাঁ' ঘর।

চারি সিদ্ধাএ ইত্যাদি—শাপ-প্রত্যাস্থ গোরক্ষ-বিজয়ে দ্রষ্টব্য।

খাটে—মৌলিক অর্থ কৃচ্ছ কর্ম্ম করে; এখানে মেথরের কাজ করে।

পৃষ্ঠা ৩৭০

পোশাইয়া—পোহাইয়া, প্রভাত হইয়া।

খলা—জঞ্জাল, আবর্জ্জনা।

টুকরি—বেত বা বাঁশের ঝুড়ী। হি° টো ক রী।

খনার কারবার—খনন কার্য্য। ফা° কা র ও বা র।

ঢুলিবার—ঝিমাইতে, নিদ্রাকর্ষণ বশতঃ চক্ষুনিমীলন ও শিরঃ কম্পন।

পৃষ্ঠা ৩৭১

পাঞ্চ কামিনী—শক্তি লইয়া সাধনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

গুড়ি—স° গু ণ্ড, গু ণ্ডি ক।

রাজ নারিকেল—রাজোদ্যানের নারিকেল।

শ্রধা—শ্রদ্ধা, ইচ্ছা।

বাগ—উদ্যান। ফা°।

শোঁড়িয়া—ছাড়িয়া। তুল° ম° সো ড় ণ (ত্যক্ত্বা)।

কাটোআল—কাটাল শব্দ দ্র° পৃ° ১১০।

শাশ, সাস—শস্য। প্রা স স্ স।

পোলাপান—ছেলেপুলে। টী স° এ পো হা ল (পোতাধান)।

মালা—নারিকেলের খোলা। স ম ল্ল, ম ল্ল ক।

হাত ঠারি—হস্ত-সঙ্কেতে।

ছোলা—ছাল। প্রা ছ ল্লী।

পৃষ্ঠা ৩৭২

খরছি—খরচা, সম্বল। ফা° খ র চ।

গুরুজি—গুরুঠাকুর, গুরুমহাশয়। হি° জীউ, জী (জীব)।

তাম্বুলী—দাসী, পান সাজা ও পান যোগানই ইহাদের প্রধান কাজ।

লীলাএ—অবলীলাক্রমে, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া।

৩৭৩

পাদ লাড়ি ইত্যাদি—মন্ত্রের প্রভাবে হাড়িফা পা নাড়িতে নাড়িতে অর্থাৎ অনায়াসে উহাকে বাচাইয়া দিবে।

ঠ

পৃষ্ঠা ৩৭৪

মএনন্দি সাগর—মহানদী। [?]

আঠু—স° অ ষ্ঠী ব া ন; ও° আ ঠ্ঠু।

খাঞ্জা—গলার নীচের শরীরাংশ, ধড়, head-less trunk।

সোঁরণ—স্মরণ। অপ° প্রা° সু ম র ণু।

খিচিয়া—√খি চ্, হি°√খে চ্ < স° √কৃ ষ্।

পৃষ্ঠা ৩৭৫

দাএ—বস্ত্র-জ্ঞান, ক্ষতি-বৃদ্ধি।

জীবন উপাএ—জীবন রক্ষার অর্থে।

সামাইল গামছা—পূর্ব্বে 'সেঁওয়ালী গামছা' (পৃ° ৯১)। লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্র-খণ্ড। √সা মা ল বা সা মা লা; স° সম্-√ভৃ সম্বরণে।

গুরূ—প্রাকৃত সু', ভিস্ এবং সুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; 'সুভিস্সুপ্সু দীর্ঘঃ' (প্রা° প্র°, ৫।১৮)।

পৃষ্ঠা ৩৭৬

মা বোলাও তারে—তাহাদিগকে মাতৃ-সম্বোধন কর।

মাহ—মুক্তি।

গুরূ হিতাহিত—গুরুর আক্কেল বা বুদ্ধি-বিবেচনা।

লগ্ন করি দিবা—শুভক্ষণ স্থির করিয়া দিবে।

প্রমাণ—প্রত্যয়ের হেতু, অনুজ্ঞা।

শীঘ্র তুরমান—One of these words may be dispensed with।

৩৭৭

যুশি—জ্যোতিষী। হিং জো ষী। 'An inferior tribe of Brahmans employed in casting nativities and fostering other superstitious practices of the natives. Their name is corrupted from জ্যোতিষী an astrologer.' [Races of N. W. Provinces by Sir H. M. Elliot, Vol. I, p. 140.]

খড়ি—প্রা° খ ড়ি আ (খটিকা)।

তার তোররি—কুণ্ডলাকার কর্ণভূষণ।

মদন কৌড়ি—মাকড়ী।

তাড়—তাটঙ্ক, বলয়।

সাত ছড়া হার—সাতকণ্ঠি হার; তুল° 'সাতেসরী হার'। ছড়া<প্রা° স ট্ ঠি (যষ্টি)।

পৃষ্ঠা ৩৭৮

জগত শ্রবণ—বিশ্ব-বিশ্রুত।

বাহুখানি নেত—[?]

শিখনী—শিকলী [?]।

বাদ্যধ্বনি—নূপুরাদি পদাভরণ; metonymy।

নানা বর্ণে—বিবিধ বেশে।

পৃষ্ঠা ৩৭৯

কালিনী জম—(১) জারজার্থক কানীন শব্দের বিকারে কালিনী হইতে পারে। (২) কালিন্দীর অপভ্রষ্ট কালিনী এবং যম ভগিনী যমুনার অপর নাম কালিন্দী। এখানে যমুনা (যমী) এবং যম উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। (৩) কালিনী শব্দে কৃষ্ণকায়ও হয়।

হাতে গলাএ বান্ধি—যে কোন প্রকারে।

দশ নৌক কাটি ইত্যাদি—অভীষ্ট-লাভ ও রোগ-মুক্তি জন্য ধর্ম্মরাজের নিকট নখ-চুল মানত এবং (গাজনে) জিহ্বাছেদন, বক্ষঃ বিদারণ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধন বা তাহার অনুকল্প আজও কোথাও কোথাও দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রঞ্জাবতীর 'শালে ভর' স্মরণীয়। মানাইমু—সম্মত করিব, সান্ত্বনা করিব। সাম্রী—প্রা°। হৃদয়বিদারী —বুক চিরিয়া রক্ত (দেওয়া)।

পৃষ্ঠা ৩৮০

লাচাড়ী—সাধারণতঃ ত্রিপদী ছন্দকে নাচাড়ী বা লাচাড়ী বলে; যথা—

বাল্মীকি যে মহাশয় ভাঙ্গিবেন সুসংশয়
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস ॥

[উত্তরাকাণ্ড]

জানকীর পতি গতি আন না লয় মতি
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস ॥

[ঐ]

কিন্তু ইহার অন্যথাও দেখা যায়। যথা—

সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার প্রবন্ধে বলি এক লাচাড়ী ॥

[পুঁথি]

অপূর্ব্ব পুরাণ গীত রচি পদবন্ধে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় লাচাড়ীর ছন্দে।

গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব্বে,—

কহিব নাচাড়ি এক পয়ারের চন্দে ॥

কোষান্তরে লাচাড়ী এক প্রকার নাচুনী ছন্দ। বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে 'লাচাড়ী—রাগ লহরী' এইরূপ আছে। সুতরাং উহা লহরী শব্দজাতও মনে হয় না।

আমাতর—চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় আঁ রা র্ তে (আমাদিগেতে)।

আমা—আমরা অর্থে। তুল° 'আ ম্হা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জানে॥' কৃ° কী°, পৃ° ২০৯।

কথাএ—এ' অতিরিক্ত।

আমি হেন সুন্দরী ইত্যাদি—আবার আমাদের মত সুন্দরী স্ত্রীর হাতে যদি সর-ননী না রুচিল, তবে অপরের হাতে কেমন করিয়া খাইবে?

ধজ—ধ্বজ। পা°।

কাহাতে—কাহা হইতে। তুল° 'জ ল তে উঠীলী রাহী আধ কবি তলে।' কৃ° কী°, পৃ° ২৬১।

পৃষ্ঠা ৩৮১

দেওার—দেবতার, মেঘের। প্রা° দে ব আ।

বরিসণ—বর্ষণ। প্রা°।

টেফান্যা পানি—টোপ টোপ অর্থাৎ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে যে জল।

আমি সবে—প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'গণ', 'সব' 'সকল' 'যত' প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হইত।

জীবের জীবন—জীবনের জীবন অর্থাৎ অতি প্রিয়।

কাতে ঢালি জাও—কাহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাও।

পসু—প্রা°।

পৃষ্ঠা ৩৮৩

পুছিয়া—প্রা°, পু ঙ্খ (মৃ জ্)।

সেবা দিলু আমি—শরণ লইলাম।

মাটী হোতে গুরিচান্দের ইত্যাদি—পূর্ব্বেও ময়নামতীর দীক্ষা কালে এইরূপ ভাষা পাওয়া গিয়াছে (পৃ ৩৮৪)।

খাড়া বন্দি—পূর্ব্বে 'খারা বন্দী' (পৃ° ৩৪৪)।

পৃষ্ঠা ৩৮৪

ঝুলি—পূর্ব্বের পাঠ 'বুলি' (পৃ° ৩৪৫)

জোগাই—যোগী।

সিঙ্গাতে দিল ফুক—শৃঙ্গ ধমন করিলেন। আধুনিক ভাষায় 'মরণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পৃষ্ঠা ৩৮৫

টোন—পাত্রভেদ। স° তূ ণ।

ত্রিশূল—শৈব যোগীদের ধারণীয়।

বীর—ডাহিনী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ২)।

ভোর—বিহ্বল। বোলা শব্দের টিকা দ্র°।

গাছা—বড় কাটা।

পিচাস জে সুন ইত্যাদি—ইহা হইতে অনুমান হয় হাড়িফা পিশাচ-সিদ্ধ ছিলেন।

কাঁটা—মগধী ক ণ্ট এ।

দোহ—দুই জন। অপ° প্রা° দ্রু হু।

পৃষ্ঠা ৩৮৬

মদ খাইবারে—পূর্ব্বে 'ভাঙ্গ খাই সিদ্ধাএ লাগিল ঢুলিবার॥' (পৃ° ৩৮৬)।

ঢালিয়া—প্রবেশ করাইয়া।

লইবা নি গ—লইবে না গো?

ঝিয়াই—মেয়ে। ঝি শব্দ দ্র°।

বিভোল—বিহ্বল। বোলা শব্দের টীকা দ্র°।

পৃষ্ঠা ৩৮৭

পালক—পালিত।

সুয়া—প্রা° সু অ (শুক)।

পুছে—প্রা° পু চ্ছ ই (পৃচ্ছতি); হি° পুছৈ, গু° পু ছ ই।

বৈল বৃক্ষ—বিল্ববৃক্ষ। প্রা° বি ল্ল, বে ল্ল।

বৈসে—প্রা° ব ই স ই (উপবিশতি)।

মনহর—প্রাকৃতে ম ণ হ র. স র ব র প্রভৃতি।

পৃষ্ঠা ৩৮৯

খেড় য়াল—খেলার সাথী, ক্রীড়াসহচর। <প্রা° খে ট্ টু; হি° খে ল ৱা র।

তোমি—উত্তরচরিতে তু ম্হি।

ভরশা—ভর, পূর্ণ এবং আশা। দুইটি স্বর সন্নিহিত হইলে একটির বিলোপ প্রাকৃতের অনুমত।

পোড়ে বনে—দাবদাহ।

একেশ্বর—একাকী।

পৃষ্ঠা ৩৯০

পক্ষী হইয়া দেখিমু উড়িয়া—তুল 'পাখি নহোঁ তাব ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।' কৃ কী, (পৃ ২৯৯)।

কালি—শোক জন্য কান্দিলা।

পৃষ্ঠা ৩৯১

আমার প্রাণেশ্বর—ভাষাটা এখনকার কালে কেমন কেমন ঠেকে।

পৃষ্ঠা ৩৯৩

বষিবা—মলত্যাগ করিবে। [বশ চ ন, বশ্রান, পক্ষী প্রভৃতির পুরীষ ত্যাগ।]

টাঙ্গনে—ঝুলান; শূন্যে।

পৃষ্ঠা ৩৯৪

চলি গেল আপনা দরশন—আপন চেষ্টা বা ধাক্কায় চলিয়া গেল। দরশন—look-out।

হাল চাস—কৃষিকর্ম্ম কর।

সিঙ্গাতে—কর্ম্মকারক।

পশ্চিম কুলের যুগী—গোরক্ষবিজয়ে 'পশ্চিমে গেলেন গোর্খ উত্তরে মিনাই।' (পৃ ১৫)। ইহা সম্প্রদায়গত পরিচয় বলিয়া মনে হয়।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

প্রথমে বন্দিল সিদ্ধা ইত্যাদি—মুসলমান কবি কর্তৃক হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা লক্ষণীয়।

গোরেক হরিহর—শিবাবতার গোরক্ষনাথ।

পৃষ্ঠা ৩৯৮

যবন—পুরাকালে যবন শব্দে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তবাসী যে কোন জাতিকে বুঝাইত। যবনগণ কাম্বোজ, শক, পারদ, পহ্লব ও কিরাতগণের সহিত পতিত ক্ষত্রিয় মধ্যে গণ্য হইত (মনু ১০।৪৪)। সগর রাজা কতকগুলি প্রজাকে বিশেষ অপরাধে তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহারাই যবন নামে প্রসিদ্ধ হয় (বিষ্ণুপুরাণ)। পরবর্ত্তীকালে গ্রীক, য়িহুদা, তুর্কী প্রভৃতি বহু জাতি যবন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অধুনা অর্থ সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছে। হিব্রু যবন্, আ যুনান্।

এক রাত্রি না বঞ্চিল ইত্যাদি—শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের জন্ম এইরূপই রহস্যময়।

মুনির—ময়নামতীর।

উজালা—আলোকময়, উজ্জ্বল।

ষষ্ঠী আচার—জন্মের ষষ্ঠ রাত্রে শিশুর কল্যাণ-কামনায় যে পূজা হয়।

পৃষ্ঠা ৩৯৯

কর্ণের ছেদন—কর্ণবেধ।

গুণবর্তা দাই—পূর্ব্বে সোনা দাই (পৃ ৪৯)।

জোশে—√জুষ্ সেবনে।

গুম্ফা—গুহা। ও° গুম্ফা।

পৃষ্ঠা ৪০০

পাতিল ডুবাইবে—বিবাহের পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় লৌকিক আচার ভেদ।

তৎকাল—তৎপর অর্থে।

পৃষ্ঠা ৪০১

হেথা—প্রা° এত্থ (অত্র)।

পৃষ্ঠা ৪০৩

মুরারি—মাধুরী।

পৃষ্ঠা ৪০৪

অতি যোগ—অতিশয় জনতা।

সম্ভোগ—আনন্দোৎসব।

ধাঙ্গসা—বড় দামামা।

জোড়খাই—আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

কাড়া—(কটাহের আকৃতি) আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র।

টিকারা—দুন্দুভি।

ভেউড়—শিঙ্গাভেদ।

তরঙ্গ বাজনা—তুমুল বাদ্যোদ্যম বা 'জলতরঙ্গ'।

নয়—না।

পাখয়াজ—প্রা° পক্খাউজ্জ (পক্ষাতোদ্য); ফা° পখ্‌রাজ্।

মন্দিরা—মন্দিরাকৃতি বলিয়া।

মোহন মুরারী—মোহন বাঁশী।

সারিন্দা—স° সারঙ্গ।

পড়া—স° পটহ।

কপিনাস—বাদ্যযন্ত্রভেদ।

মুচঙ্গ—বাদ্যযন্ত্রভেদ।

তানপুরা—তম্বুরা।

৪০৫

আলম—ঝাণ্ডা, পতাকা। আ° অ ল ম।

পাইল—পালি, দোয়ার, গানের যাহারা ধুআ ধরে।

উপটন—অনুলেপন, cosmetic। মৎ-সম্পাদিত মনসামঙ্গলে 'উবটন'। প্রা° উ ব্ ব ট ণ (উদ্বর্ত্তন)।

বৈরাতি—বরযাত্রী।

মগ্ন হয়—বিমোহিত হয়।

জলপথে মান্য দিল ইত্যাদি—ইহা হইতে অনুমান হয় ঘটনাস্থল নদীবহুল।

পৃষ্ঠা ৪০

সদাই পান তামাক খায়—স্ত্রীলোকের ধূমপান লক্ষণীয়।

কানু—অপ° প্রা° কা হ্নু।

ছোট কন্যা পদুনা ইত্যাদি—গোপীচন্দ্রের গানে 'রতুনাক বিবাও কৈল্লে পতুনাক পাইল দানে।' (পৃ° ৫৩) এবং গোবিন্দ-চন্দ্র গীতে 'উতুনা করিয়া বিভা পুতুনা পাইল দান।' (পৃ° ৫৮)।

পৃষ্ঠা ৪০৭

হাটকুর বলিবি—'হাটকুর বলাবি' বোধ হয়। পূর্ব্বে 'আট কুড়া'।

এথা—প্রা° এ ত্থ (অত্র)।

চিন্তন—চিন্তাযুক্ত।

৪০৮

এহিমনে—এইরূপে, এমতাবস্থায়।

মুনিকে আনি ইত্যাদি—পাঠান্তর 'মুনিখে আনিঞা রাজার কর বিশর্জ্জন॥'

বিসর্জ্জন—(এখানে) অগ্নিসাৎ।

পৃষ্ঠা ৪০৯

শুভাচার—কুশল।

ষোল রাজ্যের ঈশ্বর—১ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

ডুলি—প্রা° ডো লি আ (দোলিকা), ডো লা; প্রাচ্য হি°, সি° ডো লী।

পৃষ্ঠা ৪১০

ভিজা—√ভি জ্ (স° অভি-√অ ন্ জ্)

উদরে—সামীপ্য অর্থে।

ফান্দ—হি° ফ ন্দা।

গুরু সেব নাম জপ—গুরু-প্রশংসা।

করতার—কর্ত্তার, ঈশ্বর।

অমর হয় কন্ধ—দীর্ঘজীবী হয়

পৃষ্ঠা ৪১১

-প্রা * ফু ল্ল রা ড়ি আ (ফুল্লরাটিকা); হি° ফু ল রা রী।

পৃষ্ঠা ৪১২

চৌষট্টি—প্রা° চ উ স ট্ ঠি (চতুঃষষ্টি)

পৃষ্ঠা ৪১৪

নদীয়া নন্দনগরে ইত্যাদি—ইহা হইতে কবিকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়।

নৌ লাখ—নয় লক্ষ।

পৃষ্ঠা ৪১৫

নাথ—নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক।

পৃষ্ঠা ৪১৬

বিহান—প্রা° বি হা ণ (বিভাত)।

চোমুড়া—চারিদিক্ বেড়িয়া। প্রা° চ উ এবং মুড়া (স° √মু র্ বেষ্টনে)।

কওন—কথন > কহন > কওন।

বেলদার—কোদালিয়া, খনক। হি° বেল, কোদাল এবং ফা° দার।

খন্দক—গর্ত্ত। ফা°।

পূর্ব্বে শাপ দিয়াছিলেন ইত্যাদি—শাপ বৃত্তান্ত গোরক্ষবিজয়ে দ্রষ্টব্য (পৃ° ১৬-২১)।

পৃষ্ঠা ৪১৭

চোরাশী—প্রা° চ উ রা সী (চতুরশীতি)।

পৃষ্ঠা ৪১৮

গড়—'গঢ়ো দুগ্গে' (গঢ়ো দুর্গম্)—দেশীনামমালা।

হন্তে—হইতে। প্রা° হিং ত পঞ্চমীর বহুবচনের চিহ্ন; আর্ষপ্রাকৃত ও অর্দ্ধ-মাগধীতে ৫ মীর ১ বচনেও 'হিং ত' হয়।

যোগ পাটা—যজ্ঞকালে ধারণীয় উত্তরীয়। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় জোগোটা অর্থে 'যোগ কো সাফ করনেবালা বা যোগ কা আধার' লিখিয়াছেন।

পৃষ্ঠা ৪১৯

হাতে মাথে কান্দে—অত্যন্ত খেদান্বিত হইল; idiom।

বিজয় গমন—বিজয় শব্দও গমনার্থক।

হাড়িয়া চামর—হারিয়া চোঁহর দ্র°।

পৃষ্ঠা ৪২০

সত্বরিয়া—'সঙরিয়া' হইবে বোধ হয়।

পৃষ্ঠা ৪২১

তুরিত—প্রা° ও পা°।

ফাফর—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হি° ফে ফ র (স্তম্ভিত)।

পৃষ্ঠা ৪২২

ঝুল—দোল।

ছাই—প্রা° ছা হী। (ছায়া); হি ছাঁ হ।

ডাল কোমর—ডাল-কুমড়া এক প্রকার কুত্যা।

পৃষ্ঠা ৪২৩

খুজিনু—আ° খা ও য হইতে।

পৃষ্ঠা ৪২৫

আউট হাত কেশ—সাড়ে তিন হাত কেশ। মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরা কাণ্ডে 'আ উ ঠ হাতের কেশ এক গোটা বেণী', শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে 'আ উ ট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে'।

উভ—প্রা° উ ব্ ভ (ঊর্দ্ধ)।

সন্ধে—সন্ধিতে।

পৃষ্ঠা ৪২৬

কুলী—প্রা° কো ই ল।

পৃষ্ঠা ৪২৭

বিয়াখিত—প্রশংসা।

পৃষ্ঠা ৪২৯

চুল—অঞ্জলি। স° চু লু ক; হি° চু লূ।

পিতে—পান করিতে।

সোনার—স্বর্ণকার। প্রা° সো ণা র (সুবর্ণকার); প্রাচ্য হি° সো না র।

৪৩১

ধুতুরা— * প্রা° ধুত্থুর।

৪৩৪

ভুসন—ভস্ম। পূর্ব্বে 'ভুসঙ্গ'।

খেলার সখি গেছে ইত্যাদি—ভবানী দাসের পাঁচালীতে 'আর সাক্ষী আছে রাজা সাউধ লক্ষ্মীর।' (পৃ° ৩৫০)।

পত্তুকা—বস্ত্রখণ্ড, উত্তরীয়।

অষ্টাঙ্গ—পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি, ২ হাঁটু, ২ হাত, বক্ষ ও নাসিকা।

দাগা—পীড়া, ব্যথা। ফা° দগা, প্রতারণা।

ফন্দ—ফাঁশ। ফা°।

অন্যের মাঝে বলে ইত্যাদি—ভবানী দাসের পাচালীতে,—

> আরের মাহে বেটা চাহে রাখিবারে ঘরে।
> তুমি মাএ কহ মোরে যোগী হইবারে॥
> আর মাএ পুত্র দেখি দুগ্ধ ভাত খিলাএ।
> নাতি পতি লৈয়া ঘরে আনন্দে গোয়াএ॥
> (পৃ° ৩৪০)

পৃষ্ঠা ৪৩৭

কতি—বিদ্যা°, চৈ° ভা° প্রভৃতিতে কৃ° কী°এ 'কতী'; শূ° পু°এ 'কথি' প্রা° কুত্থ (কুত্র)।

নিদ্রাআলি—নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পৃষ্ঠা ৪৩৮

সহস্র কোটা রত্ন ইত্যাদি—মহারস (শুক্র) সহস্র কোটা রত্ন সদৃশ মূল্যবান।

সিংহের আকার ইত্যাদি—'দিন কী মোহিনী রাত কী বাঘিনী' ইত্যাদি দোঁহা তুল°।

বেছোন—বীজ ধান্য। যশোহরে বেচন

লোহা দিয়া বান্ধে ইত্যাদি—পাচালীতে 'নাঙ্গল গড়াএ জে মাটিএ জাএ খএ।' (পৃ° ৩৪০)।

কাঁচা—কঞ্চি (ফা° কম্‌চী) হইতে। [?]

আট হাত বৃক্ষ—সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহ যষ্টি। আট < আউট < আহুঠ; হি° হোঁটা (বিরল প্রযুক্ত); অন্য আর্য্য-ভাষায়ও আছে। স° অর্ধ-চতুর্থ > * অড্‌ঢ-চতুট্‌ঠ, * অড্‌ঢ-জহুট্‌ঠ, * অড্‌ঢ-অউট্‌ঠ, অড্‌ঢুট্‌ঠ (জৈন প্রাকৃত) > আঢুঠ।

[ডা° সুনীতিকুমার চট্টো°]

যোড়ামুটি ফল—পীবর কুচ যুগল। প্রা° মুট্‌ঠি।

ভক্ষণ নয়—ভক্ষ্য নয় অর্থাৎ উপভোগের অযোগ্য।

সেই ধন—মহাধন।

আধার—আধেয় অর্থে।

ভুঞ্জিলে—ব্যথিত হইলে।

পৃষ্ঠা ৪৩৯

ঠাণ্ডা—প্রা° ঠড্ড (স্তব্ধ)।

পিয়ে—প্রা° পিঅই, পিয়ই (পিবতি)।

কুকধরণী—গর্ভধারিণী; পূর্ব্বে 'কুকিধরি'।

জিয়ে—প্রা° জিঅই (জীবতি)।

ষোল বঙ্গের রাজাই—তদানীন্তন বঙ্গের ১৬ টি বিভাগের অধিকার; ময়নাবুড়ার পূজার মন্ত্রে 'থান মধ্যে বন্দো মা গোর সোল থান'।

ব্রহ্মগুণে—ব্রহ্মতেজে বা দৈব শক্তির বলে।

পৃষ্ঠা ৪৪০

রাম রাম—ঘৃণায়।

মুখের তাম্বূল ইত্যাদি—অবজ্ঞায়।

আর নাহি মূল—(মর্ম্মার্থ) একবারে মজিলাম, আর শ্রেয়ঃ নাই।

কামার—প্রা° কম্মার, কম্মআর।

অসম্ভবে—অবর্ত্তমানে।

মারিল কপালে—কপালে করাঘাত আক্ষেপে।

বান্ধিয়াছে চূড়া—শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে।

পৃষ্ঠা ৪৪১

কপালের ফলে—সৌভাগ্য-বশে।

অনাদ্যের ঘাম হৈতে ইত্যাদি—গোরক্ষ-বিজয়ে সিদ্ধাগণের উৎপত্তি ভিন্নরূপ।

পৃষ্ঠা ৪৪২

প্রজাপতি—পালয়িতা অর্থে।

হরি—হর অর্থে।

পৃষ্ঠা ৪৪৩

সায়—অভিপ্রায়, ইচ্ছা।

গোর্খনাথ হইল শিবমুণ্ডে ইত্যাদি—গোরক্ষ-বিজয় দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ৪৪৪

চাদিচ্ছ—মুসলমান জাতি। আ হদীস।

পড়িবার দিল ইত্যাদি—বালিকার বিদ্যা-শিক্ষা।

পৃষ্ঠা ৪৪৫

বালক—বালিকা অর্থে; বালিকার্থক বালা শব্দ লক্ষণীয়।

নাম খিয়াতিক রাখিব—তুল 'এই নাম পাড়াবো'।

পুরুন আছিল ইত্যাদি—গুরু গোরক্ষ-নাথের পরনে ধাতুময় কৌপীন ও কানে মোতি-(কুণ্ডল) দেখিলাম। মোতি প্রা° মোত্তিঅ (মৌক্তিক); হি°, ম প্রভৃতিতে মোতী।

বগলী—বাটুয়া। ফা° বগ্‌লী।

পৃষ্ঠা ৪৪৬

ফুল টঙ্গি—তুল° নিকুঞ্জ-মন্দির।

খোয়া—ঘন ক্ষীর। হি°।

পৃষ্ঠা ৪৪৭

স্থানে স্থানে—একটু আধটু।

চোদ্দ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ছয় বেদাঙ্গ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও তর্ক এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ॥

চতুর্দ্দশ ভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য সপ্ত স্বর্গ এবং অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল সপ্ত পাতাল।

পৃষ্ঠা ৪৪৮

শৃঙ্গার স্বামী বিনে ইত্যাদি—ধাতু-সম্বন্ধ ব্যতীত গর্ভসঞ্চার হইবে এবং তাহাতেই গোপীচন্দ্রের জন্ম হইবে। [মহাপুরুষগণের উদ্ভবও ঐরূপে হইয়া থাকে।]

পৃষ্ঠা ৪৪৯

রাজাপুত্র সুত—'রাজপুত্র'-ই যথেষ্ট।

চার যুগ বেড়াই—অমর হইয়া চারি যুগ বিচরণ করি।

পৃষ্ঠা ৪৫০

পরতেক—প্রত্যক্ষ।

যোগবলে রাখিয়াছিলাম ইত্যাদি—যোগবলে দীর্ঘজীবন লাভ। ঋগ্বেদে মানুষের আয়ুর পরিমাণ শত বৎসর ১।৮৯।৯, ৩।৩৬।১০, ৫।৫৪।১৫, ৭।১০১।৬, ১০।১৬১।৪; কিন্তু পুরাণাদিতে সহস্র বৎসরেও কুলায় না।

স্ত্রীর সেবক হয় ইত্যাদি—পত্নীকে গুরু করিলে পুরুষ প্রত্যবায়-ভাগী হয় (পৃষ্ঠা ৩৪৭)।

পৃষ্ঠা ৪৫১

বাইন—তক্তার জোড়মুখ, joining in planks।

থাকের খাটী মাটী ইত্যাদি—যোগের ভাষা, বুঝা গেল না।

চোহুড়—চৈর, লগি, ধ্বজী। প্রবাদে 'আগে জলের ছিটা পরে চইরের গুতা।'; রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত অমরের টীকায় 'নৌকাদণ্ডেতি। দ্বয়ং চৌড় ইতি খ্যাতে।'

মনুরা—মন। মুসলমানী বাঙ্গালা; আ° ম ন ব রা।

হৃদয় সবায়ে—সর্ব্বান্তঃকরণে।

জিটে—যে স্থানে।

নিরাঞ্জন বদলে ইত্যাদি—(মর্ম্মার্থ) ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে যে গুরুকে ভজনা করে [সে সদ্গতি লাভ করে]; গুরু ব্যতীত কি ধর্ম্ম-লাভ সম্বব? অর্থাৎ কখনই না।

দেহের মধ্যে গয়া গঙ্গা ইত্যাদি—সাধক-রঞ্জনে,—

মেরুদণ্ড পাশে উজ্জল প্রকাশে
রবি শশী দুই জনা।
ইড়া বাম স্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ী সুষুমনা॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়।
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয়॥

মতান্তরে,—

ইড়ায়াং যমুনা দেবী পিঙ্গলায়াং সরস্বতী।
সুষুম্নায়াং বসেদ্গঙ্গা তাসাং যোগো ত্রিধা ভবেৎ॥
সঙ্গতা ধ্বজমূলেচ বিমুক্তা ভ্রূবিয়োগতঃ।
ত্রিবেণীযোগঃ সা প্রোক্তা তত্র স্নানং মহাফলম্॥

খরিদ—ফা° খ রী দ্।

অজপা নাম—স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সাধ্য 'হং সঃ' মন্ত্র।

পাঁচ মাণিক আছে ইত্যাদি—যোগ শাস্ত্রের ভাষা।

পৃষ্ঠা ৪৫২

যমে দিবে হানা—যম আসিয়া চড়াও হইবে।

চিন দিবা রাতি—প্রকৃত রহস্য বুঝ।

আব আতশ থাক ইত্যাদি—(মর্ম্মার্থ) শীতাতপ সহ্য কর, (সমান ভাবনা কর); গৃহবাস ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় কর। আব—জল। ফা°। আতশ—অগ্নি। ফা°। থাক—'খাক' হইবে; অর্থ—মৃত্তিকা। বাদ—বাত, বায়ু। নিশি—নিশাকর।

মনে কিছু নাই—নিঃসন্দেহ।

কন্যা বিহনে—পত্নী ত্যাগ করিয়া।

পৃষ্ঠা ৪৫৩

শিখের সেন্দুর—পতি। সেন্দূর—প্রা°।

সরম না করে ইত্যাদি—কেশ বেশ সম্বরণ করে না।

নয়নের কাজল—পরমাত্মীয়, পতি।

৪৫৪

কন্যা বাদলা লিবে তব—'কন্যা বাদ না লিবে তবে' হইবে বোধ হয়।

হয়রান—সারা, শ্রান্ত। আ°।

হেকমত লাগিল মন—কৌশলটি মনে ধরিল। হেকমত—আ°।

খেতুক মান্য দিল চারি চারি—খেতুকে চারি রাণী চারি প্রকার পুরস্কার করিল।

থর—গুচ্ছ। স° স্তর।

বিয়ানি—বেণী।

মনঝুরী—খোঁপার নাম হইতে পারে।

আগরী কস্তুরী গুল—অগুরু কস্তুরীর ব্যবহার অতি প্রাচীন। গুল—গুগ্‌গুল অথবা গোলাপ ফুল।

ঝাপা—কেশে লম্বিত পুষ্পগুচ্ছ।

সেন্দুরে উদিত দিনকর—তুল° 'শিশত সিন্দূর শোভে উয়ে যেন সূর' কৃ° কী°।

পৃষ্ঠা ৪৫৫

বেশর—অর্দ্ধচন্দ্রকার নাসালঙ্কার।

গজমতি—গজকুম্ভজাত মোতি। আট প্রকার মুক্তার মধ্যে গজমুক্তাই উৎকৃষ্ট। মতি—প্রা° মো ত্তী।

শারিন্দার লীলা—সারঙ্গ (ত্রিতন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র-ভেদ) সদৃশ।

পৃষ্ঠা ৪৫৬

গহুরি—পদাভরণ-ভেদ।

অতিকুল করতাল ইত্যাদি—করতল অতিশয় সুন্দর, (সৌন্দর্য্যে) শতদলও হারি মানে।

সিংহ ডম্বু জিনি ইত্যাদি—তুল° 'মাজা যে ডম্বরু সিংহিনী আকার নিতম্ব বিমান চাক'। ডম্বু—ডমরু?

খুন্দুরু কন পরিল হাতলী—বিকৃত পাঠ মনে হয়।

পরিল লঙ্কার সাড়ী ইত্যাদি—লঙ্কাজাত শাড়ী পরিধান করায় (বস্ত্রাবৃত) কণকগিরির শোভা ধারণ করিল। কুম্ভ—শতকুম্ভ, সুবর্ণগিরি

চুলটী, উছটী, পাসলী } পদাঙ্গুলি-ভূষণ

পৃষ্ঠা ৪৫৭

শৃঙ্গার—বেশভূষা।

ছুরে—সুরে। [?]

আট বার বৎসরের—'আট চার বৎসরের' হইবে।

তের—প্রা° তে র হ

পৃষ্ঠা ৪৫৮

মলিন—দুঃখ।

গুমান—গৌরব, গর্ব্ব। ফা°।

পৌষা আন্ধারি—পৌষ মাসের মেঘ-বাদল। আন্ধারি—বাত্যা। হি° আঁ ধা রী।

মহা ভারি—দুঃসহ।

লিয়ালি—ভারি লেপ। গো° বি°এ নে হা লি।

আভরণ—আবরণ।

উড়ন—'ওড়ন' দ্র°।

ফাগুন—প্রা° ফ গ্‌ গু ণ।

সোহাগিনী—'অনাথিনী,' 'চতুরিণী,' 'রজকিনী,' 'গোপিনী,' প্রভৃতি পদ তুল°।

ডহ ডহ—ধক্‌ধক্ করিয়া পুড়িতেছে; সন্তপ্ত

ঘরণী—প্রা°।

অগণি—প্রা° অ গ ণী।

ইন্দ্রা—'ইন্দারা' শব্দ দ্র°।

হুখান—শুষ্ক।

পৃষ্ঠা ৪৬০

যমুনার তরঙ্গ—ভরা গাঙ্।

মহাকাল—মাকাল ফল যেমন অভক্ষ্য সেইরূপ অর্থাৎ ব্যর্থ।

তরল সাঁতার—স্রোতমুখে টানা সাঁতার এবং সেইহেতু বিপদ-সঙ্কুল।

চতুর্ভুজা—দুই হাতের স্থানে চারি হাত সৌভাগ্যের লক্ষণ।

কাচুলি—প্রা° ক ঞ্চু লি আ।

ধুতুরার ফুল—শিবপূজা ব্যতীত বড় একটা অন্য কাজে লাগে না।

তাঁতির বাড়ীর কাপড় নয় ইত্যাদি—'ধান চাউল বসন নহে' ইত্যাদি কয় পঙ্‌ক্তি তুল° (পৃ° ৩৬৭)। তাঁতি—স° ত ন্ত্রি। ধান—সিন্দুর-বিক্রেতা হইতে পারে।

পৃষ্ঠা ৪৬১

মোহর বান্ধিব—মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিব; পূর্ব্বে 'মোহর মারিমু' (পৃ° ৩৬৭)।

কাবাই—কাপাই দ্র।

ভাটিয়া সরিবে—ঢলিয়া পড়িবে।

পৃষ্ঠা ৪৬৩

সাদা—ভিক্ষা-পাত্র।

নাহিন্—প্রা° ন. হিং (নহি)।

দামিড়া—ঘরের দাওয়া। [?]

পৃষ্ঠা ৪৬৪

যমের স্ত্রীর সঙ্গে ইত্যাদি—'জেই যমের ডরে' ইত্যাদি ৮ পঙ্‌ক্তি তুল (পৃ° ৩৭২)।

সয়ালি পাতাব—সখী-সম্বন্ধ স্থাপন করিব।

মালই—মালাই চাকি, rotula।

সেবায় মানাব—সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিব।

টুণ্ডা—হস্তহীন। দেশী প্রা° টুং ট।

পৃষ্ঠা ৪৬৫

দাড়ুকা—পায়ের বেড়ী।

বেগর—ব্যতীত। ফা° ব গ এ র।

জিঞ্জির—শৃঙ্খল। ফা° জ ন্ জী র।

দশান্তরে যাবে প্রভু ইত্যাদি—'জে দেশে জাইবা প্রিয়া' ইত্যাদি কয় পঙ্‌ক্তি তুল°।

মাগুয়া যুগী—স্ত্রী সহ যাহারা যোগপথ অবলম্বন করে অর্থাৎ ভণ্ড যোগী।

পৃষ্ঠা ৪৬৭

ত্রিশ কোটী দেবতা—বৈদিক দেবতা দ্যুলোকে ১১, ভূলোকে ১১, অন্তরীক্ষে ১১, সাকল্যে ৩৩। তাহাই পুরাণে ৩৩ কোটী। [বেদবাণী বিশ্বদেব প্রবন্ধ দ্র°।]

দুস্মন—শত্রু। ফা° দু ষ্ ম ন্।

পৃষ্ঠা ৪৬৯

খির—ক্ষীর, দুগ্ধ। প্রা° খী র।

বিড়া—পানের খিলি। প্রা° বি ড়ী, বি ড়ি আ।

অঝুরেতে ঝুরে—অজস্র ধারায় অশ্রু বর্ষণ করে।

পৃষ্ঠা ৪৭০

সরদার—প্রধান। ফা°।

পৃষ্ঠা ৪৭১

পোড়া—অল্প। প্রা° পো অ ড়ং (স্তোকম্)।

ঘড়া—স° ঘ ট।

বকশীস—পুরস্কার। ফা° ব খ্ শী শ্ (দান)।

সাধ—প্রা° স দ্ধা (শ্রদ্ধা)।

পৃষ্ঠা ৪৭৩

সীঁসের সেন্দুর—সিঁথার সিন্দূর অর্থাৎ স্বামী। প্রা° সী স্।

তালাই—চেটা; তালপত্রে নির্ম্মিত বলিয়া কি?

জড়িয়া—জড়াইয়া।

ঢেকা—ধাক্কা।

৪৭৪

সিদ্ধির ঘোটনা—ভাঙ্গ-চূর্ণ।

পৃষ্ঠা ৪৭৫

পদুমিনী—প্রা° প তু মি নী (পদ্মিনী)।

মাসী—প্রা° মা উ সি আ (মাতুঃ স্বসৃ)।

পৃষ্ঠা ৪৭৬

ঘাত—আঘাত, দুঃখ।

চুকরি—এক প্রকার অম্ল আস্বাদ বিশিষ্ট লাল ফল। ঢাকায় চুকুর, নদীয়ায় চোকরি।

নাচ—প্রা° ণ চ্চ, ন চ্চ (নৃত্য)।

চেড়ী—চেটিকা, দাসী। প্রা°।

চকমকী—অগ্নি উৎপাদক কঠিন পাথর। ঋগ্বেদে অগ্নিকে প্রস্তরের পুত্র বলা হইয়াছে (১০।২০।৭)। তুর্কী চ ক্ ম ক্ অর্থে আলো জ্বালা।

পৃষ্ঠা ৪৭৭

দিবসে জুড়ায় বাতি ইত্যাদি—(অন্বয়?) হঠাৎ দিনের আলো নিবিয়া গেলে ঘোর আঁধার চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে। অমা-নিশায় আকাশের তারা কি আলো দিতে পারে?

মাহুর বিষ—তীব্র বিষ, মারাত্মক বিষ; পূর্বে 'হলাহল হরিনা বিষ'। ফা° মু হ র (ঝলক)?

সুসার—প্রচুর।

পৃষ্ঠা ৪৭৮

অনুরাগ—বিরাগ অর্থে।

আনা—১৬ ভাগের ভাগ। * প্রা° আ ণ অ; অর্বাচীন স° আ ন ক।

গণ্ডা—৪ কড়ায় ১ গণ্ডা। অর্বাচীন স° গ ণ্ডা ক।

পোনে—সিকি কম। প্রা° পা ও ণ (পাদোন); প্রাচ্য হি° প উ নে, ম° পা উ ণ।

আলিম উদ্দিন—ইনি কোন পাঠশালার গুরুমহাশয় হইবেন।

বয়ান—বিবরণ, ব্যাখ্যান। আ°। প্রা° ব য় ণ শব্দ তুল°।

নাপিত আনিয়া রাজার ইত্যাদি—তুল°—

> তজা রাজ রাজা ভা জোগী।
> অউ কিঁগরী কর গহেউ বিওগী॥
> তন বিসঁভর মন বাউর লটা।
> উরুঝা পেম পরী সির জটা॥
> চন্দ-বদন অউ চন্দন দেহা।
> ভসম চঢ়াই কীন্হ তন খেহা॥
> মেখল সীঁগী চকর ধধাঁরী।
> জোগোটা রুদরাছ অধারী॥
> কন্থা পহিরি ডণ্ড কর গহা।
> সিদ্ধ হোই কহঁ গোরখ কহা॥
> মুঁদরা স্রবন কণ্ঠ জপ-মালা।
> কর উদপান কাঁধ বঘ-ছালা॥
> পাবঁরি পাঁয় লীন্হ সির ছাতা।
> খপ্পর লীন্হ ভেস কই রাতা॥
>
> —পদুমাবতি, জোগী-খণ্ড। ১২।

নাদ—উর্ণাসূত্রগ্রথিত কৃষ্ণবর্ণ বস্তুবিশেষ।

মুঞ্জ—শর-তৃণ।

মেখলি—কটিবন্ধ।

খপরী—ভিক্ষাপাত্র। প্রা° খ প্ প র (কর্পর)।

মুদ্রা—স্ফটিক বা হাতীর দাঁতের কুণ্ডল।

ষোল বৎসরের রাজা—পূর্বে 'ষোল বঙ্গের রাজাই' (পৃ° ৪৩৯)।

পৃষ্ঠা ৪৭৯

একুশ—প্রা° এ ক্ ক বী সা।

পৃষ্ঠা ৪৮০

এলাং ঢুকার খাটা—বুঝা গেল না।

তুমি চন্দ্র তুমি ব্রহ্মা ইত্যাদি—হনুমানের উক্তি।

হাতে মাথে আইনু ধায়া—ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিলাম।

খাড়া—শীঘ্র। হিং খ ড়া।

পিন্দন ধড়া —পরিহিত বস্ত্র।

কেন মারে—পাছাতে আঘাত বা পাছা দ্বারা আঘাত করে।

৷ ৮১

ডাহিন—প্রাং দা হি ণ।

ছড়া ঝাড়ি—প্রাতে প্রাঙ্গনাদিতে গোবর-জল ছিটাইয়া ঝাড়ু দেওয়া।

খুরি—কটোরা।

নাচনী—প্রাং ণ চ্চ ণী (নর্ত্তনী)।

পৃষ্ঠা ৪৮২

দ্বিতীয় অতি নির্ম্মাণ—অদ্বিতীয় নির্ম্মাণ।

কন্নি উপধর—বুঝা গেল না।

কেওয়া—প্রাং কে অ অ (কেতক)।

চটক—ছটা।

সলে—সকলে।

পৃষ্ঠা ৪৮৪

নকুল—মাদকদ্রব্য সেবনের চাট।

পৃষ্ঠা ৪৮৬

মনে কিছু নাই—নিঃসংশয়ে।

নকর—ফাং ন ও ক র্।

পৃষ্ঠা ৪৮৭

মুদি—চাউল-দাইল-বিক্রেতা, ইং grocer। হিং মো দী।

কামেশ্বরের নাড়ু—মোদকভেদ।

গহনা—হিং।

পৃষ্ঠা ৪৮৮

-প্রাং বি জ্জু লী।

মন্ত্র পড়ি তৈল ইত্যাদি—বশীকরণ।

তাড়ফলী—তাটঙ্ক।

লক্ষমূল—লক্ষ টাকা মূল্যের। মূল—প্রাং মু ল্ল।

কড়ি—মদন-কড়ী বা মাকড়ী।

বাঁক পাতা মল—সংক্ষেপে বাঁক-মল।

পৃষ্ঠা ৪৮৯

তিলোত্তমা—ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সুন্দ-উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের বধের নিমিত্ত সমুদায় রত্নের তিল তিল সৌন্দর্য্য লইয়া নির্ম্মিত বলিয়া তিলোত্তমা এই নাম।

ফুলগিরি—ফুলদার। ফাং গ রী।

কোরা—নব বস্ত্র।

বধূঁ—প্রণয়ী। অর্থ সংকীর্ণতা ঘটিয়াছে।

তোসক—ফাং তো শ ক্।

মশারি—কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথিতে 'সুবর্ণ খট্টাতে নেতের তুলি জে মা শূ রী।'

পৃষ্ঠা ৪৯১

বোকা—?

নেউড়ী—নেঙ্গড়া, খঞ্জ।

পৃষ্ঠা ৪৯২

বিপত্য—বিপরীত।

পৃষ্ঠা ৪৯৩

কানাই—ঠাকুর, প্রভু। প্রাং ক ণ্‌ হ।

সুন্ধি—সন্ধি।

দড়—দৃঢ়। প্রাং দ ঢ়।

পৃষ্ঠা ৪৯৫

সতের—প্রাং স ত্ত র হ (সপ্তদশ)।

পৃষ্ঠা ৪৯৭

কলপিল—গলিয়া গেল।

পৃষ্ঠা ৫০০

নাচার—নিরুপায়। ফাং ন-চা র্ হ।

পৃষ্ঠা ৫০১

পনর—প্রাং প ণ্ণ র হ।

ভৌগোলিক সংস্থান

কলিঙ্গাবন্দর (পৃ° ৬৬, ৯৮,২২৬)—রাজ-মহেন্দ্রীর সন্নিহিত।

করতোয়া (পৃ° ২৬১)—কথিত আছে, গৌরীর বিবাহ কালে হরের হস্ত-স্খলিত জল হইতে এই নদী উৎপন্ন। ইহার জল অতি পবিত্র, বর্ষাকালেও অশুচি হয় না। পূর্ব্বে করতোয়া বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া উভয় দেশের সীমা নির্দ্দেশ করিত। অধুনা এই নদীর গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখা যায়। এখন ইহা জলপাইগুড়ির পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রংপুর অতিক্রম করিয়া বগুড়া জেলার দক্ষিণে হলহলিয়া নদীর সহিত মিলিয়াছে। এইখান হইতে ফুলঝর নামে পরিচিত হইয়া আত্রাই (আত্রেয়ী) নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। অনেকের মতে এই ফুলঝরই প্রাচীন করতোয়া। অপরে বলেন, মহানদী ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) মধ্যবর্ত্তী 'করতো' নদীই করতোয়া।

মেচ পাড়ার দেশ পৃ° ২৬৭)—কুচবিহার অঞ্চলে হইতে পারে।

নওয়ান গর (পৃ° ৩২৫)—ত্রিপুরা জেলার সুর্ণশর পরগনার নয়ানপুর (A. B. R.)। 'গর' (গড়) পুরে পরিণত হইয়া থাকিবে।

গৌড়র সহর—(পৃ° ৩২৫)—প্রাচীন শ্রীহট্টের অপর নাম গৌড়; উহা উত্তর-বঙ্গের রাজধানী নহে। তৎকালে শ্রীহট্ট প্রদেশ তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল—(১) গৌড় বা শ্রীহট্ট, (২) লাউড়, (৩) জয়ন্তী।* নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে শ্রীহট্ট-গৌড়ের উল্লেখ আছে।

* রাজমালা পৃ° ২৮৭; গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ° ৫৬ পাদটীকা।

কমলাক নগর (পৃ° ৩২৫)—প্রাচীন কমলাঙ্ক বর্ত্তমান কুমিল্লা।† কমলাঙ্ক পেগু নহে। কুমিল্লার পশ্চিমে পাটিকারা নামক স্থানে কমলাঙ্ক রাজ্যের রাজধানী ছিল।‡ গোবিন্দচন্দ্র গীতে উহা পাটিকানগর, কিন্তু স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রবন্ধে চাটিগ্রাম।

তরপের দেশ (পৃ° ৩৪০)—তরপ পরগনা শ্রীহট্টে।

সঙ্কছরা মাটী (পৃ° ৩৪৬)—শঙ্খ ছাইল, ত্রিপুরা জেলার লৌহগড় পরগনায়।

কদলীর দেস (পৃ° ৩৬৯)—কামরূপ ও তৎসন্নিহিত ভূভাগ। মহাভারত বনপর্ব্বে ও যোগিনীতন্ত্রের উত্তর-খণ্ডে কদলী বনের উল্লেখ আছে।

ডাড়ার সহর (পৃ° ৩৬৯)—রাঢ় দেশের কোন শহর। রাঢ় বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমাংশ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতকে মাগধী ভাষায় রচিত জৈন অঙ্গ মধ্যে 'রাঢ়' দেশের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে উহা 'লার' এবং তিরুমলয়ের শিলালিপিতে 'লাড়' নামে অভিহিত হইয়াছে। ১২শ শতকের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে উহাই 'রাঢ়া'। সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' অর্থে প্রস্তরময় ভূমি। রাঢ়ো হইতে রাঢ়া বা রাঢ় হওয়া অসম্ভব নয়। কেহ কেহ স° রাষ্ট্র হইতে রাঢ় শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করেন।

† Cunningham's Ancient Geography of India, p 503; রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ° ১০ পাদটীকা।

‡ রাজমালা, পৃ° ৪।

শব্দার্থ-সূচী

অ

আ

ঐ

থ

জ

ঢ

প

ফ

ব

ভ

ম

ম